পুর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোসিপ্ নিবন্ধমালা, ১৯৩০-১৯৩২]

চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্.

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩২

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 529B.—April, 1932—Gyy.

Sl no. 070409

বিষয়-সূচী

কাব্যের নাম		পৃষ্ঠা
১।	নছর মালুম	১
২।	শীলা দেবী	৪৫
৩।	রাজা রঘুর পালা	৭১
৪।	নুরন্নেহা ও কবরের কথা	৮১
৫।	মুকুট রায়	১৩১
৬।	ভারইয়া রাজার কাহিনী	১৫৫
৭।	আন্ধা বন্ধু	১৮৩
৮।	বগুলার বারমাসী	২০৯
৯।	চন্দ্রাবতীর রামায়ণ	২৩৩
১০।	সন্নমালা	২৭১
১১।	বীরনারায়ণের পালা	২৯১
১২।	রতন ঠাকুরের পালা	৩২১
১৩।	পীর বাতাসী	৩৩৯
১৪।	রাজা তিলক বসন্ত	৩৬৫
১৫।	মলয়ার বারমাসী	৪০৩
১৬।	জীরালনী	৪২৫
১৭।	পরীবানুর হাঁহলা	৪৫৩
১৮।	সোণারায়ের জন্ম	৪৬৫
১৯।	সোণাবিবির পালা	৫৬৯

নচ্ছর মানুষ

নছর মালুম

আরম্ভন

পহেলা আল্লার নাম করিয়া স্মরণ।
মাথা নোয়াইয়া বন্দম নবিজির চরণ ॥
তালমান নাহি জানি না চিনি আখর।
মুল্লুকে মুল্লুকে ঘুরি নাইরে বাড়ি ঘর ॥
ওস্তাদে গাহিত গান আছিলাম দোহারী।
মুখেমুখে শিখিয়াছি পদ দুই চারি ॥
ভাগ্যবানের বাড়িৎ গিয়া পালা গান গাহি।
সক্কলর দোয়ার[১] বলে নূনে ভাতে খাই ॥

(১)

বর্ষার বিরহ

ধূয়া—ঘরের মধু পরে খায়
ওরে লঙ্কাপোড়া বৈদেশে বেড়ায় ॥

ঝড় পড়েরলে[২] লোছালোছা[৩] উজানি উডের[৪] কই
ওরে উজানি উডের কই ॥
এমন বরিষার কালে থাক্যম কারে লইরে ॥

---

১ দোয়ার = আশীর্ব্বাদের।
২ পড়েরলে = পড়িতেছে
৩ লোছালোছা = গুড়ি গুড়ি।
৪ উডের = উঠে।
৫ কই = কইমাছ।

কুহুম কুহুম [১] শীতরে পড়ের গায়ত দিলাম কেথা [২]
ওরে গায়ত দিলাম কেথা।
কন দাবাইয়ে [৩] যাইব আমার বুকের হাড্ডির [৪] বেথারে॥
দেবায় [৫] ডাকে হারুম ধূরুম আছমান ভাঙ্গি পড়ে
ওরে আছমান ভাঙ্গি পড়ে।
এম্নিকালে একলা আমি কেমনে থাকি ঘরেরে॥
টোবার [৬] পানি বাড়ি উট্টে বাড়ি উট্টে ফেনা,
ওরে বাড়ি উট্টে ফেনা।
দুখ্খর কথা কারে কইয়ম কেহত বুঝেনারে॥
বীজানায় [৭] বাড়ে রোয়া [৮] আগা লক্ লক্
ওরে আগা লক্ লক্।
পানির হোতৎ [৯] ভাসি গেইরে আমার বসর কাল্যা সখরে
আউল হইয়ে যতরে মাছ মেঘর পানি খাই
ওরে মেঘর পানি খাই।
খাইল্যা [১০] ঘরৎ কেম্‌তে আমি মনরে বুঝাইরে॥
বাড়ীর পিছে ঝিঞা খেতি টুনি পঙ্খীর বাসা।
দিনৎ খায়রে চড়িবড়ি রাইতৎ তারার আশা॥
দুমাসের লাগি গেলা দুবছর যায়।
বনর বাঘে না খাই মোরে মনর বাঘে খায়॥
নারীর যৈবন জাইন্য জোয়ারের পানি।
কুলে কুলে ভরে আবার ভাডাৎ [১১] টানাটানি॥

---

[১] কুহুম কুহুম= কুসুম কুসুম, অল্প অল্প। [২] কেথা=কাঁথা।
[৩] দাবাইয়ে=ঔষধ। [৪] হাড্ডি=হাড়। [৫] দেবা=দেয়া।
[৬] টোবা=ডোবা। [৭] বীজানা=যে উচ্চভূমিতে প্রথম বীজ রোপণ করা হয়।
[৮] রোয়া=ধানের চারা। [৯] হোতৎ=স্রোতে। [১০] খাইল্যা=খালি।
[১১] ভাড়াৎ=ভাঁটায়।

দা কিনিয়া ন ধারাইলে জামার [১] ধরি যায়।
খাইল্যা ভুঁইয়ে [২] তুন্যাইর [৩] যত আগাছা গাছায় ॥
পাতিলার ভাত ঠাণ্ডা হৈলে খাইতে মজা নাই।
হেলি পৈলে সোণার যৈবন কি করিবা আ-ই ॥[৪]
ছাট্টিনের [৫] চুলি [৬] ছিল বুকে আঁটা আঁটি।
সোণার অঙ্গ মৈলান হৈয়ে যৌবন হৈয়ে ভাটি ॥
হাতর বেকি [৭] হলস [৮] হইয়ে পড়ি পড়ি যার।
ভাবনা চিন্তনা মোরে চুষি চুষি খায় ॥
পাড়ার লোক নানান কথা দিতেছে লাগাই।
মা বাপেতে নিত চায় তোমার থুন [৯] ছাড়াই॥
কন সাইগরের কুলে তুমি কন সাইগরের কুলে।
কত কত ভরমরা যে বসিতে চায় ফুলে ॥
কার লাগিয়া কর তুমি এইনা কামাই রুজি [১০]।
সিঙাল চোরে [১১] হাতাই লই যার ঘরর আছল [১২] পুঁজি ॥
কার লাগি বৈদেশী হৈলা হৈলারে কার লাগি।
আমি যদি মরি তুমি হৈবা বধর ভাগী ॥
হাঙার বৌ [১৩] ন হইয়মরে ন পুইয়মরে [১৪] হাঙা।
হদ [১৫] বাজাইয়া চাইয়ম আমার কোপাল কন্নৎ [১৬] ভাঙা ॥

(১—৪৪)

---

১ জামার = মরিচা। ২ ভুঁইয়ে = ভূমিতে। ৩ তুন্যাইর = পৃথিবীর।
৪ হেলি পৈলে......আ-ই = যৌবন হেলিয়া পড়িলে তুমি আসিয়া কি করিবে?
৫ ছাট্টিনের = সাটিনের। ৬ চুলি = মেয়েদের গায়ে দিবার জামাবিশেষ।
৭ বেকি = হাতের অলঙ্কার। ৮ হলস = শিথিল।
৯ থুন = হইতে। ১০ রুজি = রোজগার।
১১ সিঙাল চোর = সিঁদেল চোর। ১২ আছল = আসল।
১৩ হাঙার বৌ = দ্বিতীয়বার বিবাহের স্ত্রী; হাঙা = সাঙ্গা।
১৪.১৫ 'পুইয়মরে' এবং 'হদ' শব্দের অর্থ বোঝা গেল না। পুইয়মরে = পুষিব (?)।
১৬ কন্নৎ = কোনখানে।

(২)

আমিনা খাতুন কইন্যা বাপের এক ঝি।
ছবছর খসম [১] ছাড়া উপায় হৈব কি ॥
হায়দর বাপের নাম মাঝির গাঁও বাড়ি।
অতি কষ্টে দিন কাটে ঘরজার [২] কাম করি ॥
জাগাজমি নাইরে তার নাইরে হাল চাষ।
দিনের রুজি দিনে খায় কন দিন উয়াস [৩] ॥
কৈন্যারে দিছিলা বিয়া ভালা ঘর চাহি।
ছবছর গত হইল কন পুশ্‌সিস [৪] নাই ॥
কন পুশ্‌সিস নাইরে তার গেল ছবছর।
ভৈনর পুত ভাগিনা দুলা [৫] নাম যে নছর ॥
ভৈনর পুত ভাগিনা নছর তার কথা শুন।
আমিনার কোপালে সেই লাগাইছে আগুন ॥
আদিগুরি কথা এখন কহিয়া জানাই।
ভাগিনা কেমনে হৈল ঝিয়ের জামাই ॥
মার পেডে [৬] থাকিতে নছর বাপের এন্তেকাল [৭]
বড় দুঃখে তার মায় কাটাইত কাল ॥
পাঁচ না বছরের বসে [৮] মাও গেল ছাড়ি।
সে হইতে নছর আলি থাকে মামুর বাড়ী ॥
আমিনা হইতে নছর দুই বছরের বড় ॥
বড় মহব্বত [৯] তারে করিত হায়দর ॥

---

১ খসম = স্বামী। ২ ঘরজা = ঘরামি। ৩ উয়াস = উপবাস।
৪ পুশ্‌সিস = খোঁজখবর। ৫ দুলা = জামাতা।
৬ পেডে = পেটে। ৭ এন্তেকাল = মরণ ; এন্তে = অন্তিম।
৮ বসে = বয়সে। ৯ মহব্বত = আদর।

দুঃখ মি [1] করি আনে দুই আক্ত খায়।
আমিনা নছর সদাই খেলিয়া বেড়ায় ॥
সোয়ারীর [2] খোলে [3] নছর নুকা বানাইয়া।
পহিরর [4] পানির মাঝে দিত ভাসাইয়া ॥
এক সঙ্গে খেলা তারার এক সঙ্গে খাওন।
কৈতর কৈতরীর মত তারা দোন জন ॥
এক দুই তিন করি ষোল বছর যায়।
যৌবন জোয়ারের জল আইল দরিয়ায় ॥
গোলাপ ফুলের পরে ভরমরার মন।
গোপনে বসিয়া তারা করে আলাপন ॥
জবিনে রুইলে চারা বাড়ে দিনে দিনে।
মাডির ভিতরের রস হিঁয়ড়েতে [5] চিনে ॥
হাপে [6] চিনে মনি আর বেঙে বাইরার [7] পানি।
আসকে মাস্তুক [8] চিনে যখন টানাটানি ॥
অল্পবয়সের যুবা ভেরল ভেরল [9] গা।
নছররে জামাই কৈল্ল আমিনার মা ॥
পুত নাই ক্ষেত নাই ঝিয়র উয়র আশা।
দুদিন্যা দুনিয়ার মাঝে সকলি যে লাসা [10] ॥

*　　*　　*　　*

কাউয়ার [11] বাসাৎ কোকিলার ছা ন মানিল পোষ
ঘরবাড়ী ছাড়িল নছর নছিবের দোষ ॥

---

১ মিন্নত=পরিশ্রম।
২ সোয়ারীর=সুপারীর।
৩ খোলে=সুপারীপাতার নীচের দিকের চেপ্‌টা অংশকে খোল বলে।
৪ পহিরর=পুষ্করিণী।
৫ হিঁয়ড়েতে=শিকড়ে।
৬ হাপে=সাপে।
৭ বাইরার=বরিষার।
৮ আসকে মাস্তুক=প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে।
৯ ভেরল ভেরল=মোটা সোটা।
১০ লাসা=আটা।
১১ কাউয়ার=কাকের।

বাপে ভাবে মায়ে ভাবে উপায় হৈব কি।
শেষ কাড়ালে [১] কারবা হাতে সঁপি যাইয়ম ঝি ॥
এক দুই তিন করি গেল ছবছর।
কন্তে গেল গই [২] অভাগ্যার পুত ন পাইলাম খবর ॥
ন পাইলাম খবররে তার কি হৈব উপায়।
মোরা মৈলে আমিনারে কনে চাইব হায় ॥ (১—৪৬)

(৩)

খুঁডি খুঁডি ধান খায় মনা [৩] আর চনা [৪]।
গহিন [৫] পানির তলে মাছে খোঁড়ে খনা [৬] ॥
চতুর সন্ধানী বঁধু হাঁডে [৭] মূরে মূরে [৮]।
গাছের গোডা [৯] পাক্ ধরিলে পাইক পহল উড়ে [১০] ॥
ফুলেতে থাকিলে মধু জানে সে ভ্রমর।
মধু খাইতে চাহি বঁধূ করেরে ধড়ফড় ॥

এছাক মিঞা আইসে সদাই হায়দরের বাড়ী।
আমিনার প্রেম সাইগরে দিতে চায় পাড়ি ॥
বাপ গেইয়া কামে কাজে মায়ে বাঁধের বাড়া।
এই সময়ে এছাক মিঞা দুয়ারেতে খাড়া ॥
পানর বিড়া আইন্যে ভালা নারিকেলের তেল।
আমিনারে ডাকি কয় "ঘরর দুয়ার মেল্" ॥

---

১ শেষ কাডালে = শেষ অবস্থায়। ২ কন্তে গেল গই = কোন্খানে চলিয়া গেল।
৩ মনা = শালিক ৪ মনা, চনা = পক্ষিবিশেষ।
৫ গহিন = গভীর।
৬ খনা = পুকুরের তলায় মাছ যে গর্ত্ত কাটে তাহাকে খনা বলে।
৭ হাঁডে = হাটে। ৮ মূরে মূরে = ধীরে ধীরে অর্থাৎ সতর্কতার সহিত।
৯ গোডা = গোটা ফল। ১০ পাইক পহল = পক্ষীরা।

ইসারায় কয় কথা দুই চোগ লড়ে।
ন মানে পরাণ তার মুখর লেউস্যা [১] ঝরে ॥
হোক্কাতে [২] তামুক আর পানর খিলি দিয়া।
আমিনা বাহিরে আসে কথা না বলিয়া ॥
জাইল্যা যেমন ঘোলায় পানি জাল ফেলাইয়া দূরে।
সেইনা মতে মন চোরা আশে পাশে ঘুরে ॥
পানির সঙ্গে তেল মিশেনা চিনির সাথে নূন।
এছাকের সঙ্গে তেমনি আমিনা খাতুন ॥ (১—২০)

(৪)

গেরামের মাঝখানে এছাকের ঘর।
নাম ডাগর [৩] মানুষ তারা মস্ত তোয়াঙ্গর [৪] ॥
চৌচালা ডেহেরিখানা উডান জুড়িয়া।
চাইর দিকে গড় খন্দক [৫] গিরিডি [৬] ঘিরিয়া ॥
ভিতরে আটচালা ঘর উলুছনর ছানি।
বড় পুকুর ছামনে তার দশ হাত গহিন পানি ॥
এছাকের ঘরে বিবি নাম 'মেমাজান'।
ছুরতে জিনিয়া লয় পুন্নমাসীর চান ॥
বড় ঘরর মাইয়া [৭] 'মেমা' বড় ঘরর মাইয়া।
সুখ ন পাইল ভমরা বঁধূ ফুলর মধু খাইয়া ॥
যার সঙ্গে যার মজে মন বাদ বিচার নাই।
কোন জনে সুখ পায় মদ বেচি দুধ খাই ॥

---

১ লেউস্যা = মুখের লালা। ২ হোক্কাতে = হুঁকায়।
৩ নাম ডাগর = নামজাদা। ৪ তোয়াঙ্গর = ধনী।
৫ খন্দক = খাই। ৬ গিরিডি = বাসভূমি।
৭ মাইয়া = মেয়ে।

আমিনারে নারাজ দেখি এছাকের মন।
প্রেমের আগুনে আরও জ্বলে হামিস্কন [১] ॥
এইত আগুনের জ্বালা ছেলর মতন ফুড়ে [২]।
ফুদিয়া নিবাইতে গেলে বেশী জ্বলি উড়ে ॥

একদিন এছাক মিঞা করিল কি কাম।
হায়দারের নিকটে গিয়া কহিল তামাম [৩] ॥
কহিল মনের কথা যত আছে মনে।
দিল যে ফাড়িয়া [৪] যায় আমিনার কারণে ॥
সাদি যদি করে মোরে আমিনা সোন্দরী।
তোমরারে পালিবাম সারা জীবন ভরি ॥
আষ্টকানি জমি দিব শঙ্খনদীর কুলে।
ভরি ভরি সোণা দিব হাত কাণ চুলে ॥
দুঃখ মিন্নত ন করিবা বুড়া কালে আর।
আমিনার কারণে তোমরা ন হৈবা লাচার [৫]
এছাকের এই সব কথা শুনিয়া হায়দর।
মাথার মাঝে হাত দিয়া ভাবিল বিস্তর ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া হায়দর জিজ্ঞাসে তখন।
আমিনারে রাখিবা কি বান্দীর মতন ॥
এছাক বলিল—ইহা নয়া কথা নয়।
নহিলে কুলের মান কেমন কৈরে রয় ॥
আষ্টকানি জমি দিব শঙ্খ নদীর কুলে।
ভরি ভরি সোণা দিব হাত কাণ চুলে ॥

---

১ হামিস্কন=সর্ব্বদা। ২ ফুড়ে=ফুটে।
৩ তামাম=সমস্ত। ৪ ফাড়িয়া=ফাটিয়া!
৫ লাচার=কাতর।

হায়দর বলিল আমি পুছার [১] করিয়া।
তোমারে আমার কইন্যা দিবাম তবে বিয়া॥

মায় আসি কৈল কথা আমিনার গোচরে।
নীচের মিক্যা [২] চাইল কন্যা বুগে [৩] ধড়ফড় করে॥
ন চাহিল মার মিক্যা ন ফুডিল [৪] মাত [৫]।
পেরেসানে [৬] তিন দিন ন খাইলরে ভাত॥ (১—৪০)

(৫)

সেইত গেরামের গুণীন্ বুধা তার নাম।
ঝারা ফুয়া [৭] আদি জানে বিতকিচ্ছ্য [৮] কাম॥
গর্ভিতা খালাস হয় পানি পড়া খাই।
বুধাগুণীর দোয়া তাবিজ আচানক দাবাই॥
পুরুষ দেবানা [৯] হয় নারী ছাড়ে ঘর।
পররে আপন করে আপনারে পর॥
শনি মঙ্গল বারে যদি অমাবস্যা পায়।
গাছের শিঁয়র [১০] তুলি আনি অসুদ [১১] বানায়॥
যুবতী নারীর লাগে ঝোঁডার [১২] আগার চুল।
আর লাগে বাসি বিয়ার মুকুটের ফুল॥
আঙ্গুলের নোক [১৩] আর আঞ্চলের কোনা।
এসব জিনিষ দিয়া করে দারুটোনা [১৪]॥

১ পুছার = জিজ্ঞাসা।
২ মিক্যা = দিকে।
৩ বুগে = বুকে।
৪ ফুডিল = ফুটিল।
৫ মাত = পক্ষ।
৬ পেরেসানে = দুঃখে।
৭ ঝারা ফুয়া = মন্ত্রবিশেষ।
৮ বিতকিচ্ছ্য = বীভৎস।
৯ দেবানা = দেওয়ানা, পাগল।
১০ শিঁয়ড় = শিকড়।
১১ অসুদ = ঔষধ।
১২ ঝোঁডার = ঝুঁটির।
১৩ নোক = নখ।
১৪ দারুটোনা = মন্ত্রৌষধি।

যত বদমাস আছে যত লুচ্চা আর।
দিনে রাইতে ঘুরে তারা দুয়ারে বুধার॥
কেহ পড়ায় হৈরর [১] তেল কেহ পড়ায় পান।
কেহ দে বাইয়ন [২] মূলা কেহ দেরে ধান॥
কেহ দেয় আনাজি কেলা [৩] কেহ কচুর মাথি।
ভেট বেয়ার [৪] লয় বুধা দোন [৫] হাত পাতি॥
ওঝাগিরি ব্যবসা ভালা মাছে ভাতে খানা।
দিনে জোটে মৈষর দই রাইতে দুধর ছানা॥
সিন্দুক ভরা টাকা বুধার গোলায় আটকাট [৬] ধান
ওঝাগিরি করি বেটা হৈছে জাণ্টুমান [৭]॥
দেশ বৈদেশে হৈছেরে তার বড় নাম ডাক।
বুধার কাছে একদিন আসিল এছাক॥
মুখেতে সরম তার বুকে বেথা ভারি।
আরে ঠারে কয়রে কথা মাথা লাড়ি চারি॥
বুধা বলে শুনরে বাপ আইস্য কিয়র লাই [৮]।
কোন নারী দিয়াছে দিলে [৯] আগুন লাগাই॥
এছাক বলিল আমার পাড়াল্যা হায়দর।
হাটের উতরে যাইতে পথর মোড়ৎ ঘর॥
তার কইন্যা আমিনারে খামখা [১০] যে চাই।
বাঁচাও আমারে গুণী আগুন নিবাই॥

---

১ হৈরর=সরিষার। ২ বাইয়ন=বেগুন।
৩ আনাজি কেলা=কাঁচাকলা। ৪ বেয়ার=বেগার।
৫ দোন=দুই। ৬ আটকাট=পরিপূর্ণ।
৭ জাণ্টুমান=ক্ষমতাশালী। ৮ কিয়র লাই=কিসের জন্য।
৯ দিলে=মনে। ১০ খামখা=নিশ্চয়।

পেডৎ ন যায় ভাত আমার মরির সদাই ভোগে[১]।
শুতি[২] পৈলে তারে ভাবি ঘুম ন আইয়ে চোগে ॥
বিষগোটা মৈষর হাল দশ দোন[৩] ভুঁই।
টেঁয়া পৈছার[৪] লাগিয়ারে ন ভাবিও তুঁই[৫] ॥
গোলার ধান ইন্দুরে খায় নাইরে পুশ্চিস[৬]।
আমিনার লাগি আমার মাথায় উট্টে বিষ ॥
বুধা বলে শুনরে বাপ কালুকা ফজরে[৭]।
আমার পরিচয়ে যাইবা নজু তেল্যার ঘরে ॥
হৈর[৮] দিয়া যখন নজু ঘুরাইব ঘানি।
পরথমের সাত ফোডা[৯] তেল দিবা তুমি আনি ॥
শনিবারে সেই তেল আমি দিব পড়ি।
দেখিব কেমন কইন্যা আমিনা সোন্দরী ॥ (১—৪৪)

(৬)

ছবুর[১০] মানেনা এছাক মানেনা ছবুর।
সদাই পঙ্খীর মতন করে উড় উড় ॥
ডল্যুয়া খালর[১১] হোঁত[১২] হৈয়ে মন ডল্যুয়া খালের হোঁত।
কন দিকদি কন্তে যাইব খুঁজি ন পায় পোঁথ[১৩] ॥

---

১ ভোগে=ভুকায়, ক্ষুধায়।
২ শুতি=শুইয়া।
৩ দোন=দ্রোণ, ভূমির মাপ।
৪ টেঁয়া পৈছা=টাকাপয়সা।
৫ তুঁই=তুমি।
৬ পুশ্চিস=খোঁজ খবর।
৭ ফজরে=ভোরবেলায়।
৮ হৈর=সরিষা।
৯ ফোডা=ফোটা।
১০ ছবুর=অপেক্ষা।
১১ ডল্যুয়া খালর=অতিবৃষ্টিতে যখন নদীর জল বাড়ে, তখন তাহাকে 'ঢল' বা 'ডল' বলে। ডল্যুয়া 'ডল' শব্দের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত।
১২ হোঁত=স্রোত।
১৩ পোঁথ=পথ।

দিলে নাই খোসালী [১] তার মুয়ৎ নাইরে মাত [২]
বিলাইর মতন চুপ্পে চুপ্পে তোয়ায় [৩] ইন্দুর গাথ [৪]
হায়দরের কাছে যাইয়া কৈল সমুদায়।
আমিনারে হাত করিতে চিন্তিল উপায় ॥
মায় বাপে ছল্লা [৫] করি কি কাম করিল।
খেসীর [৬] বাড়ীৎ যাইব বলি ঘরর বাহির হৈল ॥
আমিনারে কৈল তারা কিছু নাহি ডর।
ফিরিয়া আসিব মোরা হাজন্যার [৭] ভিতর ॥

* * * *

পৈরনেতে [৮] তহমান [৯] কালা কোর্ত্তা গায়।
মাথার উয়র টুবি দিয়া আনা [১০] ধরি চায় ॥
মুখেত মাখিয়া দিল বুধার তেল পড়া।
সাজিয়া মাজিয়া এছাক বাহির হৈল ত্বরা ॥
গা আঁধারি [১১] হৈয়ে তখন সুরুজ লৈয়ে ঘর।
দুতিয়ার [১২] চান দেখা যায়রে আচমানের উয়র ॥
ধীরে ধীরে আসে এছাক চায় ফিরি ফিরি।
এক্কই বারে চলি আইল হায়দরের বাড়ী ॥
দুয়ার রৈয়ে বাঁধারে তার ঘরে নাইরে বাতি।
আমিনা খাতুন কন্তে [১৩] গেইয়ে এই রাতি ॥

---

১ খোসালী=খুসী, আনন্দ।
২ মাত=শব্দ।
৩ তোয়ায়=অনুসন্ধান করে।
৪ গাথ=গর্ত্ত।
৫ ছল্লা=পরামর্শ।
৬ খেসীর=আত্মীয়দের।
৭ হাজন্যার=সন্ধ্যার।
৮ পৈরনেতে=পরনে।
৯ তহমান=লুঙ্গি।
১০ আনা=আয়না।
১১ গা আঁধারি=সন্ধ্যার পর অন্ধকারে যখন গা দেখা যায় না।
১২ দুতিয়ার=দ্বিতীয়ার।
১৩ কন্তে=কোন্খানে।

ন আইল ন আইল কইন্যা ন আইলরে ঘরে।
তেল পড়া মুয়ত দিয়া এছাক ভাবি মরে ॥
চাডার [১] মাঝে ন-আইল মাছ ন খাইল আধার।
বনর হাতী ন পড়িল খেদার মাঝে তার ॥
জাঁহির [২] মাঝে ঝাড়র ডাহুক ন বাড়াইল গলা।
মুড়ার বাঁদর ফাঁদৎ পড়ি ন খাইলরে কলা ॥
সারা রাইত মোশার [৩] কামড় সহিয়া সহিয়া।
ফজরে আপনার বাড়ীৎ গেল এছাক মিঞা ॥
খাইবার বেলা আসি মা বাপ ঘর দেখে খালি।
আমিনা রাখিয়া গেছে দোন কানর বালি ॥
রঙ্গিনা ছাট্টিনের চুলি আর নাগর নথ।
ফেলিয়া গিয়াছে কইন্যা ঘরর দুয়ারত ॥
আড়াকাড়া [৪] তোতারে সেই আড়াকাড়া তোতা।
হাঁজর [৫] বেলা কনবা দুঃখে উড়ি গেল গই কোথা ॥
এখানে আমিনার কথা করিলাম বারণ।
নছরের কথা কিছু শুন দিয়া মন ॥ (১-৩৮)

(৭)

চাঁডিগা বন্দরের ছুলুপ নাম তার 'রুম'।
নছর আলী সেই জাহাজের হুঁস্যারি [৬] মালুম ॥
দরেয়া জরিপ করি বাদসা 'সেকান্দার'।
জাহাজ চালাইবার লাগি বানাইলা 'চাডর' [৭] ॥
'হিরামন' নামে এক তোতা ছিল তান্।
সেই তোতা সাইগরের জানিত সন্ধান ॥

১ চাডা=টোপ।
২ জাঁহির=ডাহুক ধরিবার ফাঁদ।
৩ মোশার=মশকের।
৪ আড়াকাড়া=যে তোতা খাঁচার শলাকা কাটিয়াছে।
৫ হাঁজর=সন্ধ্যার প্রাক্কাল।
৬ হুঁস্যারি=চালাক।
৭ চাডর=চার্ট।

কনখানেতে ডুবাচর কন্তে গহিন পানি।
হিরামন নানান খবর দিত তানে আনি॥
জাহাজী ছুলুপী যত আছে তুনিয়ায়।
সেকেন্দরের 'চাডর' চাহি বাইছা [১] বাহি যায়॥
নছর পরথমে ছিল জাহাজের লস্কর।
ভালামতে হেপঝ [২] পরে করিল 'চাডর'॥
আচমানের তারা চাহি চিনি লয় পথ।
ভালামতে বুঝে নছর হাবার আলামত [৩]॥
লস্কর হইতে নছর হইতে হইল মালুম।
টেঁয়া পৈছা জমাইয়ারে হাতত কৈল্ল কুম [৪]॥
মালুম হইয়া নছর করিল কি কাম।
দক্ষিণ মুল্লুকে এক স্থাপিল মোকাম॥
অঙ্গী নামে সহর সে সাইগরের কূলে।
সে সহরে নছর মালুম নানান কারবার খোলে॥
আচানক দেশ সেই শুন কহি যাই।
বেপরদা মাইয়া মাইন্‌সর লাজ সরম নাই॥
মরদেরা রাঁধে ভাত নারী হাটে যায়।
ভালা মাছ ছাডি তারা নাপ্‌ফি পোঁচা [৫] খায়॥
ওক [৬] আসে এই না দেশের খানার কথা শুনি।
আঁজিলা কেঁয়াল্লিশ (?) খায় তেলর মাঝে ভুনি [৭]
মাইয়া মাইন্‌সর জেয়র জাতি বহুত বহুত দামি।
এক পেঁচে কাপড় পিন্ধে আড়াই হাতর থামি [৮]॥

১ বাইছা = দ্রুতবেগে বাহিয়া যাওয়াকে "বাইছ" বলে।

২ হেপঝ = অভ্যাস। ৩ আলামত = গতি

৪ কুম = মজুত টাকা। ৫ নাপ্‌ফি পোঁচা = পচামাছ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ।

৬ ওক = বমি। ৭ ভুনি = ভাজিয়া।

৮ থামি = লুঙ্গি; এই শব্দটি বোধ হয় "ক্ষৌম" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বাঙ্গালায় শব্দটির অনেক রূপান্তর দৃষ্ট হয়, যথা 'খুঞা,' খেমা, 'থামি' প্রভৃতি।

মাথার চুল বাবরি ছাঁটা এঙ্গি[১] থাকে বুকে।
ঝোঁড়ার ভিতর পানর খিলি ইসারাতে ডাকে॥
রূপের ছটা বুকের গোটা নারাঙ্গির তুল।
মাথার উয়র খুচি ধরে বেল কদম্বের ফুল॥
কানর মাঝে সোনার নাধং[২] রাস্তা দিয়া যায়।
মুচকি মুচকি হাসি তারা পুরুষ ভুলায়॥
নারীর রাজ্যে আইল যখন মালুম নছর।
পিরিতির আগুনে দিল করে ধড়ফড়॥

'মাফো' নামে 'পোয়াজা'[৩] এক অঙ্গী সহর বাড়ী।
'এখিন' তাহার কইন্যা পরমা সোন্দরী॥
ষোল বছর বয়স তার চাম্বা ফুলর রং।
ঠমকে ঠমকে চলে কত রকম ঢং॥
শুকনা মাছ বেচে 'মাফো' বড় সদাইগর।
তার বাড়ীতে একদিন আইল নছর॥
পানর খিলি বানায় 'এখিন' বাপর ঘরে বসি।
চৈক্ষে করে ঝিলি মিলি মুখে প্রেম হাসি॥
এদিক ঐদিক চাইতে কৈন্যার দুই চোগ লড়ে।
আঙ্খির উয়র[৪] ভেল্কি দিয়া রসিক পাগল করে॥
চাম্বার বরণ কইন্যার সোন্দর বদন।
তার উপরে আসক হইল নছরের মন॥
পিরিতির তিনটি আখর মর্ম্মে লাগে যার।
কিবা সরম কিবা ভরম কিবা লাজ তার॥[৫]

---

১ এঙ্গি = মেয়েদের গায়ের জামাবিশেষ। ২ নাধং = কর্ণাভরণ।
৩ পোয়াজা = মাতব্বর। ৪ উয়র = উপর।
৫ এই পীরিতের তিন অক্ষর সম্বন্ধে চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা অনেক পদ লিখিয়াছেন।

দিনে রাইতে যায় নছর পোয়াজার বাড়ী।
আমিনারে ভুলি গেইয়ে বাড়ী ঘর ছাড়ি॥
ভুলি গেইয়ে ছোডকালের যত সুখ দুঃখ।
ভুলি গেইয়ে আমিনার হাসিভরা মুখ॥
ভুলি গেছে ভাই বেরাদর [১] ভুলিছে সকল।
'এখিনের' রূপ তারে কৈরাছে পাকল॥

একদিন হাঁজর বেলা কি কাম হইল।
মাফো সদাইগরের বাড়ীৎ নছর আসিল॥
কেহ নাই ঘরে আর এখিন একেলা।
মস্কারি [২] করিয়া দিল পানর বঁড়ু মেলা [৩]॥
এখিনের হাত তখন ধঁরিল নছর।
পরবোধ ন মানে মন করেরে ধরফড়॥

* * * *

জহরিয়ে জহর চিনে বাইন্যা চিনে সোণা।
পিরিতিয়ে মন চিনে মন চিনে আপনা॥
ক্ষেতিয়াল চিনে ভুঁই মাঝি চিনে খাল।
ওস্তাদ গাইনে চিনে কন্‌টা ভাল তাল॥
কারবারিয়ে ব্যবসা চিনে ধনী চিনে ধন।
রসিক নাগর চিনে রমনী রতন॥
মালুম ছুয়ানী [৪] চিনে সাইগরের চর।
এখিনরে চিনিলরে বিদেশী নছর॥
দেখিয়া শুনিয়া মাফো কি কাম করিল।
সেই দেশের সরামতে তারার বিয়া দিল॥

---

১ ভাই বেরাদর=ভ্রাতা ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজন। ২ মস্কারি=ঠাট্টা।
৩ বঁড়ু মেলা=পানের বৌটা (বঁড়ু) মেলিয়া ফেলিল, ছুঁড়িয়া মারিল।
৪ মালুম ছুয়ানী=ছুয়ানী (সুদক্ষ, সেয়ানা); মালুম=কর্ণধার, মাঝি।

মুড়ার কুল্যা গরু [১] আর গাঙর কুল্যা বাড়ী।
মুছুলমানের বিবি আর হেঁদুর গালর দাড়ি॥
এ সকলের কোন দিন ন থাকে ঠিকানা।
পত্য [২] ন করিও কেহ করি আমি মানা॥
ফুলর মধু খায় নছর মুখে টাগা মারে।
ভুলি গেইয়ে জানের জান সেই আমিনারে॥ (১—৮০)

(৮)

কন দেশেতে যাওরে মাঝি ভাডি গাঙ বাইয়া।
মা বাপেরে কইও আমার নাইয়রের লাগিয়া॥
আম ধরের থোবা থোবা কাট্টলে ধরে মুচি [৩]।
রাখি আইস্তি কধু লাউ [৪] গেইয়ে বুলি পুঁচি॥
বাপের বাড়ীৎ যোড় কলসী উপরে ঢাকনি।
আমার পরাণে খোজের সেই কলসীর পানি॥
বাপর বাড়ীর করই গাছটা পাতা ঝুম ঝুম করে।
মাবাপেরে কইও মাঝি নাইয়র নিত মোরে॥

দুষমনের লাগি আমি ছাইড়লাম বাপর বাড়ী।
নছিবের দোষে আমার খসম্ থাকতে রাঁড়ি॥
ছোড কালে পালি মা বাপ দিলা বড় দাগা।
কি করিব শশুর কুলর আস্ট কানি জাগা॥
কি করিব সোনার জেয়র [৫] বুকে আমার ঘাও।
মনের দুঃখ ন বুঝিলা আমার বাপ আর মাও॥

---

[১] মুড়ার কুল্যা গরু=ছোট ছোট পাহাড়ের পার্শ্বে যে সমস্ত গৃহস্থ বাস করে তাহাদের পোষা গরুগুলির উপর বিশ্বাস থাকে না। এগুলি বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় না।

[২] পত্য=বিশ্বাস।

[৩] মুচি=কাঁঠালের কড়া।

[৪] কধু লাউ=কুমড়া ও লাউ।

[৫] জেয়র=অলঙ্কার।

কি করিব মৈষর হাল আর দোনাদোনি ভুঁই [১]।
বাড়াবাঁধি তোমরারে খাবাইতাম মুই [২] ॥
বুগর ছেল [৩] হাড়ি তোলতে দিলা আরো গাড়ি।
বেচা পরাণ কেম্নে আবার লইয়ম আমি কাড়ি ॥
অল্প বয়সের কালে পাইলাম বড় দাগা।
এ কাল যৈবন আমার রাইখতে ন পাইর জাগা ॥
খাওনের চিজ্ নহে কাটিয়া খাইব।
বেচিবার মাল নহে বাজারে বেচিব ॥
বাটিবার ধন নহে দিব ঘরে ঘরে।
ন বুঝিলা মাও বাপ ন বুঝিলা মোরে [৪] ॥
গাঙর কুলৎ বসিয়ারে আমিনা সোন্দরী।
মা বাপরে ভাবিয়ারে কাঁদে রাও ধরি ॥
দুই মাস গত হৈল ছাড়ি বাপর ঘর।
বহু দুঃখ পাইল কইন্যা ঘুরিল বিস্তর ॥

কত গেরাম ছাড়ি আইস্যে কত নন্দি [৫] নালা।
কত গণ্ডা লুচ্চা ছাণ্ডা দিয়ে কত জ্বালা ॥
খোদায় ছুরত দিয়ে ছুরত হৈয়ে বৈরি।
সস্তিপনা [৬] রাখি আইস্যে আমিনা সোন্দরী ॥

সাইগরেতে ধায় নন্দি কনে দিব বান।
হাত বাড়াইলে পায়ন ন যায় আচমানের চান ॥

---

১ দোনাদোনি=দ্রোণ পরিমাণ, অর্থাৎ অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ; ভুঁই=ভূমি।

২ বাড়াবাঁধি......মুই=আমি তোমাদিগকে বাড়া বাঁধিয়া (ধান ভানিয়া) খাওয়াইতে পারিতাম।

৩ ছেল=শেল।

৪ না বুঝিল......মোরে=এই ভাবের কথা ময়নামতীর গান ও অপরাপর প্রাচীন কবিতায় অনেক আছে ; তুলনা করিয়া দেখুন।

৫ নন্দি=নদী।

৬ সস্তিপনা=সতীত্ব।

নারীর দৌলত সত্তিপনা রাইখতে যদি চায়।
এমন পুরুষ কেহ নাই কাড়ি লৈয়া যায়॥ (১—৩৬)

(৯)

ইলসা খালির কুলে আছে গফুরের বাড়ী।
তার ঘরে আশ্রা [১] পাইয়ে আমিনা সোন্দরী॥
আশীবছর উমর [২] তার বুড়া ক্ষেতিয়াল।
হাঁজর বেলা ঘরে আসে কাঁধে লৈয়া হাল॥
চোগর ভুরু পাইক্যে [৩] বুড়ার আরো বুগর কেশ।
দেড় হাত লম্বা পাক্‌না দাড়ি দেখতে লাগে বেশ॥
ঘরে আছে গুজা বুড়ি নাই দেখে চোগে।
কনে রাঁধের ভাত ছালন [৪] মরে পেডর ভোগে [৫]॥
গরু আছে মৈষ আছে গোলা ভরা ধান।
দুনিয়ায় কিরপণ নাই বুড়ার সমান॥
নছিবের দোষে গফুর হৈয়ে আটকুড়া।
চরফু দিন [৬] ক্ষেতে তবু খাটে এই বুড়া॥
পোষ্যিন [৭] আনিয়া এক পালাইলা তারে।
খোদায় নারাজ হৈলে কে রাখিতে পারে॥
মরিল পোষ্যিন পোয়া [৮] ভাঙিলরে বুক।
গুজা বুড়ি লৈয়া গফুর পায় বড় দুঃখ॥
এম্নিকালে ঘরে আসি আমিনা সোন্দরী।
ধর্ম্মের বাপ ডাকে তারে দোন পায়ত ধরি॥

---

১ আশ্রা=আশ্রয়।
২ উমর=বয়স।
৩ পাইক্যে=পাকিয়াছে।
৪ ছালন=তরকারী।
৫ ভোগে=ক্ষুধায়।
৬ চরফু দিন=সারাদিন।
৭ পোষ্যিন=পোষ্য।
৮ পোষ্যিন পোয়া=পোষ্যপুত্র।

নিজের অবস্থার কথা একে একে কৈল।
আমিনার উপরে তার মহব্বত [১] হৈল ॥
অকুলে ভাসিয়া কইন্যা পাইল কুলর লাগ।
আঁধার ঘর রোশনাই করি জ্বলিল চেরাগ ॥
রাঁধি বাড়ি ভালা মতে তারারে খাবায়।
বুড়া বলে পাইলাম কইন্যা আল্লার দোয়ায় [২] ॥
হাঁজর বেলা গরু বাঁধে কুড়া খল্লি দিয়া।
হোক্কাতে তামুক ভরে বাপের লাগিয়া ॥
দুই আক্ত নাস্তা [৩] বানায় সকাল বিকালে।
ছেঁইচ্যা পান [৪] পাইয়া বুড়ি চুম্প [৫] দিল গালে ॥
আমিনা পরম সুখে আছে তারার ঘরে।
মা বাপর লাগি তবু চোখর পানি ঝরে ॥ (১—৩০)

(১০)

দক্ষিণ সাইগরে চর 'পরীদিয়া' নাম।
সেই জাগাতে ছিল আগে পরীর মোকাম ॥
আচ্মান হইতে পরী আসিত উড়িয়া।
মানুষের সঙ্গে হৈত কত পরীর বিয়া ॥
ক্রেমে ক্রেমে হৈল কিবা শুন বিবরণ।
নানান দেশের মানুষ চরে কৈল্ল আগমন ॥
ধাইয়া গেল যত পরী ন রহিল আর।
মানুষের বস্তি হৈল বসিল বাজার ॥
যত জাইল্যা ধরে মাছ বেমান সাইগরে।
শুকাইয়া লয় তাহা পরীদিয়ার চরে ॥

---

১ মহব্বত = আদর। ২ দোয়া = আশীর্ব্বাদ।
৩ নাস্তা = পিঠা। ৪ ছেঁইচ্যা পান = ছেঁচা পান।
৫ চুম্প = চুমা।

শুকটী মাছের আড়াং [১] হৈল বেব্‌সা হৈল ভারি।
পরীদিয়ার চরে আসে যতেক কারবারি ॥
অঙ্গী হৈতে মাফো পাইল এই জাগার খবর।
শুকটী মাছ বেচা যায়রে আধা আধি দর ॥
'পরীদিয়া'র 'লাউখ্যা' [২] শুকটীর বড় নাম ডাক।
মাফো ভাবে কেমন করে পাইবে তার লাগ ॥
নছররে ডাকি মাফো কহিলা জামাই।
কেমন কৈরে পরীদিয়ার ভালা লাউখ্যা পাই ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া নছর কহিল তখন।
সেইচরে আমি তবে করিব গমন ॥
দহিনালী [৩] বয়ার পাইলে বার দিনের পাড়ি।
মাসেকের মধ্যে আমি ফিরি আইস্যম [৪] বাড়ী ॥
'এখিনের' কাছে যাইয়া কহিল নছর।
মাসেকের লাগি যাইয়ম পরীদিয়ার চর ॥
কন দুঃখ ন করিও আসিব ফিরিয়া।
হাসিয়া কহিল এখিন—"ন করিও বিয়া ॥" (১—২৬)

(১১)

দহিনালী হাবা বয় মাঘমাসের শেষ।
অঙ্গী সহর হৈতে নছর আসে উতর দেশ ॥
বাইশ পালের ছুলুপ সে হাস্কারিয়া যায়।
ছুয়ানী লস্কর যত বাইছার সারিগায় ॥
উতর মিক্যা আইয়ের [৫] জাহাজ ডানদিকেতে কুল।
রঙ বেরঙের পাইখ [৬] দেখা যায় রঙ বেরঙের ফুল ॥

---

১ আড়াং=ব্যবসায়ের স্থান। ২ লাউখ্যা=সামুদ্রিক মৎস।
৩ দহিনালী=দক্ষিণ দিকের। ৪ আইস্যম=আসিব।
৫ আইয়ের=আসিতেছে। ৬ পাইখ=পাখী।

বেমান দরিয়ার বামে মাঝে মাঝে চর।
সেই চরেত নাইরকলের [১] বন দেখইতে মনোহর॥
ঝরি ঝরি পড়ে নাইরকল মাইন্‌সে নাহি খায়।
লাখে লাখে ফেনার মতন ভাসে দরিয়ায়॥
কন চরে ধূধূ বালু নাইরে কন গাছ।
হাজারে বিজারে তায় কুমীরের বাস॥
মস্ত মস্ত আণ্ডা [২] পাড়ি বালু ঝাপাই দিয়া।
চাহিরেয়ে মেদী [৩] কুমীর উপরে বসিয়া॥
আরো কিছু পছিমেতে [৪] আছে এক চর।
বেশুমার [৫] হাপ [৬] থাকে নাম কালন্দর॥
পেরাবনে [৭] বাঘ ভাল্লুক কত জানোয়ার।
এক চরর থুন আর এক চরৎ হাঁছুরি [৮] হয় পার॥
কত চর কত বস্তি দেখিয়া দেখিয়া।
নছরের ছুলুপ আইসের পঙ্খী উড়া দিয়া॥
বার দিনের পন্থ তারা আইল ছয় দিনে।
পরীদিয়া আসি নছর ভালা 'লাউথ্যা' কিনে॥
বোঝাই করিয়া জাহাজ ভাবিল নছর।
উল্টা বয়ারে চলা হবে যে দুষ্কর॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মালুম কিনা কাম করে।
ছুয়ানীরে [৯] কইল "বাইছা দিবা যে উতরে॥"
তিনদিনের পন্থ আসি করিল লঙ্গর।
মাঝির গাঁও গেরামের মাঝে গেল যে নছর॥ (১—২৮)

---

১ নাইরকল=নারিকেল। ২ আণ্ডা=ডিম।
৩ মেদী=স্ত্রীজাতীয়। ৪ পছিমেতে=পশ্চিমে।
৫ বেশুমার=অগণন। ৬ হাপ=সর্প।
৭ পেরাবন=সমুদ্রের তীরবর্ত্তী জঙ্গলময় ভূমি।
৮ হাঁছুরি=সন্তরণ করিয়া। ৯ ছুয়ানীরে=মাঝিকে।

(১২)

নছর চলিয়া আইল হায়দরের বাড়ি।
শ্বশুর মরিয়া গেছে, আছে শ্বাশুড়ি॥
পাড়ায় পাড়ায় বুড়ী ভিক্ষা মাঙ্গি খায়।
বেগর খাওনে রৈলে কেহ ন জিগ্যায়[১]॥
ছানি নাই বেড়া নাই ভাঙা সেই ঘর।
আমিনা যে কন্তে গেইয়ে ভাবিল নছর॥
বারমাস্যা বাইয়ন[২] গাছে ফুইট্টে বাইয়ন ফুল।
ভাঙ্গা ঘরৎ বসি নছর ভাবিয়া আকুল॥
বেলর মতন বেল চলি যায় কেহত ন আইল।
নছর ভাবের—কেন আইলাম কন ভুতে যে পাইল॥
পরদেশে পরবাসে আমি না করিলাম মনে।
লানছনে[৩] হৈল যে তারা আমার কারণে॥
আমিনার কত কথা মনৎ উডিল তার।
চোগর পানি বুগৎ পড়ি গড়াই গড়াই যার॥
ন আইল ন আইল কেহ আঁধার হইয়া গেল।
বাহির হইল নছর বুগৎ লৈয়া ছেল[৪]॥
হাটে আসি এক ঘরে হৈল মোছাফির[৫]।
একে একে যত কথা হইল বাহির॥
দুনিয়ার মাঝারে জাইন্য বিচার আচার নাই।
নানান কথা কৈল মাইন্‌সে জোড়াই তাড়াই॥
কৈল তারা—আমিনার ছিল বেশ্যামতি।
তাইরে[৬] লৈয়া মাবাপের যতেক দুর্গতি॥

---

১ জিগ্যায়=জিজ্ঞাসা করে।
২ বাইয়ন=বেগুন।
৩ লানছনে=লণ্ডভণ্ড। (লাঞ্ছনা লইতে)
৪ ছেল=শেল।
৫ মোছাফির=অতিথি।
৬ তাইরে=তাহাকে, স্ত্রীলোককে অসম্ভ্রমসূচক সম্বোধন।

তারারে ফেলাইয়া শেষে বজ্জাত সে মাইয়া।
লোভৎ পড়ি কন দেশেতে গেইয়ে যে ধাইয়া॥
কাঁদিয়া মরিল সেই বুড়া হায়দর।
মাড়িতে পড়িয়া বুড়ী কৈল্ল ধড়ফড়॥
শুনিয়া এসব কথা নছর মালুম।
দানাপানি ন খাইলরে ন গেলরে ঘুম॥ (১—২৮)

(১৩)

বাড়িল হাবার [১] জোর ফাউন মাস্থাদিন।
মোকামে ফিরিতে নছর করিল এঁকিন [২]॥
দাড়ি মাল্লা কৈল্ল মানা ন শুনিল কাণে।
আউনে [৩] পড়ে যে ফেরুঙ [৪] নছিবের টানে॥
বাহির দরেয়ায় যখন আসিল ছুলুপ।
ঝাপটাইন্যা বয়ারে পড়ি হৈল ডুপ ডুপ॥
একেত জোয়ারের ঠেলা জোরে বয় হাওয়া।
হইল বিষম দায় দহিন মিক্যা যাওয়া॥
আচমানে ডাকিল ডেয়া [৫] চমকে বিজলি।
আইয়ের কালা কালা মেঘ দেওর [৬] মত চলি॥
দাড়ি মাল্লা কাঁদি উডিল ছুয়ানী টেণ্ডল।
ক্রেমে ক্রেমে বাড়ি যার গই হাবার বলাবল॥
আচমানের অবস্থা দেখি মাথা নাহি থির।
কেরামত করে বুঝি খোয়াজ খিজির [৭]॥
নছর মালুম যাইয়া ধরিল ছুয়ান।
সাইগরে উঠিছে ঢেউ মুড়ার সমান॥

---

১ হাবার = হাওয়ার, বাতাসের ; ফাউন = ফাল্গুন।
২ এঁকিন = ইচ্ছা।
৩ আউনে = আগুনে।
৪ ফেরুঙ = ফড়িং।
৫ ডেয়া = দেওয়া, মেঘ।
৬ দেওর = দৈত্যের।
৭ খোয়াজ খিজির = সমুদ্রের পীর।

দুই দিকে জুড়ি ঢেউ আসে লহরিয়া।
দাড়ি মাল্লা কাঁদি উডিল বেনালে পড়িয়া ॥
বদরের নামে কেহ ছিন্নি মানস করে।
গুড়াগাড়ার [১] লাগি কেহ মাথা থাবাই মরে ॥
সোর [২] চিক্কির [৩] মারি কেহ করে ধড়ফড়।
ন দেখিলাম মাও বাপ ভাই বেরাদর ॥
জানের পেয়ারা বিবির [৪] ন পাইলামরে দেখা।
দরেয়ায় মউত [৫] ছিল নছিবেতে লেখা ॥
গাঁজাখোরর সঙ্গে পড়ি খাইলাম বুঝি গাঁজা।
ন পাইলাম গোর কাফন ন পাইলাম জানাজা ॥

ছিড়িল পালের রশি ভাঙ্গিল মাস্তুল।
জাহাজের মাঝে তখন পড়ে হুলুস্থুল ॥
ছুডিল ছুডিল জাহাজ বাতাসের জোরে।
এক্কই বারে লাগিল্ গিয়া 'গোবধ্যার' চরে ॥
পরছিম সাইগরে তখন কি কাম হইত।
হার্ম্মাত্থারা নুকানারা [৬] লুডিয়া লইত ॥
চৈঁয়া পৈছা [৭] ধন দৌলত নিত সব কাড়ি।
তেরিমেরি [৮] করিলেরে মাথাৎ দিত বাড়ি ॥
বেনাম দরিয়ার মাঝে হার্ম্মাত্থার ডর।
চলিত ছলুপ তাই করিয়া বহর ॥
লাডি সোডা ছেল বল্লম কত কইব আর।
বারুদ বন্দুক লৈত যত হাতিয়ার ॥

---

১ গুড়াগাড়া = ছেলেমেয়ে। ২ সোর = শব্দ।
৩ চিক্কির = চীৎকার। ৪ জানের পেয়ারা বিবির = প্রাণতুল্য প্রিয় স্ত্রীর।
৫ মউত = মরণ। ৬ নুকানারা = নৌকা প্রভৃতি।
৭ চৈঁয়া পৈছা = অলঙ্কার-বিশেষ। ৮ তেরিমেরি = গোলমাল।

কাঁইচার দক্ষিণ মুখে দিয়াঙ্গার [১] পারি।
সেইখান হইতে বাইছা দিত বদর শুমারি ॥
এ হেন সময়ে হায়রে কি কাম হইল।
নছরের ছুলুপ আসি চরেতে ঠেকিল ॥
'গোবধ্যার' চর সেই বড় বিষম জাগা।
কত শত মাঝি মালুম পাইয়ে কত দাগা ॥

ঝড় তুফান থামি গেইয়ে ভাট্যাল বয়ার।
ভাডার পানি গেইয়ে লামি রাইতর অন্ধকার ॥
ধূ ধূ বালুর চর সেই নাইরে এক গাছ খের [২]।
কনদিকদি [৩] যাইব নছর ন পার যে টের ॥
বালুর উয়র উইট্টে ছুলুপ ন লড়ে ন চড়ে।
পানি ন বাড়িলে হায় লামায় কেমন কৈরে ॥
ফজরে জোয়ার হৈব সেই আশাতে তারা।
তুরফু [৪] রাইত বসি রৈল দিয়া যে পাহারা ॥
পাহারায় রৈল তারা খানাপিনা ছাড়ি।
ভাইব্‌ত লায়িল [৫] কনমিক্যাদি কন্তে [৬] দিব পাড়ি
রাইত আর নাইরে বাকী আচ্‌মান হৈয়ে ছাপ।
পছিম দিকদি হার্ম্মাদ্যারা দিয়া বইস্যে খাপ ॥
গাঙর চিলে ডাক মারিল সুরুজ উডের পূবে।
ধীরে ধীরে আসি জোয়ার বালুচর ডুবে ॥
দূরে থাকি ডাকুর দল তুর্‌মি [৭] ধরি চায়।
দেখিয়া নছর মালুম করে হায়রে হায় ॥

১ দিয়াঙ্গা = কর্ণফুলির মোহনার দক্ষিণ পারে দেয়াঙ বন্দর বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ ইহা পর্ত্তুগীজদিগের প্র'সদ্ধ 'ডায়েঙ্গা' বন্দর।

২ খের = ঘাস। ৩ কনদিকদি = কোন্ দিক্ দিয়া, কোথা দিয়া।

৪ তুরফু = দ্বিপ্রহর। ৫ লায়িল = লাগিল।

৬ কনমিক্যাদি = কোন্ মুখ দিয়া; কন্তে = কোন্‌খানে। ৭ তুর্‌মি = দূরবীক্ষণ।

দশবারজন আইলো তারা কালা জঙ্গি পরি।
কারো গায় লালকোর্ত্তা মাথাতে পাগড়ি ॥
কোমরেতে তলোয়ার হাতেতে বন্দুক।
ছরদ [১] হইয়া গেল নছরের বুক ॥
দাড়ি মাল্লা ছিল যত ছুয়ানি টেণ্ডল।
হাত পা লাড়িতে তারার গায়ৎ নাইরে বল ॥
ছুলুপে উডিয়া ডাকু কিনা কাম করে।
নছর মালুমের পরথম গলা চাবি [২] ধরে ॥
গলা চাবি ধরি পরে মারিল চোয়ার।
ডেরার [৩] মুখে পড়ি নছর করে হাহাকার ॥
ছুয়ানী টেণ্ডল আদি ছিল যতজন।
হেরে হেরে [৪] পেলাই রৈয়ে দেখে ডাকুগণ ॥
একে একে সক্কলের বাঁধি হাত পাও।
হার্ম্মাত্থার নুকার মাঝে করিলা চড়াও ॥
সিন্দুক খুলিয়া তারা পাইল বহুধন।
বর্ম্মাদেশের সোণা পাইয়া খুসী হইল মন ॥
পুড়ান্যা [৫] হইল জোয়ার ফুলি উডিল পানি।
চরর থুণ [৬] নামাইল ছুলুপ ডাকাইতেরা টানি ॥
ভিজা 'লাউখ্যা' [৭] পাইয়ে রৈদ [৮] বদ্‌ব [৯] উডের ভারি।
শত শত গাঙ কৈতরে লই যার ঝাপ্‌টা মারি ॥

১ ছরদ = ঠাণ্ডা ; 'সর্‌দি' শব্দের রূপান্তর।
২ গলা চাবি = গলা চাপিয়া। ৩ ডেরার = স্লুপের মাঝখানের তলায়
৪ হেরে হেরে = ফাঁকে ফাঁকে। ৫ পুড়ান্থা = পূর্ণ।
৬ চরর থুণ = চর হইতে।
৭ লাউখ্যা = সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ, সেই মাছের শুকটী।
৮ রৈদ = রৌদ্র। ৯ বদ্‌ব = খারাপ গন্ধ।

আঁয়াসের [১] হকুন [২] আইস্তে আরো গাঙর চিল।
লাউখ্যা শুকটীর বেসাদ [৩] লইয়া ফেসাদ বাজিল
নছরের ছুলুপ আর যত মাল ছিল।
সক্কলি লইয়া ডাকু মোকামে চলিল॥ (১—৮২)

(১৪)

আমিনার কথা এখন শুন কিছু কহি।
খায় সুখে গফুরের মহব্বত লই॥
মরি গেইয়ে গুজাবুড়ী [৪] আর কেহ নাই ঘরে।
ধর্ম্মের কইন্যার লাগি গফুর ভাবি ভাবি মরে॥
আমি যদি নাই থাকি কি হৈব উপায়।
ধন দৌলত জাগা জমিন কনে [৫] চাইব হায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বুড়া স্থির কৈল্ল মন।
আমিনারে ডাকি আনি কহিল তখন॥
তুমিত ধর্ম্মের কন্যা আমি ধর্ম্মের বাপ।
এককথার লাগিয়ারে মনে বড় তাপ॥
জাগা-জমিন ধনদৌলত খাইবরে কনে।
তোমাকে মা সাদি দিতে করিয়াছি মনে॥
এই যে ডুনিয়া জাইন্য বড় ঠগের মেলা।
ধনদৌলত লৈয়া কেমনে থাকিবা একেলা॥
শুনগো ধর্ম্মের কইন্যা মোর কথা ধর।
ভালা ডুলা [৬] দিব আনি ফিরতুন [৭] সাদি কর॥

---

১ আঁয়াসের = আকাশের। ২ হকুন = শকুন।
৩ বেসাদ = বাণিজ্যের বস্তু। ৪ গুজাবুড়ী = কুঁজোবুড়ী।
৫ কনে = কে। ৬ ডুলা = বর।
৭ ফিরতুন = পুনরায়।

সাতবছর যার কোন ওয়াকিব [১] নাই।
আর কদিন বসিয়া তুমি থাকিবা তার লাই [২] ॥
কামিনের সরামতে হৈয়াছে তেলাক [৩]।
শুনগো ধর্ম্মের কন্যা মোর কথা রাখ ॥
কয়বরে ডাকিছে মোরে শুন আমার মাও।
কবুল জোয়াব দিয়া একিন পুরাও ॥
গফুরের কথা শুনি আমিনা সোন্দরী।
বলিতে লাগিল কথা দোন পায়ত ধরি ॥
শুনগো ধর্ম্মের বাপ শুন আমার বাণী।
তিয়াস [৪] নাই যে বুকে আর ন পিয়ম পানি ॥
মাবাপরে ছাড়ি আইলাম ছাইড়লাম বাড়ীঘর।
সাদি দিতে চাইল বলি মাবাপ হৈল পর ॥
শুনগো ধর্ম্মের বাপ ধরি তোমার পাও।
অভাগিনীর ভাঙাবুকে আর না দিয়ো ঘাও ॥
কইন্যার মন বুঝি গফুর আর কিছু না কৈল।
লাঙল জুয়াল কাঁধৎ লৈয়া ঘরর বাহির হৈল ॥
বুড়া ক্ষেতিয়াল গফুর করে হাল চাষ।
নানান জাতর নানান ক্ষেতি পায় বার মাস ॥ (১—৩৪)

(১৫)

গোপ্ত কথা কহি শুন একে একে সব।
বানাউটি [৫] নহে ইহা—নহে মিছা গব [৬] ॥

---

১ ওয়াকিব=খবর। ২ লাই=লাগিয়া।

৩ কামিনের......তেলাক=শাস্ত্রের নিয়মানুসারে তোমাদের তালাক্ হইয়া গিয়াছে।

৪ তিয়াস=তৃষ্ণা। ৫ বানাউটি=তৈরী।

৬ গব=গল্প।

অরাজক হৈল দেশে জঙ্গ [১] হৈল ভারি।
দহিন মিক্যা ধাইয়ে মগ বাড়ীঘর ছাড়ি॥
সোণারূপা ধনদৌলত মাডিতে গাড়িয়া।
দহিন মিক্যা ধাইয়ে মগ চাঁড়িগা ছাড়িয়া॥
এক রাত্রি কি হইল শুন বিবরণ।
গফুরের বাড়ীতে মগ দিলা দরশন॥
এক ছাড়া ভিঁডা [২] আছে বাড়ীর উতরে।
মগেরা আসিয়া সেই ছাড়া ভিঁডা কোড়ে॥
দেখিয়া গফুর ক্ষেত্যাল কি কাম করিল।
লাডি ছোডা হাতৎ লৈয়া ঘরর বাহির হৈল॥
আমিনারে ডাকিয়ারে করে সাবধান।
আজুয়া [৩] মগের হাতে হারাইলাম জান॥
পোলাইয়া [৪] থাকরে মা মোচার [৫] উয়র উডি।
মগে যদি জাইন্তে পারে নিব তোমায় লুডি [৬]॥
আশীবছরের বুড়া পাক্কাই পাক্কাই পড়ে [৭]।
আমিনা উডিল গিয়া মোচার উয়রে॥
ধীরে ধীরে আইলো বুড়া লাডিৎ দিয়া ভর।
মগে বলে—কেন বুড়া মিছা কর ডর॥
বাপদাদার ভিঁডা ইহা এইখানে আমি।
ছোডকালে খেইল্লাম কত মার কোলর থুন নামি॥
বার ঘড়া সোণার মোহর ভিঁডার মাঝে রাখি।
গেরাম ছাড়িয়া এখন নানার বাড়ীৎ থাকি॥

---

১ জঙ্গ = যুদ্ধ। ২ ছাড়া ভিঁডা = পতিত ভিটা।
৩ আজুয়া = আজ। ৪ পোলাইয়া = পলাইয়া।
৫ মোচা = ঘরের উপরের মাচা ৬ লুডি = লুটিয়া।
৭ পাক্কাই পাক্কাই পড়ে = ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যায়,—সোজা হইয়া চলিতে পারে না।

বলিতে বলিতে মাড়ি কুড়িতে লাগিল।
বার ঘড়া সোণার মোহর তুলিয়া আনিল॥
বুড়ারে কহিল তারা লও দুই ঘড়া।
এতদিন এই ধন দিয়াছ পাহারা॥
পাইল বুড়া দুই ঘড়া সোণার মোহর।
রাইতে রাইতে ধাইল রে মগ না হৈতে ফজর [১]॥
আমিনার কাছে আনি পিতলের ঘড়া।
ঢালিয়া দেখিল গফুর মোহরেতে ভরা॥
হাপুতায় [২] পাইলে পুত বুগত বাজায়।
নিধনীরে পাইলে ধন টিবিটিবি চায়॥
বাপে ঝিয়ে যুক্তি করি কি কাম করিল।
দোন ঘড়া সোণার মোহর মাড়িতে গাড়িল॥
এইরূপে কিছুদিন হৈল গোজারণ [৩]।
গফুরের উপরে দিল মউতে [৪] ছমন [৫]॥
সময় ফুরাইয়া গেছে নাই বেশী দিন।
আমিনারে ডাকি গফুর জানাইল একিন॥
শুনগো ধর্ম্মের কইন্যা শুন আমার বাত।
আমার মিক্যা একবার বাড়াওরে হাত॥
হাতে হাত দিল কইন্যা দোন চোগৎ পানি।
বুড়া গফুর আমিনারে কাছে লৈল টানি॥
শুনগো ধর্ম্মের কইন্যা শুন আমার মাও।
কাঁদিয়া কেনরে তুমি আমারে কাঁদাও॥
ন কাইন্দ ন কাইন্দ কইন্যা ন কান্দিয়ো আর।
আমার যত ধনদৌলত সকলি তোমার॥

---

১ ফজর=ভোরবেলা। ২ হাপুতায়=পুত্রহীন ব্যক্তি
৩ গোজারণ=গুজরিয়া যাওয়া, অর্থাৎ কিছুদিন গত হইল।
৪ মউতে=মরণে। ৫ ছমন=শমন।

আমাত [১] হইল গফুর হৈল চোগ খাড়ি।
পাড়াল্যা মানুষে মিলি দিল তারে মাড়ি [২] ॥
ধর্ম্মের বাপের লাগি কাঁদে আমিনা সোন্দরী।
কন্তে তুমি যাওরে বাপ আমারে পাসরি ॥
এতদিন ভুলিছিলাম আছল [৩] বাপ মাও।
একেলা ফেলিয়া মোরে এখন কন্তে [৪] যাও ॥
যেই গাছ ধরি আমি অভাগিনী নারী।
দারুণ তুফানে সেই গাছ ফেলে যে উফারি ॥ [৫]
বাপর ঘরৎ জন্ম লৈয়া ন পাইলাম রে সুখ।
তুমি আরো ভাঙি দিলা আমার ভাঙা বুক ॥
এইরূপে কাঁদি কাড়ি দুই মাস যায়।
আমিনার উপরে কুদিন ফেলাইল আল্লায় ॥ (১—৬০)

(১৬)

মাঝির গাঁও গেরাম হৈতে এছাক দুষমন।
ভালামতে জানিলরে সব বিবরণ ॥
জানিয়া শুনিয়া এছাক কিনা কাম করে।
এক্কইবারে চলি আইল বুড়ীর গোচরে ॥
বুড়ী সেই আমিনার মা ভিক্ষা মাঙ্গি খায়।
হাবিজাবি [৬] কথা তারে এছাক বুঝায় ॥
বুড়ীরে দায়দ [৭] করি সঙ্গেতে আনিল।
আপনার বাড়ীৎ গিয়া খানাপিনা দিল ॥

---

১ আমাত=শব্দহীন।

২ মাড়ি=মাটী, মৃত্তিকা, পাড়ার লোকেরা আসিয়া তাহাকে ম (কবর) দিল।

৩ আছল=আসল। ৪ কন্তে=কোন্‌খানে।

৫ যেই গাছ......উফারি ; চণ্ডীদাসের পদে এই ভাবের কথা আছে।

৬ হাবিজাবি=অনর্থক। ৭ দায়দ=নিমন্ত্রণ।

ভালাভালা ছালন [১] দিল দুধ আর দই।
দুই আক্ত খাইয়া বুড়ী দড় হই যারগই [২] ॥
এইরূপ খোরা [৩] দিন গেল গোজারিয়া।
বুড়ীরে রাখিল এছাক তাজিম [৪] করিয়া ॥
আমিনা সোন্দরীর কথা তুলি একদিন।
কত গব [৫] মারে এছাক রঙিন রঙিন ॥
বুড়ী বলে—শুনরে বাপ তাইরে দেইখতে চাই।
লৈয়া আস আমিনারে তুমি একবার যাই ॥
এছাক বলিল—বুড়ী কেন কর ভুল।
দরেয়া হাঁছুরি [৬] আমি ন পাইলামরে কুল ॥
আমি গেলে আমিনার হবে বড় রোষ।
তাহার বেগানা [৭] হৈলাম নছিবের দোষ ॥”
এইরূপে নানা কথা কহিয়া এছাক।
ফন্দিমতে বুড়ীরে করিল ঠিক ঠাক ॥
হাঁজর [৮] বাত্তি ঘরে দিল আমিনা সোন্দরী।
এ সমে [৯] নাইয়রী আইল মাহাফায় [১০] চড়ি ॥
কন আইল কন আইল বলি ভাবি মনে মনে।
ধীরে ধীরে আইল কইন্যা বাহিরের উডানে [১১] ॥
মা বলিয়া বুড়ি তারে যখন ডাক দিল।
আমিনা আসিয়া মারে বেড়াই ধরিল ॥
অঝোরে ঝরিল তার দুই নয়ানের পানি।
চিয়নির [১২] উপরে মারে বসাইল আনি ॥

ছালন=ব্যঞ্জন। ২ যারগই=যাইতেছে।
খোরা=অল্প। ৪ তাজিম=অভ্যর্থনা।
গব=গল্প। ৬ হাঁছুরি=সন্তরণ করিয়া।
বেগানা=অনাত্মীয়। ৮ হাঁজর=সন্ধ্যার প্রাক্কালে।
সমে=সময়ে। ১০ মাহাফায়=ক্ষুদ্র দোলায়।
উডানে=উঠানে। ১২ চিয়নির=ক্ষুদ্র পাটির মত এক রকম বিছানা।

বাপের মউতের কথা আরো মায়ের দুঃখ।
শুনি অভাগিনী কইন্যার ফাডি গেল্‌গই বুক ॥
একে একে শুনি আরো যতেক খবর।
আমিনা যে সারা রাইত কৈল্ল ধড়ফড় ॥
ফজরে উডিয়া বুড়ী খাইল খানাপিনা।
বড় তরাজন [১] তারে করিলা আমিনা ॥
বুড়ী বলে,—শুন কইন্যা আমার কথা ধর।
মাঝির গাঁও গেরামে যাইয়া ফিরি বস্তি [২] কর ॥
একলা ঘরে থাক তুমি ভালা নহে কাম।
ফিরি চল যাই আবার আপনার মোকাম ॥
আমিনা কহিল—মাগো ধরি তোমার পাও।
কি খাইব যাইয়া মোরা সেই মাঝির গাঁও ॥
খাইয়া দাইয়া বেচি ধান টাকা হয়রে জমা।
মাঝির গাঁও গেরামে যাইয়া কি খাইব ওমা ॥
আম পাই কাট্‌টাল [৩] পাই বারমাস্যা ফল।
কনে চাইব [৪] আমার এই গরু আর ছায়ল [৫] ॥
চাষকোরের [৬] কাম আছে গোলায় আছে ধান।
চলি গেলে এই সব হৈবরে লানছান [৭] ॥
আমার সঙ্গে থাক তুমি ন যাইও আর।
তোমার হাতে দিলাম তুলি সক্কল সংসার ॥
খাওনের পরণের নাই টানখিজ [৮]।
পরাণে যাহা খোজে তুমি খাইও সেই চিজ [৯] ॥”

---

[১] তরাজন=আদর-অভ্যর্থনা।
[২] বস্তি=বসবাস।
[৩] কাট্‌টাল=কাঁঠাল।
[৪] কনে চাইব=কে আর চাহিবে (দেখিবে), রক্ষা করিবে।
[৫] ছায়ল=ছাগল।
[৬] চাষকোর=চাষবাস।
[৭] লানছান=ছারখার।
[৮] টানখিজ=অনটন।
[৯] চিজ=দ্রব্য।

বুড়ী রৈল কইন্যার ঘরে মন করি থির [১]।
মাঝির গাঁও হৈতে একদিন আইলো মোছাফির [২] ॥
ফিস্‌ফিস্ কথা কহে বুড়ীরে গোপনে।
কি যুক্তি করিছে তারা আমিনা ন জানে ॥
খাইয়া দাইয়া মোছাফির হইল বিদায়।
রাতুয়ার [৩] কথা কহি শুন সমুদায় ॥
আমিনা সোন্দরী যখন ঘুমে অচেতন।
দুয়ার খুলিয়া বুড়ী দিলরে তখন ॥
তিনজন আসি তারা সামাইল [৪] ঘরে।
পরথমে বাঁধিল মুখ হাত তার পরে ॥
তার পরে পা বাঁধিয়া কি কাম করিল।
আমিনারে কাঁদৎ লৈয়া ঘরের বাহির হৈল ॥
কাঁদিতে ন পারে কইন্যা লড়িতে ন পারে।
যাইবার কালে একবার চাইল গুণর [৫] মারে ॥
হায়রে দুনিয়াদারী কন্তে পাইবা সুখ।
পাথরের মত দড় হৈয়ে মায়ের বুক ॥
ন বুঝিলা আমিনার মা কি করিলা কাম।
কাঞ্চাসোণা বেচিয়ারে পাইলা কাঁচর দাম ॥
সরেঙ্গা নুকা [৬] যে এক ঘাটে বাঁধা ছিল।
আমিনারে আনি তারা নুকাতে তুলিল ॥
তুলিয়া নুকার মাঝে খুলি দিলা বান [৭]।
বুক কুডি কুডি কইন্যা করে আনছান [৮] ॥

---

[১] থির=স্থির। [২] মোছাফির=অতিথি।
[৩] রাতুয়ার=রাত্রির। [৪] সামাইল=প্রবেশ করিল।
[৫] গুণর=গুণময়ী, এখানে শ্লেষার্থে। যাওয়ার সময় মাত্র একবার গুণময়ী মাতার দিকে চাহিল। [৬] সরেঙ্গা নুকা=এক জাতীয় নৌকা।
[৭] বান=বাঁধ, বন্ধন, রজ্জু। [৮] আনছান=ধড়ফড়।

ছোড ছোড খাল বাইয়া একদিনের পর।
মাঝির গাঁও গেরাম তারা আইল বরাবর॥
কইন্যারে লইয়া তারা কিনা কাম করে।
দাখিল করিল নিয়া এছাকের গোচরে॥ (১—৭৮)

(১৭)

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
নছররে কি করিল যত ডাকুগণ॥
সেইনা ছুলুপ আর ছিল যত মাল।
বেচিয়া পাইল ডাকু টাকা টালে টাল [১]॥
পচ্ছিম দিগেতে রাজ্য দরেয়ার শেষ।
মাইন্‌সে মানুষ বেচি খায় আচানক দেশ॥
দাড়ি মাল্লা ছিল যত ছুয়ানী টেণ্ডল।
সেই দেশেতে সক্কলবে বেচে ডাকুর দল॥
নছররে বেচিয়ারে পাইল বহু দাম।
হার্ম্মাত্মারা চলি আইলো যে যার মোকাম॥
গোলাম হইয়া নছর যার বাড়ীতে ছিল।
ছোড একখান নুকা তারা নছররে দিল॥
হাট করে বাজার করে বোঝা রইয়া আনে।
ছোড নুকা লৈয়া নছর যায়রে স্থানে স্থানে॥
সুবুদ্ধি আছিল তার কুবুদ্ধি হইল।
সেই নুকা লৈয়া নছর দেশে বাইছা দিল॥
ছোড গাঙ ছাড়ি পাইল বেমান দরিয়া।
ভাইবত লাগিল কনমিক্যাদি [২] যাইব পাড়ি দিয়া॥
জ্ঞানের লালছ [৩] তার নাহি ছিল হায়।
বেমান সাইগরে নুকা ভাসি ভাসি যায়॥

---

[১] টালে টাল=রাশি রাশি। [২] কনমিক্যাদি=কোন্ দিক্ দিয়া।
[৩] লালছ=লালসা।

এক দুই তিন করি গেল চাইর দিন।
উয়াসে [১] কায়াসে নছর হৈল বলহীন ॥
দোন হাত ফুলি গেইয়ে নাই চলে আর।
কনমিক্যা [২] ন দেখে যে কূল আর কিনার ॥
ঢেউয়ের উপরে নুকা ভাসি ভাসি যায়।
ন ডুবিয়া রইয়ে কেম্‌তে জানে যে আল্লায় ॥
সাইগরের জানোয়ার পাহাড়ের সমান।
'হুমাহুমি' শব্দ করে যেনরে তুয়ান [৩] ॥
চোখে নাই দেখে নছর মাথা নাই থির।
নুকাতে পড়িয়া জপে আল্লার জিকির ॥
জপিতে জপিতে নাম হইল বেহোঁস।
এত কষ্ট পায় নছর নছিবের দোষ ॥
দরেয়ার পীর সেই খোয়াজ খিজির [৪]।
শুনিল শুনিল যেন তাহার জিকির [৫] ॥
বড় বড় নুকা লৈয়া খাটাইয়া পাল।
সারি গাইয়া যায়রে জাইল্যা বোসাইতে [৬] জাল ॥
মাঝ দরিয়ায় ছোড নুকা ঢেউয়ের মাথাৎ খেলে।
দেখি তারা ধীরে ধীরে নুকা ধরি ফেলে ॥
নছররে পাইয়া তারা তুলিয়া আনিল।
পরাণ আছে কি নাই বুঝা নাই গেল ॥
মাথাৎ দিল ঠাণ্ডা পানি খাইতে দিল ডাব।
খানিক বাদে ভাল হৈল নছরের ভাব ॥
কেহ কারো কথা নাই বুঝে কোন মতে।
নছর দুঃখের কথা জানাইল ইঙ্গিতে ॥

১ উয়াসে=উপবাসে।
২ কনমিক্যা=কোন্ দিকে।
৩ তুয়ান=তুফান।
৪ খোয়াজ খিজির=সমুদ্রের পীর।
৫ জিকির=মন্ত্র।
৬ বোসাইতে=ভাসাইতে।

পুগ্‌দেশী [১] ছুলুপ এক ধান বেচিয়া যায়।
নছররে দিল জাইল্যা তারার জিম্যায় ॥

(১৮)

অঙ্গী সহরেতে মাফো ভাবিতে লাগিল।
'বছরের মধ্যে নছর ঘরে ন ফিরিল ॥
পরীদিয়া পাঠাইলাম লাউখ্যার [২] কারণে।
ফাকি দিয়া ধাইল বুঝি নিজের মোকামে ॥
উতরের কালা তারা বড় দাগাবাজ।
এত টাকা দিলাম তারে না বুঝি আন্তাজ [৩] ॥
এই না ভাবিয়া মাফো কি কাম করিল।
নছরের কারবারেতে যত মাল ছিল ॥
সব মালমাত্তা [৪] বেচি ভাঙ্গিল কারবার।
'এখিন' কৈন্যারে সাদি দিলারে আবার ॥
নছর ফিরিয়া আইল বছরের পরে।
দূরে থাকি শুনি সব নাহি গেল ঘরে ॥
ভিংছা জাতি [৫] হয় তারা গলাৎ দিব ছুরি।
অঙ্গী সহর হৈতে নছর ধাইল তাড়াতাড়ি ॥
"এখিন" কইন্যার আর ন চাহিল মুখ।
খসম্ লইয়ে শুনিয়ারে ভাঙি গেল্‌গই বুক ॥
আবরু ইজ্জত নাই দিলেতে দরদ।
ভিন্ন নাই ভাবে তারা বেগানা মরদ ॥
পিরিতির মর্ম্ম নাহি জানে এই জাত।
চৈঁয়া পৈছা পাইলে পিরিত ন পাইলে ফজ্জাত [৬] ॥

---

১ পুগ্‌দেশী = পূর্ব্বদেশীয়।
২ লাউখ্যা = সামুদ্রিক মৎস্য
৩ আন্তাজ = আন্দাজ।
৪ মালমাত্তা = দ্রব্যাদি।
৫ ভিংছা জাতি = ডাকাত জাতি।
৬ ফজ্জাত = ঝগড়া।

দিলরে করিয়া ছাপ মালুম নছর।
একইবারে ছাড়ি আইল ভিংছার সহর ॥
নছিবেতে দুঃখ তার খেলিছে আল্লায়।
পাগলের মত হৈল নানান চিন্তায় ॥
টেঁয়া নাই পৈছাঁ [১] নাই পন্থের ভিখারী।
দুনিয়াতে কেহ নাই নাইরে ঘরবাড়ি ॥
উতর দেশে আসে নছর ঘুরিয়া ফিরিয়া।
কন দিন থাকে হায় গাছতলে পড়িয়া ॥

এক নিশাকালে নছর খোয়াব [২] দেখিল।
আমিনা আসিয়া যেন ছাম্নে খাড়া হৈল ॥
আমিনা আসিয়া যেন ছাম্নে হৈল খাড়া।
দুইচোগে জ্বলে তার আসমানের তারা ॥
অঙ্গের বরণ তার যেন চাম্পা ফুল।
সন্তিপনা [৩] রাইখ্যে কন্যা রাইখ্যে জাত কুল ॥
যৌবন কলসী সেই কিছু নহে উনা।
কন দোষ নাই তার নাই কন ওনা [৪] ॥
বুকেতে দরদ তার মুখে মৃদু হাসি।
এই ফুল ঝরা নহে, নহে ইহা বাসী ॥
খোয়াব দেখিয়া নছর খানিক ভাবিল।
দেখিতে আমিনার মুখ একিন করিল ॥ (১-৪০)

(১৯)

আমিনারে লুডি আইন্যে এছাক দুষমন।
নানারকম লোভ দেখায় কাড়ি নিত মন ॥

---

১ টেঁয়া...পৈছা=টাকা পয়সা নাই। ২ খোয়াব=স্বপ্ন।
৩ সন্তিপনা=সতীত্ব। ৪ ওনা=উনা, ন্যূনতা।

ন মানিল পোষ কইন্যা ন মানিল পোষ।
জাঁহুরা [১] ছাপের মত করে ফোঁস ফোস॥
বুধা ওঝার গুণ গেয়ান ফুসা [২] হৈয়া গেল।
বরবাদ [৩] হইল কত মন্তর পড়া তেল॥
দোয়া তাবিজ কৈল্ল কত কৈল্ল দারু টোনা [৪]।
আগুনে পুড়িলে ভাই চিনা যায় সোণা॥
ছয়মাস গেল কইন্যার ন ভিজিল মন।
শুন শুন কি করিল এছাক তখন॥

দিন আর বাকী নাই পড়ি গেইয়ে বেল্।
আমিনার কাছে এছাক ধীরে ধীরে গেল্॥
ধীরে ধীরে যাইয়া বলে—"শুনরে আমিনা।
ছোড লোকের মাইয়া তুই বড়ই কমিনা [৫]॥
আমার ঘরেতে তোর নাই আর জাগা।
বড় পেরেসান [৬] দিলি পাইলাম বড় দাগা॥
জল্দি করি যারে চলি ন থাকিস্ আর।
বড় গোস্বা [৭] হৈয়ে 'মেমা' বিবিজান আমার॥
বাহির করিয়া দিব চুলৎ ধরি টানি।
আমার ঘরে ন পাইবি ভাত আর পানি॥"

শুনি এছাকের কথা আমিনার দিল্।
ধুমাইয়া ধুমাইয়া জ্বলিতে লাগিল্॥
বাহির হইল কইন্যা চোগৎ লৈয়া পানি।
বাপের বাড়ি আসি দেখে ঘরৎ নাহি ছানি॥

---

১ জাঁহুরা=জাতি সাপ। ২ ফুসা=ব্যর্থ।
৩ বরবাদ=নষ্ট। ৪ দারু টোনা=মন্ত্রতন্ত্রাদি-প্রয়োগ।
৫ কমিনা=ছোটলোক। ৬ পেরেসান=কষ্ট।
৭ গোস্বা=রাগ।

ঘরৎ নাহি ছানি আর ভাঙা ভাঙা বেড়া।
রাতুয়া [১] হিয়াল [২] থাকে, আবর্জ্জনা ভরা ॥
কেমনে ঘুমায় কইন্যা নাইরে দুয়ার।
সারা রাইত বসি রইল এক কোণে তার ॥

আধা রাইতে আচমানেতে উইটে সোণার চান।
এছাকের মাথায় বিষ আনছান পরাণ ॥
একলা ঘরে আছে কইন্যা জানেরে দুষমন।
আরজু [৩] পুরাইতে আইলো পশুর মতন ॥
গুমরি বসিয়া কইন্যা ঘরের কোণায়।
দেখিল এছাক আস্সে হৈল বিষম দায় ॥
হরিণীরে পাইয়ে বাঘ ধরিবে কামড়ি।
এমনি কালে ভাঙা ঘর কাঁপে থরথরি ॥
নছর লইয়া এক বাঁশর ঠুনিহারি [৪]।
এছাকের মাথাৎ দিল মস্ত বড় বাড়ি ॥

* * * *

জোন পহর [৫] উইটো ভালা দক্ষিণালী বায়।
আমিনা বেড়াই ধৈল্ল নছরের গলায় ॥
কথাবার্ত্তা নাই তারার চোগৎ বহে পানি।
নছরের পিন্ধনেতে ছিড়া একখান কানি ॥
বেগর খাওনে [৬] তার শুকায় গেইয়ে মুখ।
দেখিয়া আমিনা কইন্যার ফাডি যার গই বুক ॥

---

১ রাতুয়া=রাত্রিতে। ২ হিয়াল=শৃগাল।
৩ আরজু=আবেদন, প্রাণের ইচ্ছা, পিপাসা।
৪ ঠুনিহারি=ঠেঙ্গা। ৫ জোন পহর=জ্যোৎস্না।
৬ বেগর খাওনে=খাদ্য ব্যতীত।

মাথার চুল দিয়া কইন্যা লইল নিছনি।
"কেমনে ছিলা ভুলি মোরে আমার নয়ন-মণি ॥"
কিছু ন কহিল নছর ন কহিল কিছু।
ঘরর বাহির হৈয়া গেল কইন্যার পিছু পিছু ॥ (১-৪৮)

শীলাদেবী

শীলাদেবী

(১)

মুণ্ডা

বাড়ী নাই ঘর নাই জঙ্গল্যা মুণ্ডারে ফিরে দেশে দেশে
দৈবেত আনিল তারর ভালা বামুন রাজার দেশেরে
দুস্মনা জঙ্গল্যা মুণ্ডারে—
মাও নাই বাপ নাই জঙ্গল্যা মুণ্ডারে ফিরে বাড়ী বাড়ী
দৈবেত আনিল তারে ভালা বামুন রাজার বাড়ীরে
দারুণা জঙ্গল্যা মুণ্ডারে—
জঙ্গলেতে জনম মুণ্ডারে জাতিত জঙ্গলিয়া
দরবারে খাড়াইল মুণ্ডা ছেলাম ত জানাইয়ারে
"শুন শুন বামুন রাজারে
শুন শুন বামুন রাজারে কহি যে তোমারে
আমার দুঃখের কথা ভালা
জানাই তোমার দরবাররে
হারে শুন বামুন রাজারে
দীন দুনিয়ার মালিক তুমিরে
আমি পন্থের না ভিখারী
বাড়ী ঘর নাই রাজা গাছতলায় বসতি
শুন শুন বামুন রাজারে
জন্মিয়া না দেখি বাপমায়েরে গর্ভসোদর ভাই
সুতের সেহলা যেমুন ভাস্যা ভাস্যা ফিরিরে
শুন মোর দুক্ষের কথারে

কোন্ জনে দিয়াছে জনম ভালা কে ধইরাছে পেটে
কড়ার কাহনী [১] দিয়া মোরে কে বিকাইল হাটেরে
শুন শুন বামুন রাজারে
বড় দুক্ষে পইরা আমিরে ভালা
ছাড়লাম তার বাড়ী
সেইদিন হইতে রাজা আমি দেশে দেশে ফিরিরে
শুন শুন বামুন রাজারে
মেঘেতে ভিজিয়া মরি রইদে নাই সে পুড়ি
বিরকতলায় [২] নাই সে ঠাঁই কপাল হইল বৈরীরে
শুন শুন বামুন রাজারে"

বামুন রাজা

"বড় দয়া লাগে তোরে রে জঙ্গলার বাসী
আমার রাজ্যেত থাইক্যা কর ঠাকুরালীরে
শুন শুন জঙ্গল্যা মুণ্ডারে
বাড়ী দিবাম জমিন দিবাম আর দিবাম মাহিনা
রাজ্যের কোটাল হইয়া থাকিবা মোর পুরীরে
শুন শুন জঙ্গলিয়া মুণ্ডারে"

মুণ্ডা

"বাড়ী নাই সে চাই আমি রাজাগো
জমিন নাই সে চাই
তোমার ছিচরণে আমি একটু পাই ঠাঁইরে
তবে মোর জনম ভালারে

---

১ কাহনী=মূল্য। ২ বিরকতল=বৃক্ষতলা।

আমার না চক্ষের জলেরে রাজা নদী নালা ভাসে
দশ বছর ঘুইরা মল্লাম কত কত না দেশেরে
তবে মোর জন্নম ভালারে
পায়ের নফর হইয়া আমি রাজা থাকিমু দুয়ারে
চোর চোট্টায় রাজ্যের কি করিতে পারেরে
শুন শুন বামুন রাজারে
জঙ্গলাতে জনম আমার রে জাতিত জঙ্গলী
বাঘ ভালুকে রাজা ভয় নাই সে করিরে
শুন শুন বামুন রাজারে
দুই হাতে ধইরা রাখিরে রাজা জঙ্গলার হাতী
জঙ্গলাতে জন্নম আমার জঙ্গলীর জাতিরে
শুন শুন বামুন রাজারে
লোহার শাবল মোররে হাত দুই খান
এ মোর বুকের পাটা পাত্থর সমানরে
শুন শুন বামুন রাজারে"

গাবুরালী অঙ্গ দেইখ্যারে রাজার ভয় বাসিল মনে
ধীরে ধীরে কয় কথা জঙ্গল্যার স্থানেরে
"শুন শুন জঙ্গল্যা মুণ্ডারে
কালাদিঘির পাড়েরে কোটালিয়ার খানা
সেইখানে পাতিয়া লহরে আপন বিছানারে
শুন শুন নতুন কটুয়ালরে
ডাইল দিবাম চাইলি দিবাম ভালা রসুই কইরা খাইও
বালাখানা ঘর দিবাম শুইয়া নিদ্রা যাইওরে
শুন শুন নতুন কটুয়ালরে
বারশত কটুয়াল আমাররে কেরেরে খবরদারী
তা সবায় উপরে তুমি করবা ঠাকুরালীরে
শুন শুন নতুন কটুয়ালরে"

এই কথা শুনিয়া মুণ্ডারে কোন কাম্ না করে
হাজার ছেলাম জানায় (ভালা)
রাজার দরবারেরে
নতুন কটুয়াল হইলামরে (১-৭১)

(২)

* * *

কাঞ্চানা সোণার অঙ্গরে যেমুন ঝলমল
একক কন্যা আছে রাজার দশনা বচ্ছরেররে
কাঞ্চা বরণ কন্যারে
পঞ্চ সখী সনে লীলারে রঙ্গে করে খেলি
দেখিতে সুন্দর কন্যা কনক চম্পার কলিরে
কাঞ্চা সোণার বরণরে
হাটু বাইয়া পড়ে কেশরে যে দেখে নয়ানে
আসমানের মেঘ যেমুন লুডায় জামিনেরে
মেঘের বরণ কেশরে
ডালুমের দানা যেনরে দন্ত সারি সারি
চাঁপালিয়া হাসি কন্যা ঠোটে রাখে ধরিরে [১]
মেঘের বরণ কেশরে
দুই আঁখি দেখি কন্যার পরভাতের তারা
গোলাপী ছুরত কন্যার না যায় পশুয়ারে [২]
মেঘের বরণ কন্যারে
দুস্মনে পাগল করেরে পর করে আপনা
দিনে দিনে হইল রাজার দুরন্ত ভাবনারে
মেঘের বরণ কন্যারে

---

১ চাঁপালিয়া......ধরিরে = তাহার অধরে চাঁপাফুলের হাসি বন্দী হইয়া আছে
২ পশুয়ারে = পাশরা, ভোলা।

যেদিন ফুটিবে এইরে কদম্বের কলি
ভাবে রাজা যোগ্গি [১] বর কোন দেশে মিলিরে
চিন্তিত হইল বামুন রাজারে
দেশে দেশে ভাট রাজারে পাঠাইয়া দিল
পান ফুল হাতে লইয়া ভাট না চলিলরে
চিন্তিত হইল বামুন রাজারে

* * *

হাসিয়া খেলিয়া কন্যারে খেলার সময় যায়
পঞ্চ সখী সঙ্গে কন্যা রঙ্গেত খেলায়রে
বাহারে সোণার যৈবনরে
আইল যৈবন কালরে মানা নাই সে মানে
কাল নদীতে ডাকে জোয়ার কেউত নাহি জানেরে
আইল সোণার যৈবনরে
খেল খেল কন্যা তুমি লো শিশুতির [২] খেলা
কাল্লুকে বিয়ানে তুমি পড়িবে একেলারে
কাল যৈবন কন্যাররে
কেউনা দিল খবর তোরে লো কন্যা খেলার সময় যায়
দিনে দিনে দিন কত ঘটবে বিষম দায়রে
কাল যৈবন কন্যাররে
খেলার ঘর ভাইঙ্গা পড়বে লো কন্যা
আইজ বাদে কালি
যখন ফুটিয়া উইঠে মালঞ্চ মুকলীরে
কাল যৈবন কন্যাররে
প্রাণের পরাণ পঞ্চ সখীরে দুষ্মন হইবে
বনের পাখীর মতন যখন শূন্যেতে উড়িবেরে
কাল যৈবন কন্যাররে

---

[১] যোগ্গি = যোগ্য। [২] শিশুতি = শৈশব।

* * *

"শুন শুন পঞ্চ সখীরে একি হইল দায়
আজ কেন কোকিলার ডাক কঠিন শুনায়রে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
পিঞ্জরার শুক শারীরে কৈছনে গায় গান
বুকের ভিতর থাক্যা কাপ্যা উঠে পরাণরে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
কি হইল কি হইল আমার রে সখী বুঝিতে না পারি
ফাপ্‌লা ' বেদনে আমার বুক হইল ভারীরে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
নিলাজ অঙ্গ সে সখী বসন না চায়
কি জানি অজানা গান মন-কোকিলা গায়রে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
কইও কইও পঞ্চ সখীরে কইয়া দিও তোরা
যে অঙ্গ বসনে মোর না পইরাছে ঘিরারে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
বানছি না বান্ধিয়াছি কেশ কইয়া দিও মোরে
পরভাতে জাগাইয়া দিও যদি ঘুমের ঘোরে
লাজে মরি শুন সখীরে
ফুল কেন মৈলান দেখিরে চান কেন মৈলান
আবেতে ঘিরিয়া লইছে জমিন আসমানরে
দেখ দেখ পঞ্চ সখীরে
বাপে মায় জানে যদিরে পড়িবে বিপাকে
আহার নিদের কথা মোর মনে নাহি থাকেরে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে

ফাপ্‌লা = মিছামিছি।

ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুইনাই [১] নতুনে গড়িল
কোন বিধি হইল বাদী পরাণ কাইড়া নিলরে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
মুখের আহার নিলরে নিদ্রা নয়নের
সর্ব্বস্ব কাইড়া নিল যা ছিল জীবনেরে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে
মুখ বান্ধা ফুলের কলিরে না ফুইট্ট তোমরা
পরাণ ভাঙ্গাইতে আইবে দারুণ ভোমরারে
শুন শুন ফুলের কলিরে
আইজ যে দিন হইল গতরে না আসিব কাইল
লোকে কহে সোণার যৈবন আমার কাছে গাইলরে
দুঃখের যৈবন কালরে
দুনিয়া দুশ্মন মোররে বিধি প্রতিবাদী
মনে লয় নিরালে বসি আনছলেতে কান্দিরে
শুন শুন পঞ্চ সখীরে"

* * *

ন কাইন্দ ন কাইন্দ কন্যা লো চিত্ত কর দর
আসিবে মালঞ্চে তোমার মন মধুকররে
শুন শুন রাজবালারে
এই বসন খুলিয়া কন্যা লো নয়ালী পইরারে
আভের গায় চাঁন্দের কিরণ তেমুন শোভা পাবেরে
শুন শুন রাজবালারে
এহিত কেশের বাঁধন কন্যা লো যতনে খুলিয়া
নতুন নবেলা বন্ধু দিবেক বান্ধিয়ারে
শুন শুন রাজবালারে

---

১ দুইনাই=দুনিয়া, জগৎ।

এহিত আঁখির কাজল কন্যা লো যতনে মুছিয়া
নতুন নবেলা বন্ধু দিবেক আঁকিয়ারে
শুন শুন রাজার বালারে
এহিত কানের ফুলরে যতনে খুলিয়া
নতুন মালঞ্চ ফুল দিব সে গাঁথিয়ারে
শুন শুন রাজবালারে
এহিত নাকের বেশর কন্যা লো যতনে খুলিয়া
ফুলের বেশর কন্যা দিবে সে গাঁথিয়ারে
শুন শুন রাজার বালারে
পুরুষ পরশমণি লো পরশে যে জনা
সঙ্গ গুণে রঙ্গ ফলে মাট্টি হয় সোণারে
শুন শুন রাজার বালারে" (১-১০৫)

(৩)

* * *

এক দুই তিন করিতে পাঁচ গুজারী যায়।
দরবারে আসিয়া মুণ্ডা ছেলাম জানায়॥
"শুন শুন বামুন রাজা হায় কহি যে তোমারে।
পাউনী [১] মাহিনা আমার দেও ত চুকাইয়ারে॥
পাঁচ বচ্ছর খাটিলাম আমি তোমার পুরীতে।
এই স্থান ছাড়িয়া যাইবাম আমি তিরপুরার সহরে॥"

"শুন শুন মুণ্ডা আরে কহি যে তোমারে।
তোমারে লইয়া চল যাইবাম রাজত্বির ভাণ্ডারে॥

---

[১] পাউনী = প্রাপ্য

আপন হাতে লহ ধন বাছিয়া গুছিয়া।
ভাণ্ডারের দুয়ার আমি দিলাম ত খুলিয়া॥"

মুণ্ডা

"ধনের কাঙ্গাল নহিরে রাজা বুদ্ধি কর স্থির।
সাবধানে শুন কথা ভালা না হইও অস্থির॥
ধনের ত নহিরে কাঙ্গাল শুন মন দিয়া।
বিদায় কালে এক ধন যাইব চাহিয়া॥
দিবা কিনা দিবারে রাজা সে ধন আমারে।
শুন শুন ধনের কথা কহি যে তোমারে॥
ও রাজা তোমার ভাণ্ডারে ওগো রাজা যত ধন আছে।
সকল ত ধূলা বালি রাজা সে ধনের কাছে॥
যুব্বামান [১] কন্যা তোমার রাজা নাইসে দিয়াছ বিয়া।
আমার পরাণ রাখত রাজা সেই ধন দিয়া॥
মুরুই(?) মাইনা কিছু রাজা নাই সে চাহি আমি।
এই ধন দেহত দান লইয়া যাই আমি॥
পাঁচ বছর খাটুলাম খাটুনিরে যে ধনের আশায়।
সেহি ধন কর দান কহি যে তোমায়॥"

এই কথা শুনিয়া রাজা জ্বলন্ত আগুনি যে হইল।
যতেক কোটালে মুণ্ডারে ভালা বান্ধিতে বলিল॥
কেউ-বা মারে কিলরে চাপ্পড় দুহাতিয়া বাড়ি।
কেউ-বা কহে দুষ্মনেরে আগুন দিয়া পুড়ি॥

১। যুব্বামান = যুবতী

হায় ভালা দেউড়ি থানা ঘরে সবে লহেত টানিয়া।
কেউ বলে 'রাজার কন্যায় আয় দিবাম বিয়া' ॥
জহ্লাদ ধাইয়া আইল শির লইবারে।
ভয় নাই সে পাইল মুণ্ডা ডর নাই সে করে॥
রাত্রি নিশা কালে মুণ্ডা ছিকল ভাঙ্গিয়া।
গেল ত জঙ্গল্যা মুণ্ডা জঙ্গলে পলাইয়া ॥ (১-৩৬)

(৪)

হায় ভালা এক বচ্ছর দুই বচ্ছর ও ভালা
তিন বচ্ছর যায়।
বনে ত থাকিয়া মুণ্ডা কোন্ কাম করে—

বনে ত থাকিয়া মুণ্ডা কোন্ কাম করিল।
জঙ্গলীর দল লইয়া রসুই পাকাইল ॥
"শুন শুন জঙ্গলীর জাতি কহি যে তোমরারে।
আইজ্ঞ রাত্রে যাইবাম মোরা বামুন রাজার ঘরে ॥
ধন দৌলতের রাজার নাই সীমা পরিসীমা।
একদিন মারিলে পাইব বচ্ছরের দানা ॥"
একে ত জঙ্গল্যার জাতি হায় ভালা ক্ষুধায় কাতর।
ধনের কথা শুইন্যা সবে হইল পাগল ॥
রাত্র নিশা কালে মুণ্ডা কোন্ কাম করিল।
জঙ্গলিয়া দল লইয়া মেলা যে করিল ॥

ধরিল কামুলীর বেশ হাতে দাও কাঁচি।
বোচকা বাঁধিয়া লইল যতেক সামগ্রী ॥
বাছিয়া লইল সঙ্গে ত ভালা তীর ধনুকখানি।
লুকাইয়া লইল ভালা কেহ ত না জানি ॥

সবে বলে কামুলারা কাম করিতে যায়।
যার যার কাম আছে ডাকিয়া জিগায় ॥
মুণ্ডা বলে এই দেশে কাম করা হইল দায়।
এই দেশের মানুষ যত বেগার খাটায় ॥
কাম করাইয়া দেখ পয়সা নাই সে মিলে।
এই দেশ ছাড়িয়া যাইবাম বামুন রাজার দেশে ॥

হায় ভালা এক দুই তিন করি তার তিনমাস পর।
অস্তে ব্যস্তে যায়গো মুণ্ডা বামুন রাজার ঘর ॥
দুষ্টবুদ্ধি মুণ্ডা তবে রইল পলাইয়া।
কামুলা গণেরে দিল রাজ্যে পাঠাইয়া ॥
ভাব বুঝিয়া দুষ্মন মুণ্ডা হায় ভালা কোন কাম সে করে।
নিশি রাইতে পড়লো গিয়া বামুন রাজার পুরে ॥
ভেরংগের [১] চাকে যেমন পুমুকি [২] পড়িল।
যত যত পাইক পহরী তুরন্তে জাগিল ॥
বাছা বাছা তীর মারে জঙ্গলা দুর্জ্জনে।
বামুন রাজার লোক লস্কর পড়িল নিদানে ॥
তীর লইতে তীরন্দাজ রে ভালা যায় জুন্নত ঘরে।
জঙ্গলীর তীর খাইয়া পন্থে পইড়া মরে ॥
আগুন লাগাইল মুণ্ডা বামুন রাজার বাড়ি।
আগুন ত নিবাইতে গেল যতেক পহরী ॥
সুযোগ পাইয়া মুণ্ডা ভাণ্ডার লুটিল।
অন্দর মোহলেতে তবে কুঁদিয়া [৩] চলিল ॥

---

১ ভেরংগের=মধুমক্ষিকার। ২ পুমুকি=চিল (?)।

৩ কুঁদিয়া=লাফাইয়া; কুর্দ্দন=লাফানো, ক্রীড়া-কৌতুক-প্রদর্শন; নর্ত্তন-কুর্দ্দন=নাচা-কুঁদা। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বদাই বিক্রম-প্রকাশার্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা, "সে তাহাকে কুঁদিয়া মারিতে গেল।"

দেখে শূন্য পইরা আছে মহলে কেউ নাই।

* * * *

দেশ ছাইড়া বামুন রাজা হায় বৈদেশী হইল।
পরগনার রাজার কাছে আশ্রা যে চাহিল ॥ (১-৪২)

(৫)

বামুন রাজা

"শুন শুন পরগনার রাজা ওগো কহি যে তোমারে।
ভিক্ষা করিতে আইলাম আমি তোমার নগরে ॥
দৈবে ত রাজত্বি নিল ঝুলি দিলক হাতে।
বিনা মেঘে ঠাডা বজ্জর আমার মারিলেক মাথে ॥
সঙ্গে আছে এক কন্যা নাহি দিলাম বিয়া।
বিপদ কালে ত তারে আমি কোথায় যাই থইয়া ॥"

এই কথা শুইন্যা রাজা কোন কাম করিল।
নতুন একখান রাজ্যপুরী বানাইয়া সে দিল ॥

বিদেশী রাজা

"শুন শুন বামুন রাজা কহি যে তোমারে।
কিছুকাল থাক তুমি আমার নগরে ॥
কিছুকাল থাক তুমি ভালা চিত্তে ক্ষমা দিয়া।
যাহাব্য [১] জঙ্গলার মুণ্ডায় ভালা না আনি ধরিয়া ॥"

রাজার পুরীতে দেখ ছয় মাস যায়।
এদিকে হইল কিবা শুন সমুদায় ॥
সুন্দর যুবা রাজার বেটা ভালা দেখিতে সুন্দর।
এইমত নাগর নাহি দেখি সে ভালা পৃথিমী ভিতর ॥

---

১ যাহাব্য=যে পর্য্যন্ত, যাহাতক।

সোণার হরিণ যেমুন ভালা আসমকা[১] তার আঁখি।
এমন সুন্দর রূপ জগতে না দেখি॥
যৈবনেতে যুব্বামান গায়ে গাবুরালী।
রাজ্যের উপরে দেখ করে ঠাকুরালী॥
এমন যৈবন কালে গো না কইরাছে বিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া বাপে করাইব বিয়া॥ (১-২২)

(৬)

অস্তেব্যস্তে ফুলের সাজি কন্যা তুলিয়া লইল।
নয়াবাগে ফুল তুলিতে গমন করিল॥
বায়ে উড়ে অঞ্চলখানি গায়ে ফুটে কাঁটা।
আজিকে তুলিতে ফুল ঘটলো বিষম লেঠা॥
শুন শুন কোকিলারে কহি যে তোমারে।
কি দাগা দিহ লো জানি দুশ্মন কোকিল তোরে
"শুন শুন কন্যা হায় কন্যা কহি যে তোমারে।
কি লাগিয়া তুল ফুল কহ লো আমারে॥
নিত্য নিত্য তুল ফুল গো কন্যা কারে পূজা কর।
অবিয়াত কন্যা তুমি কিবা মাগ বর॥
দেখিয়া তোমার রূপ কন্যা হইয়াছি পাগেলা।
এই ফুল গাঁথিয়া কারে পইরাইবা মালা॥
রাজার কুমারী কন্যা শুন দিয়া মন।
কোন্ জনে বিলাইবা কন্যা এমন যৈবন॥
হেলা নাইসে কর কন্যা শুন মন দিয়া।
বাপেরে কহিয়া কন্যা তোমায় করবাম বিয়া॥"

[১] আসমকা=আচমকা, বিস্ময়সূচক চমকে চাওয়ার ভাববিশিষ্ট।

লীলাদেবী

"শুন শুন সুন্দর নাগর কহি যে তোমারে।
বসন ছাড়িয়া দেও লজ্জায় যাই যে মরে॥
আছিলাম রাজার ঝি গো হইলাম ভিখারী।
দারুণ পেটের দায়ে আইলাম তোমার বাড়ী॥
দারুণ পেটের দায়ে দেশে দেশে ঘুরি।
*　　*　　*　　*
চোখে নাইসে নিদ রে কুমার ছয়মাস যায়।
কান্দিয়া আমার বাপে রজনী পোহায়॥
সোণার রাজত্তি তোমার রাখিছ বান্ধিয়া[১]।
ভিক্ষু বাউনের কন্যা কেন করিবা বিয়া॥"

রাজকুমার

"শুন শুন কন্যা আলো কন্যা কহি যে তোমারে।
আর নাইসে দিও লো দাগা আমার অন্তরে॥
লোকে বলে পুরুষ জাতি কঠিন অন্তরা।
আমি বলি নারীর মন পাষাণ দিয়ে গড়া॥
কেতকী কৈরবী চাম্পা আছে যত ফুল।
দেখিতে শুনিতে তোমার নাইসে সমতুল॥
ধরিতে ছুইতেরে নারি পথে যদি বিন্ধে।
এহিত পশিল মনে ভার নানা সন্দে॥
এহিত কোমলা অঙ্গে লো কন্যা তোমার লাগে যদি হানা।
কতদিন ফিইরা যাই মনে করি মানা॥

---

[১] সোণার......বান্ধিয়া=তোমার গৃহে লক্ষ্মী বান্ধা আছেন। তোমার রাজশ্রীকে তুমি বাঁধিয়া রাখিয়াছ।

মনেরে বুঝাইয়া রাখিলো কন্যা শিকলে বান্ধিয়া।
আজি না পারিলাম কন্যা কইয়া বুঝাইয়া ॥
চিত্তে ক্ষমা দেওগো কন্যা রাগ নাই সে মনে।
না কইয়া না বইলা আইলাম তোমার বাগানে ॥
যেদিন হইতে কন্যা লো আইলা আমার পুরী।
*　　*　　*　　*
যেদিন হেইরাছি কন্যা তোমার সুন্দর মুখখানি।
সেদিন হইতে হিয়া আমার হইল উন্মাদিনী ॥
আজি রাত্রে যাইওগো কন্যা আমার মন্দিরে।
মনের যতেক লো কথা কহিব তোমারে ॥
না ধরিব না ছুঁইব কন্যা এহি যাইসে কইয়া।
কেবল দেখিব রূপ দূরে ত খাড়াইয়া ॥"

শীলাদেবী

"চিত্তে ক্ষেমা দেহরে কুমার শুন মন দিয়া।
মাও বাপে সুন্দর নারী করাইব বিয়া ॥"

রাজকুমার

কুমার বলে, "শুনগো কন্যা যার মনে যা চায়।
পাইলে হাজার দান ভিক্ষা না তার যায় ॥
ধন দৌলত রাজত্বি তোমার দুই পায়ের না ধূলি।
তোমার দুয়ারে খাড়া হস্তে ভিক্ষার ঝুলি ॥
ভিক্ষা যদি দেও লো কন্যা হস্ত পাত্যা লইব।
রাজত্বি ছাইড়া না আমি বনবাসে যাইব॥
তোমায় যদি পাইগো কন্যা আর কারে না চাই।
এই ভিক্ষা ছাড়া কন্যা অন্য আশা নাই ॥"
*　　*　　*　　*

শীলাদেবী

"শুন শুন কুমার ওহে গো কুমার কহি যে তোমারে।
বাপের আছে দারুণ পণ কহি যে তোমারে॥
আমার আছে ব্রত না পূজা মনে মনে পূজি।
পুষ্প তুলিতে আইলাম হাতে লইয়া সাজি॥
আজিকার ব্রত পূজা কুমার বিফল ত গেল।
* * * *
বাপে ত কইরাছে পণ কুমার রাজ্য হারাইয়া।
যে জন আনিতে পারে মুণ্ডারে বান্ধিয়া॥
তাহার কাছেতে বাপে কন্যা দিব বিয়া।
হাড়ী চণ্ডাল নাইসে বিচার দুষ্মনের লাগিয়া॥"

রাজকুমার

"শুন শুন সুন্দর কন্যা আলো কহি যে তোমারে।
কালুকা যাইবাম রণে কহিয়া বাপেরে॥
মরি কিবান বাঁচি রণে না আইসি ফিরিয়া।
দুষ্মন মুণ্ডারে আনবাম গলে দড়ি দিয়া॥
আজির লাগি যাও গো কন্যা আপন মন্দিরে।
কালুকা বিয়ানে আমি যাইবাম রণে॥"

শীলাদেবী (নেপথ্যে)

"কঠিন পরাণ মোররে কুমার কি করিলাম কাম।
কেন বা লইলাম আমি দুষমনের নাম॥
রাজত্বে দৌলতে মোর কোন কার্য্য নাই।
আমার লাগিয়া রণে তোমারে পাঠাই॥
নিজের কাণা কড়ি মোর ঘোর সায়রের তলে।
তাহারে তুলিতে কেন পাঠাই রে তোরে॥

বড়ই দারুণ মুণ্ডা কি জানি কি কি হয় ।
রণে ত পাঠাইয়া তোমায় না হইব নির্ভয় ॥”

রাজকুমার

“না কাইন্দ না কাইন্দ লো কন্যা না করিও ভয় ।
জঙ্গল্যা মুণ্ডারে আমি করিবাম জয় ॥
রণ জিনি ঘরে তোমার ফিরিয়া আসিব ।
হাতে গলে মুণ্ডারে যে বাঁধিয়া আনিব ॥”

এই কথা শুন্যা কন্যা আরে হরষিত মন ।
* * * *
নারীর কোমল অঙ্গ শানে বান্ধা হিয়া ।
অন্তরে হইল খুশী কন্যা যায় ত চলিয়া ॥
দারুণ জঙ্গল্যার রণে পাঠাইয়া কুমারে ।
কি মতে থাকিব কন্যা আপন মন্দিরে ॥ (১-৮৮)
* * * *

(৭)

পরভাতে উঠিয়া কুমার কোন্ কাম করিল ।
বাপের না আগে কুমার মেলানি মাগিল্ ।
বামুন রাজার আগে ত কুমার মেলানি মাগিল ॥

যাইতে না পারে আর কুমার কন্যার মন্দিরে ।
দূর হইতে বিদায় মাগে দুটি আঁখি ঝরে ॥
“থাক থাক কন্যা গো আমার বাপের বাড়ী ।
যাবৎ মুণ্ডারে লইয়া আমি নাই সে ফিরি ॥
থাক থাক কন্যা লো আশার পন্থে চাইয়া ।
রণ জিত্যা যাবৎ আমি না আইসি ফিরিয়া ॥

ভাল কইরা বান্ধিবাম কন্যা জলটুঙ্গির[১] ঘর।
ভাল কইরা বানবাম কন্যা কামটুঙ্গির[২] ঘর॥
শীতল পুষ্পেত কন্যা শয্যা বানাইব।
মন সুখে দুই জনাতে শুইয়া নিদ্রা যাইব॥"

রণে ত চলিল কুমার হায় ভালা সঙ্গে ত লস্কর।
মার মার কইরা চলে বামুন রাজার সর[৩]॥
তীরন্দাজ ঘোর সুয়ারী চলে পালে পাল।
ঘোড়ার দাপটে কাপে আসমান আর পাতাল॥
মঞ্চের না ধূলা বালু হায় ভালা আসমানেতে উড়ে।
নদী নালা এড়াইয়া যায় বামুন রাজার সরে॥ (১-১৯)

* * * *

(৮)

দিশা—বন্ধু আজ তোমারে স্বপন দেখি রাইতে।
লোকলাজে সময় পাই না কইতে॥

আমি যে অবুলা নারী মনের কথা কইতে নারি
চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় বালিস ভাসে শুতে।
সময় পাই না কইতে॥

মনের মানুষ পূজবাম বইলা গাঁথলাম বনমালা।
কাল বিধাতা বাদী হইল আমার ছুটলো বিষম জ্বালা॥
(গো সখি) সময় পাই না......

---

১ জলটুঙ্গির ঘর=বড় লোকেরা কোন দীঘি বা বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে ভিত্তি গাড়িয়া গ্রীষ্মবাসের জন্য জল-গৃহ রচনা করিতেন।

২ কামটুঙ্গির ঘর=আরাম করিবার গৃহ। ৩ সর=সহর।

(আমার) চন্দন বনে ফুল ফুটিল সখি গন্ধের সীমা নাই।
কোন দৈবেরে দিল আগুন আমার সকল পুইড়া ছাই ॥
(গো সখি) সময় পাই না.........

একদিন পথের দেখা গো আমি পাশুরিতে না পারি।
মনেছিল প্রাণবন্ধুরে আমি কাজল কইরা পরি ॥
সময় পাই না.........

ফুল বাগানে হইল দেখা পুষ্পের ভ্রমরা।
সুন্দর নাগর পুরুষ নবীন কিশরা ॥
(গো সখি) সময় পাই না.........

দেখিতে অদেখা হইল দিন দুই চারি।
মনেছিল মন পাখীরে রাখি হৃদ্ পিঞ্জিরিয়ায় ভরি ॥
(গো সখি) সময় পাই না.........

বন্ধু যদি হইত আমার কনক চাম্পার ফুল।
সোণায় বান্ধাইয়া তারে কাণে পরতাম ফুল ॥
(রে সখি) সময় পাই না.........

বন্ধু যদি হইত আমার পইরন নীলাম্বরী।
সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিয়া পরতাম নাইসে দিতাম ছাড়ি ॥
(গো সখি) সময় পাই না.........

বন্ধু যদি হইতরে ভালা আমার মাথার চুল।
ভাল কইরা বানতাম খোপা দিয়া চাম্পা ফুল ॥
(গো সখি) সময় পাই না.........

আমার বন্ধু হইত যদি দুই নয়নের তারা।
তিলদণ্ড অভাগীরে না হইত ছাড়া ॥
(রে সখি) সময় পাই না.........

দেহের পরাণী ভালা বন্ধু হইত আমার।
অভাগীরে ছাইরা বন্ধু না যাইত স্থান দূর ॥
(লো সখি) সময় পাই না.........

এক অঙ্গ কইরা যদি বিধি গড়িত তাহারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া যাইত এহি অভাগীরে॥
(গো সখি) সময় পাই না..........

কি জানি কি হয় রণে কে কহিতে পারে।
রাজ্য ধনে কোন্‌বা কার্য্য আমার বন্ধু যদি না ফিরে॥
(গো সখি) সময় পাই না.........

(১-৪১)

(৯)

তিন মাসের পন্থ ভালা সবে তিন দিনে গেল।
বামুন রাজার দেশে দাখিল হইল॥
মার মার কইরা যত ঘোড়ার সোয়ার।
বাড়ি ঘর ভাইঙ্গা সব কইল একাকার॥
তীর বিন্ধিয়া বুকে পড়ে যত মুণ্ডার দল।
*   *   *   *
তবেত দুষ্মন মুণ্ডা হইল আগুয়ান।
জঙ্গলী হাতীর মতন সেই পালোয়ান॥
মুণ্ডারে দেখিয়া সবে করে মার মার।
বাছাবাছা তীর মারে ভালা মুণ্ডার উপর।
তীর খাইয়া মুণ্ডা হইল পরাণে কাতর॥
তীর খাইয়া জঙ্গল্যা মুণ্ডা গেল ত পলাইয়া।
রণজয় কইরা কুমার গেল দেশে ত ফিরিয়া॥
ঘন ঘন জয়ডঙ্কা পুরীত উঠে ধ্বনি।
অঞ্চল শয্যা ছাইড়া উঠে কন্যা যেমুন পাগলিনী॥ (১-১৫)

পরগনার রাজার সঙ্গে বামুন রাজার কথা হয়। বামুন রাজা কন্যা-সহ নিজরাজ্যে গমন করেন। রাজপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব হয়।

বিবাহের দিন বিবাহ-বাসরে মুণ্ডা আবার দলবল-সহ বামুন রাজার পুরী আক্রমণ করে।

* * * *

(১০)

চাম্পা মালতীর মালা গাথে যত সখী।
বিয়ার গান গায় দেখ ডালে বইসা পাখী॥
উজান নদী ভাট্যাল বায় খাড়া স্রুতে চলে।
জয়াদি জোকার পড়ে বামুন রাজার পুরে॥
আমলকী গাইষ্ট খিলা হায় ভালা বাটুন্নি বাটিল।
বারতীর্থের জল দিয়া ভালা ছান না করাইল॥
নিছিয়া মুছিয়া তুলে মায় চান্দ মুখখানি।
কপালে সিন্দূরের ফোঁটা রূপের বাখানি॥
সোণার তার বাজুয়ারে যতনে পইরাইল।
মেঘডুম্বুর শাড়ী খানা যতনে পইরাইল॥
কাণে দিল কন্ন ফুল নয়ানে কাজল।
মেন্দিতে আঁকিয়া দিল সে কন্যার রাঙ্গা পদতল॥
সোণার ঘুজ্ঞুর দেখ কোমরে পইরাইল।
বিবিধ সাজুয়া কড়ি সাজাইয়া লইল॥
কলাগাছ সারি না সারি ঘিয়ের বাতি জ্বলে।
নানাজাতি বাজুনিয়া ঢোলের বাদ্দি বাজে॥
উত্তর হইতে আসে একত বাজুনিয়া।
জয়ডঙ্কা ফুঁকের বাঁশী বিন্না মুরী লিয়া[১]॥

---

[১] বিন্না মুরী লিয়া—বিন্নি (একরূপ খই) এবং মুড়ি লইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

পূরব হইতে আসে পূবের বাজ্জনী।
খড়কর তাগী সঙ্গি জয়ঢাকের ধ্বনি॥
পচ্চিম হইতে আইল চিনি বা না চিনি।
বহুত লস্করা সঙ্গে একত বাজুনি॥

শুন শুন বামুন রাজা কহি যে তোমারে।
বাদ্য বাজাইতে আইলাম তোমার না পুরে॥
হায় ভালা রাত্রি নিশাকালে গো বিয়া ঢোলে মাইল তালি।
বামুন রাজার দেশে ভালা উঠ্‌লো উত্তরুলি॥

হেন কালেতে দুস্মন মুণ্ডা কোন্ কাম করে।
ছাড়িয়া বাজুনিয়ার সাজ ধনু লইল হাতে॥
বাচ্ছ্যা [১] মারে বিষের তীর বামুন রাজার লস্করে।
কাত্যালীর কলাগাছ যেমন উপড়াইয়া পড়ে॥
বিয়ার সাজ থুইয়া ভালা কুমার কোন্ কাম করিল।
রণের না সাজ কুমার জল্‌তি [২] পড়িল॥
আনিল রণের ঘোড়া কুমার হইল সোয়ার।
মুণ্ডার উপরে পড়ে করি মার মার॥ (১-৩৪)

* * * *

(১১)

"হায় বিকালির গাঁথা মালা হায় না হইল বাসি।
মাথার না ফুলের মডুক [৩] না হইল বাসি॥
আর না বাজাইও ঢোল বিয়ার বাজুনিয়া।
কপাল পুড়িল মোর খেড়ের আগুন দিয়া॥
আর না বাজাইও তোরা আমার বিয়ার বাঁশী।
না ফুটিতে বিয়ার ফুল কলির মুখ বাসি॥

---

১ বাচ্ছ্যা=বাছিয়া। ২ জল্‌তি=জল্‌দি, শীঘ্র। ৩ মডুক=মুকুট।

না উঠিতে চান্দ মোর আন্ধারে ডুবিল।
আষাঢ়ে আশার নদী শুকাইয়া গেল ॥
মিছা আশায় বান্ধিলাম রে সোণার বাড়ি ঘর।
* * * *
* * * *
কোন দৈবে আগুন দিয়া পুইড়া করলো ছাই ॥
মনের কথা যত ইতি রহিল রে মনে।
কি কার্য্য করিল হায় দারুণ তুষ্মনে ॥
পুষ্পের সমান বুকে তীর না মারিল।
দারুণ বিষের তীর পৃষ্ঠে বাহিরিল ॥
কিবা ধন লইয়া আমি থাকিবাম ঘরে।
তুরন্ত তুষ্মন মুণ্ডা মারিল আমারে ॥
বনের না গাছ গাছালী পশু পক্ষী যত।
মনের বেদনা আমি কহিব বা কত ॥
আর না সে হইবে দেখা প্রভুর সঙ্গেতে।
জন্মের মত অভাগীরে রাইখ্যা গেলা পথে ॥
শুনরে গরল বিষ আমার মাথা খাও।
যে পথে গিয়াছে বন্ধু সে পথ মোরে না দেখাও ॥
সে পথ আন্ধাইর যদি মোরে লইয়া চল।
দাগা দিয়া পরাণবন্ধু কৈবা ছাইরা গেল ॥
সোণার পালঙ্ক আর ফুলের বিছানা।
এই হইতে শেষ আজ দিন তুনিয়ার দানা ॥
বিদায় দেও মাও বাপগো বিদায় দেও মোরে।
আর না যাইবাম আমি পরগনা সহরে ॥
আর না দেখিবাম আমি তোমাদের মুখ।
আর না দেখিবাম চাইয়া পরগনার লোক ॥
নিবিল ঘরের বাতি আচমকা বাতাসে।
নগর কাণা কালা মেঘরে উড়িল আকাশে ॥

চান্দ খাইল তারা না খাইল আসমান জমিন।
না থাকিব পাপ সংসারে দারুণ মুণ্ডার চিন॥
শুনরে দারুণ বিষ মোর মাথা খাও।
যে পন্থে গিয়াছে বন্ধু সে পথ দেখাও॥" (১-৩৬)

* * * *

(১২)

তবে ত বামুন রাজা হায় রাজা কোন কাম করিল।
তিরপুরার রাজার কাছে ভালা শরণ লইল॥
তিরপুরার লোক লস্কর চলিল ধাইয়া।
তিরন্দাজ গোলন্দাজ সঙ্গেত লইয়া॥
হাতিয়ার বান্ধিলেক তারা পিষ্ঠের উপর।
লম্প দিয়া উঠে ভালা ঘোড়ার উপর॥
পবন বাহনে ছুটে ঘোড়া ভালা বামুন রাজার দেশে।
তিন মাসের পথ দেখ যায় একদিনে॥
দেখিয়া দুর্জ্জন মুণ্ডা পরমাদ গণিল।
জঙ্গলীর দল লইয়া আগ বাড়ন্ত ১ দিল॥

একেত জঙ্গলীর দল লড়াই নাই সে জানে।
ডাকাইতি দাগাবাজি এই সে ভালা জানে॥
শাউনিয়া ধারা যেমন নালাঙ্গা ছুটিল।
মুণ্ডার লস্কর যত বিছাইয়া পড়িল॥
দড়িবেড় দিয়া সবে মুণ্ডারে ধরিয়া।
তিরপুরার সরে দেখ দাখিল করলো নিয়া॥
রাজার হুকুমে মুণ্ডারে সবে ময়দানে খাড়াইল।
তিন তোপ মারিয়া তারে শুইনে উড়াইল॥ (১-১৮)

---

১ আগ বাড়ন্ত = অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিল।

রাজা রঘুর পালা

রাজা রঘুর পালা

(১)

শুত্যা আছিল ধার্ম্মিক রাজা রে
আরে রাজা, বা'র-বাংলার[১] ঘরে।
রাণীর লাগিল্ রাজা রে
আরে রাজা, উফর-ফাফর[২] করে॥
"কই গেলা গো কমলা রাণী
এগো রাণী, ফালাইয়া আমারে।
আন্ধুয়া তুকি বাইয়া[৩] মরি গো
এগো রাণী বিছ্ড়াইয়া[৪] তোমারে॥"
সোণার অঙ্গ পুড়্যা যেমুন রে
আরে রাজার অঙ্গ ছালি[৫] অইছে।
রাণীর লাগিয়া রাজার রে
আরে রাজার আধা হাল অইছে॥
"কাজি-মরা[৬] কর্‌য়া মোরে গো রাণী
আরে রাণী থইয়া[৭] গেছে মোরে।
দুধের বাচ্ছা থইয়া গেছে গো রাণী
কি দ্যা[৮] পালি তারে॥"

---

১ বা'র-বাংলার ঘর=বাহির বাড়ীর ঘর। ২ উফর-ফাফর=ধড় ফড়।
৩ আন্ধুয়া তুকি বাইয়া=অন্ধের মত হাত্‌ড়াইয়া (তুকি বাইয়া)।
৪ বিছাড়াইয়া=খুঁজিয়া। ৫ ছালি=ছাই।
৬ কাজি-মরা=আধমরা। ৭ থইয়া=থুইয়া, রাখিয়া।
৮ দ্যা=দিয়া।

কান্দিতে কান্দিতে রাজারে আরে ভালা,
উঙ্গাইয়া[১] পড়ে।
উঙ্গাইতে উঙ্গাইতে রাজা রে
আরে রাজা কিবা দেখিল স্বপনে ॥ ১০
সায়র থাক্যা উঠ্যা রাণীরে
আরে রাণী কয় রাজার গোচারে।
মূর্ত্তিমান অইয়া রাণীরে
আরে রাণী রাজার না ধারে ॥ ১২
বা'র-বাংলার ঘরের মধ্যে রে
আরে রাজার শইল্য[২] হাত বুলাইয়া।
আস্তে আস্তে কয় কথারে
আরে রাণী রাজারে বুঝাইয়া ॥ ১৪
"শুন শুন ধার্ম্মিক রাজা গো
এগো রাজা, শুন্যা লও কাণে।
পূব-দুয়ারী ঘর বান্ধ্যা
দেউখাইন[৩] গো এগো রাজা সায়রের পাড়ে ॥ ১৬
নিশির কালে দুধের শিশুরে
আরে রাজা, শুতাইয়া রাখ্য সেই ঘরে।
একলা ঘর রাখ্য রাজারে
আরে রাজা, শুতাইয়া কুমারে ॥ ১৮
রাইতের নিশি উঠ্যা আমি গো
এগো রাজা, বুনি[৪] দিবাম তারে।
মায়ের দুগ্ধ খাইয়া কুমার গো
আরে কুমার বলিব[৫] দুই গুণি ॥" ২০

---

১ উঙ্গাইয়া=তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া। ২ শইল্য=শরীরে।
৩ দেউখাইন=দেন। ৪ বুনি=স্তন্য (বুনি দিবাম=স্তন্যদান করিব)।
৫ বলিব=বলশালী হইবে (বলিব দুই গুণি=দ্বিগুণ বলশালী হইবে)।

(২)

এই কথা বলিয়া রাণী গো
এগো রাণী, উঠা দিলাইন মেলা।
ধচ্ মচ্ কইরা উঠে গো রাজা
আরে রাজা, স্বপনে কি দেখিলা॥ ২

"স্বপন যে না লয় মনে গো
আরে রাণী সাচারীর[১] যেমুন।
আমার পাশ বইয়া রাণী গো
আরে রাণী কর্ছে আলাপন॥ ৪

দারুণিয়া কাল ঘুম রে
আরে ঘুম আছিল চউখ্যের আগে।
সেই কারণ না পাইলাম রে
আরে রাণী আপন কর্ম্মদোষে॥ ৬

শইল্যের মধ্যে পাইতে আছি রে
আরে রাণীর অঙ্গের পরশন।
আলা-ঝালা[২] দেখলাম যে রে
আরে ঘুমে হইয়া অছেতন॥ ৮

কইছে কথা কাণে কাণে রে
আরে আমার পষ্ট আছে মনে।
আপনে রাণী আইছিল যে রে
আরে সুনাধরি পুতের[৩] কারণে॥" ১০

---

১ সাচারীর=সত্যের।
২ আলা-ঝালা=আব্ছা-আব্ছা (অস্পষ্ট)।
৩ সুনাধরি পুত=সোণামণি ছেলে, আদরের ছেলে।

স্বপনের কথা রাজারে
আরে রাজা রাখ্‌ছে গির দিয়া।
রাণীর আরদাশ [১] মতন রে
আরে রাজা দিল ঘর বান্ধিয়া॥ ১২

ঘর না বান্ধিয়া দিল রে
আরে ঘর সায়ারের কিনারে।
তার মধ্যে ছাওয়াল পুতের [২] রে
আরে ভালা বিছানা যে করে॥ ১৪
সাঞ্জা [৩] বেলা কুমার না রে
আরে ভালা ঘুরিয়া ঘাটিয়া [৪]।
পালঙ্গের উপুরে কুমার রে
আরে ভালা রাখে শুতাইয়া॥ ১৬
পরতি দিন উঠ্যা রাণীরে
আরে রাণী যায় বুনি দিয়া [৫]।
নিশি রাইতের মাধ্যে সগল রে
আরে ভালা নিভুতি [৬] হইলে॥ ১৮
কমলা সায়র তনে [৭] রে
আরে রাণী আইয়ে ঘরের মাধ্যে।
ঘরের মাধ্যে আইয়া রাণী রে
আরে রাণী দুগ্ধ দেয় কুমার রে॥ ২০

---

১ আরদাশ=আদেশ। ২ ছাওয়াল পুতের=শিশুপুত্রের।
৩ সাঞ্জা=সন্ধ্যা। ৪ ঘুরিয়া ঘাটিয়া=ঘুরিয়া বেড়াইয়া।
৫ বুনি দিয়া=স্তনদান করিয়া।
৬ নিভুতি=নিশুতি; নিভৃত—নিস্তব্ধ হইলে, সকলে ঘুমাইলে।
৭ সায়র তনে=সাগর হইতে (এখানে কমলা-দীঘি হইতে)।

সেই দুগ্ধ খাইয়া কুমার রে
আরে কুমার দেবংশী বাড় বাড়ে[১]।
ছয় মাসের বাইর[২] কুমার রে
আরে কুমার এক দিনে বাড়ে॥ ২২
এই কারণ সন্দে আইল রে
আরে ভালা রাজার যে মনে।
* * * *
বাডা[৩] ভইরা রাখে পান রে
আরে ভালা সেই না ঘরের মাইঝে॥ ২৪
* * * *
আমলধারী[৪] রাণী নি মোর গো
আরে রাণী, একটি পান দেয় মুখে। ২৬
* * * *
না ছয়[৫] পান না ছয় গুয়া রে
আরে রাণী, যায় বুনি দিয়া।
"মঞ্চের[৬] মাটি ছাড়্যা আইছিরে
আরে ভালা, তার লাগি কেনে মায়া॥ ২৮
বুনি দিতাম আয়ি[৭] কেবুল[৮] রে
আরে ভালা বংশের কারণ।
এই পুত্র মর্যা গেলে রে
আরে ভালা হয় বংশ-নিবারণ[৯]॥ ৩০

---

১ দেবংশী বাড় বাড়ে=দেবতার মত বর্দ্ধিত হয়।
২ বাইর=বাড়, বৃদ্ধি। ৩ বাডা=বাটা।
৪ আমলধারী=আদরিণী।
৫ ছয়=ছোঁয় (না ছয়=স্পর্শ করে না, ছোঁয় না।
৬ মঞ্চের=মর্ত্ত্যের। ৭ আয়ি=আসিয়া।
৮ কেবুল=কেবল। ৯ বংশ-নিবারণ=বংশ-লোপ।

সেই সে কারণে দুগ্ধু রে
আরে ভালা দিতাছি কুমার রে।
সগল ত্যজিয়া আইছি রে
আরে ভালা আর পান খাওন কে রে [১] ॥

পরতি নিশি উঠ্যা রাণীরে
আরে রাণী বুনি দিয়া যায়।
নিশি রাইতের কালে আইয়ে রে
আরে ভালা কেউ না দেখ্‌তে পায় ॥ ৩৪

পুত্রের না বাইর দেখ্যা রে
আরে ভালা রাজার হইছে সন্দে'।
তাকে তাকে থাক্যা [২] দেখবাম রে
আরে রাণী আইয়ে কোন্ ছন্দে [৩] ॥ ৩৬

বাইর আগেতে [৪] বান্ধা আছে রে
আরে ভালা বারাম-খানা [৫] ঘর।
সেই ঘরের মাধ্যে বস্যারে
আরে রাজা ভাবে নিরান্তর ॥ ৩৮

সারা নিশি পোষাইবাম রে [৬]
আরে ভালা রাণীর লাগিয়া।
দেখবাম কেমনে রাণী আইয়া রে
আরে ভালা যায় দুগ্ধু দিয়া ॥ ৪০

---

১ আর পান খাওন কে রে=আর পান কে খাইবে।
২ তাকে তাকে থাক্যা=সুযোগের অপেক্ষায় থাকিয়া (তাকে তাকে থাকিয়া)
৩ ছন্দে=উপায়ে, প্রকারে। ৪ বাইর আগেতে=বহির্ব্বাটীতে।
৫ বারাম-খানা=(বিরাম) বিশ্রাম-খানা।
৬ পোষাইবাম=পোহাইব।

(৩)

নিরাবিলা বইয়া [১] আছে রে
আরে রাজা রাণীর বার চাইয়া [২] ।
আজুকা নিশি দেখবাম রাণীরে
আরে ভালা থাক্যা পলাইয়া ॥ ২

শুত্যা আছুইন ধার্ম্মিক রাজারে
আরে ভাল্যা ফির‍্যা ফির‍্যা চায় ।
কমলা সায়রের মাধ্যে রে
আরে ভালা কেউরে নি দেখা যায় [৩] ॥ ৪
এক প'র [৪] রাইত দুই প'র রাইত রে
আরে ভালা কলরবে গেল ।
আড়াই প'র‍্যা রাইতের নিশি রে
আরে সকল নিশুতি হইল [৫] ॥ ৬
অন্ধকার‍্যা-জলক্যারা রে [৬]
আরে ভালা নিশি যায় বইয়া ।
এমুন সম [৭] ধার্ম্মিক রাজা রে
আরে রাজা কি দেখুইন চাইয়া ॥ ৮
কমলা সায়রের মাধ্যেরে
আরে ভালা জ্বল্যা উঠ্ছে আলা ।
সেই আলাতে দেখা যায় রে
আরে ভালা সায়রের তলা ॥ ১০

---

১ বইয়া=বসিয়া আছে । ২ বার চাইয়া=পথ চাহিয়া ।
৩ কেউরে নি দেখা যায়=কাহাকেও দেখা যায় না ।
৪ এক প'র=এক প্রহর ।
৫ আড়াই প'র‍্যা......নিশুতি হইল=আড়াই প্রহর রাত্রিতে সমস্ত নিশুতি (নিস্তব্ধ) হইল । ৬ অন্ধকার‍্যা-জলক্যারা=মেঘাচ্ছন্ন-অন্ধকার । ৭ সম=সময় ।

গয়িন [১] সায়রের মাধ্যে রে
আরে ভালা কি দেখুইন রাজা।
লক্ষ্মীঠাকুরাইণ উঠলাইন যেমুন রে
আরে ভালা উঠলাইন করি সাজা [২] ॥ ১২
চৌদিগ বাঙ্ক্যা [৩] আলাও [৪] অইল রে [৫]
সেই রূপের পশরে [৬]।
নিউলিয়া [৭] দেখুইন রাজা রে
আরে ভালা অপরূপ কমলা সায়রে ॥ ১৪
সায়র থাক্যা উঠ্ছুইন যেমুন রে
আরে ভালা লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
ধার্ম্মিক রাজা চিনছুইন বুলে [৮] রে
এই সে তাঁর সাধের কমলা রাণী ॥ ১৬
রাণীরে দেখিয়া রাজার রে
জিউ নাই সে ঠারে [৯]।
আইজ রাণীরে ধইরা রাখবাম রে
যেমনে আর না যাইতে পারে ॥ ১৮
এই সে না চিন্তিয়া রাজা রে
আরে ভালা কোন্ কাম করে।
আস্তে আস্তে যায় রাজা রে
আরে ভালা কমলা সায়রে ॥ ২০

১ গয়িন=গহন, গভীর।
২ সাজা=সজ্জা; লক্ষ্মীঠাকরুণ যেন সজ্জা করিয়া উঠিলেন।
৩ বাঙ্ক্যা=ঘিরিয়া।
৪ আলাও=আলো, আলোক।
৫ অইল রে=হইল রে।
৬ পশরে=জ্যোতিতে।
৭ নিউলিয়া=স্থির দৃষ্টিতে।
৮ বুলে=বলিয়া।
৯ ঠারে=স্থির থাকে; (প্রাণ স্থির থাকে না)।

সায়র তনে [১] উঠ্যা রাণী রে
আরে রাণী গেলাইন [২] ঘরের ভিতরে।
অমির্ত্তির [৩] রস খাওয়াইল রে
আরে ভালা পরাণের কুমারে॥ ২২
খাওয়াইয়া লওয়াইয়া পুত্রেরে
আরে রাণী ঘুম পাতাইয়া।
পন্থে মেলা দিলাইন রাণী গো
এগো রাণী সায়র পানে চাইয়া॥ ২৪
ঘরের বাইরি না অইতে রে
আরে রাজা থাক্যা গুপ্তাইয়া [৪]।
যাইবার কালে রাণীর আঞ্চল রে
আরে রাজা ধরলাইন হাত বাড়াইয়া॥ ২৬

*　　*　　*　　*

জোয়াপ [৫] না দিয়া রাণী গো
আরে রাণী চল্‌লাইন হেছ্‌ড়াইয়া [৬]॥ ২৮
"হাত ধরি পাও ধরি গো
এগো রাণী চাও আমার পানে।
আর নাইসে ছাড়্যা যাও গো
এগো রাণী বাঁচাও পরাণে॥ ৩০
না যাইও না যাইও রাণী গো
এগো রাণী আমারে ফালাইয়া।
আর নাই সে বাচবাম রাণী গো
এগো রাণী তোমারে ছাড়িয়া॥ ৩২

[১] সায়র তলে=সাগর হইতে। [২] গেলাইন=গেলেন।

[৩] অমির্ত্তির=অমৃতের; (প্রাণের পুত্রকে অমৃত-রসতুল্য স্তন-দুগ্ধ পান করাইলেন)।

[৪] গুপ্তাইয়া=গুপ্ত হইয়া, লুকাইয়া। [৫] জোয়াপ=জবাব, উত্তর।

[৬] হেছ্‌ড়াইয়া=টানিতে টানিতে, জোর করিয়া চলিতে চলিতে।

তোমার লাগিয়া রাণী গো
এগো রাণী ছাড়ছি দানা-পানি।
পরাণে মরিয়া রইছি গো
এগো রাণী কেবুল আছে ধুক্ ধুকানি॥ ৩৪

কির্‌পা কর পরাণের রাণী গো
এগো রাণী কির্‌পা কর মোরে।
আর নাই সে যাও রাণী গো
এগো রাণী কমলা সায়রে॥ ৩৬

এই যে ধইরাছি রাণী গো
এগো রাণী আর নাই সে ছাড়িবাম তোমারে।
তুমি যথায় যাও রাণী গো
এগো রাণী সঙ্গে নেও আমারে॥" ৩৮

আঞ্চলে না ধরিয়া রাণী রে
আরে রাণী হেছ্‌ড়াইয়া চলে।
এক চোটে নামিল গিয়ারে
আরে রাণী সায়রের জলে॥ ৪০

আঞ্চলে ধরিয়া রাজা রে
আরে রাজা গইড়াইয়া পড়ে।
জোড়াবলি[১] করতে করতে রে
আরে তা'রা দইড় ভাঙ্গ্যা[২] জলে পড়ে॥ ৪২

পানিতে পড়িয়া রাণী
আরে রাণী গেল পানিতে মিশাইয়া।
সাঁতার পাড়িয়া রাজা রে
আরে রাজা ফিরে হাতড়াইয়া॥ ৪৪

---

১ জোড়াবলি = ধ্বস্তাধ্বস্তি। ২ দইড় ভাঙ্গ্যা = আছাড় খাইয়া।

সায়র পড়িয়া রাজা রে
আরে রাজা সাত ঢুক [১] পানি খায়।
রাণীরে হারাইয়া কেবুল রে
আরে ভালা কান্দিয়া বিছড়ায় [২] ॥ ৪৬
বিছড়াইতে বিছড়াইতে রাজা রে
আরে রাজা হয়রান হইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা রে
আরে রাজা পাড় উঠ্‌ল আইয়া ॥ ৪৮
এই সে দুঃখে ধার্ম্মিক রাজা গো
আরে রাজা ছাড়ে দানাপানি।
রাণীর লাগিল্‌ রাজা রে
আরে রাজা ছাড়িল পরাণি ॥ ৫০

(৪)

দুধের ছাওয়াল শিশু রঘুনাথ নাম।
বাড়া বয়স [৩] ছেউরা [৪] কর্‌য়া বিধি হইল বাম ॥ ২
এক না বচ্ছরের শিশু দুই বচ্ছর যায়।
পাঞ্চ না বচ্ছরের কাল গদিত বুয়ায় [৫] ॥ ৪
পালা-পইরদা [৬] করে যত উজির নাজিরগনে।
রাজ্যতি করে তারা জানিয়া আপনে [৭] ॥ ৬
দুধের ছাওয়াল রঘুনাথ নামে কেবুল রাজা।
উজির নাজির তারা দেখে শুনে পরজা ॥ ৮

---

[১] ঢুক = ঢোক। [২] বিছড়ায় = খোঁজে।
[৩] বাড়া বয়স = বেশী বয়স। [৪] ছেউরা = ছেলে (বৃদ্ধ বয়সের সন্তান)।
[৫] গদিত বুয়ায় = গদিতে বসায়। [৬] পালা-পইরদা = লালন-পালন।
[৭] রাজ্যতি করে......জানিয়া আপনে = আপনার মত ভাবিয়া তাহারা রাজত্ব করে।

এই সে না আবেস্থায় [১] তারার [২] দিন যায়।
ধার্ম্মিক রাজা মর্‌ছে ইছা খাঁয়ে খবর পায়॥
ইছা খাঁ আর ধার্ম্মিক রাজা কত কর্‌ছে লড়ালড়ি।
কে লা বড় কে লা ছুডু [৩] বুঝিবার না পারি॥
গায়-গণ্ডায় [৪] ইছা খাঁ পিরবীণ [৫] জোয়ান।
জঙ্গল বাড়ির সরের [৬] মধ্যে তার মোকাম॥
তার সমান্যা জুড়ি নাই পিরথিমিতে [৭]।
চর্‌কির [৮] মতন ঘুড়ায় [৯] আথি [১০] ধরিয়া শুরেতে [১১]॥
মিয়ার দাপটে কাপে আসমান্ জমিন।
পা'ড়ের [১২] মতন জোয়ান এমুন পিরবীণ॥
রাও করিলে মিয়া, দেওয়ায় যেমুন ডাকে [১৩]।
দইরা [১৪] পা'ড় ডংশ্যা [১৫] যায় যখন পন্থে চলে॥
রণেতে তেজ্যুয়ান মিয়া ডাকে ঘন ঘন।
তার মতন পলুয়ান নাই তিরভুবন॥
এইসা মর্দ্দ ইছা খাঁ, দিল্লীর বাদশারে।
গণ্য নাই সে করে, যেমুন পিপড়ার মতন টেরে [১৬]॥

---

১ আবেস্থায়=অবস্থায়। ২ তারার=তাহার।
৩ কে লা বড় কে লা ছুডু=কে যে বড় কে যে ছোট।
৪ গায়-গণ্ডায়=দৈহিক আয়তনে। ৫ পিরবীণ=প্রবীণ, মস্ত জোয়ান।
৬ সরের=সহরের। ৭ পিরথিমিতে=পৃথিবীতে।
৮ চর্‌কির=চক্রের। ৯ ঘুড়ায়=ঘুরায়।
১০ আথি=হাতী। ১১ শুরেতে=শুঁড়েতে, শুণ্ডে।
১২ পা'ড়ের=পাহাড়ের (পা'ড়=পাহাড়)।
১৩ রাও করিলে......ডাকে=শব্দ করিলে মেঘের ডাক মনে হয়।
১৪ দইরা=নদী। ১৫ ডংশ্যা=ধ্বংস করিয়া।
১৬ টেরে=জ্ঞান করে।

এই সে মিয়া ইছা খাঁ জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান।
ধার্ম্মিক রাজা আছিল তার জন্মমের দুষ্‌মান ॥ ২৬
ধার্ম্মিক রাজা মইরা গেছে এই না খবর পাইয়া।
সুস্‌সুঙ্গের মোকামে[১] মিয়া যায় কেবুল ধাইয়া ॥ ২৮

(৫)

সুস্‌সুঙ্গের মোকাম মিয়ারে আরে মিয়া
জুড়্যা বের[২] দিল।
সিঙ্গির গাথার[৩] মাধ্যে যেমুন রে আরে ভালা
শিরকাল[৪] পরবেশিল ॥ ২
এই মতে তিন মাস রে আরে মিয়া
বের কইর‍্যা রাখে।
তিন মাসের বাদে মিয়ারে আরে মিয়া
দুধের বালক রঘুনাথরে ধরে ॥
রঘুনাথরে ধর‍্যা মিয়ারে আরে মিয়া
আনে জঙ্গল বাড়ীর সরে।
হুলুচ্‌ তুলুচ্‌[৫] লাগ্যা গেছে রে আরে ভালা
সুস্‌সুঙ্গের মোকামে ॥ ৬
মরিয়া গেছে ধার্ম্মিক রাজা রে আরে রাজা
এক পুত্র থইয়া।
বংশের ডেডা[৬] রঘুনাথরে আরে
ইছা খাঁয়ে নিছে ধইরা ॥ ৮

---

১ মোকামে=বাড়ীতে (সুস্‌সুঙ্গ=রাজা রঘুর রাজধানী)।
২ বের=বেড়, অবরোধ। ৩ গাথার=গর্ত্তের।
৪ শিরকাল=শৃগাল। ৫ হুলুচ্‌ তুলুচ্‌=হুলুস্থুল।
ডেডা=ডাঁটা

রাজারে বান্ধিয়া নিছে রে আরে যত
পরজা লুডায়[১] কাঁদিয়া।

* * * *

সুসুঙ্গের যত পরজারে আরে সবে
পাগল হইয়া ফিরে।
রাজার রাজ্যি অয়রান পরছে রে
আরে নছিবের ফেরে॥ ১২

(৬)

থমরম লাগ্যা গেছে সুসুঙ্গ মুলুক জুড়িয়া।
গারুলীর[২] যত গাড়[৩] আইল নামিয়া॥ ২
মুল্লুক ভাঙ্গিয়া তারা পাগল হইয়া ফিরে।
কেমুন হিম্মতি[৪] বেটায় রাজারে নিছে ধইরে॥ ৪
তার মুণ্ডু কাট্যা ফালা সায়রের মাইঝে।
আ নইলে[৫] পারাপার নাই এই লাজে॥ ৬
জঙ্গল বাড়ী স'র ভাঙ্গা কর গুড়া গুড়া।
এর নাল্লতি[৬] দেও আচ্ছা করিয়া॥ ৮
সিঙ্গাসন খালি কইরা রাজারে ধইরা নিছে।
রাজা না হইলে রাজ্যের কি শোভা আছে॥ ১০
রাজার লাগিয়া তারা পাগল হইয়া ফিরে।
কতকে[৭] গিয়া দাখিল হইব জঙ্গল বাড়ীর সরে॥ ১২

---

১ লুডায়=লুটায়।
২ গারুলীর=গারো প্রদেশের
৩ গাড়=গারো জাতীয় লোকেরা।
৪ হিম্মতি=ক্ষমতা।
৫ আ নইলে=তা' না হইলে।
৬ নাল্লতি=শাস্তি।
৭ কতকে=কত ক্ষণে।

কুচ [১] লইল বল্লম লইল
আর রাম কাডারি [২]।
মার মার কর‍্যা চলে
জঙ্গল বাড়ীর স'রে॥ ১৪
বাইশ কাহন [৩] বাছা গাড়
চলে উফে লাফে [৪]।
তারার দাপটে ভূমি
তরাতরি [৫] কাঁপে॥ ৬
রাতারাতি বাইশ কাহন
গাড় চলে ধাইয়া।
জঙ্গল বাড়ীর সর চল্‌ছে
পুরী পিরথিমি খাইয়া [৬]॥ ১৮

(৭)

জঙ্গল বাড়ী সর নারে ইছা খাঁ দেওয়ান।
তার মতন ফিকিরি [৭] নাই সংসার ভুবন॥ ২
চাইর দিকে গাঙ্গনা [৮] কাটছে গইন [৯] করিয়া।
জঙ্গল বাড়ী সহর রাখছে তার মাধ্যে বান্ধিয়া॥ ৪

---

১ কুচ=বাঁশের ডাঁটিযুক্ত দশটি ফলক-বিশিষ্ট বর্শার মত অস্ত্র।
২ রাম কাডারি=রাম দা; খাঁড়ার মত এক প্রকার বড় কাটারি।
৩ বাইশ কাহন=২৮,১৬০।
৪ উফে লাফে=লাফাইতে লাফাইতে। ৫ তরাতরি=থর থর করিয়া
৬ পুরী......খাইয়া=যেন পৃথিবী গ্রাস করিয়া চলিয়াছে।
৭ ফিকিরি=ফন্দীবাজ। ৮ গাঙ্গনা=পরিখা।
৯ গইন=গভীর।

দুই পর রাইতের সম [১] তারা করিল গমন।
গাঙ্গনার পাড় গিয়া হইল উচাটন। ৬
কেমন করিয়া দিব গাঙ্গিনা পাড়ি।
ঠাওর না করত পারে বহুত চিন্তা করি॥ ৮
সেই না রাইত রইল তারা জঙ্গলাত ছাপিয়া [২]।
যত ইতি [৩] সা করে পরধানীরা [৪] মিলিয়া॥ ১০
কত সল্লা পরামিশ যাচ্‌কিয়া [৫] যায়।
বুড়্যা গাড় তবে মনেতে ঠাউরায় [৬]॥ ১২
তিন কোশ দূরাত আছে ধনাইয়ের ঢালা [৭]।
গাঙ্গিনাও তার মাধ্যে কাট্যা আন নালা॥ ১৪

(৮)

এই সল্লা সকল গাড় মনেতে ধরিয়া।
সারা দিন জঙ্গলার মাধ্যে রইল ছাপিয়া॥ ২
আন্ধাইর হইলে তারা বাহির অইয়া আইলা।
বাইশ কাহন গাড় মিল্যা কাডে সেই নালা॥ ৪
পরেকের [৮] মাধ্যে নালা কাট্যা শেষ করিল।
* * * *
কুদাল ধুইতে কাডে এত্তক্ [৯] কুদাল মাটি।
তাতে সিরজন হইল 'কুদাল-ধওয়া' দীঘি॥ ৮
রাজার পুতরে ধইরা আন্‌ছে জঙ্গল বাড়ীর সরে।
আমোদে মাতুয়াল হইছে তিন দিন ধইরে॥ ১০

---

[১] সম=সময়।
[২] ছাপিয়া=লুকাইয়া।
[৩] যত ইতি=যত রীতি, যত প্রকার।
[৪] পরধানীরা=প্রধানেরা, সর্দ্দারেরা।
[৫] যাচ্‌কিয়া=ব্যর্থ হইয়া।
[৬] ঠাউরায়=স্থির করে।
[৭] ধনাইয়ের ঢালা=ধনাইস্রোত, নদী
[৮] পরেকের=এক প্রহরের।
[৯] এত্তক্=এত।

বাইশ কাহন গাড় এই না ছুতা পাইয়া।
ইছা খাঁর ভাওয়াল্যা [1] যত লইল সাজাইয়া॥
কুপ্পত খানা [2] ঘর গিয়া দেখিল রাজারে।
বাইশ-মণী লোয়ার পাথর [3] বুকের উপরে॥
যতেকে ধরিয়া তবে পাথর লামাইল।
রাজারে ঘিরিয়া সবে পন্থে মেলা দিল॥
ভাওয়াল্যায় উঠিয়া তবে দাড় [4] মাইল [5] টান।
শূন্যে উড়া করে যেমুন পবন সমান [6]॥
তিন দিনের পথ যায় পরকেতে [7] বাইয়া।
ইছা খাঁ লাগাল পায় আর কেমুন [8] করিয়া॥

---

[1] ভাওয়াল্যা=পিনিস নৌকা, ঢাকা অঞ্চলে এখনও এইরূপ নৌকার বিশেষ প্রচলন আছে।

[2] কুপ্পত-খানা=খুনশালা, এখানে কারাগার।

[3] লোয়ার পাথর=লোহার পাথর, অর্থাৎ লোহার চাঙড়।

[4] দাড়=দাঁড়ে। [5] মাইল=মারিল।

[6] শূন্যেউড়া......সমান=হাওয়ার মত যেন শূন্যে উড়িয়া চলিল।

[7] পরকেতে=এক প্রহরে। [8] কেমুন=কেমন।

নুরন্নেহা ও কবরের কথা

নুরন্নেহা ও কবরের কথা

(১)

বন্দনা *

*　　*　　*　　*

চাইর দিক্ মানি আমি মন কৈল্লাম স্থির।
মাথার উপরে মানম্ আশী হাজার পীর॥ ১
আশী হাজার পীর মানম্ ন'লাখ পেকাম্বর।
শিরের উপরে মানম্ চাঁডিগার বদর[১]॥ ২
নাছিরাবাদেতে[২] মানি সাহারে সোলতান[৩]।
দেশ বৈদেশ হৈতে আইসে মোমিন্[৪] মোছলমান॥ ৩

তার পরে মানি আমি ফকির সেখ ফরিদ।
নেজাম আউলিয়া মানম্ তান[৫] সাহারিদ[৬]॥ ৪
কাঁইচার[৭] মুখেতে মানি গেরাম বন্দর[৮]।
বটতলী মৌজায় মানম্ মোছনের[৯] কয়বর॥ ৫

---

* বন্দনার প্রথমটা পূর্ব্ব-প্রকাশিত বহু পালার বন্দনার প্রথমাংশের সহিত একেবারেই অভিন্ন বলিয়া সংগ্রাহক মহাশয় উহা বাদ দিয়াছেন।

১ বদর=পীর বদর।　২ নাছিরাবাদ=গ্রামের নাম।

৩ সোলতান=সুলতান বায়জিদ্ বোস্তামী। উক্ত নাছিরাবাদ গ্রামে এই পীরের দরগাহ্ আছে।　৪ মোমিন=বিদ্বান, পণ্ডিত।

৫ তান=তাঁহার।　৬ সাহারিদ=সাকরেদ, শিষ্য।

৭ কাঁইচার=কর্ণফুলি নদীর।　৮ বন্দর=কর্ণফুলির মোহনাস্থিত গ্রাম।

৯ মোছন=শাহ মোহ্সেন আউলিয়া।

ছড়াছড়ি[১] মানি কহি ডলু[২] সেতানলী[৩]।
হাইত্যার[৪] থম্‌থমি[৫] মানম্ চুনতি[৬] পাকলী[৭]॥ ৬

চাষখোলা[৮] গেরামে মানি মা বুড়া ছিরমাই[৯]।
রাগন্থায়[১০] ইছামতী শিলক[১১] ঠাকুর ভাই॥ ৭

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর[১২] দড়ি।
কেহ বলে আল্লা রছুল কেহ বলে হরি॥ ৮

বিছমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু[১৩] একই গোয়ান[১৪]।
দোফাক্[১৫] করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান॥ ৯

(২)

নাগরের উক্তি

"চৈতের চৈতালী[১৬] মিষ্টা কোয়িলার রাও।
এমনি কালে কেন তুমি এই পন্থে যাও? ১

কার আশাতে একলা যাও নাকে দোলাই নথ।
আমার কথা কিছু তোমার উডেনি[১৭] মনত[১৮]? ২

---

১ ছড়াছড়ি=ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী-সমূহ।
২ ডলু=একটী নদীর নাম।
৩ সেতানলী=নদীর নাম।
৪ হাইত্যার=গ্রাম-বিশেষের নাম।
৫ থম্‌থমি=হ্রদের নাম।
৬ চুনতি=নদীর নাম।
৭ পাকলী=নদীর নাম।
৮ চাষখোলা=চক্রশালা।
৯ ছিরমাই=শ্রীমতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
১০ রাগাস্থায়=গাঁয়ের নাম।
১১ শিলক=শিলক নদের দেবতা।
১২ পিণ্ডর=পিণ্ডের।
১৩ ছিরিবিষ্টু=শ্রীবিষ্ণু
১৪ গোয়ান=জ্ঞান।
১৫ দোফাক্=দুই অংশ।
১৬ চৈতালী=চৈত্রবায়ু।
১৭ উডেনি=উঠে নাই।
১৮ মনত=মনে।

ধুয়া—ওরে পাক্‌লা মন রে।

বাঁধিলে বাঁধন না যায় মন এমন বৈরী
রাইত নিশিতে বিছানাতে ভাবি ভাবি মরি রে—
আমি ভাবি ভাবি মরি॥ ৩

বুগত [১] নাই রে পানির তিষ্ঠা পেডত [২] নাই রে ক্ষুধা
দিনে রাইতে তোমার কথা ভাবি আমি হুদা [৩] রে—
হায়রে, ভাবি আমি হুদা॥ ৪

খানা পিনায় সুখ ন পাই রে চৌক্ষে নাই রে ঘুম।
রজাই [৪] কেথা [৫] গায়ত দিয়া ন পাই রে উম [৬]॥ ৫
নছিব [৭] আমার ভালা রে আইজ নছিব আমার ভালা।
এম্‌নি কালে পন্থে তোমায় পাইলাম রে একেলা॥ ৬
লড়ে [৮] ভালা আঁচলখানি দক্ষিণালী বায়।
তোমার মিক্যা [৯] চাইতে আমার কৈল্লা [১০] ফাড়ি যায় রে—
আমার, কৈল্লা ফাড়ি যায়॥ ৭
ছিবাতলে [১১] টিবাটিবি [১২] ছোডকালের [১৩] খেলা।
অখন [১৪] তুমি পাথর হৈয়া ভুলি কে'নে [১৫] গেলা রে—
হায়, ভুলি কে'নে গেলা॥" ৮

---

১ বুগত=বুকে।
২ পেডত=পেটে।
৩ হুদা=সুধু।
৪ রজাই=এক প্রকার শাল।
৫ কেথা=কাঁথা।
৬ উম=উষ্ণতা।
৭ নছিব=কপাল।
৮ লড়ে=নড়ে।
৯ মিক্যা=দিকে।
১০ কৈল্লা=কলিজা।
১১ ছিবাতলে=বাঁশ গাছের তলায়।
১২ টিবাটিবি=টেপাটিপি।
১৩ ছোডকালের=ছেলেবেলার।
১৪ অখন=এখন।
১৫ কে'নে=কেমনে।

*　　*　　*　　*

ফিরিয়া চাইলো কৈন্যা চাইলো ফিরিয়া।
ধীরে ধীরে কয়রে কথা ঘোমটা টানি দিয়া। ৯

(৩)

কন্যার উক্তি

"তোমার কথা মনে আমার উডে[১] পৈত্য[২] দিন।
তোমার মনর মাঝে পাইবা আমার মনর চিন[৩] ॥ ১
ছাড়ি দেয়[৪] পন্থ এখন দেয় রে পন্থ ছাড়ি।
কেলা গাছর[৫] হেরত[৬] ওই আমার বাপর বাড়ী ॥
যাইয়ো আমার বাপর বাড়ীত হৈয়ো মোছাফির[৭]
মোরগের ছালন[৮] খাইবা খাইবা দুধর ক্ষীর ॥ ৩
খাইবা তুমি ভালামতে দিব আমি রাঁধি।
মায় বাপে রাজী হৈলে হৈব তখন সাদি ॥" ৪

*　　*　　*　　*

কন গিরস্থর কৈন্যা রে এই কন বা দেশে ঘর।
পন্থের মাঝে দেখা হৈল কন বা এ নাগর ॥ ৫
পরিচয় কথা কহি শুন বিবরণ।
সোর-গোল না করিয়ো যত সভাজন ॥ ৬

---

[১] উডে=উঠে।　[২] পৈত্য=প্রত্যেক।
[৩] চিন=চিহ্ন।　[৪] দেয়=দাও।
[৫] কেলা গাছর=কলা গাছের।　[৬] হেরত=ফাঁকে।
[৭] মোছাফির=অতিথি।　[৮] ছালন=তরকারী।

(৪)

নুরন্নেহা

ওরে দেয়াঙের পাহাড়ের বিছে [১] বাহার দরিয়া [২]।
নয়াচর পড়িল এক নাম রঙ্গদিয়া॥ ১
নয়াচরে নয়া বস্তি চারা চারা গাছ।
পেরাবনে [৩] জাগ্‌দি [৪] থাকে লৈট্যা [৫] রিশ্যা [৬] মাছ॥ ২
নয়াচরে বলা জবিন্ [৭] দুনা [৮] হয় রে ধান।
নুনা মারার [৯] ডরে মাইন্‌সে দিয়ে মাডির বান [১০]॥ ৩
বলী [১১] বলী গরু মৈষর গায়ত ভাসে তেল।
গড়্‌কি [১২] আর মড়্‌কি [১৩] আইলে একিবারে গেল॥ ৪
রংদিয়া চরেতে ভাইরে মাছে মানুষ খায়।
হাঙর কুমীর দৌঁড়ে বাহার দরিয়ায়॥ ৫
লৈট্যা রিশ্যা তাইল্যা [১৪] ফাইস্যা [১৫] কোড়াল [১৬] বোয়াল।
চাঁদা [১৭] ছুরি [১৮] ইচা [১৯] বাইলা [২০] মাছর টালাটাল [২১]॥ ৬

---

১ বিছে=পশ্চাতে।
২ বাহার দরিয়া=বহিঃসমুদ্র।
৩ পেরাবনে=সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক রকম বন্য বৃক্ষপূর্ণ ভূমি।
৪ জাগ্‌দি=জাগ দিয়া থাকে; নিস্তব্ধভাবে লুকাইয়া থাকে।
৫ লৈট্যা=এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য।
৬ রিশ্যা=তপ্‌সী মাছ।
৭ বলা জবিন্=উর্ব্বরা ভূমি।
৮ দুনা=দ্বিগুণ।
৯ নুনা মারার=লবণাক্ত জলের দ্বারা শস্য নষ্ট হওয়া।
১০ মাডির বান=মাটির বাঁধ।
১১ বলী=বলশালী।
১২ গড়্‌কি=জলোচ্ছ্বাস, বন্যা।
১৩ মড়্‌কি=মড়ক।
১৪ তাইল্যা=মৎস্য-বিশেষ।
১৫ ফাইস্যা=মৎস্য-বিশেষ।
১৬ কোড়াল=ভেট্‌কী মাছ।
১৭ চাঁদা=সামুদ্রিক চাঁদা মাছ।
১৮ ছুরি=মৎস্যের নাম।
১৯ ইচা=চিংড়ি।
২০ বাইলা=বেলে মাছ।
২১ টালাটাল=খুব বেশী।

ওরে কত জাইল্যা ঘর বাঁধিল রঙ্গদিয়ার চরে।
রোসাঙ্গ্যা [১] খেত্যাল [২] আসি বলা [৩] জবিন [৪] ধরে ॥ ৭
রংদিয়ার চরেতে ভাইরে এম্‌নি মাডির বল।
কানি [৫] ভূঁইয়ে শতর উপর ধানের ফসল ॥ ৮
পুগ কূলর থুন আসিয়ারে খেত্যাল আজগর [৬]।
রংদিয়ার চরেতে ভাইরে বাইন্ধে নয়া ঘর ॥ ৯
নয়াঘর বাইন্ধ্যে খেত্যাল-উলু ছনর ছানি [৭]।
ছোড করি কাইট্যে পহির [৮] ডাবর [৯] মতন পানি ॥ ১০
ক্ষেতি করে ক্ষেতিয়াল জবিন আউয়াল [১০]।
'হে-রা' 'তি' 'থি' [১১] ডাক দিয়া মৈষে জোড়ে হাল ॥ ১১
এক কৈন্যা আছেরে তার নুরন্নেহা নাম।
দেখিতে সোন্দর যেন চান্নির সমান ॥ ১২
হাতর মাঝে শির খারু [১২] আর কুলুপ দেওয়া তার।
পাড়াল্যা [১৩] মা ভৈনে তারে বাহারি চাহার [১৪] ॥ ১৩
কৈন্যার ছুরত [১৫] দেখি করে কাণাকাণি।
পরাণ কাড়িয়া লয়রে নথের ঢুলানী ॥ ১৪

---

১ রোসাঙ্গ্যা=রোসাঙ্গ শব্দের অর্থ আরাকান। মগ হইতে যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহারা এই অঞ্চলে রোসাঙ্গ্যা নামে পরিচিত। ইহারা খুব কৃষিপটু।

২ খেত্যাল=কৃষক। ৩ বলা=উর্ব্বর।

৪ জবিন=জমি। ৫ কানি=ভূমির মাপ। সওয়া বিঘাতে এক কানি। ইহা চট্টগ্রামের মগী মাপ।

৬ আজগর=নুরন্নেহার পিতা।

৭ উলু ছনর ছানি=উলু শনের ছাউনী। ৮ পহির=পুষ্করিণী।

৯ ডাবর=ডাবের। ১০ আউয়াল=শ্রেষ্ঠ, উর্ব্বর।

১১ হে-রা-তি-থি=লাঙ্গলের গরু বা মহিষকে কৃষকেরা ভূমিকর্ষণকালে ঐরূপ শব্দ করিয়া তাড়াইয়া থাকে। ১২ শির খারু=রৌপ্য-বলয়।

১৩ পাড়াল্যা=প্রতিবেশী। ১৪ চাহার=দেখিতেছে।

১৫ ছুরত=সৌন্দর্য্য।

বুড়া ক্ষেতিয়ালের কৈন্যা উডন্ত [১] যৌবন।
ক্ষেতে কাম করে দিলে [২] খুশী হামিক্ষন [৩] ॥ ১৫
পর্‌ছিমে [৪] সাইগরের ডাকে চৈতালীর বায়।
আপন যৌবন কৈন্যা ফিরি ফিরি চায় রে—
ফিরি ফিরি চায় ॥ ১৬

এমনি কালে কি হইল শুন বিবরণ।
পুরানা বন্ধের [৫] সনে হৈল দরশন ॥ ১৭
ছোড কাইল্যা [৬] পিরীতি রে কাট্টলের [৭] আটা।
ছাড়াইলে ছাড়ন ন যায় এম্নি বিষম লেঠা রে—
হায়, এম্নি বিষম লেঠা ॥ ১৮

ছোড কালের পিরীতি রে কোয়িলার রাও।
উতরি উতরি [৮] উডি [৯] কৈল্লাত [১০] মারে ঘাও ॥ ১৯
ছোড কাইল্যা পিরীতি রে নারিকেলের তেল।
জমি আছিল শীতর রাইতে রৈদে উনাই [১১] গেল রে
রৈদে উনাই গেল ॥ ২০

ছোড কালর পিরীতি রে গাঁজা ভাঙর নিশা [১২]।
যদি কখ্‌খন লাগত পাইলো ন থাকে রে দিশা ॥ ২১
ছোড কাইল্যা পিরীতির কহি বিবরণ।
কেমনে ভিজিয়া গেল দোন জনর মন ॥ ২২

---

১ উডন্ত=উঠন্ত, উঠ্‌তি।
২ দিলে=হৃদয়ে।
৩ হামিক্ষন=সর্ব্বদা।
৪ পর্‌ছিমে=পশ্চিমে।
৫ বন্ধের=বন্ধুর, বঁধুর।
৬ ছোড কাইল্যা=ছোট কালের।
৭ কাট্টলের=কাঁঠালের।
৮ উতরি=নামিয়া।
৯ উডি=উঠিয়া।
১০ কৈল্লাত=কলিজায়।
১১ উনাই=দ্রবীভূত।
১২ নিশা=নেশা।

(৫)

মালেকের পূর্ব্বকথা

মালেক বঁধুর নাম দেওগাঁয় বাড়ী।
কচরগ্যা [১] জোয়ান মর্দ্দর মুখে চাপ দাড়ি॥ ১
বাঁইয়রাতে [২] রূপার তাবিজ বাঁধা রেশম দিয়া।
ওরে বয়স উতরি [৩] গেইয়ে [৪] ন হৈল রে বিয়া॥ ২
মালেকের বাপ ছিল পাড়ার মাদবর [৫]।
দেওগাঁয় জাগা জবিন [৬] আছিল বহুতর॥ ৩
নাম তান [৭] নজু মিঞা মানুষ আছিল সোজা।
সরামতে [৮] নমাজ পৈত্ত [৯] পাইল্‌ত তিরিশ রোজা॥ ৪
হেপজ [১০] আছিল দিলে তান কোরাণ হদিজ।
ভালামতে কৈত্ত তিনি এন্‌ছাপ তরবিজ [১১]॥ ৫
গোলা ভরা ধান আর পহির ভরা মাছ।
বাড়ীর পিছে বাগ বারিচা নানান পদর [১২] গাছ॥ ৬
বালাম মুকা ভরিয়ারে শতে শতে ধান।
বেয়ার [১৩] করিত নজু কাঁইচার উজান॥ ৭

নছিব মন্দ হৈলরে ভাই নছিব হৈল মন্দ।
সোণামুখর হাসি খোদা কৈরা দিল বন্ধ॥ ৮

---

১ কচরগ্যা=সোমত্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত।
২ বাঁইয়রাতে=বাহুতে।
৩ উতরি=উত্তীর্ণ হইয়া।
৪ গেইয়ে=গিয়াছে।
৫ মাদবর=মাতব্বর, প্রধান।
৬ জাগা জবিন=জায়গা জমি।
৭ তান=তার।
৮ সরামতে=শাস্ত্রীয় বিধানমতে।
৯ পৈত্ত=পড়িত।
১০ হেপজ=অভ্যস্ত।
১১ তরবিজ=বিচার।
১২ পদর=প্রকার।
১৩ বেয়ার=ব্যাপার, ব্যবসায়।

ফাউনে [১] দারয়া আউন [২] উতলা বয়ার [৩]।
ধানর বোঝাই লৈয়া নজু কাঁইচা হয়রে পার ॥ ৯
টেকে বাকে [৪] যায় রে নুকা বড় বিষম পারি [৫]।
উল্টা বয়ারে পড়ি পানির বাইরগ্যাবারি [৬] ॥ ১০
বাইছা দিল নজুর বালাম ধানেতে বোঝাই।
ঘুরিতে লাগিল নুকা মাঝ দরিয়ায় যাই ॥ ১১
পাছিলে [৭] বৈসাছে নজু নাই মানে হাল।
বাতাসের জোরে নুকার ফাড়ি গেলগই পাল ॥ ১২
দড়ি কাঁছি ছিড়ি গেল রে নুকা টলমল।
গলই [৮] উডিল উয়র মিক্যা [৯] পাছিল পৈল তল [১০] ॥ ১৩
কন্তে [১১] গেলগই সেই না বালাম হাজার আড়ি [১২] ধান।
কাঁইচাতে ডুপিয়া নজু হারাইলা জান ॥ ১৪

মাও নাই বাপও নাই, নাইরে সোদ্দর ভাই।
দাদী [১৩] বিনে মালেকের ঘরে কেহ নাই ॥ ১৫
আশী বছরের বুড়ী দুই আক্ত [১৪] রাঁধে।
সাইগরে জোয়ার আইলে বুগ কুডি কাঁদে ॥ ১৬

---

১ ফাউনে=ফাল্গুনে। ২ আউন=আগুন। ৩ বয়ার=বাতাস।
৪ টেকে বাকে=নদীর টেঁকে (কোণায়) এবং বাঁকে।
৫ পারি=পাড়ি। ৬ বাইরগ্যাবারি=ঘাত-প্রতিঘাত।
৭ পাছিলে=নৌকার পশ্চাদ্ভাগে; যেখানে মাঝি বসিয়া হাল ধরে।
৮ গলই=নৌকার অগ্রভাগ। ৯ উয়র মিক্যা=উপর দিকে।
১০ পাছিল......তল=নৌকার অগ্রভাগ উপরে উঠিল ও পশ্চাদ্ভাগ নীচে ডুবিয়া গেল। ১১ কন্তে=কোন্ খানে।
১২ আড়ি=চৌদ্দ ছটাক সেরের ষোল সেরে এক আড়ি হয়।
১৩ দাদী=পিতামহী। ১৪ দুই আক্ত=দুই বেলা।

কাঁদে বুড়ী রাও ধরি শুনিতে অদ্ভুত।
হারি কুমরীর [১] মত করে "হুত" "হুত" ॥ ১৭

"জোয়ারে ন আইলি রে পুত ভাডায় ন আইলি।
কন হাঙরে কন কুমীরে মোর পুতরে খাইলি ॥" ১৮
নাতিরে লইয়া বুকে কাঁদিল রে দাদী।
"ছেমরা [২] নাতিরে মোর ন করালি সাদি রে—
পুত ন করালি সাদি ॥" ১৯

আড়া পহল [৩] বুড়ীরে সেই পাড়া আউল [৪] করে।
পুতর শোকে কাঁদি কাঁদি গেল রে হায় মরে ॥ ২০

(৬)

নুরন্নেহা ও মালেক

তারপরে কি হইল শুন রে খবর।
দেওগাঁয় বস্তি তখন কৈত্তরে আজগর ॥ ১
নজুর সহিত তার ছিল আড়াআড়ি [৫]।
মধ্যে একখান ধানর কোডা [৬] ছাম্না ছাম্নি বাড়ী রে—
তারার ছাম্না ছাম্নি বাড়ী ॥ ২
ওরে নজুর সহিত তার ন বনিত হায়।
সবুর করন সভাজন কৈব সমুদায় ॥ ৩
ক্রেমে ক্রেমে কইব আমি কিস্তা [৭] মজাদার।
পিরিত আছল [৮] চিজ [৯] দুনিয়ার মাঝার ॥ ৪

---

১ হারি কুমরীর......=বৃহৎ কুমীরের ন্যায় 'হুত' "হুত" শব্দ করে। 'হুত' বা 'সুত' পুত্র শব্দের অপভ্রংশ।

২ ছেমরা=মাতৃপিতৃহীন।
৩ আড়া পহল=আধা পাগল।
৪ আউল=তোলপাড়।
৫ আড়াআড়ি=রাগারাগি।
৬ কোডা=ক্ষুদ্র ধানের ক্ষেত।
৭ কিস্তা=কাহিনী।
৮ আছল=আসল।
৯ চিজ=জিনিষ।

একলা ঘরে থাকে মালেক আর কেহ নাই।
ভাত রাঁধি দিত নুর মাঝে মাঝে আই[১] ॥ ৫
ছেমর[২] মালেকের লাগি ফাড়ি যায়রে বুক।
খেত্যাল[৩] আজগর দিলে[৪] পাইল বড় দুঃখ ॥ ৬
ভুলিল আগের কথা ভুলিল সকল।
মালেক করিল তার সাদা দিল দখল ॥ ৭
মালেকের দুঃখে নুরের পুড়িত পরাণ।
লিপি মুছি দিত সদাই ঘর বাড়ী খান ॥ ৮
মাডির কলসী ভরি আনি দিত পানি।
মালেকরে দেখিয়ারে ঘোমটা দিত টানি ॥ ৯
আইজ যে দেখি ফুটা ফুল কাইল দেইখাছি কলি।
ওরে ভন ভনাইয়া উড়ের[৫] ভোমরা মধু খাইত বলি ॥ ১০
কিসের ঘর কিসের বাড়ী কিসের রাঁধা বাড়া।
রশির টানে কশি' কশি'[৬] পড়ি গেইয়ে[৭] গিরা[৮] ॥ ১১
আড় নয়ানে চাইল কৈন্যা আড় নয়ানে চাইল।
বিজলী চমকি যেন মেঘের কোলে ধাইল ॥ ১২
পড়িল ঠাডার মাথায় পড়িল ঠাডার।
সোন্দরীর মিক্যা মালেক চাইলো বারে বার ॥ ১৩

ওরে, পিরীতি এমন ধন গলিল মন
হৈল বিষম জ্বালা।
দিনে দিনে মালেকের শরীল হইল কালা ॥ ১৪

---

১ আই=আসিয়া।
২ ছেমর=মাতৃপিতৃহীন।
৩ খেত্যাল=ক্ষেতিয়াল, কৃষক।
৪ দিলে=হৃদয়ে।
৫ উড়ের=উড়ে।
৬ কশি'=কশিয়া, শক্ত হইয়া।
৭ গেইয়ে=গিয়াছে।
৮ গিরা=গিঁঠ।

চলে কৈন্যা সিনা[১] খুলি বুকে চুলি[২]
নয়ানে কাজল।
মাসুকে[৩] করিল হায়রে আসকে[৪] পাকল[৫] ॥ ১৫
পিরীতির এমন টান ওরে পরাণ নান[৬]
করের ধড়ফড়।
লাজ সরম ন থাকেরে ন থাকেরে ডর ॥ ১৬
পিরীতির সমান ধন তিরভুবনে নাই।
মাইয়া মাইন্‌সর[৭] দিলে পিরীত খোদার পয়দাই[৮] ॥ ১৭
ওরে বাড়ীর শোভা বাগ-বারিচা[৯]
ঘরর শোভা নারী।
কচরগ্যা[১০] জোয়ানের শোভা
মুখে চাপ দাড়ী ॥ ১৮
গাছর শোভা পাতা রে ভাই
পাতার শোভা ফুল।
মাথার শোভা সিঁথার সিঁদূর
কাণর শোভা দুল ॥ ১৯
নাগর[১১] শোভা সোণার নথ
দোলে ঘন ঘন।
সকল শোভার আছল[১২] জাইন্ও[১৩]
পিরীতে মিলন ॥ ২০

---

১ সিনা=বুক।
২ চুলি=কাঁচুলি, বক্ষের আবরণ, অঙ্গরক্ষা।
৩ মাসুকে=প্রিয়তমকে।
৪ আসকে=প্রেমে।
৫ পাকল=পাগল।
৬ পরাণ নান=প্রাণখানি।
৭ মাইয়া মাইন্‌সর=মেয়ে মানুষের।
৮ পয়দাই=সৃষ্টি।
৯ বাগ-বারিচা=বাগান-বাগিচা।
১০ কচরগ্যা=তরুণ।
১১ নাগর=নাকের।
১২ আছল=আসল।
১৩ জাইন্ও=জানিও।

পরথম পিরীত যেমন
তিয়াসীর [১] পানি।
শয়নে স্বপনর মাঝে
পড়ে টানাটানি ॥ ২১
চৌখে করে ঝিলিমিলি
পরাণে আন্‌ছান্‌।
হোতর [২] টানে কতই ক্ষণ আর
থাকে বালুর বান [৩] ॥ ২২

নুরন্নেহার মাও তারে নিত ঘরে ডাকি।
আদর করি খাবাই দিত তরমুজ খিরা বাঁকি [৪] ॥ ২৩
মৈষর দই দিত আর কুশ্যালের [৫] মিডা [৬]।
ছুধর সঙ্গে মিহাই [৭] দিত পাকনের পিডা [৮] ॥ ২৪
থিল ছুপরে [৯] ক্ষেতিয়াল ক্ষেতে দিত মই।
মালেক যাইত পিছে হোঁক্কা বেনা [১০] লই ॥ ২৫
চিংড়ি মাছর ছালন [১১] আর গিরিং চৈলর [১২] ভাত।
মোচা [১৩] বাঁধি নিত খেত্যাল দিয়া কলার পাত। ২৬
আইলর [১৪] পাড়ত বসিয়ারে তারা দোন জন।
খুশী হৈয়া খাইতরে ভাত বাপ পুতর মতন ॥ ২৭

---

১ তিয়াসীর = তৃষিতের। ২ হোতর = স্রোতের।
৩ বালুর বান = বালির বাঁধ। ৪ বাঁকি = ফুটি ; পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থলে "বাঙ্গি"।
৫ কুশ্যালের = আখের। ৬ মিডা = মিষ্ট।
৭ মিহাই = মিশাইয়া। ৮ পাকনের = পক্কান্নের(?) ; পিডা = পিষ্টক।
৯ থিল ছুপরে = স্থির দ্বিপ্রহরে। ১০ হোঁক্কা বেনা = হুঁকা, পাজাঁলী।
১১ ছালন = তরকারী। ১২ গিরিং চৈলর = গিরিং নামক ধানের চাল।
১৩ মোচা = ভাত-তরকারী-বাঁধা কলাপাতার ঠোঙা।
১৪ আইলর = আলের।

যৌবন উট্টে বসন ফাড়ি [১] ওরে কলসী কাঁকে লই।
চোগে চোগে চাহি মুর চলি যাইত গই॥ ২৮
ঘাঁড়ার আগাত তেতই [২] গাছটা তেতই বেকা বেকা।
হাঁজর [৩] বেলায় যাইত মালেক পন্থে হৈত দেখা॥ ২৯
উডানেতে মৈয়া [৪] গাড়ি গরু বৈলায় [৫] মুর।
পহির [৬] পাড়ত বসি মালেক বাঁশীত দিত সুর॥ ৩০
দিনেতে ঘুমায় মালেক নাইরে কেহ ঘরে।
হিতানে [৭] বসিয়া মুর পাঙ্কা [৮] করে রে॥ ৩১
লঙ্ এলাচি দিয়া পানর গোলাপী খিলি।
রৈস্যা ভৈনে [৯] খাবাই দিত ঘুমর থুন তুলি॥ ৩২
পরথম যৌবনের রূপ বাতাসে খেলায়।
ভাসিয়া চলিল মালেক প্রেম দরিয়ায়॥ ৩৩

(৭)

তুফান

তুয়ান [১০] হৈল সেই না বছর খোদার গজব।
গড়কিতে [১১] ভাসাইয়া নিল ঘর বাড়ী সব॥

---

[১] ফাড়ি=ফাটিয়া। [২] ঘাঁডার আগত=ঘাটের আগে। তেতই=তেঁতুল। [৩] হাঁজর=সাঁঝের।
[৪] মৈয়া=ধান মাড়িবার খুঁটি, যাহাতে গরু বাঁধা হয়।
[৫] বৈলায়=গরু তাড়ানো। [৬] পহির=পুষ্করিণী।
[৭] হিতানে=শিয়রে। [৮] পাঙ্কা=পাখা।
[৯] রৈস্যা ভৈনে=রসিকা ভগিনী। [১০] তুয়ান=তুফান।
[১১] গড়কিতে=সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে।

হাইল্যা [১] চাষার মারে জালা [২] পানির ঠেলা [৩]
ধানের ঝারে ফুল।
ঢলের [৪] পানিত মরে মানুষ হাঁচুরী [৫] নাই কূল॥ ২
ভাসি গেলগই যত ক্ষেতি [৬]—ফেন্যা, বেতি,
বীজমালি, বালাম।
চিন্নাল, গিরিং, বিনি [৭] কত কৈব নাম॥ ৩
দেশের মাঝে হৈল কহর [৮] জীবন রাখা ভার।
দারুণ তুয়ান [৯] হায় কৈল্ল রে উজার॥ ৪
জলস্থল একাকার কৈল্ল মাওলাজি [১০]।
ঢলর পানিত ডুপি মৈল যত নায়র মাঝি॥ ৫
দেবায় [১১] ডাকে হুরুম ধুরুম বিজলীর ছড়ক [১২]।
দেশের মধ্যে কাণ্ড এক হৈল আচানক॥ ৬
হাড ঘাড [১৩] ভাসাই নিল ভাসাইল দোকান।
আলীমের [১৪] কোরাণ আর বারইর [১৫] নিল পাণ॥ ৭
তোয়াঙ্গরের [১৬] ধন নিল আর মাল মাত্তা।
জাইল্যার জাল জোলার তাঁত ধুপীর [১৭] নিল তক্তা॥ ৮
নাপিতের হঁজ [১৮] নিল কামারের ভাতি [১৯]।
উড়াই নিল গাছ গাছড়া তাল খেজুরের মাথি॥ ৯

---

১ হাইল্যা=হাল-কর্ষণকারী। ২ জালা=ধানের চারা।
৩ পানির ঠেলা=জলের স্রোত। ৪ ঢলের=বন্যার।
৫ হাঁচুরী=সাঁতারিয়া। ৬ ক্ষেতি=ক্ষেত।
৭ ফেন্যা বেতি, বীজমালি......বিনি=ধানের নাম।
৮ কহর=দুর্ভিক্ষ। ৯ তুয়ান=তুফান।
১০ মাওলাজি=খোদা। ১১ দেবায়=মেঘ, দেয়া।
১২ ছড়ক=ছটা। ১৩ হাড ঘাড=হাট ঘাট।
১৪ আলীমের=শাস্ত্রজ্ঞের, মৌলভির। ১৫ বারইর=বারুইয়ের।
১৬ তোয়াঙ্গরের=ধনীর। ১৭ ধুপীর=ধোপার।
১৮ হঁজ=নাপিতের যন্ত্রাদি রাখিবার থলিয়া। ১৯ ভাতি=আগুন জ্বালাইবার যন্ত্র।

শতে শতে মৈল মানুষ কারে কনে চায়।
ঘরর চালত ভাসি কেহ পৈল দরিয়ায়॥ ১০
গরু মৈল মৈষ মৈল ভুয়ান হৈল ভারী।
ধানের দর চড়িয়া হৈল টাকায় পাঁচ আড়ি [১]॥ ১১
কেহ বেচে স্তিরি পুত্র কেহ বেচে মাইয়া।
পেড ফুলিয়া মরে কেহ পাতা সিদ্ধ খাইয়া॥ ১২
আজগরের দুঃখের কথা কি বলিব আর।
ঘরে নাই রে খুদর কণা উয়াসে [২] দিন যার॥ ১৩
ভিডাঁত নাই রে ঘরের ঠুনি [৩] আর নাই চাল।
গড়কিতে [৪] ভাসিয়া গেছে যত মালামাল॥ ১৪
মালেক কোথায় গেল নাইরে খবর।
তার লাগি বহুত দুঃখ পাইলরে আজগর॥ ১৫
জাগা জবিন পড়ি রইল ন হৈল রে চাষ।
গাঙে ভাসে বিলে ভাসে শতে শতে লাস॥ ১৬
হালর বিরিষ [৫] মৈরা গেছে—মৈরা গেছে গাই।
নাকল জুয়াল [৬] বীজর ধান ঘরে কিছুই নাই॥ ১৭
ভাবিয়া চিন্তিয়া আজগর কি কাম করিল।
রংদিয়া চরেতে যাইয়া উপনীত হইল॥ ১৮
নয়া চরে পানির মূলে জাগা জমির দাম।
এক দোণ [৭] পেরা [৮] আজগর পাইল ইনাম॥ ১৯

---

১ ধানের……আড়ি=ধানের দর চড়িয়া গিয়া টাকায় পাঁচ আড়ি, অর্থাৎ প্রায় দুই মণ হইল। তখনকার দিনে টাকায় দুই মণ ধানকে দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থা বলিয়া গণ্য করিত।

২ উয়াসে=উপবাসে। ৩ ঠুনি=খুঁটি।

৪ গড়কিতে=সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে। ৫ বিরিষ=বৃষ, বলদ।

৬ নাকল জুয়াল=লাঙ্গল জোয়াল।

৭ দোণ=দ্রোণ, ১৬ কাণিতে এক দ্রোণ জমি হয়, এক কাণির পরিমাণ ১½ বিঘা। ৮ পেরা=সমুদ্রোপকূলে জঙ্গলপূর্ণ ভূমি, পড়া, পতিত।

নজর ছাড়া জবিন পাইল আর পাইল গরু।
বীজর লাগি পাইল ধান দশ আড়ি লম্বরু[১] ॥ ২০
রংদিয়া চরের মাঝে এমনি মাডির বল।
ছিঁডি[২] দিলে ফলে সেথায় ধানের ফসল ॥ ২১
স্তিরি কৈন্যা লৈয়া আজগর থাকে রংদিয়ায়।
সুখে দুঃখে এক মতন দিন কাডি যায় ॥ ২২

(৮)

পুনর্মিলন

বহুত জাগা ঘুরি মালেক আইলো তারপর।
নুরন্নেহার লাগিরে মন করে ধড় ফড় ॥ ১
ছাড়া ভিডাঁত[৩] নাইরে ঘর নাই জ্বলে বাতি।
আগের কথা ভাবিরে তার ফাডে বুগর[৪] ছাতি ॥ ২
ঘুরিতে ঘুরিতে মালেক কি না কাম করে।
মোছাফির[৫] হৈয়া আইলো রংদিয়ার চরে ॥ ৩
শুন শুন সভাজন কহিয়া জানাই।
আগের কথা কৈলাম কিছু ঘুরাই ফিরাই ॥ ৪
এখন শুন আছল[৬] কথা নাল[৭] করিয়া কহি।
পিরীতে সাইগরে মালেক হাঁচুরি[৮] যারগই[৯] ॥ ৫

---

[১] লম্বরু = ধান্ত-বিশেষ।
[২] ছিঁডি = ছিটাইয়া, ছড়াইয়া।
[৩] ভিডাঁত = ভিটায়।
[৪] বুগর = বুকের।
[৫] মোছাফির = অতিথি।
[৬] আছল = আসল
[৭] নাল = বিস্তারিত।
[৮] হাঁচুরি = সাঁতারিয়া।
[৯] যারগই = যায়।

ওরে তার লাগি নুরন্নেহার মনে আছে দাগ।
এক বছর পরে আইল্ল পাইয়ে বঁধের [১] লাগ ॥ ৬
পরছিমে সাইগরের মাঝে ঢেউয়ে খেলায় পানি।
ঘরে আর বাহিরে নুর করে আনি গুনি ॥ ৭
হাঁজর [২] বাত্তি জ্বালাই দিল থির নহে মন।
মায়ে দিছে রাঁধিবারে নানান ছালন ॥ ৮
মালেকের সঙ্গে কথা কহে বাপ মায়।
বেড়ার হেরেদি [৩] নুর ফুইক্যা [৪] মারি চায় ॥ ৯
ন উডিল বিয়ার কথা ন উডিল কিছু।
মালেক ভাবিতে লাগিল মাথা করি নীচু ॥ ১০
জিরবার [৫] আগাত আনিয়ারে ন কহিল আর।
ভিতরের আগুনে হায়রে কৈল্লা [৬] পুড়ি যার ॥ ১১
কৈল্লা পুড়ি যার রে তার কৈল্লা যার পুড়ি।
ভাবিতে ভাবিতে মালেক পড়ে ঝুরি ঝুরি [৭] ॥ ১২
আজগর বলে "ওরে মালেক বাবজান।
খাইয়া দাইয়া অখন চল লইরে বিছান [৮] ॥ ১৩
হারা [৯] দিন ত খাও নাই, পেডত লাইগ্যে [১০] ভোগ [১১]।
ঠাণ্ডা পানি দিয়া আগে ধুইয়া ফেল চোখ ॥" ১৪
খাইতে বইলো [১২] দোন জনে ছাম্না ছাম্নি হই।
নুরন্নেহা আইলো তখন ভাতের বাছন [১৩] লই ॥ ১৫

---

১ বঁধের=বন্ধুর। ২ হাঁজর=সন্ধ্যার।
৩ হেরেদি=ফাঁকে। ৪ ফুইক্যা=উঁকি।
৫ জিরবার=জিহ্বার; একবার জিহ্বাগ্রে সে কথা আসিতেছিল, কিন্তু তবু বলিতে পারিল না। ৬ কৈল্লা=কলিজা।
৭ ঝুরি ঝুরি=ভাঙিয়া পড়ে। ৮ বিছান=বিছানা।
৯ হারা=সারা, সমস্ত। ১০ লাইগ্যে=লাগিয়াছে।
১১ ভোগ=ক্ষুধা। ১২ বইলো=বসিল
১৩ বাছন=বাসন।

বেতি [১] চৈলর [২] চিয়ন [৩] ভাত ধূমা [৪] উড়ি যায়।
নুরন্নেহার মিক্যা মালেক ঠাহারি [৫] চাহায় [৬] ॥ ১৬
পেডত ডিম্যা [৭] তাজা রিশ্যা গায়ে গায়ে তেল।
গণ্ডা পাঁচেক মালেকের পাত্‌ত দিয়া গেল ॥ ১৭
হাঁসর আণ্ডা রাইন্ধে ভালা নুন মরিচে কড়া।
পরুন [৮] দিয়া তেলত্‌ ভুনি [৯] বানাই লৈছে বড়া ॥ ১৮
লৈট্যা মাছর ঝোল আর মোরগের গোছ [১০]।
খাইয়া দাইয়া মালেকের মনে হৈল খোস ॥ ১৯
নানান পদর [১১] নাস্তা [১২] রাইন্ধে খানা হইল ভারী।
ছেমাই পিডা [১৩] খাইয়া মালেক বাছন দিল ছাড়ি ॥ ২০
হোঁক্কা [১৪] আনি দিল রে নুর মালেক দিল টান।
বহুত দিনর পরে পাইল সেই না হাতের পাণ ॥ ২১
শুইতে দিল ডেহেরিতে [১৫] শীতল পাডি পাতি।
কি ভাবে পোষাইয়া [১৬] যাইব এই না দীঘল রাতি ॥ ২২
আধা রাইতে আওলাতে [১৭] শুইয়া পড়িল্ নুর।
চৌখে ঘুম ন আসিল বুগে দুরু দুর ॥ ২৩
মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে।
হরা [১৮] চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে ॥ ২৪

১ বেতি=এক রকম সরু চাল।
২ চৈলর=চালের।
৩ চিয়ন=চিক্কণ, সরু।
৪ ধূমা=ধোঁয়া।
৫ ঠাহারি=কটাক্ষে।
৬ চাহায়=চায়।
৭ ডিম্যা=ডিম।
৮ পরুন=পিঁয়াজ।
৯ ভুনি=ভাজিয়া।
১০ গোছ=গোস্, গোস্ত, মাংস।
১১ পদর=রকম।
১২ নাস্তা=খাবার।
১৩ ছেমাই পিডা=এক রকম পিঠা।
১৪ হোঁক্কা=হুঁকা।
১৫ ডেহেরিতে=বাহিরের ঘরে; 'ডেহেরি' শব্দ 'ডেরা' শব্দের রূপান্তর হইতে পারে।
১৬ পোষাইয়া=পোহাইয়া।
১৭ আওলাতে=ভিতরের ঘরে।
১৮ হরা=সরা।

“দহিনালী বয়ার [1] ভালা কোয়িলার রাও।
নাইরকল তেল দি বাইন্‌লাম ঝোঁডা [2] আইসা দেখি যাও॥ ২৫

ঘাঁডার আগাত ডালিম গাছটা লট্‌কি পড়ের আগা।
ছোডকালে পিরীতি করি ন দিও রে দাগা॥ ২৬

লাউপাতা খস্‌খস্যা জাইন্য, পুঁই পাতা নরম।
বুগর আউন চাবা [3] দিলা কন মত সরম॥” ২৭

ভাবিতে ভাবিতে কৈন্যা হৈয়া গেল ফানা [4]।
অবুঝ মন কন মতে ন মানিল মানা রে—
ওরে ন মানিল মানা॥ ২৮

মাও ঘুমায় বাপও ঘুমায় ডাকে তারার নাক।
ঘরর বাহির হৈল কৈন্যা দুয়ার করি ফাঁক॥ ২৯

এক পাও চলে আগে আর এক পাও পিছে।
উতলা হৈয়াছে কৈন্যা দারুণ মাথার বিষে॥ ৩০

রাইতর নিশি হৈয়ে তখন ঘর বাড়ী নিঝুম।
চমকি উডিল মালেকের বুগ, চোখে নাইরে ঘুম॥ ৩১

বাহিরে আসিয়া দেখে নুরন্নেহা খাড়া।
দহিনালী [5] বাও আর আচমানে [6] জ্বলে তারা॥ ৩২

(৯)

জলদস্যু বা হার্ম্মাদগণ

রংদিয়ার পচ্ছিমেতে বেমান [7] সাইগর।
লাম্‌ছি [8] দিয়া বাড়ে সদাই নয়াবাদী চর॥ ১

[1] বয়ার=বায়ু
[2] ঝোঁডা=খোঁপা।
[3] চাবা=চাপা।
[4] ফানা=আত্মহারা।
[5] দহিনালী=দক্ষিণা।
[6] আচমানে=আস্‌মানে, আকাশে।
[7] বেমান=অসীম।
[8] লাম্‌ছি=পার্শ্ব।

ঢেউ করে বাইরগ্যাবারি [১] আসিলে জোয়ার।
কত গধু বালাম চলে নাইরে শুমার [২] ॥ ২
সেই না সাইগরের মাঝে হার্ম্মাত্থার [৩] দল।
বাঁকে বাঁকে ঘুরে সদাই বড় বেয়াকল [৪] ॥ ৩
লুড্‌তরাছ [৫] করে তারা আর দাগাবাজি।
সাইগরে হার্ম্মাত্থার ডরে কাঁপে নায়র [৬] মাঝি ॥ ৪
পাঁচগৈরা [৭] ছাড়িয়া গেলে ওরে পাঁচগৈরা ছাড়ি।
বেমান সাইগরের মাঝে কালা পাইন্যার পারি ॥ ৫
মুড়ার [৮] সমান ঢেউ বাতাসে খেলায়।
ওরে উপরে তুলিয়া মুকা নীচেতে ফেলায় ॥ ৬
দম্‌কা হাওয়া ছুটে যখন দম্‌কা হাওয়া ছুটে।
পাঁচগৈরার বিষম ঢেউ আচমান ছুইয়া উঠে ॥ ৭
বেমান সাইগর সেই যে কালা কালা পানি।
শরর [৯] বালাম [১০] চলি যাইতে পরাণ টানাটানি ॥ ৮
কালা পাইন্যা পার হৈতে বড় বিষম ঢেউ।
পীরের নামে হাজার টাকা ছিন্নি [১১] মানে কেউ ॥ ৯
হেঁদু [১২] ডাকে 'জয়কালী' মঘে ডাকে 'ফরা' [১৩]।
এইবার পর্‌ভু নিরাঞ্জন সঙ্কটেতে তরা ॥ ১০

---

১ বাইরগ্যাবারি=ঘাত-প্রতিঘাত। ২ শুমার=গণনা।
৩ হার্ম্মাত্থার=জলদস্যুর। ৪ বেয়াকল=বে-আক্কেল, আক্কেলশূন্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন।
৫ লুড্‌তরাছ=লুট তরাজ। ৬ নায়র=নৌকার।
৭ পাঁচগৈরা=পঞ্চতরঙ্গ। বর্ত্তমান কক্সবাজার ও মহিষখালী দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী পশ্চিম-সমুদ্রে যেখানে মিশিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে এখনও এই পঞ্চতরঙ্গ বা পাঁচগৈরা আছে। ৮ মুড়ার=পর্ব্বতের।
৯ শরর=পালের। ১০ বালাম=একপ্রকার নৌকা।
১১ ছিন্নি=সিন্নি। ১২ হেঁদু=হিন্দু।
১৩ ফরা=ফরা শব্দ প্রভুর অপভ্রংশ। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা ভগবানকে 'ফরা' বলে; যেমন—"মগে বলে 'ফরা' তারা, 'গড' বলে ফিরিঙ্গি যারা।"

এই না পারি পার হৈলে ঠাণ্ডা যে সাইগর।
পুগর কূলে দেখা যায়রে নয়া নয়া চর ॥ ১১
ওরে নয়াচরে ধূ ধূ বালু গাছ বিরিক্ষ নাই।
হার্ম্মাছার কথা এখন শুন কিছু ভাই ॥ ১২
উজান টেকের [১] বাঁকে রে সেই উজান টেকের বাঁকে।
দলে দলে যত ডাকু খাপ্‌দি বসি থাকে ॥ ১৩
বৈদেশে কামাইয়া আসে যত সদাইগর।
বাওটা [২] তুলিয়া দেরে ডিঙ্গার উপর ॥ ১৪
দুরন্ত হার্ম্মাছার ডাকু কিনা কাম করে।
তেলেছ মাতি [৩] নাওরে তারার পক্ষীর মতন উড়ে ॥ ১৫
পরাণের লালছ [৪] নাইরে বড়ই জাহিল [৫]।
সাইগরে লড়িতে [৬] তারা না হয় কাহিল [৭] ॥ ১৬
লুড্‌তরাছ করিয়া রে ডিঙ্গা যে ডুপাইত।
মাঝি মাল্লায় বাঁধিয়ারে সঙ্গে করি নিত ॥ ১৭
এই না সময় হায় রে শুন সভাজন।
মালেক নুরের কিছু কহি বিবরণ ॥ ১৮
পিরীতির রসেতে তারা ভাসে দিন রাইত।
রংদিয়া আইল একদিন হার্ম্মাছার ডাকাইত ॥ ১৯
কাঁদিতে কাঁদিতে আজগর ভাঙি ফেলায় বুক।
ঘরেতে পর্‌বেশিল ডাকু খুলিল সিন্দুক ॥ ২০

---

১ উজান টেকের=বোধ হয় বর্ত্তমান উজান টেঁইয়া নামক স্থানটি হইবে। এই স্থানটি কক্সবাজার মহকুমারই অন্তর্গত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী।

২ বাওটা=নিশান।

৩ তেলেছ মাতি=দ্রুতগামী।

৪ লালছ=লালসা, মায়া।

৫ জাহিল=দুর্দ্দান্ত।

৬ লড়িতে=লড়াই করিতে।

৭ কাহিল=ক্লান্ত।

টাকা কড়ি ছিল যত সব নৈল লুড়ি [১]।
নুরন্নেহা কাইন্ত লাগিল্ মাথা কুড়ি কুড়ি ॥ ২১
দুরন্ত হার্ম্মাত্থার ডাকু কিনা কাম করে।
কৈন্যারে বাঁধিয়া নৈল কাঁধের উপরে ॥ ২২
মালেকরে নৈল তারা হাতে পায়ে বাঁধি।
দুলা [২] কৈন্যা নৈল সঙ্গে করাইব কি সাদি ? ২৩
কাঁদিতে লাগিল হায়রে বুড়া ক্ষেতিয়াল।
সুখের সংসার তার হইল বেনাল [৩] ॥ ২৪
আওরাত কাঁদে তার বুগ্‌তে [৪] কিল দিয়া।
"কন্তে [৫] আমার কৈন্যা নুর, ওরে কনে [৬] দিব বিয়া ॥" ২৫

(১০)

চড়াভূমিতে হাঙ্গামা

হার্ম্মাত্থার নুকারে সেই ঢেউয়ের তালে তালে।
চিল-উড়ানি [৭] উড়ের নুকা বাতাস লাইগ্যে পালে ॥ ১
বেহোঁস [৮] হৈয়াছে কৈন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নুকার ডেরায় [৯] তারে রাইখাছে বাঁধিয়া ॥ ২
বেপরদা রৈয়ে কৈন্যা অঙ্গে নাইরে বাস।
মাথার চুল কৈল্ল আউল [১০] দারুণ বাতাস ॥ ৩

---

১ লুড়ি=লুট করিয়া। ২ দুলা=বর।
৩ বেনাল=বে-ব্যবস্থা। ৪ বুগ্‌ত=বুকে।
৫ কন্তে=কোথায়। ৬ কনে=কে।
৭ চিল-উড়ানি=চিল উড়ার মত। ৮ বেহোঁস=অজ্ঞান।
৯ ডেরায়=নৌকার মধ্যবর্ত্তী স্থান, cabin.
১০ আউল=এলো, খুলিয়া এলাইয়া দিল।

মালেকরে দিয়া তারা পিছমোরা বান[১] ।
হাতের দরদে তার নিকলি[২] যার জান[৩] ॥ ৪
ওরে কৈন্যার ছুরত[৪] দেখি ডাকুর ছরদার[৫] ।
মালেকের কাছে যাইয়া পুছে সমাচার ॥ ৫
"ছুরতের বাহার কৈন্যা তোর হয় রে কি ।
কন্[৬] দেশে শ্বশুরের ঘর কন বা বাপর ঝি ॥" ৬
চাহিয়া রহিল মালেক মুখে নাইরে রাও ।
ডাকুর ছরদার তখন হাতে লৈল দাও[৭] ॥ ৭
আতাইক্যা[৮] মা বুলি সুর উঠিল জিঙ্কারি[৯] ।
ঝাপ্টাইন্যা[১০] বয়ারে[১১] গেল পালর দড়ি ছিড়ি ॥ ৮
বেমান সাইগরে নুকা দিতে লাগিল পাক ।
ঘুরিতে ঘুরিতে পাইল বালুচরের লাক[১২] ॥ ৯
গাছ গাছড়া নাইরে সেই ধূ ধূ বালুর চরে ।
কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে ॥ ১০
রাঙা সুরুজ[১৩] ডুপে[১৪] তখন কালাপানির তলে ।
জাইল্যার নুকায় ডাকুরা সব উডিল দলে বলে ॥ ১১
কেহ জ্বাইল্যে ভাতর আউন[১৫] কেহ কুডের[১৬] মাছ ।
এমন সময় তারার মাথাত পৈল বাজ ॥ ১২

---

১ বান = বন্ধন ।
২ নিকলি = বাহির হইয়া ।
৩ জান = প্রাণ ।
৪ ছুরত = রূপ ।
৫ ছরদার = সর্দ্দার ।
৬ কন্ = কোন্ ।
৭ দাও = কাটারি ।
৮ আতাইক্যা = হঠাৎ ।
৯ জিঙ্কারি = চীৎকার করিয়া ।
১০ ঝাপ্টাইন্যা = ঝঞ্ঝা ।
১১ বয়ারে = বাতাসে ।
১২ লাক = নাগাল ।
১৩ সুরুজ = সূর্য্য ।
১৪ ডুপে = ডুবে ।
১৫ আউন = আগুন ।
১৬ কুডের = কুটিতেছে ।

কেহ লৈল পালর বাঁশ, কেহ লৈল পঁই [১]।
কেহ কেহ উজাইল [২] ধামা দাও [৩] লই॥ ১৩
ডাঙ্গার [৪] সুরু হৈলরে সেই ধূ ধূ বালুর চরে।
কারো মাথা ফাডি গেলগৈ, কেহ গেল মরে॥ ১৪
জাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তড়াতড়ি আইন্‌লগই মরিচের গুঁড়া॥ ১৫
মরিচের গুঁড়া আনি কি কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোগে মেলা দিল॥ ১৬
ভোম খাইয়া [৫] পড়ে ডাকাইত বালুর উপর।
জাইল্যারা সব কি না কাম করে তার পর॥ ১৭
একে একে বাইন্‌ল ডাকু পালর রশি দিয়া।
কেহ মারে থাবা [৬] চোয়ার [৭] কেহ মারে ডিয়া [৮]॥ ১৮
হার্ম্মাত্থার ডাকাইত বাঁধি যত জাইল্যাগণ।
তর্‌বিজ [৯] করিতে তারা ভাবে মনে মন॥ ১৯
কয়জন মিলি তারা করিলরে ছল্লা [১০]।
দাও দিয়া কাটি লৈতে যত ডাকুর কল্লা [১১]॥ ২০
কেহ বলে তারার গলায় পাথর বাঁধিয়া।
বেমান দরিয়ার মাঝে দাও ডুপাইয়া॥ ২১
এইরূপে নানান জনে নানান কথা কয়।
ডাকুর নুকাত [১২] থাকি মালেক শুনিল সমুদয়॥ ২২

---

১ পঁই = নৌকার হাল। ২ উজাইল = অগ্রসর হইল।
৩ ধামা দাও = তরবারির মত এক রকম লম্বা কাটারি।
৪ ডাঙ্গার = মারামারি, দাঙ্গা। ৫ ভোম খাইয়া = মাথা ঘুরিয়া।
৬ থাবা = থাব্‌ড়া। ৭ চোয়ার = চড়।
৮ ডিয়া = ঘুঁসি। ৯ তর্‌বিজ = বিচার।
১০ ছল্লা = পরামর্শ। ১১ কল্লা = গলা
১২ নুকাত = নৌকাতে।

রাও ধরি[১] কাঁদে মালেক কাঁদেরে রাও ধরি।
জাইল্যা ক' জন উজাল[২] লৈয়া আইলো তড়াতড়ি॥ ২৩
মালেকের আবস্থা দেখি খুলি দিল বান।
আদিগুরি[৩] যত কথার লইল সন্ধান॥ ২৪
লড় চড় নাইরে কৈন্যার ঢলি পৈড়্ গ্যে মাথা।
খুলিয়া দেখিল মালেক দুই নয়ানের পাতা॥ ২৫
উলটি রৈয়াছে তারা ন পড়ের পলক।
বুগেতে পরাণ নাই করের ধক্ ধক্॥ ২৬
দুই পাও ঠাণ্ডা হায় রে ঠাণ্ডা দুই হাত।
পড়িয়া রৈয়াছে কৈন্যা ভিড়ি[৪] দাঁতে দাঁত॥ ২৭
সক্কলে মিলিয়া তারা কি কাম করিল।
জাইল্যার নুকার[৫] মধ্যে কৈন্যারে আনিল॥ ২৮
কেহ দে মাথায় পানি কেহ বিচে[৬] গাও।
মালেক বলিল—"ভৈন রে আমার মিক্যা চাও॥ ২৯
গা তোল[৭] গা তোল ভৈন উড[৮] একবার।
রংদিয়ার চরেতে চল যাই এইবার॥ ৩০
উডরে উডরে আমার পুন্নমাসীর[৯] চান[১০]।
কনে[১১] খাবাই[১২] দিব[১৩] মোরে খিলি খিলি পান॥ ৩১
হোঁকাতে[১৪] সাজাইয়া থামু[১৫] কনে দিব আনি।
গরমিকালে কনে দিব সরবতের পানি॥ ৩২

---

১ রাও ধরি=উচ্চৈঃস্বরে।
২ উজাল=মশাল।
৩ আদিগুরে=আগাগোড়া।
৪ ভিড়ি=লাগিয়া।
৫ নুকার=নৌকার।
৬ বিচে=পাখা করে।
৭ গা তোল=ওঠো।
৮ উড=উঠ।
৯ পুন্নমাসীর=পৌর্ণমাসীর।
১০ চান=চন্দ্র।
১১ কনে=কে।
১২ খাবাই=খাওয়াইয়া।
১৩ দিব=দিবে।
১৪ হোঁকাতে=হুঁকাতে।
১৫ থামু=তামাক।

গা তোল গা তোল আমার আঁধার ঘরর বাত্তি।
কনে মোরে দিব আর শীতল পাড়ি [১] পাতি॥ ৩৩
রংদিয়াতে যাইব রে ভৈন তোরে সঙ্গে লই।
নয়া হাড়িত বোসাইয়ে মা খামা খামা [২] দই॥ ৩৪
কুড়ার [৩] ঘরত আণ্ডার উয়র [৪] রাতায় [৫] দেরে উম [৬]।
রংদিয়ায় চলরে নুর ভাঙি ফেল ঘুম॥" ৩৫
এই না মতে কাঁদে মালেক চোগে পানি ঝরে।
কৈন্যারে লইয়া তারা পৈড়গ্যে [৭] বিষম ফেরে॥ ৩৬
বুড়া জাইল্যা কিনা কাম করে তড়াতড়ি।
বাট্টা [৮] খুলি বাহির কৈল্ল বায়ু রোগর বড়ি॥ ৩৭
চৈলর [৯] পানির সঙ্গে মিশাই কৈন্যারে খাবায়।
ঠাণ্ডা পানির ছিট্‌কা [১০] দিল চোগের পাতায়॥ ৩৮
এই দিকে ডাকাইত্যার দল করে হুড়াহুড়ি।
বাঁধন ছিঁড়িল তারা দাঁতেতে কামড়ি॥ ৩৯
একজন মুক্ত হইয়া করে কিনা কাম।
ধীরে ধীরে খুলি দিল সক্কলের বান॥ ৪০
ভূতা গোঁয়ার [১১] জাইল্যারে সেই ন জানে হের ফের [১২]।
বাঁধন ছিঁড়ি ডাকাইত ধাইল ন পাইল রে টের॥ ৪১
আধা রাইতে চান্নি উডিল আচমানের উপর।
নুরের লাগিয়া মালেক করে ধড় ফড়॥ ৪২

---

১ শীতল পাড়ি=শীতল পাটী।
২ খামা খামা=জমাট।
৩ কুড়ার=কুঁড়ে।
৪ উয়র=উপর।
৫ রাতায়=বড় জাতীয় মোরগ।
৬ উম=উত্তাপ।
৭ পৈড়গ্যে=পড়িয়াছে।
৮ বাট্টা=কৌটা।
৯ চৈলর=চাউলের।
১০ ছিট্‌কা=ছিটে।
১১ ভূতা গোঁয়ার=বড় গোঁয়ার।
১২ হের ফের=ঘোর প্যাঁচ।

কোলেতে লইয়া মাথা করিছে বীজন।
নাগেতে শোয়াস যেন পড়ে ঘন ঘন ॥ ৪৩
জোন পহর পৈল মুখে দহিনালী বায়।
গা মৌচরা দিয়া কৈন্যা চোগ মেলি চায় ॥ ৪৪
উডিয়া বসিল নুর মুখে ফুডিল মাত [১]।
পানি দি কচালি [২] তারে খাইতে দিল ভাত ॥ ৪৫
মা বাপর কথা কৈন্যা করিল রে পুছ [৩]।
একে একে কহি মালেক দিতে লাগিল বুঝ [৪] ॥ ৪৬
বেমান দরিয়ার মাঝে ধূ ধূ বালুর চর।
পাতার ছানি পাতার বেড়া সেই না জাইল্যার ঘর ॥ ৪৭
রৈল তারা দোনজনে চৌখে নাইরে ঘুম।
সাইগরে খেলায় ঢেউ রাইত হৈল নিঝুম ॥ ৪৮
মাছে যেন পাইলো পানি পানিয়ে পাইলো গাঙ [৫]।
লাউ ঝিঙার লতা যেন পাইলো বাঁশের চাঙ [৬] ॥ ৪৯
ভিখারীয়ে পাইলো যেন সোনা ভরি ভরি।
ইছপ রে [৭] পাইলো যেন জেলেখা [৮] সোন্দরী ॥ ৫০

(১১)

রংদিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন

পরের দিন জাইল্যাগণ যুক্তি করি সার।
সাজাইয়া নুকা তারা হয় রে সাইগর পার ॥ ১

---

১ মাত=শব্দ। ২ কচালি=ধুইয়া।
৩ পুছ=জিজ্ঞাসা। ৪ বুঝ=বুঝাইয়া।
৫ পানিয়ে পাইলো গাঙ=জল-প্রবাহ যেন সাগর-সঙ্গম লাভ করিল।
৬ চাঙ=মাচা। ৭ ইছপ=পারস্য সাহিত্যের বিখ্যাত প্রেমিক।
৮ জেলেখা=পারস্য সাহিত্যের বিখ্যাত নায়িকা।

বড় বড় গধু নুকার বড় বড় পাল।
শুক্না মাছর বোঝাই নৈল আর যত মাল॥ ২
কেউ বাজায় বাঁশর বাঁশী কেউ ফুকে শিঙা।
নাচিতে নাচিতে আসে বোঝাই গধু ডিঙা॥ ৩
বেমান দরিয়া সেই যে বড় বিষম পারি।
কেহ ধরে ঘোসা [১] আর কেহ গায় সারি॥ ৪

সারিগান

ওরে—পুষ মাস্যা শীতর কাল,
আঁচুরি [২] বাইলাম টেঁইয়া জাল [৩],
করণখালির দক্ষিণ দি' [৪]
বোসাই আইলাম বিহন-দি [৫]
জালত বাজিল ইচা বাইলা কোড়াল বোয়াল।
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল॥ ৫
ওরে—বেইন জাল [৬] বেসাইলাম রাইতে
দেরী হইল খাইতে দাইতে
ধানচিবন্যা [৭] আণ্ডার চর [৮]
হেই জাগাত [৯] মাছর ঘর
কত রৈল কত ধাইল কত দিল ফাল [১০]।
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল॥ ৬

১ ঘোসা=ধুয়া।
২ আঁচুরি=সন্তরণ করিয়া, (সাঁতারিয়া, হাতারিয়া, আচরিয়া, আচরি)।
৩ টেঁইয়া জাল=এক প্রকার জাল। ৪ দক্ষিণ দি'=দক্ষিণ দিক দিয়া।
৫ বিহন-দি=এক প্রকার জাল। ৬ বেইন জাল=এক রকম জাল।
৭ ধানচিবন্যা=একটি দ্বীপ, ইহা জল ও জঙ্গলময়, মাছ ধরিবার আড্ডা; বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত।
৮ আণ্ডার চর=ইহাও জল ও জঙ্গলময় দ্বীপ, বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত।
৯ হেই জাগাত=সেই জায়গায়। ১০ ফাল=লাফ।

ওরে—উজান ভাডি নুকা বাইয়া
আইলুম রে বিদেশী নাইয়া
লালদিয়ার [১] নয়া চর
ঢেউ উডিলে বড় ডর
হেই চরেতে জাইল্য ভাইরে মাছর টালা টান।
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল ॥ ৭

ওরে—সোনাদিয়ার [২] উত্তর বাঁকে
তাইল্যা [৩] ফাইস্যা [৪] জাগ্‌দি থাকে
আর থাকে বড় বড় ছুরি [৫]
ওরে ভাই মাছর হুড়াহুড়ি
মাছে করে টানাটানি ফাডি ফেলায় জাল।
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল ॥ ৮

এইরূপে তিন দিন গোজারিয়া [৬] যায়।
জাইল্যার যত গধু নুকা আইলো রংদিয়ায় ॥ ৯
কৈন্যারে লইয়া সঙ্গে মালেক সুজন।
আজগরের ছাম্নে যাইয়া দিল দরশন ॥ ১০
কাঁদি বুড়া মালেক রে ধরিল বেড়াই।
দোন চোগর পানি পড়ে গড়াই গড়াই ॥ ১১
সুররে লইয়া বুকে মা জননী তার।
সোণামুখে মুখ দিয়া চুম্পে বারে বার ॥ ১২

১ লালদিয়া = বঙ্গোপসাগরস্থ দ্বীপ। ইহা চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত।
২ সোনাদিয়া = " "। ৩ তাইল্যা = এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য
৪ ফাইস্যা = এক রকম সামুদ্রিক মৎস্য।
৫ ছুরি = এক রকম সামুদ্রিক মাছ। ৬ গোজারিয়া = গত হইয়া।

গাঙ না হাঁছুরি[1] তারা পাইলো কুলর মাড়ি।
আঁধায় পাইলো যেন হাজাইয়া[2] লাড়ি[3]॥ ১৩

(১২)

রহস্য-ভেদ

আউনে[4] উনায়[5] ঘিও[6] যদি কাছে থাকে।
ছাড়াই দিতে ন পারেরে যদি পিরীত পাকে॥ ১
নুনা পানি ছাকি লৈলে ন যায় রে নুন।
দিনে দিনে বাড়ে পিরীত এম্নি তার গুণ॥ ২
পাষাণের দাগ পিরীত মনে পৈলে আঁকা।
যত না গোপনে হৌক রে ন থাকিব ঢাকা॥ ৩
আজগর বুঝিল সেই মালেকের গতি।
মায় বাপে বুঝিল রে নুরন্নেহার মতি॥ ৪
একদিন হাঁজর বেলা[7] সুরুজ পাটে যায়[8]।
মালেক রে লৈয়া বুড়া আইলো সাইগর পার॥ ৫
আদর করি কৈল[9] তারে "শুন রে বাবজান।
তোমারে জাইনাছি আমি পুতের সমান॥ ৬
এক কথা কহি এখন শুনরে মন দিয়া।
নুরন্নেহা কৈন্যারে মোর ন করিয়ো বিয়া॥ ৭
নাইরে জান আগের কথা রৈয়াছে গোপন।
তোমার বাপ নজু মোরে ভাইবত রে দুষমন॥ ৮

---

[1] হাঁছুরি = সাঁতরাইয়া। [2] হাজাইয়া = হারাইয়া
[3] লাড়ি = লাঠি [4] আউনে = আগুনে।
[5] উনায় = গলিয়া যায়। [6] ঘিও = ঘৃত।
[7] একদিন হাঁজর বেলা = একদিন সন্ধ্যাবেলায়।
[8] সুরুজ পাটে যায় = সূর্য্য পাটে যায়। [9] কৈল = করিল।

তোমার বাপের সাদি হৈল কত রে ধূমধাম।
বজ্জাতি করিয়া কনে [১] রটাইল বদনাম ॥ ৯
লাহানতি [২] হৈল কত তুমি হৈলা ঘরে।
তোমার মারে তোমার বাপ তেলাক দিলা পরে ॥ ১০
বহুত কাঁদিল আওরাত কপাল তার ভাঙা।
আমার ঘরে আইল যখন আমি কৈল্লাম হাঙা [৩] ॥ ১১
দেওগাঁ মুল্লুকে তখন ন পাইলাম আছান [৪]।
সেই কথা মনত পৈলে ফাড়ি যায়রে জান ॥ ১২
মাহালতের [৫] যত মানুষ হৈল আমার বৈরী।
গোলাত নাই রে ধান আমার গিরাত [৬] নাই রে কড়ি ॥ ১৩
যত দুঃখ পাইলাম আমি কি না কইব আর।
আউনের মাঝে পানি, তোমার মা, আমার [৭] ॥ ১৪
দুনিয়া ঠগের জাগা কেবল মিছা ফাঁকি।
তোমার বাবজান চলি গেলা, আমি রৈলাম বাকী ॥ ১৫
মাডির তলের বিছান লাগি ভাবি রে দিন রাইত [৮]।
কখ্‌খন খাইট্যাম [৯] দোন চোগ আর কখ্‌খন হৈয়ম কাইত ॥ ১৬
এই যে নুরন্নেহা আমার পরাণের পোতলা [১০]।
তোমার ভৈন হয় রে সেই আমার বুগর নলা [১১] ॥ ১৭

---

[১] কনে = কে।
[২] লাহানতি = লাঞ্ছনা।
[৩] হাঙা = সাঙা।
[৪] আছান = মুক্তি, পরিত্রাণ।
[৫] মাহালতের = সমাজের।
[৬] গিরাত = গিঁঠে, ট্যাঁকে।
[৭] আউনের......আমার = তোমার মা আমার কাছে আগুনের মধ্যে জলের ন্যায় ছিলেন; আমার উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইতেন।
[৮] মাডির......রাইত = মৃত্তিকার নীচের বিছানার জন্য মন দিনরাত ব্যাকুল, অর্থাৎ কবে কবরে স্থান পাইব দিনরাত এই কথাই ভাবি
[৯] খাইট্যাম = বন্ধ করিব।
[১০] পোতলা = পুত্তলি।
[১১] নলা = হাড় (ribs).

তুমি রে পুত ন ভাবিও আমারে বেগানা [১] ।
মার পেডের ভৈন রে বিয়া সরামতে [২] মানা ॥" ১৮

বসিয়া পড়িল মালেক এই কথা শুনিয়া ।
আচমান ভাঙি পৈল যেন কাঁপিল দুনিয়া ॥ ১৯
দুই চোগ হৈল থির কালা হৈল মুখ ।
পাথরর চাবত যেন ভাঙি যারগই বুক ॥ ২০
আঁধার ঘনাইয়া আইলো সাইগর ডাক ছাড়ে ।
পাল তুলি আইসের নুকা দক্ষিণা বয়ারে [৩] ॥ ২১
বুড়া বলে "চল মালেক এখন ঘরে যাই ।"
মালেক বলিল "আমি ক্ষাণেক বাদে আই ॥" ২২
ঘরে গেল বুড়া খেত্যাল ন বুঝিল ফের [৪] ।
ফিরি যাইতে কৈল আবার "ন করিও দের ॥" ২৩
রাঁধিয়া বাড়িয়া নুর হৈল রে অবসর ।
আতাইক্যা [৫] তাহার বুক করের ধড়ফড় ॥ ২৪
বাপে খাইলো মায় খাইলো মালেক ন আইলো ।
সাইগরের কিনারে হায় কনরে ভূতে পাইলো ॥ ২৫
ঠাণ্ডা হৈল হাইলের [৬] ভাত আর ফাণ্ডা [৭] মাছার ঝোল ।
ভাবিতে ভাবিতে নুরর মাথা হৈল গোল [৮] ॥ ২৬
একবার উডে কৈন্যা আরবার বসে ।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া [৯] পড়ে ঘুমের আলসে ॥ ২৭
আধা রাইতে চেতন পাইয়া খেত্যাল আজগর ।
কৈন্যারে ফুইদ [১০] কার জানিল খবর ॥ ২৮

---

[১] বেগানা=অনাত্মীয় ।
[২] সরামতে=শাস্ত্রানুসারে ।
[৩] বয়ারে=বাতাসে ।
[৪] ফের=ফন্দী, গুপ্ত অভিসন্ধি ।
[৫] আতাইক্যা=হঠাৎ ।
[৬] হাইলের=শালিধান্যের ।
[৭] ফাণ্ডা=একপ্রকার সামুদ্রিক মৎস্য ।
[৮] গোল=গোলমাল ।
[৯] ঝুরিয়া ঝুরিয়া=ঢলিয়া ঢুলিয়া ।
[১০] ফুইদ=জিজ্ঞাসা ।

ঘরে ন আইল মালেক রাইতে গেল কোথা।
পোলাইল কি পরর পোলা আড়াকাডা[১] তোতা॥ ২৯
উজাল[২] লইয়া বুড়া পন্থের বাঁকে বাঁকে।
মালেকের নাম ধরি চিক্কির[৩] ছাড়ি ডাকে॥ ৩০
হারা[৪] রাইত ঘুরিল রে পাড়ায় পাড়ায়।
রংদিয়ার পত্তি[৫] ঘরে তোয়াই তোয়াই[৬] চায়॥ ৩১

সেই না নিশিতে মালেক কি কাম করিল।
ঘাটের কিনারে আসি বসিয়া পড়িল॥ ৩২
ধীরে ধীরে আইলো তখন বালাম নুকা এক।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তথায় উডিল মালেক॥ ৩৩
মাল্লাগিরী কাম লৈল মালিকরে কৈয়া।
ঘরেতে কাঁদিছে নুর ভাতর বাছন[৭] লৈয়া॥ ৩৪
সাইগরে জোয়ার হৈল পানি উডিল ফুলি।
উত্তর মিক্যা ছুডিল নুকা জুইতর পাল তুলি॥ ৩৫

(১৩)

শেষ দৃশ্য

কৈন্যারে সিরজিলা পর্‌ভু ন সির্‌জিলা জোরা[৮]।
শুকানা হইল ফুল ন আইল ভর্‌মরা॥ ১

---

১ আড়াকাডা = আড়া (পিঞ্জর), কাডা = কাটা।
২ উজাল = মশাল।
৩ চিক্কির = চীৎকার
৪ হারা = সারা, সমস্ত।
৫ পত্তি = প্রতি।
৬ তোয়াই তোয়াই = খুঁজিয়া খুঁজিয়া; টোকাইয়া টোকাইয়া।
৭ বাছন = বাসন, থালা।
৮ জোয়া = জোড়া।

তুনিয়া সিরজিলা পর্‌ভু কেবল আন্থির পল [১]।
পদ্দ পাতাত [২] পানি যেমন করে রে টলমল ॥ ২
নুরন্নেহা কৈন্যা রে সেই পৈড়াছে বিমারে।
কনে [৩] বুলায় মাথাত হাত কনে ডাকে তারে ॥ ৩
কনে দে বিছান পাতি কনে দে দাবাই [৪]।
এক ফোডা পানি দিত [৫] ঘরে কেহ নাই ॥ ৪
গুটি উডি [৬] মৈল [৭] মা বাপ তুই দিন আগে।
মাইনসর কি ক্ষেমতা যদি খোদা পিছে লাগে ॥ ৫
কৈন্যারও হৈয়াছে গুটি মত্ত ত [৮] হাজির।
মালেকের কথা ভাবি হৈল রে অস্থির ॥ ৬
দেখা ন হৈল রে আর ন পূরিল আশা।
মন মনুরা [৯] দিল উড়া ছাড়ি আপন বাসা ॥ ৭
পাঁচ না বছর পরে মালেক সদাইগর।
রংদিয়া চরেতে আইলো মস্ত তোয়াঙ্গর [১০] ॥ ৮
বাহার করি আইস্তে মিঞা লৈয়া নানান মাল।
ষোল দাড়ের চলতি নুকা (তার) নয়া রঙীন পাল ॥ ৯
রংদিয়াতে আসি মালেক কি কাম করিল।
আজগরের বাড়ীতে যাইয়া উপনীত হৈল ॥ ১০

নাইরে সেই ঘর বাড়ী নাইরে বুড়া আর।
নাইরে সেই নুরন্নেহা নাইরে মাও তার ॥ ১১

---

১ তুনিয়া......আন্থির পাল = আঁখির পলকে জগৎ সৃষ্টি করিলেন।
২ পদ্দ পাতাত = পদ্ম পাতায়।
৩ কনে = কে।
৪ দাবাই = ঔষধ।
৫ দিত = দিতে।
৬ গুটি উডি = বসন্ত হইয়া
৭ মৈল = মরিল।
৮ মত্ত ত = মৃত্যু।
৯ মনুরা = প্রাণ।
১০ তোয়াঙ্গর = ধনী।

পাড়াল্যারে [১] পুছ ক'র‍্যা [২] জানি লৈল [৩] সব।
গুটি উডি মৈল সবাই খোদার গজব [৪] ॥ ১২
আগে মৈল মা-জননী পিছে মৈল বাপ।
তার পরে মৈল কন্যা বাড়ী হুদ্দা [৫] ছাপ [৬] ॥ ১৩
মালেকের চোগর পানি ন মানিল বান।
বুগর মধ্যে আনছান [৭] পুড়িল পরাণ ॥ ১৪

তদান্ত করিয়া বহুত পাইলো খবর।
সাইগরের পারত হৈয়ে তিনটা কয়বর ॥ ১৫
তড়াতড়ি যাইয়া মালেক কি না কাম করে।
শুইয়া পড়িল এক কয়বরের উপরে ॥ ১৬

দিন গেল আইলো রাইত হোঁস [৮] নাই তার।
রাইতর শেষে কাণ্ড এক হৈল চমৎকার ॥ ১৭
কাঁপিল কাঁপিল মাডি থর থর থর।
নুরন্নেহা কয় কথা কয়বরের ভিতর ॥ ১৮

"শুনরে পরাণের ভাই ন করিও দুঃখ।
হিতানেতে [৯] একবার আনো তোমার মুখ ॥ ১৯

---

[১] পাড়াল্যারে=প্রতিবেশীকে। [২] পুছ ক'র‍্যা=জিজ্ঞাসা করিয়া।
[৩] লৈল=লইল।
[৪] গুটি......গজব=গুটি (বসন্ত) উঠিয়া (উডি) সকলে ভগবানের বিধানে মারা পড়িয়াছে। [৫] হুদ্দা=সমেত।
[৬] ছাপ=সাফ, পরিষ্কার। [৭] আনছান=তোলপাড়।
[৮] হোঁস=জ্ঞান। [৯] হিতানেতে=মাথার নিকট, শিয়রের দিকে।

গায়ে নাইরে গোস্ত আমার লৌ আর শিরা।
ভুলি নাইরে তোমার কথা খুলি নাইরে গিরা [১] ॥ ২০
খুলিত নাই গিরারে ভাই রইয়ে মনর বান [২]।
মত্তুতেও [৩] হামিষ্‌খন কাঁদে পরাণ নান ॥" ২১

শুনিয়া কয়বরের কথা মালেক দেওয়ানা।
এস্তেকালের [৪] পিরীতেও মন মানে না মানা ॥ ২২
এক দুই তিন করি চাইর দিন যায়।
চোগের পানিতে মালেক কয়বর ভিজায় ॥ ২৩

ক্ষুধা তিষ্টা কিছুরে তার নাইরে মালুম।
অলড় [৫] পড়িয়া রৈছে কণ্ডে [৬] চোগত ঘুম ॥ ২৪
দাঁড়ি মাঝি আসি সবে কৈল্ল টানাটানি।
ন খাইলরে দানা আর ন খাইলরে পানি ॥ ২৫

ষোল দাঁড়ের বালাম সুকা নয়া রঙীন পাল।
নানান দেশী বেসাইত আর নানান পদর [৭] মাল ॥ ২৬
ফিরিয়া ন চাইল মালেক ন চাইল রে ফিরি।
কণ্ডে গেল গই ধন দৌলত কণ্ডে মিঞাগিরী ॥ ২৭
পরছিম সাইগরের মাঝে উজান ভাড়ি [৮] বাহি।
মাঝি মাল্লা যায় রে সদাই বাইছার [৯] সারি গাহি ॥ ২৮

---

১ গিরা = বাঁধন, গিঁঠ।
২ বান = বন্ধন।
৩ মত্তুতেও = মৃত্যুতেও।
৪ এস্তেকালের = মরণের।
৫ অলড় = নড়চড় নাই।
৬ কণ্ডে = কোথায়।
৭ পদর = প্রকার।
৮ উজান ভাড়ি = উজান ভাঁটায়।
৯ বাইছার = নৌকাযাত্রার।

চাইয়া দেখে পাগ্‌লা মালেক চাইয়া দেখে দূরে।
আর কখ্‌খনো কয়বরের চাইর [১] দিকেতে ঘুরে॥ ২৯

কি এক ভাবনা ভাবে মুখে নাইরে বাত।
ছিড়া কাপড় ছিড়া কোর্ত্তা [২] টুবি [৩] নাই মাথাত॥ ৩০

---

[১] চাইর = চারি। [২] কোর্ত্তা = জামা।
[৩] টুবি = টুপি।

সুকুমার রায়

মুকুট রায়

(১)

শিলুই রাজা আছিল ভাইরে ও ভাই দক্ষিণ মুলুকে ঘর।
হাইকো হাজারী পাইকো পাছারী পুরান্ধর [1] ॥ ২
লোক লস্কর আরে ভাই খেজমতকার না যায় গণন।
হাতী ঘোড়া লাখ বিলাখ শুন সভাজন ॥ ৪
এই মতে রাজত্বি তাইন [2] করে শুন দিয়া মন।
আচম্বিতে হইল রাজার গো একটি নন্দন ॥ ৬
(খেউরাল ভাই) ভালা দিশা টান রে ভাই মনেত ধরিয়া
শিলুই রাজার কথা শুনু মন না দিয়া ॥ ৮

এক পুত্র শিলুই রাজার পছন্তে সুন্দর।
এমুন ছুরৎ নাই রে ভালা দক্ষিণার স'র [3] ॥ ১০
বেহেস্ত পরীর রাজা যেমন অগ্নির সমান জ্বলে।
চান্দ জন্মিল যেমুন জমিনের কোলে ॥ ১২
যা'র দিকে চায় পুত্র দুই আঁখি মেলে।
সেই ত আসিয়া তা'রে তুল্লিহা লহে কোলে ॥ ১৪

(আহারে ভাই) এক দুই তিন করি বরষ গুজরে।
দেখিতে দেখিতে কুমার কুড়ি বচ্ছর ধরে ॥ ১৬
বাছার যৈবন অইল চন্দ্রের সমান।
সানন্দিত অইল রাজা দেখিয়া বয়ান ॥ ১৮

---

[1] পুরান্ধর=(?) [2] তাইন=তিনি।
[3] স'র=সহর।

তবে ত শিলুই রাজা যুক্তি যে করিল।
পুত্রের বিবাহ দিতে মনে থির কইল ॥
উজির নাজিরে ডাক্যা কয় ভালা তোমরা সবে শুন।
কেথায় আছে শুন্দর কন্যা চেরাবন্দি [১] আন ॥
যেমুন আমার পুত্রধন মুকুট কুমার।
সেই মত কন্যা আন ভালা পছন্দ বাহার ॥
যেমুন আমার পুত্র চান্দের সমান।
সেই মতে হবে কন্যা ভালা তিল নয় সে আন [২] ॥

যে বাগে [৩] গোলাপ গুল গো দেখিতে সুন্দর।
এক লস্করে রাজা পাঠাইল উত্তর ॥
আর ত লস্কর রাজার পুবে মেলা নাই সে দিল।
আর ত লস্কর রাজার পশ্চিম মেলা করল ॥
আর ত লস্কর ভাইরে দক্ষিণ বুল্যা যায়।
চাইর দিকে লোক তবে পাঠাইল রায় ॥

কতদিনে উত্তর্যা ফিরিয়া আইল ঘর।
উত্তর রাজার কন্যা দেখিতে সুন্দর ॥
সন্ধ্যা কালের তারা যেমুন আসমানেতে জ্বলে।
হাট্যা যাইতে কেশ কন্যার দাসারা লয় কোলে ॥
চাম্পা না ফুলের মতন কন্যার অঙ্গের বরণ রে।
আষাঢ়িয়া নদীর পানি কন্যার পরথম যৈবন রে ॥
এও কন্যা মুকুট কুমার পছন্দ না করে।
চেরাবন্দি পট কুমার ফেলাইল দূর ক'রে ॥

---

১ চেরাবন্দি=চেহারাবন্দি অর্থাৎ ছবি তুলিয়া।

২ তিল নয় সে আন=এক তিল অন্যরূপ হইবে না। ৩ বাগে=বাগানে।

তবে দক্ষিণা কন্যার চেরাবন্দি আনে।
এমন সুন্দর কন্যা নাই সে তিরভুবনে॥ ৪২
সোণার বরণ কন্যার জমিনে পড়ে কেশ।
সন্ধ্যাকালের তারা রে ভাই দুই নয়ানে জ্বলে।
এও পট মুকুট রায় ফালাইল দূরে॥ ৪৫

পূবের দেশের কন্যা ভাই রে ভবে মিলা ভার।
তাহার রূপের কথা কইতে চমৎকার॥ ৪৭
হীরামন পালে কন্যা খাট পালঙ্গে বইসারে।
জমিনে পড়িলে ছায়া জমিন উজল করে॥ ৪৯
জলেতে পড়িলে ছায়া জল ত উজালা।
সোণার পালঙ্কে কন্যা ভালা শুইয়া নিদ্রা যায় রে।
সোণার মন্দির দেখে কন্যার রূপে যুড়ে॥ ৫২
এও কন্যা মুকুট রায় পছন্দ না করিল।
পচ্চিম মুল্লুক হইতে লস্কর ফিরিয়া আইলু রে॥ ৫৪

আরে ভাই ভাই রে পচ্চিম রাজার বেটি বেহেস্তের পরী।
সংসারেতে নাই ভাই এই মত সুন্দরী॥ ৫৬
যেমুন কেশ তেমুন বেশ তেমুন সুসুরা[১]।
দুই আঁখিতে ভইরা থুইছে কন্যায় জ্বলন্ত আঙ্গেরা॥ ৫৮
এক খাটে ঘুমায় কন্যা আর খাটে ত চুল।
মুখে ত ফুটিয়া কন্যার শতেক চাম্পা ফুল॥ ৬০
হাট্যা যাইতে কন্যার মাইঝা ভাইঙ্গা পড়ে।
এক শত ধাই দাসী কন্যার সঙ্গে ত ফিরে॥ ৬২
এও কন্যা মুকুট রায় ভালা পছন্দ না করিল।
চেরাবন্দি পট রায় দুরত ফালাইল রে॥ ৬৪

---

১ সুসুরা = সুশ্রী।

(হারে ভাই রে ভাই)

এরে শুন্যা শিলুই রায় ভালা গোস্বায় না জ্বলিল।
কটুয়াল জল্লাদে পুত্রে হাওলা[১] সে করিল॥ ৬৬
আরে র দুর্জ্জন পুত্র অইল কুলাঙ্গারা।
আমারে অপমান কল্লে কি কহিবাম তোরে॥ ৬৮
পাত্র মিত্র জনে তবে বুঝাইল রাজারে।
তবে রাজা মুকুট রায় ভালা হুকুম যে দিলা রে।
শুন পুত্র শুন বাপধন বলি যে তোমারে॥ ৭১
(আরে পুত্র) একশত ঘোড়া লওরে বাছাই করিয়া।
একশত হাতী লওরে বাছাই করিয়া॥ ৭৩
যারে মনে ধরে পুত্র লও রে লস্কর।
এহি সব লইয়া তুমি যাহ নিরান্তর॥ ৭৫
দিনদুইনারে যত আছে রাজার কুমারী।
তার মধ্যে দেখ্যা আইস পছন্ত সুন্দরী॥ ৭৭
তার মধ্যে দেখ্যা কুমার আরে যেবা লহে মনে।
তাহারে করাইবাম বিয়া তোমার কারণে॥ ৭৯
ধুবা নাপিতের কন্যা খেউরের ভাণ্ডারী।
যা'রে পছন্তিবে তা'রে আন বিভা করি'॥ ৮১

এরে শুন্যা মুকুট রায় তবে কোন্ কাম করিল।
লোক লস্করা লইয়া মেলা যে করিল॥ ৮৩
মায় কান্দে ভাই সে কান্দে কাইন্দা জারে জার[২]।
আইজ হইতে দক্ষিণা মুলুক হইল অন্ধকার॥ ৮৫

---

১ হাওলা=দাখিল (সমর্পণ করিয়া দিল)

২ জারে জার=অতিশয় বিহ্বল হইল।

(২)

আরে ভাই রে—

সাত জঙ্গল তের নদী তুরন্ত হাওর [১] রে।
পার হইয়া যায় কুমার নেয়াজা সহরে॥ ২
নেয়াজা হইয়া পার রে পূবমুখী চলে।
বেইল ভাটি [২] দাখিল হইল বেহুরা জঙ্গলে॥ ৪

ভাই রে ভাই—

বেহুরা জঙ্গলার কথা শুন দিয়া মন।
শতেক যোজন ভইরা বেড়া সেই বন॥ ৬

আরে ভাই রে ভাই—

বেহুরা জঙ্গলা কি রে বাঘ ভালুক হায় রে।
বড় বড় অজাগর হরিণা ধইরা খায় রে॥ ৮
সেই বনে প্রবেশত কুমার রে।
শুন শুন লোকজন রে বলি যে তোমরার কাছে রে।
তোমরা সবে যাহ ত মুল্লুকে রে॥ ১১
মায়ের ধন মায়ের কোলে
তোমরা যাহ ত চইলে রে।
আমি ত হইলাম বনবাসী রে॥ ১৩
ও লোক লস্কর খাড়া হইয়া শুন রে।
যদি সে জিগায় [৩] মায় পন্নাম তাহান পায় রে।
কইয়ো মায় খাইছে জংলার বাঘে রে॥ ১৬

আরে লোক জন—

বাপে যদি ফুইদ [৪] করে।
আমার পন্নাম জানাইয়ো তারে রে॥ ১৮

[১] হাওর=জলাভূমি। [২] বেইল ভাটি=বেলার ভাটায় অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে।
[৩] জিগায়=জিজ্ঞাসা করে। [৪] ফুইদ=খোঁজ।

কইয়ো তা'রে আমার দুক্ষের বাণী—
বনেলা সে অজাগর আমারে না ধইরা খায় রে।
কইয়ো দেশে আর না ফিরমু আমি রে॥ ২১
এই মতে কাইন্দা কুমার আরে কোন্ কাম করিল।
দৌড়ের ঘোড়ার পিষ্ঠে ভালা শোয়ার যে অইল॥ ২৩

রক্ত করমজা গোটা ভাইরে ঘোড়ার বরণ।
কাম সিন্দূর দেখি তাহার বদন॥ ২৫
চলিবারে পক্ষীরার দুই কম্ম খাড়া।
জিহ্বা গোটা দেখি ঘোড়ার জ্বলন্ত আঙ্গরা।
চারিখানি পাও তার শোভে সুবন [১] ক্ষুরা॥ ২৮
সেহি ত ঘোড়ার পিষ্ঠে কুমার যখনি বসিল।
জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া ঘোড়া শূন্যে উড়া দিল॥ ৩০

(হায়) লোক জন কোথায় রইল কেবা কারে জানে।
সন্ধ্যা বেলায় দাখিল [২] গিয়া কাঠুরিয়া ভবনে॥ ৩২
(হায়) কাঠ কাট কাঠুরী ভাইরে মিন্নতি আমার।
আজি নিশি মোরে দেহ একটুকু ঠাঁই। ৩৪
কাঠুরীর ভবনে কুমার আরে রাত্রি পোষাইল।
এক দুই তিন কইরা সাত দিন গেল রে॥ ৩৬
সাত দিন পরে কুমার কিবা ন কৈল মনে।
শিকার করিতে কুমার চলে বেউর বনে॥ ৩৮

ভাই রে ভাই—

হাতে লইল ধনু ছিলা পিষ্ঠে লইল তীর।
ঘোড়ার পিষ্ঠেতে তবে হইলা শুয়ার॥ ৪০

---

[১] সুবন=সুবর্ণ, সোনার। [২] দাখিল=উপস্থিত।

(হায়) বেউর জঙ্গলা পথে ঘোড়া চলিতে না পারে।
হাটিয়া চলিল কুমার ছাড়িয়া ঘোড়ারে ॥ ৪২
কতখানি দূর গিয়া নজর কর্‌য়া চায়।
হীরামন তোতা এক গাছের ডালে দেখা যায় ॥ ৪৪
মাথায় সোণার ছিট সোণার বরণ পাখী।
এমন সুন্দর রূপ নয়ানে না দেখি ॥ ৪৬

জীবন্ত ধরিতে কুমার মনে যে করিল।
হেনকালে হীরামন শূন্যেতে উড়িল ॥ ৪৮
পাছে পাছে চলে কুমার ঊর্দ্ধপানে চাইয়া।
মেহনত[1] অইল বড় জঙ্গলা ঘুরিয়া ॥ ৫০
কতখানি দূর গিয়া কুমার সামনেতে চায়।
একটি সুন্দর কন্যা সামনে দেখতে পায় ॥ ৫২

পিন্ধনে গাছের পাতা গাছের বাকলা।
কন্যার গায়ের রঙ্গে বেউর উজ্জালা ॥ ৫৪

ভাই রে ভাই—
মুখের বরণ কন্যার সোণা চাম্পা কলি।
দুই হস্ত তুল্‌ছে কন্যার বেলাইনতে বেলি'[2] ॥ ৫৬
পিষ্ঠেতে বাহিয়া পড়ে উদাম[3] দীঘল চুল।
দুই ত কর্ণেতে শোভে ধামনার[4] ফুল ॥ ৫৮
এক হাতে শোভে ধনু আর হাতে তীর।

---

[1] মেহনত=পরিশ্রম।
[2] দুই হস্ত...বেলি'=দুইটি হাত এমন সুগোল, যেন বেলুন দিয়া বেলিয়া সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হইয়াছে।
[3] উদাম=খোলা।
[4] ধামনার=(?)

আগে আগে চলে কন্যা উন্নমুখী[১] হইয়া।
পাছে ত চলিল কুমার পাগল হইয়া॥ ৬১
কতকখানি দূর গিয়া কন্যা কোন্ বা দেখিল।
দুই হাঁটু পাতিয়া কন্যা ভূমে ত বসিল॥ ৬৩
ডানি হাতে ধরে ধনু বাঁও হাতে ছিলা।
হেনকালে ত কুমার কোন্ কাম করিলা॥ ৬৫

ভাই রে ভাই—

দারাকের[২] ডালে বসিয়া হীরামন তোতা।
তাহার চৌদিকে বেড়ে গাছের নয়া পাতা॥ ৬৭
জল্‌দি করিয়া কুমার ধনু হাতে লইল।
এক তীরে কুমার যে পখিরে মারিল॥ ৬৯
ডাইল ছাইড়া হীরামন জমিনে লুটায়।
এতেক দেখিয়া কন্যা পিছু পানে চায়॥ ৭১

শুন শুন বনেলা কন্যা কহি যে তোমারে।
আমি মারছি তোমার পখি লো কন্যা,
তুমি বধ মোরে॥ ৭৩
আঁখি নাই সে ফিরে, কন্যা চমকি চাহিল।
আচানক পুরুষ হেথা কোন খান থাক্যা আইল॥ ৭৫

শুন রে ভিন্ন দেশী কুমার শুন দিয়া মন।
বেউর জঙ্গলায় দেখি কিসের কারণ॥ ৭৭
কে বা তোমার মাও বাপ রে কে বা তোমার ভাই।
কুয়াবে[৩] এমুন রূপ কভু দেখি নাই॥ ৭৯

---

[১] উন্নমুখী=ঊর্দ্ধমুখী। [২] দারাকের=একরূপ বৃহৎ বন্য বৃক্ষ।
[৩] কুয়াবে=খোয়াবে, স্বপ্নে।

বনুয়ার নারী আমি জঙ্গলায় বসতি।
শিকার করিয়া ফিরি অন্য কার্য্য নাই॥
বনেলা বিয়াধের মাইয়া মুঞ[১] আকপালী[২]।
পশুপঙ্খী মাইরা আমরা করি উদ্দর-পালি[৩]॥
আমার পঙ্খীরে তুমি মারলা কি কারণ।
কুমার কহিলা শুন মোর ত বিবারণ॥

দক্ষিণ মুলুক কন্যা আমার বসতি।
শুইয়া আছিলাম কন্যা জোড়-মন্দির ঘরে॥
কুয়াব দেখিলাম কন্যা রাত্তর নিশাকালে।
কুয়াবে দেখিলাম কন্যা লো কন্যা তোর চান্দ বয়ান
ঘুরিয়া তামাম দেশ হইলাম হয়রান॥

কত কত রাজার মাইয়া নয়ানেতে দেখি।
এক এক কন্যা যেমুন বেহস্তের পঙ্খী॥
এ সব রাজার বেটী মনে না ধরিল।
এ মতি পাগল মন বৈদেশী করিল।
নানান দেশ ঘুর‍্যা কন্যা লো বেউরে আসিনু।
সপ্পনের ধন মোর সাক্ষাতে মিলিল॥

কুমারের কথা শুন্যা কন্যার দুই আঁখি ঝুরে।
দুই ত নয়ানের পানি ঝরঝরি পড়ে॥
কি করিলে সুন্দর কুমার কি করিলে হায়।
আর না দেখিবা কুমার তোমার বাপ মায়॥

---

১ মুঞ=আমি। ২ আকপালী=ভাগ্যহীনা।
৩ উদ্দর-পালি=উদর-পালন।

আর না পাইবা রাজ্জতি কুমার রাজার ছাওয়াল
বনেলা বিয়াধের দেশ জঙ্গলায় কাল ॥ ১০২
যারে দেখে তারে মারে মায়া বাস্না নাই।
বুকে ত মারিব তীর পন্থে লাগাল পাই ॥ ১০৪
বাঘ ভালুক হইতে কুমার আরে বেশী ডর দেখি।
অল্প ত মাথার কেশ, কোথায় ছাপাইয়া রাখি রে [1] ॥ ১০৬

কলিজার লৌহ যদি বুকে দিতাম থান [2]।
দেহাতে ভরিয়া রাখতাম হইলে পরাণ ॥ ১০৮
নয়ানে রাখতাম ভইরা না হইতাম পাশুরা।
দিশালে হইতে যদি তুই নয়ানের তারা ॥ ১১০
এ সবার বেশী তুমি পরাণের পরাণ।
কোন্‌খানে লুকাইয়া রাখি এই পুন্নুর [3] চরণ ॥ ১১২

কান্দিয়া কাটিয়া কন্যা ফালায় ধনুক-ছিলা।
কেমুনে পিরীতের জ্বালা বুঝিল বনেলা ॥ ১১৪
মাস নহে বচ্ছর নহে দণ্ড তুই চারি।
পিরীতের দুঃখু কেমনে বুঝে বনের নারী ॥ ১১৬
পাইলে মাণিক যেমুন সাত রাজার ধন।
উপায় ভাবিতে কন্যা চিন্তে মনে মন ॥ ১১৮
আরে ভাইরে এক নিশি লুকাইয়া রাখে দাড়াকের ডালে।
আর দিন লুকাইয়া রাখে বিক্কের [4] কুটলে [5] ॥ ১২০

---

[1] অল্প......রাখি রে=আমার মাথার চুল এত বেশী নহে যে তোমাকে তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারি।
[2] থান=স্থান।
[3] পুন্নুর=পুণ্যের।
[4] বিক্কের=বৃক্ষের।
[5] কুটলে=কোটরে।

আর ভাই,

আর দিন ঢাকে কন্যা গাছের পাতা দিয়া।
সাত রোজ রাখে কন্যা আড়ালি করিয়া ॥ ১২২
রাইতে আসে দিনে যায় বিয়াধের দল।
গামরা [১] হইয়া কন্যা না ঢুঁড়ে জঙ্গল ॥ ১২৪
মাথায় দারুণ বিষ সকলে ভাড়ায়।
পলাইবার পথ নাই কি মতে পলায় ॥ ১২৬

শুন শুন কন্যা লো বলি তোমার ঠাঁই।
বেউর ছাড়িয়া চল মুল্লুকেতে যাই ॥ ১২৮
শুনিয়া বনের নারী চমকিরা উঠিল।
কুমারের সঙ্গে যাইতে মনে স্থির কৈল ॥ ১৩০
একদিন বন্নুয়ার দল শিকারেতে যায়।
সময় বুঝিয়া দূরে পলাইয়া যায় ॥ ১৩২

(৩)

আর ভাই রে—

দক্ষিণা মুল্লুকখানি করে তোলপার।
বিভা [২] করিয়া দেশে আইসাছে কুমার ॥ ২
বাপে ত বান্ধিয়া দিল জলটুঙ্গি ঘর।
কন্যারে লইয়া কুমার থাকে নিরন্তর ॥ ৪
সোণার খাট সোণার পালঙ্ক যোড়মন্দির ঘরে।
আবের[৩] পাঙ্খায় ধাই[৪] বাতাস না করে ॥ ৬
কইন্যারে পরায় কুমার নানান রত্ন অলঙ্কার।
পায়ে ত পঞ্চম আর গলায় রত্নহার ॥ ৮

---

[১] গামরা=(?)
আবের=অভ্রের।
[২] বিভা=বিবাহ।
[৪] ধাই=পরিচারিকা।

সিঁথিতে সিঁথানি কন্যা তারা যেন জ্বলে।
বাহার করিয়া সাড়ী তুলিল কাঁকালে॥ ১০
আর যতেক অলঙ্কার কহিতে না পারি।
এহিমতে সাজন করিল বনেলা সুন্দরী॥ ১২
চৈত না ফাগুন মাস যায় এই মতে।
ফুলের মধু খাইয়া দেখ গুঞ্জরে ভমরা।
কন্যার দেখিয়া রূপ কুমার বেহুরা[1]॥ ১৫
দিনে দিনে বাড়ে রূপ তিল নাই সে কমে।
হেনকালে শুন কিবা করিল দুষ্ মনে॥ ১৭

আরে, ভালা কইরা গাইও দিশা তালে রাইখ পাও।
এই না দিশা রাখ্যা তোমরা আরেক দিশা গাও॥ ১৯
পুষ্পমধু খাইয়া যেমন ভমরা পাগল।
কন্যারে লইয়া কুমার থাকে নিরন্তর॥ ২১
একদিন বইসা কুমার যোড়মন্দির ঘর।
পান গুয়া খায় কুমার হরষিত অন্তর॥ ২৩
(ভাই রে ভাই) কৈতরা-কৈতরী[2] যেমুন মুখে মুখ দিয়া।
মধু পান করে দুহে আসক[3] হইয়া॥ ২৫

গৈরব না কর বান্দারে আরে বন্দা দৈব কাছে কাছে।
আজ ত আইসাছে সুখ, দুঃখু তাহার পাছে॥ ২৭
আজ যে হাসিছ বান্দা না রাখ খবর।
কালুকা কান্দিয়া মরবা বেইলের[4] আড়াই প'র[5]॥ ২৯
আজত সুখের গুজরান করছ গুণাগার।
কাইল ত চাহিয়া দেখ্বা দুইনারি[6] আন্ধার॥ ৩১

---

১ বেহুরা=পাগল।
২ কৈতরা-কৈতরী=কপোত-কপোতী
৩ আসক=প্রণয়াসক্ত।
৪ বেইলের=বেলায়।
৫ আড়াই প'র=আড়াই প্রহর।
৬ দুইনারি=দুনিয়া, পৃথিবী।

কোদালে কাটিয়া মাটি উপরে দিবে চাপা।
চারিদিকে চাহিয়া দেখ্‌বে কোথারে মা বাপা॥
কিড়ায় [১] কাটিয়া মাংস সুখেতে ভুঞ্জিবে।
দিন-দুইনারির [২] সুখ কৈবা পইড়া রবে॥
আর ভাই মারফতি [৩] কথা এখন নিরবধি থুইয়া।
দিশা গাও খেরুয়াল ভাইরে সভার হুকুম লইয়া॥

তার পরে হইল কিবা শুন বিবারণ।
দুয়ে মিলি রসকলা করয়ে ভুঞ্জন॥
একদিন সন্ধ্যা বেলা জল-টুঙ্গি ঘরে।
দুইজনে বস্যা তারা আলাপন করে॥
হেনকালে সন্ধ্যা দেখ গুজরিয়া যায়।
দুরান্ত দুস্মন বনুয়া [৪] কিবান [৫] করে হায়॥

মারিল বিষের তীর কুমারের বুকে।
জমিনে পড়িল কুমার—লহু [৬] ছুটে মুখে॥
কলিজা ভেদিয়া তীর পিঠেতে বাইরল।
দেখিয়া বনেলা কন্যা কোলে তুইল্যা লইল॥

আহা আহা পরাণের পতি এমুন হইল।
কেমুন দুস্মনে জানি এমুন করিল॥
আঁখি মেইলা চাও বান্ধুই আঁখি মেইলা চাও।
আমারে একেলা থুইয়া কইবা [৭] চল্যা যাও॥

---

১ কিড়ায়=কীটে, পোকায়।
২ দিন-দুইনারির=দিন-দু'নিয়ার, পৃথিবীর।
৩ মারফতি=ফরমাইসি, শ্রোতৃবর্গের ইচ্ছায় অবান্তর কথা।
৪ বনুয়া=শ্যালক, গালাগালি দিয়া সম্বোধন।
৫ কিবান=কি। ৬ লহু=রক্ত। ৭ কইবা=কোথায়।

মাও নাই বাপ নাই মোর গর্ভ-সোদর ভাই।
তুইনায়ে আপনা বল্‌তে কেউ মোর যে নাই॥
আছিলাম বনের পঙ্খী জঙ্গলায় বসতি।
পিঞ্জরে ভরিয়া বন্ধু শিখাইলে পিরীতি॥
আমার পরাণ, বন্ধু, তোরে দিয়া যাই।
তোমার নিছুনি [১] লইয়া আমি মইরা যাই॥

মুখে মুখ দিয়া কন্যা করয়ে চুম্বন।
তুই নয়ানের পানি কন্যার মেঘের বরিষণ॥

না জানি না চিনি দেশ কেবা তার কেমুন।
তোমার লাগিয়া চিনা হইল এমুন॥
কালুকা বিয়ানে মায় পুছিবে যখনি।
কি বাৎ কহিমু তাঁরে পাগল জননী॥
কালুকা বিয়ানে রাজা পুছিবে যখন।
কি বাৎ কহিয়া তাঁর প্রবোধিব মন॥
রাজ্যের যতেক লোক পুছিবে আমারে।
পুছিলে উত্তর কিবা দিমু তা' সবারে॥
যতেক নাগরিয়া লোকে দিবে বেড়াবাড়ি [২]।
মুখেত পাড়িবে গালি পুরুষ-বধী নারী॥

এহি মতে কান্দ্যা কন্যা কোন্ কাম করে।
মড়া লইয়া যায় কন্যা জোড়মন্দির ঘরে॥
কান্দিয়া কাটিয়া কন্যায় রাত্রি পোষাইল।
যতেক নাগরিয়া লোকে পরভাতে জানিল॥
রাজা কান্দে রাণী কান্দে মরা পুত্র লইয়া।
ধাই দাসী সবে কান্দে জমিনে পড়িয়া॥

---

[১] নিছুনি=যত আপদ্-বালাই। [২] বেড়াবাড়ি=গালি।

পাত্রমিত্র জনে কান্দে নগরের লোকে।
হায়রে দারুণ বিধি ফালাইল বিপাকে॥ ৭৭

তবে রাজা বনেলারে[১] করে জিজ্ঞাসন।
কি মতে হইল মোর পুত্রের মরণ॥ ৭৯
কন্যার যতেক কথা বিশ্বাস না করে।
পাত্রমিত্র কহে, রাজা, বান্ধহ ইহারে॥ ৮১
বনুয়া[২] রাক্ষুসী এই মোর লয় মন।
খাইতে মড়ার মাংস বইধাছে জীবন॥ ৮৩

পাত্রমিত্র সহ রাজা যুক্তি সে করিল।
দোছালে[৩] সিন্ধুক এক কামেলা বানাইল॥ ৮৫
সিন্ধুকে ভরিয়া পুত্র মরার সঙ্গেতে।
জীবন্ত বনেলা কন্যা দিল তার সাথে॥ ৮৭

আরে ভাই রে—

কুলুপ করি সিন্ধুক জলে ভাসাইল।
জলের উপরে সিন্ধুক ভাসিয়া চলিল॥ ৮৯

হায় ভালা—

তারপরে হইল কিবা শুন বিবারণ।
জাল বায় জালুয়া দেখ ভাই দুইজন॥ ৯১
দৈব যোগ সিন্ধুক যে জালেতে ঠেকিল।
টানিয়া টুনিয়া তারা উপরে আনিল॥ ৯৩
কুলুপ ভাঙ্গিয়া তারা দেখে আচরিত।
মড়ার সঙ্গেতে জেতা, কেমুন পিরীত॥ ৯৫

---

১ বনেলারে=জঙ্গলী মেয়েরে। ২ বনুয়া=বনের।
৩ দোচালে= (?)

ভয় পাইয়া জালুয়ারা পলাইয়া গেল।
মরা পতি লইয়া কন্যা বাহির হইল॥

মরা কান্ধে লইয়া কন্যা জঙ্গলা বেড়ায়।
দুই আঁখির জল পইরা কন্যার গহিন[1] ভাস্যা যায়॥
"জাগ জাগ পতি আরে চক্ষু মেলি চাও।
অভাগ্যা বনেলা কন্যায় কেন বা ভাঁরাও[2]॥
মাও বাপ নাহি ছিল গর্ভ-সোদর ভাই।
অভাগ্যা বনেলা জাতি কোন্ দুঃখু নাই॥
স্বপনে রাজার রাণী, স্বপনে কাঙালী।
স্বপনে করিলে মোরে দুঃখের কপালী॥
রাজত্বি ঠাকুরালী কিছুই না চাই।
বনে ত বসতি করি তোমায় যদি পাই॥
হায় কোথায় রহিলে প্রভু তুমি নিরঞ্জন।
অভাগ্যা বনেলা কন্যা করিছে কান্দন॥
প্রভুরে বাঁচাও আল্লা আর নাই সে চাই।
তোমার জনাবে আল্লা সেলাম জানাই॥

সপ্ততালা বেহেস্ত পুরী সোণার ভুবন।
তাহার উপরে আছুন আল্লা নিরঞ্জন॥
বনেলার কান্দনেতে আসন নড়িল।
বত্রিশ পেগাম্বরে ডাক্যা কহিতে লাগিল॥
শুন শুন পেগাম্বর কহি যে তোমারে।
জল্‌দি করিয়া যাও জঙ্গলার ভিতরে॥
নোয়াজার কন্যা কান্দে পতি হারাইয়া।
তাহার পরাণ রাখ পতি দান দিয়া॥

[1] গহিন = ঘন বন॥ [2] ভাঁরাও = ঠকাও।

এই দিকে হইল কিবা শুন বিবারণ।
মড়ার গায়েত করে কীড়ার দংশন॥ ১২১
কান্দে বনেলা কন্যা হরদিশ[১] বেহুরা[২]।
দুই হাতে বাছ্যা ফেলে মড়ার শরীলের কীড়া॥ ১২৩
মাংস খসিয়া পড়ে, হাড় রইল খালি।
কান্দে বনেলা কন্যা পতি পতি বলি॥ ১২৫
হেনকালে বত্রিশ পেগাম্বর।
জল্দি চলিয়া আইল জঙ্গলা ভিতর॥ ১২৭

নেয়াজার সরের রাজা তোমার যে বাপ।
জঙ্গল ঢুঁড়িয়া কন্যা পাইলে বড় তাপ॥ ১২৯
প্রভুর কেরামতে[৩] আমি এহারে জিয়াই।
তুরন্ত[৪] চলিয়া যাও তুমি নেয়াজার সরে॥ ১৩১
আমি যে জিয়াইব পতি না দেখিবা তুমি।
মনিষ্যি দেখিলে কন্যা হইবে হয়রানি[৫]॥ ১৩৩
জিয়ন মরণ দশা মুরশীদের হাতে।
মরায় না আসে পরাণ মানুষ থাকিতে॥ ১৩৫
বিখালী[৬] বনের মাধ্যে জিউদান দিব।
পউখ পাখালী কারে সামনে না থাকিব॥ ১৩৭

এই কথা শুনিয়া কন্যা জমিনে ঢলিল।
কেমুনে জানিমু পতি পরাণে বাঁচিল॥ ১৩৯
এই কথা শুন্যা তবে রসুল পেগাম্বর।
একে একে জোরা দিল বত্রিশ পঞ্জর॥ ১৪১

---

১ হরদিশ=হারা উদ্দেশে, লক্ষ্যশূন্য ভাবে। ২ বেহুরা=পাগলা, বাউরিয়া, বাউলিয়া ইত্যাদি শব্দ পাগল অর্থে ব্যবহৃত হইত।

৩ কেরামতে=মাহাত্ম্যে। ৪ তুরন্ত=ত্বরিত।

৫ হয়রানি=বিপন্ন। ৬ বিখালী=বৃক্ষসমন্বিত।

কালাম ঝাড়িয়া তবে মন্তর পড়িল।
হাড়ের উপরি মাংস জুরা ত লাগিল ॥ ১৪৩
আর মন্তর পড়ে মুর্‌শীদ গো
আরে মুর্‌শীদ মড়ার পানে চাইয়া।
জিয়ন চর্ম্মেত দেহা লইল ঢাকিয়া ॥ ১৪৬

বনেলা কন্যারে মুর্‌শীদ কহিল বচন।
বে-পত্যয় [১] না হও কন্যা শুন দিয়া মন ॥ ১৪৮
এহিবার পতিরে তোমার দিমু জিউ দান।
জল্‌দি করি যাও তুমি নেয়াজার সর ॥" ১৫০

হুর নবী বৈল্লা মুর্‌শীদ তিন ডাক মাইল।
নেয়াজার সরে কন্যায় উড়াইয়া নিল ॥ ১৫২

আর ভাইরে—

তবে ত শিলুই রাজা আনন্দ অপার।
মরা পুত্র জিয়া আইসে এমুন ভাগ্যি কার ॥ ১৫৪
জলটুঙ্গি ঘরে কুমার দাখিল হইল।
তথায় কন্যার দেখা খুঁজিয়া না পাইল ॥ ১৫৬
মায়ে পুছে বাপে পুছে রে কুমার পুছে বান্ধই জনে।
এই যে আছিল কন্যা গেল কেথাকারে ॥ ১৫৮
জানের জান কন্যায় আমার কেমুন জনে বধিল।
দানাপানি ছাইরা কুমার পাগল হইয়া গেল ॥ ১৬০
পশর রাজার পুরী আবেতে ঘিরিল।
পুন্নিমার চান কেন মেঘে আবুরিল।
সহর বাজারে ঢোল মারিতে লাগিল ॥ ১৬৩

---

[১] বে-পত্যয় = বিশ্বাসহারা।

যেই জনে পুত্রে মোর ভালা কইরা দিবে।
সুমানে করিয়া ভাগ অর্দ্ধরাজ্য নিবে ॥ ১৬৫

ভাই রে ভাই—

উত্তর দক্ষিণ ভাইরে পূব দেশ চাইয়া।
গিরদে গিরদে[১] ঢোল রাজা দিল পাঠাইয়া ॥ ১৬৭

এই দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
নেওয়াজের রাজা কন্যায় পাইল যখন ॥ ১৬৯
কন্যার রূপেত রাজার রাজ্যখানি জুরে।
সেহি ঘর পশর কন্যা থাকে যেই ঘরে ॥ ১৭১

ভাইরে ভাই—

যুব্বমানা দেখ্যা রাজা কন্যা বিয়া দিতে।
লস্কর পাঠাইল রাজা নানান দেশেতে ॥ ১৭৩
হেন কালে শিলুই রাজার যতেক লস্কর্।
ঢোল লইয়া মারে নেয়াজার সর ॥ ১৭৫

হেনকালে মুর্শীদ গো কোন্ কাম করিল।
ভালা কইরা দিব পুত্রে ঢোল যে ছুঁইল ॥ ১৭৭
লোক লস্কর তবে কোন্ কাম করে।
মুর্শীদে ধরিয়া লইল শিলুই রাজার কাছে ॥ ১৭৯

মুর্শীদ ডাকিয়া কয় শিলুই রাজারে।
নেয়াজার কন্যা তুমি বিয়া করাও তারে ॥ ১৮১
তবে ত চলিল লোক নেয়াজার সরে।
চেরাবন্দী পট আন্যা দেখাইল কুমারে ॥ ১৮৩

[১]গিরদে গিরদে=রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে।

চেরাবন্দী পট গো কুমার আহা ভালা যইখানে [1] দেখিল।
বুকেত লইয়া পটগো কাঁদিতে লাগিল ॥

আহারে দারুণা বিধি কোন্ কাম করিল।
আমার জানের জান কি লাগি বধিল ॥
বাপ দুস্মন, মাও দুস্মন, সুহৃদ বলি কারে।
আমার পরাণের কন্যা ভাসাইল সায়রে ॥
আমার জানের জান জলে ডুব্যা মরে।
আর না থাকিবাম আমি শিলুই রাজার ঘরে ॥

দিশা —কান্দে মুকুট কুমার মাথা থাপাইয়া—

আর ভাইরে ভাই—

এই দিকে নেয়াজার কন্যা পাগল হইল।
দুইনারির [2] চিজবস্তু সকলে ছাড়িল ॥
ভালা ভালা সাড়ী আর রত্ন অলঙ্কার।
দাঁতে ত ছিঁড়িয়া করে পার পার ॥
কেশ নাহি বান্ধে কন্যা না পিন্ধে বসন।
প্রাণপতি বল্যা কন্যা কাঁদে ঘন ঘন ॥
তবে ত নেয়াজার রাজা দুঃখিত হইল।
সহর বাজার জুর‍্যা ঢোল যে মারিল ॥
যেহি জনে আমার কন্যা ভাল করিয়া দিবে।
সুমানে অর্দ্ধেক কইরা রাজত্বি না লইবে ॥
এও ঢোল মুরশীদ যে আগুরি [3] ধরিল।
নেয়াজার কন্যা আনি দাখিল করিল ॥

হীরামনে পাইল শাড়ী চান্দে যেমুন তারা।
অজগারে পাইল মণি, অন্ধে নয়ন তারা ॥

[1] যইখানে=যখন। [2] দুইনারির=দুনিয়ার জগতের।
[3] আগুরি=আগুলিয়া, আটকাইয়া।

রাজা কয় মুরশীদ গো ধরি তোমার চরণ।
পুত্রদান পাইলাম তোমার কারণ॥ ২০৮
কোন্ রাজ্য কত ধন চাহত কি দিম [১]।
মুরশীদ কহিছে আমি মুইটের ফকির॥ ২১০

হায় মুরশীদের কেরামত রাজা যখনি জানিল।
নবীর কলেমা পইরা মুছুলমান হইল॥ ২১২
তবে ত নেয়াজার রাজা বিসমেল্লা বলিয়া।
কাফের আছিল রাজা বেদীন হইয়া॥ ২১৪
মুছলমান হইল রাজা সানন্দিত মন।
পূব পশ্চিম দিক্ করিয়া বন্দন।
যতেক কাফের লোক মুছুল্লি হইল॥ ২১৭

আল্লা আল্লা বল ভাইরে নবী কর সার।
নবীর কলেমা পড় বন্দা গুণাগার॥ ২১৯
গৈরব করিছ বান্দা এ দেহের মিছা।
মিছা কথা এ দুনিয়া আল্লা নবী সাঁচা॥ ২২১
আইজ হাসিছ বান্দা না রাখ খবর।
কালুকা কান্দিয়া মরবা বেইলের আড়াই পর॥ ২১৩
আইজত সুখের গুজরান করছ গুনাগার।
কাইল ত চাহিয়া দেখ্‌বা দুইনাই আঁধার॥ ২২৫
কোদালে কাটিয়া মাটি উপুরেতে চাপা।
চারিদিকে চাইয়া দেখ্‌বে কোথাও মাও বাপা॥ ২২৭

কিড়ায় কাটিয়া মাংস সুখেতে ভুঞ্জিবে।
দিন দুইনারীরি সুখ কোথায় পইরা রইবে॥ ২২৯

---

[১] কি দিম=কি দিব।

আল্লা আমিন বল মমিন বল মমিনা ভাই।
সার কেবল আল্লাজীর নামটি অসার দুইনাই ১॥ ২৩১
দুই দিনের হাসি কান্দন বেইল গেলে ফুরায়।
কার লাগ্যা কেবা কান্দে বুঝন হইল দায়॥ ২৩৩
দিন থাকিতে ধর ভাইরে মুর্‌শীদের চরণ।
দিন থাকিতে ভজ ভাইরে আল্লা নিরাঞ্জন॥ ২৩৫
দক্ষিণ মুল্লুকের কথা এইখানে থুইয়া।
পুবেত কাফেরের দেশ শুন মন দিয়া॥ ২৩৭

(বাকীটা পাওয়া যায় নাই।)

---

১ দুইনাই = দুনিয়া।

ভাবইয়া রাজার কাহিনী

ভারইয়া রাজার কাহিনী

(১)

আম গোসাইলার ভারইয়া রাজা রে
কথা শুন দিয়া মন।
এমুন ক্ষেমতাবান রাজা নাই সে ত্রিভুবন॥ ৩
মুল্লুকগিরী করে রাজা সুন্দাসেতীর[১] পাড়;
আরে ভালা সুন্দাসেতীর পাড়॥ ৫
লোক লস্কর যত, তাহান বা কহিবাম কত,
সে আচানোকা[২] সমাচার॥ ৭

সভা কইরা বইছ[৩] ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
তোমরায় জনাবে আগে জানাইরে সেলাম॥ ৯
আজিকার গান গাইম ভারইয়ার কাহিনী।
কি গান গাহিবাম আমি ভাল মন্দ নাহি জানি॥ ১১

আরে ভাই এক পাল হাতী আছে রাজার
আর পাল ঘোড়া। ১৩
ময়াল মহিষ কত গুণিয়া বড়ায় না তত
শত শত কোটাল পাহারা॥ ১৫
বাথানে দুধের গাই তার গুণাবাছা[৪] নাই
মুল্লুকের রাজা।
ভাটি মুল্লুকে নাই ভাইরে তানির মতন রাজা॥ ১৮

---

১ সুন্দাসেতী=নদীর নাম। ২ আচানোকা=আশ্চর্য্য, চমৎকার। ৩ বইছ=বসিয়াছ। ৪ গুণাবাছা=সংখ্যা; গুণাবাছা নাই=অগণন।

(২)

আর ভাইরে এক ত দিনের কথা শুন দিয়া মন।
চলিলাইন কুচ রাজা ভূমিত দরশন[১] ॥
সুন্দাসেতী নদীর পাড় কতক জঙ্গলা।
লোকজন কহে রাজা আন ত কামেলা[২] ॥
কামেলা আনিয়া রাজা কাটাও ত বন।
ভেউর জঙ্গলার মাঝে কোন্ বা প্রয়োজন ॥
তবে রাজা যুক্তি না কইরা কামেলা আনিল।
বার শত কোচ আইসা হাজির হইল ॥
রাজার না পাইক আইস্যা ডঙ্কায় মাইল বাড়ি।
বার শত কামেলা দেখ, কতক পুরুষ নারী ॥
কেহু কাটে ঘোর জঙ্গলায় বড় বড় গাছ।
কোদালিয়া কাটিয়া মাটি চলেক যত পাছ ॥
আগুন লাগাইল কেউ জঙ্গলার মাঝে।
বনের যতেক বাঘ ভাল্লুক পড়িল বিপাকে ॥
আর ভাইরে তরাসে ছুটিয়া না যায়
নাহি পায় রে দিশা।
পশুপক্ষী উইড়া যায় রে না কইরা বাসার আশা ॥
ছাও ত রাখিয়া মাও ডরেতে উড়িল।
আগুনের লাল জিব্বা আসমানে ঠেকিল ॥
বনেলা[৩] না পশুপক্ষী করে হাহাকার।
সুখের না ঘরবাড়ী, আরে ভালা,
কোন্ দুষমনে করলো ছারখার ॥

---

[১] ভূমিত দরশন=স্থান-পরিদর্শনের জন্য। [২] কামেলা=দিন-মজুর।
[৩] বনেলা=বনের।

চৈত্তের রোইদ খরতর, ভালা, বৈশাখ মাস আসে।
হাল বাইতে কোচের রাজা যুক্তি সল্লা [১] করে॥
বড় বড় হালুয়া [২] যতে দিল নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া তারা আইল কোচ রাজার বাড়ী॥

ঠাসা লাঙ্গল ভাসা হাল গরু মইষে টানে।
খবরিয়ায় কহে ত খবর রাজার বির্দ্দমানে॥

(৩)

শুন শুন বীরসিংহ রাজা কহি যে তোমারে।
তোমার জমিদারী দখল কইরা লয় ভাড়াইয়া ধাঙ্গরে॥
লাঠিয়ালে মাইল ফাল [৩], ভালা, এতেক কথা শুনিয়া।
রাজ্য যুড়িয়া লোক জনে, ভালা, হইল মুনিয়া॥

কেউবা লইল বাঁশের লাঠিরে কেউবা লইল তীর।
ঝলুঙ্গা [৪] লইয়া নাচে, ভালা, বড় বড় বীর॥
টেডা [৫] লৈল আর লইল রে, শল্‌কী [৬] চোখা-মাখা।
হাতে লৈল ধনুক ফলা মাথে লৈল ঝুকা [৭]॥

কুঁদিয়া [৮] চলিল লস্কর, আরে ভালা, সুন্দাসেতীর পাড়ে।
কামেলা পলাইয়া যায় ভালা বীর সিংহের ডরে॥

---

১ সল্লা = প্রায়ই ষড়যন্ত্র অর্থাৎ খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে পরামর্শ অর্থে।
২ হালুয়া = হলধর, কৃষক।
৩ মাইল ফাল = লাফ মারিল।
৪ ঝলুঙ্গা = তূণ।
৫ টেডা = বল্লম।
৬ শল্‌কী = বর্ষা।
৭ ঝুকা = (?)
৮ কুঁদিয়া = (নাচিয়া-কুঁদিয়া) লাফাইয়া, বীর-বিক্রমে উত্তেজিত হইয়া।

আরে ভালা, তবেত কামেলাগণ কোন্ কাম করে।
দাখিল [১] হইল তারা গিয়া ভারইয়ার পুরে॥
শুন শুন ভারইয়া রাজা কহি যে তোমারে।
আইল রাজা বীর সিংহ খেদাইল আমরারে॥

এইকথা শুইন্যা ভারইয়া রাজার গুস্‌সা [২] যে হইল।
বারুদের আগুন যেমুন জ্বলিয়া উঠিল॥
কে আছ রে লোকজন সাজরে জল্‌তি [৩]।
কত বল ধরে বেটা সেই সিঙ্গির পুতি [৪]॥
নগর কাটিয়া ভালা সাওরে [৫] ভাসাও।
বীরসিঙ্গি'র মস্তক আইন্যা, ভালা, আমারে দেখাও॥

লম্ফ দিয়া ভারইয়া রাজা ঘোড়াকে চলিল।
কুঁদিয়া ঘোড়ার পিষ্ঠে সোয়ার না হইল॥
তবে যত লোকজন কহিতে অপার।
তাহান পিছনে চলে সবে কইরা মার মার॥
দুই রাজার লোক-লস্কর, ভালা, একত্র হইল—
হায় ভালা একত্র হইল।
সায়রের বুকে যেমুন তোফান ছুটিল॥
কারও বুকে তীরের ঘা, লৌ উঠে মুখে।
ধনুক তীর বাজে গিয়া মালেমস্ত [৬] বুকে॥
সবার মস্ত পালোয়ান, 'বীর'—শিরে পাগ্‌ড়ী বানা [৭]।
আগে আগে যায় বীর নাহি মানে মানা॥

[১] দাখিল=উপস্থিত। [২] গুস্‌সা=রাগ। [৩] জল্‌তি=জল্‌দি, শীঘ্র
[৪] সিঙ্গির পুতি=সিংহ বংশের ছেলে, বীরসিংহ। [৫] সাওরে=সাগরে।
[৬] মালেমস্ত=মল্ল ও পালোয়ানদের। [৭] বানা=বান্ধা।

হাতে লোহার মুগুর যারে মারে বাড়ী।
মাও বাপের ছাড়ে আশা জমিনেতে পড়ি॥ ৭৬
কার কাটে শির গলা রে, কারও হাত পাও।
কেউ কান্দে ডাক ছাড়ে কোথা রইল মাও॥ ৭৮

সুন্দাসেতী নদীর জল, ভালা, রক্তে রাঙা হইল।
ভারইয়া দলের লোক হারি যে মানিল॥ ৮০
হাতে ধনু বীরসিংহ রাজা সন্ধান যে জানে।
পালোয়ান বীরের বুকে এক তীর হানে॥ ৮২
লোহার কাল তীর গোটা বাতাসে উড়িল।
বুকে ত বিন্ধিয়া তার পৃষ্ঠে বাহির হইল॥ ৮৪
তবে ত বীরসিংহের দল করে মার মার।
ভারইয়া রাজার লস্কর ভালা করে হাহাকার॥ ৮৬
তন্তর মন্তর জানে ভারইয়া রাজা রে—
কোন্ কাম করিল।
এক মুইট[১] থলার ধূলা হাতে ত লইল॥ ৮৮
হাতে লইয়া থলার ধূলা, ভালা, কোন্ কাম না করে।
মন্ত্র পড়িয়া রাজা ওস্তাদের নাম শুরে[২]॥ ৯০

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন্ কাম করিল।
হাতের ধূলা লইয়া রাজা ফুঁয়ে উড়াইল॥ ৯২
আন্ধ্যা লাগ্যা বন্দী হইল রে, সিঙ্গের লস্কর।
পথ নাই সে পায় তারা খুঁজিয়া বিস্তর॥ ৯৪
ঘোড়ার পিঠে সিঙ্গিরাজ পরমাদ গুণিল।
ভারইয়া রাজা তবে রাজারে বান্ধিল॥ ৯৬
হাতে দিল হাতের বেড়ী পায়েত বান্‌ল দড়ি।
হাতীর উপর লৈয়া চলে, ভালা, ভারইয়ার বাড়ী॥ ৯৮

---

১ মুইট্=মুষ্টি। ২ শুরে=স্মরণ করিল।

(৪)

লোকজন খবর কয়' গিয়া রাজার ছাওয়ালে।
তোমার বাপ বন্দী হইল ভালা ভারই রাজার পুরে॥ ১০০
বাপের দুগ্‌গতির কথা, আরে ভালা, যখনি শুনিল রে,
রাজার বেটা দুধরাজ, পরিল রণের সাজ
লাল ঘোড়ায় সওয়ার হইল রে। ১০২
আগে পাছে লস্কর যত,
বীর বড়, রে বড়—
সকলি চলিল তবে ধেইয়া।
কেউ মারে উল্কা ফাল [1]
কেউ কান্ধে লোহার ফাল, [2]
আম-গোসাইলের পথ আগুলিয়া রে॥ ১০৮

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন্ কাম করে।
আনিল ডাকিয়া রাজা যতেক লস্করে॥ ১১০
কাড়া না নাগেরা বাজে ডঙ্কায় মাইল রে বাড়ি।
যত যতেক বীর পল্লোয়ান হইল আগুসারি॥ ১১২
আরে ভালা, আলে বেড়া, তালে বেড়া,
হুঙ্কারি মারিল।
বজ্র হুঙ্কারে দেখ তালি যে লাগিল॥ ১১৪
বায়ে ত তউরালে কাট্যা [3], ডাইন সিরগালে [4] পুছে।
ভারইয়ার লস্কর যত খাড়া আগে পাছে॥ ১১৬
শমন সমান রাজার বেটা ঘোড়া গুটি চালাইল।
রণের ঘোড়ার পিঠে দেখ চাবুক মারিল॥ ১১৮

---

[1] উল্কা ফাল=উল্কার মত লম্ফ। [2] লোহার ফাল=লৌহ ফলক।
[3] বায়ে...কাট্যা=বামদিকে তরবারিতে কাটা মস্তক। [4] সিরগাল=শৃগাল

হাতে লইয়া তীর তরোয়াল, ভালা,
তারা হেন ছুটে।
ডাইনে বাঁয়ে যত লোকে কলা গাছ কাটে॥ ১২০
তবে ত ভারইয়ার লোক প্রমাদ গুণিল।
কাত্যানির কলা গাছ ভালা জমিনে ঢলিল॥ ১২২
খবরিয়ায়[১] খবর কয়, কি কর ভারই রাজা
গিরেতে[২] বসিয়া?
তোমার লস্কর যত মৈল রণথলাতে গিয়া॥ ১২৪
কি কাম করিল কুমার আরে কি কাম করিল।
বড় বড় বীর লইয়া সঙ্গেত ভারইয়া রাজা
পন্থে মেলা দিল॥ ১২৬
এক মুঠা পন্থের ধূলা হাতে ত লইয়া
ভারই রাজা, ভালা, মন্ত্র যে পড়িল।
মন্ত্র পড়িয়া রাজা ধূলা উড়াইল॥ ১২৯
কি কব ওস্তাদের গুণ গো
কামাখ্যার দেবীর কিরপায়।
যাহার প্রসাদে মরা বাঁচে
ঘরে ফিরি আয়॥ ১৩৩
যে জন হইলে রুষ্ট মূল কাটে তার নালে।
বাঁচিতে নাই সে পারে লোক লুকাইয়া সায়রের জলে॥ ১৩৫

যখনি ভারইয়া রাজা আরে ভালা ধূলি উড়াইল।
তুধরাজের লস্করা যত সবে পরমাদ গণিল॥ ১৩৭
কেহুর ভাঙ্গে ঠেঙ্গের নালা কেহুর ভাঙ্গে হাত।
বজ্জর ভাঙ্গিয়া শিরে যেন পড়ল অকস্মাৎ॥ ১৩৯

---

[১] খবরিয়া=সংবাদ-বাহক। [২] গিরেতে=গৃহে।

ঘোড়ার ভাঙ্গ্‌ল পাও, ভালা,
কুমার হায়, দেখ না দেখ নয়ানে।
কোন্ দিকে যাইতে গেলে ভারইয়ার টানে॥ ১৪২
ওলা মন্তর কোলা মন্তর রে
মন্তরের গুণে।
দুধরাজে বান্ধিয়া লৈল, হায় ভালা,
বাপের বির্দ্দমানে॥ ১৪৪

(৫)

বন্দিখানা বাপ বেটা হায় ভালা মরে ত কান্দিয়া।
বাহিশ মুণী [1] পাথর দেছে ত ভালা বুকের উপুর
তুলিয়া॥ ১৪৬
বাপ বেটার কান্দনেতে দেখ পাথর গল্যা পানি।
এহি মতে যায় দিন ভালা পোষায় রজনী॥ ১৪৮

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন্ কাম করিল।
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা যুক্তি যে করিল॥ ১৫০
এক পাত্র দিগম্বর রাজার পিয়ার [2] বড়
রাজা কোন্ কাম করে।
তাহারে পাঠাইল রাজা বন্দিখানা ঘরে॥ ১৫২

"শুন শুন সিঙ্গ রাজা, রাজা আরে,
কহি যে তোমারে।
যে কারণ আইলাম আমি রাজা তোমার গোচারে॥ ১৫৪
কোচের রাজা ভারই হাজরা সদয় হইল।
(তোমারেরে রাজা সদয় হইল)
তে কারণে আমারে পাঠাইল॥ ১৫৬

---

[1] বাহিশ মুণী = বাইশ মণ ওজনের। [2] পিয়ার = প্রিয়।

"এক কন্যা আছে রাজার যুবাবতী ঘরে।
চাম্পাবতী নাম তার জানা সকল স'রে॥ ১৫৮

"তাহান রূপের কথা কইতে না জোয়ায়।
পরদীম পসর [১] দেখ আন্ধারে লুকায়॥ ১৬০
চন্দ্র ছুরৎ রাজার বেটী যে দেখে না ভোলে।
মেঘেত বান্ধিয়া রাখে কন্যা আপনার চুলে॥ ১৬২
মুয়েত [২] বান্ধিয়া রাখে কন্যা পুন্নিমার চান্দে।
দুই না আঁখিতে কন্যা দুই তারা বান্ধে॥ ১৬৪
বুকে ত বান্ধিয়া রাখে কন্যা যোড় কুসুমের কলি।
রাঙ্গা ঠোঁটে ছাইন্দা রাখে কন্যা উজ্জ্যালা বিজুলী॥ ১৬৬
সাড়িতে বান্ধিয়া রাখে কন্যা আর যত তারা।
একবার দেখিলে রূপ না যায় পাশুরা [৩]॥ ১৬৮

"শুন শুন সিঙ্গ রাজা কহি যে তোমারে।
এহি কন্যা বিভা করাও তুমি দুধরাজ কুমারে॥ ১৭০
অর্দ্ধেক রাজত্বি দিব রাজা আরে মালে মাল।
হস্তী ঘোড়া যতেক দিবে মইষের বাথান॥ ১৭২
গাই দিব রাজা পঞ্চশত সঙ্গেত বাছুরী।
পঞ্চশত দাসী দিব রাজা রূপে বিদ্যাধুরী॥ ১৭৪
ধেয়ান গেয়ান মন্তর রে রাজা দিব শিখাইয়া।
হালে ঘরে ত যাহ রাজা এ সব লইয়া॥" ১৭৬

তবে রাজা বীরসিংহ কোন্ কাম করিল।
দিগম্বরের কথা শুনি রাজা বেন্নামুখী [৪] হইল। ১৭৮

---

১ পসর=আলোক। তাহার রূপ দেখিয়া দীপের আলো অন্ধকারে লুকায়।

২ মুয়েত=মুখে।

৩ পাশুরা=ভোলা।

৪ বেন্নামুখী=বিষ।

অনেয়াই[১] কথা রাজা আরে ভালা
বহুত ক্ষণ চিন্তা যে করিল।
দিগম্বরের কথা রাজা শেষে স্বীকার হইয়া গেল ॥ ১৮০

আপ্তকুল বিচার কইরা রে রাজা ছলনা পাতিল।
বেটার বিভা দিবেক বইল্যা ভালা স্বীকার হইল ॥ ১৮২
ডাম্বা ঢোল বাজে রাজার ঘরে ভালা
বহুত উঠ্‌ল রুল[২]।
ঘর-যুয়ানী[৩] কন্যার আইজ বুঝি ফুটল বিয়ার ফুল ॥ ১৮৪

দুই বিয়াইয়ে কোলাকুলি দেখ রঙ্গসহাল[৪] করে।
তবে ত ভারই রাজা কোন্ কাম করে ॥ ১৮৬
যত যত উছা বাছা চিজ বস্তু নগরে আছিল।
মৈষের পিঠে বোঝাই দিয়া রাজা বীরসিংহে দিল ॥ ১৮৮
খুশী হালে সিঙ্গ রাজা পুত লইয়া নিজ গিরে ফিরিল।
দেশে ত ফিরিয়া রাজা কোন্ কাম করিল ॥ ১৯০
অপমান বহুত পাইয়া ভুলিত না পারে।
আরবার বীরসিঙ্গরাজ রণসাজ ধরে ॥ ১৯২

(৬)

ঘার মুয়াইয়া তবে দুধরাজ সামনে হইল খাড়া রে।
"আমি যাইবাম আইজের রণে ত মোরে
দেহ উনমতি[৫] রে ॥ ১৯৪

---

১ অনেয়াই=অনেক। ২ রুল=রোল।
৩ ঘর-যুয়ানী=ঘর যুবতী, যুবতী হইয়াও যে পিতৃগৃহে আছে।
৪ রঙ্গসহাল=আমোদপ্রমোদ। ৫ উনমতি=অনুমতি

হায় ভালা শুন শুন বাপ ওগো কহি যে তোমারে।
ভারইয়ায় হস্তে গলে বাইন্ধা না আইন্যা আজি
দিবাম তোমারে ॥ ১৯৬
যদি না আনিতে পারি শেষে যাইরে কইয়া।
আগুণে পুড়িয়া মরিম আমি ইহার লাগিয়া ॥ ১৯৮
এ মুখ না দেখাইম বাপ গো নেছুলার সহরে।
পরতিজ্ঞা কইরা চলিলাম বাপ তোমার গোচারে ॥" ২০০

হাতে লৈয়া ঢাল খাড়া লস্কর চলিল ধাইয়া।
লাল গোটা ঘোড়াত কুমার সওয়ার হইল যাইয়া ॥ ২০২
জিব্বা গোটা দেখি ঘোড়ার জ্বলন্ত আঙ্গেরা।
পবনার গতি ঘোড়া শূন্যে মারে উড়া ॥ ২০৪
তবে ত রাজার বেটা ভালা কোন্ কাম করিল।
ভারইয়ার রাজ্যে গিয়া তিন ডাক মারিল ॥ ২০৬

"কি কররে দুষ্মন রাজা গিরেতে বসিয়া।
যম ত খাড়া হইল তোমার শিয়রে আসিয়া ॥" ২০৮
তবে ত ভারইয়া রাজা গোস্সায় জ্বলিল।
কুঁদিয়া ভারইয়া রাজা ঘরের বাহির হইল ॥ ২১০

দুই ত লস্করে রণ রণথলার মাঝে।
বড় বড় বীর পাল্লোয়ান সাজে ॥ ২১২
আটকাইতে না পারে দুধরাজে তারা যেমুন ছুটে।
কাত্যালির কলা গাছ সাম্নে পাইলে কাটে ॥ ২১৪
তবে ত আউল রাজা কোন্ কাম করে।
মন্তর পড়িয়া রাজা ধূলা মুইটা ছাড়ে ॥ ২১৬
মন্তের ধূলায় দেখ দুনিয়া আন্ধার।
দুধরাজের লস্করেরা করে হাহাকার ॥ ২১৮
শিরে গলে বান্ধিয়া ভারইয়া রাজা লইল কুমারে।
কুমারে বান্ধিয়া রাখে বন্দিখানা ঘরে ॥ ২২০

বাইশ মুণী পাথর দিল রাজা বুকে ত তুলিয়া।
লোক লস্করা গেল তার রাজ্যে ত পলাইয়া॥ ২২২

(৭)

(হায় ভালা) শীতল মন্দির ঘরে থাক্যা তাহা চাম্পাপুতি শুনে।
আপনি বহিল লোর কন্যার দুই নয়ানে॥ ২২৪
ভেউরা জঙ্গলার মাঝে বিরক্ষ সারি সারি।
এক বুণ্টায় [১] ফুটল ফুল রে পুরুষ আর নারী॥ ২২৬
যার উবুরা [২] মাটিরে দিয়া ভালা বিধাতা গড়িল।
সেই ত করম পুরুষ রে আইসা দেখা দিল॥ ২২৮
বাপে দিলা বাক্যি দান রে প্রভু হইলা তুমি।
জীবনে মরণে বন্ধু প্রাণকান্ত তুমি॥ ২৩০
বাপে দিলা বাক্যি দান আমি হইলাম দাসী।
আইজের না ফুটা ফুল রে কাইল যে হইব বাসি॥ ২৩২
আইজে গাইথাছি মালা শীতল মন্দিরে।
বহুত না কইরা আশা বন্ধু পরাইবাম তোমার গলে॥ ২৩৪

সুগন্ধি চন্দন চুয়া রাখ্যাছি যতনে।
যৌবন ঢালিয়া দিবাম বন্ধু তোমার চরণে॥ ২৩৬
কেশেত মুছাইয়া চরণ পালঙ্কে বসাইম।
সাজাইয়া বাঙ্গালা পান রে মুখে তুল্যা দিম॥ ২৩৮
তোমারে পাইব বল্যারে, বন্ধু, কতই না আশায়।
বড় দুঃখে দিন গেল রজনী না যায়॥ ২৪০
চাম্পা ফুলের মালা গলে বন্ধু আইবা মন্দিরে।
আইজ কেন আইলা শুনি দুস্মনের বেশে।
আইজ কেন আইলা শুনি লড়াইকের সাজে॥ ২৪৩

---

১ বুণ্টায়=বোঁটায়। ২ উবুরা=(?)

ঢোলের বদলে বন্ধু বাজাইলা কাড়া।
বাঁশীর বদলে বন্ধু বাজাইলা নাকারা॥ ২৪৫
মঙ্গল জোকার নাইরে বন্ধু দেশে হাহাকার।
এহি মতে হবে বুঝি বন্ধু বিয়া সে আমার॥ ২৪৭
বিষ খাইয়া মরিম আমি গলে দিবাম কাতি।
জীবনে মরণে তুমি হইও পরাণ পতি॥ ২৪৯
না দেখ্যাছি চান্দমুখ দেখ্যাছি স্বপনে।
না দেখা না শুন্সা বন্ধু সপ্যাছি পরাণে॥ ২৫১
আশা পিয়াসা লইয়া জীবন ফুরায়।
পবনায় ধূলা যেমুন শূন্যেতে মিশায়॥ ২৫৩

(৮)

কি কর সুন্দর কন্যা গিরেতে বসিয়া কিবান কর।
তোমার বন্ধু বন্দী হইল বন্দী খানার ঘর॥ ২৫৫
হাতে গলায় বাইন্ধা রাজা লইল কুমারে।
বাইশমুণী পাথর তুইল্যা দিছে বুকের পরে॥ ২৫৭
আছে বা না আছে পরাণ কে জানিতে পারে।
দুষমন হইয়া রাজা মারিল কুমারে॥ ২৫৯
এহি কথা চম্পাপুতি কন্যা যইখনে শুনিল।
বিরক ছাড়া কাউলীর লতা বিছাইয়া পড়িল॥ ২৬১

শুন শুন পরাণের ধাই গো কহি যে তোমারে।
আমারে লইয়া চল গো বন্দিখানা ঘরে॥ ২৬৩
দুষমন বিধাতা মোর কপালে লিখিল।
আবিয়াত [১] কালে মোরে বিধুবা করিল॥ ২৬৫

---

[১] আবিয়াত=অবিবাহিত।

দুষ্মন হইয়া বাপ এতেক করিল।
হস্তের না কাঞ্চন মোর জোরে কাইড়া নিল॥ ২৬৭
মাও দুষ্মন বাপ রে দুষ্মন কারে কিবান [১] বলি।
আবিয়াতে রাণ্ডী বইল্যা মোরে কে দিল রে গালি॥ ২৬৯
ফুল না ফুটিতে মোর বুণ্টা যে কাটিল।
না আইতে জোয়ারের পানি নদী শুকাইল॥ ২৭১
না আইতে সুখের নিশি খসিল চন্দমা।
না মিটি যৈবনের সাধ টুটিল গরিমা॥ ২৭৩
পরাণের ধাই ওগো কহি যে তোমারে।
শীঘ্র কইরা লইয়া যাহ মোরে বন্দিখানা ঘরে॥ ২৭৫
কান্ধে ভর কইরা কন্যা চলিল সত্বরে।
আষাঢ়িয়ার পাগেলা নদীরে যেমুন ছুটলো অন্ধকারে॥ ২৭৭

(৯)

শুন রে উপাক্যা [২] জহ্লাদ, জহ্লাদ আরে,
কহি যে তোমারে।
সকুলে ছাড়িয়া দেও ত আমার পরাণ বন্ধুরে॥ ২৮০
সোণার কপালী কন্যা শির থাক্যা খুলিল।
জহ্লাদের হস্তে কন্যা তুলিয়া না দিল॥ ২৮২
হস্ত হইতে খুল্যা কন্যা হীরার কঙ্কণ।
জহ্লাদের হস্তে দিয়া জুড়িল ক্রন্দন॥ ২৮৪
একে একে খুলে কন্যা হায় ভালা বাজু না বন্ধ তার।
একে একে খুলে কন্যা হীরা মতির হার॥ ২৮৬
গুঞ্জরী পঞ্চম কন্যা খুলিয়া লইল।
ধর লও বাপের জহ্লাদ হাতে তুল্যা নাই সে দিল॥ ২৮৮

---

[১] কিবান=কিবা। [২] উপাক্যা=উপকারী।

কাণের না কন্নফুল দেখ্‌তে চমৎকার।
পিন্ধনে আছিল সাড়ী বসন্ত বাহার॥ ২৯০
সকল খুলিয়া লইল সাজিল ফতুরী[1]।
পিন্ধনে কসিয়া পড়ে ছিঁড়া একখান সাড়ী॥ ২৯২

সর্ব্ব অলঙ্কার কন্যা ভালা জহ্লাদেরে দিল,
হায় ভালা, জহ্লাদেরে দিল।
জহ্লাদের হস্তে না ধইরা কন্যা কান্দন জুড়িল॥ ২৯৫
ছাইড়া দেরে প্রাণবন্ধে জহ্লাদ
তোরে দিব কি।
এতেক দুস্কু যে মোর কপালে ছিল হইয়া না রাজার ঝি॥ ২৯৭
আমারে বান্ধিয়া রাখরে জহ্লাদ
বন্দিখানার ঘরে।
কাল বিয়ানে আমার বাপ শূলে দিউক আমারে॥ ২৯৯
আমারে বাঁন্ধিয়া রাখ রে জহ্লাদ বন্ধেরে ছাড়িয়া।
বাইশমুনি পাথর দে রে বুকেত তুলিয়া॥ ৩০১
আমার কঠিন বুক রে শিল পাথরের সমান।
আমার বুকেত সইবে এহি অপমান॥ ৩০৩
শুন শুন জহ্লাদ আরে খাওরে মোর মাথা।
বন্ধু কি সহিতে পারে এমন পাষাণের ব্যথা? ৩০৫
সহিলে আমার বুক রে সহিতে যে পারে।
অবুলা কঠিন হিয়া বিধি গইড়াছে পাথরে॥ ৩০৭

এহি মতে সুন্দর কন্যা গো করিল কান্দন।
জহ্লাদের গলিল তবে শানে বান্ধা মন॥ ৩০৯
লোহা লক্করের ভালা দেখ যমের দুয়ার।
সেই দুয়ার খুলিয়া দেখ সকল অন্ধকার॥ ৩১১

---

১ ফতুরী = ভিখারী।

রুসানাই [১] পরদীম জ্বালি কন্যা কোন্ কাম করিল।
কুমারের হাতের পায়ের বন্ধন খুলিল॥

"উঠ উঠ পরাণপতি কইয়া বুঝাই তোরে।
বাপ ত দুষ্মন হইয়া রাখে বন্দিখানা ঘরে॥
সোণার পালং পরে রে বন্ধু, হায় বন্ধু, ফুলের বিছানী।
কঠিন মাটির শেযে গোঁয়াও রে রজনী॥
সোণার পালং পরে রে বন্ধু, হায় বন্ধু, ফুলের বিছানী।
সেও ফুলে পাইলে দুঃখ বুকে তুলতাম আমি॥
শীতল মন্দিরে বন্ধুরে আরে বন্ধু নিদ্রায় কাতর।
আইজ বন্ধু কত কষ্টে বন্দিখানা ঘর॥
সুগন্ধী শীতল বারি, আবের [২] পাঙ্খা লইয়া।
ধুয়াইতাম যোগল চরণ কেশে ত মুছিয়া॥
সোণার বাটায় পানের খিলি রে বন্ধু তুল্যা দিতাম মুখে।
পালংএতে পাইলে ব্যথা তুল্যা লইতাম বুকে॥

শুন শুন রাজার ঝি আরে না কান্দিও আর।
নিদয়া নিঠুর হইল বাপ সে তোমার॥
না দেখি না শুনি লো কন্যা তোর সোণার বরণ।
আইজ যদি যায় পরাণ সফল জনম॥
কাইল ত বিয়ানে তোর বাপ কন্যালো মোরে দিব শূলে।
এক রাত্রির দেখা সুখ ঘটিল কপালে॥
শুন শুন রাজার কন্যালো বইস মোর উরে।
চান্দ মুখ দেখি তোমার দুই চক্ষু ভইরে॥
তোমার বাপ বাক্যিদান লো কন্যা দিয়াছে তোমায়।
তোমারে ছাড়িয়া যাইতে মনে নাই সে চায়॥

---

১ রুসানাই = উজ্জ্বল। ২ আবের = অভ্রের।

এক প্রহর নিশি আছে তিন প্রহর গেছে।
মরণ স্বমুখে কইন্যা একটু বইস কাছে॥
পাষাণের বুক মোর কন্যালো হইল দেখ খালি।
এই বুকে তুল্যা লইব তোমা হেন নিধি॥
কাইল ত বিয়ানে কন্যালো যদি নিশ্চিত মরণ।
আর বার দেখি তোমায় ভইরা না দুই নয়ন॥

শুন শুন পরাণের কুমার, আরে কহি যে তোমারে।
বন্ধ না খুলিয়া দিলাম যাহ নিজ দেশে॥
রাখ যদি রাইখ্য মনে অভাগীর কথা।
দুষমনের দেশে আইস্যা পাইলা মরণ-ব্যথা॥
এই ব্যথা পাশুরিলে সেই ব্যথা না পারি।
মনে ত রাখিও বন্ধু শ্রীচরণের দাসী॥"

(১০)

হাতে ধইরা কুমারে কন্যা পন্থে বাহিরিল।
জঙ্গলার পথে কন্যা তবে মেলা দিল॥
চান্দ পলায় যেমুন রাহুর তরাসে।
বিদায়ের কালে কন্যা আঁখিজলে ভাসে॥
"শুন শুন পরাণ বন্ধু, বন্ধু আরে কহি যে তোমারে।
আর কবে অইব দেখা কতদিন পরে॥
জল ছাড়া মীনের গতি আর বায়ু ছাড়া প্রাণী।
তোমারে ছাড়িয়া ভালা কেমুনে ধরিব পরাণী॥"

না কাইন্দ না কাইন্দ লো কন্যা মন কর থির।
তোমারে রাখিয়া যাইতে মনে নাই সে লয়।
দুষমন তোমার বাপ তাইতে করি ভয়॥
আইজ ত বিয়ার রাতি লো কন্যা থির কর মন।
ভিন্নদেশী কুমারেরে রাখ্যলো স্মরণ॥

বাঁচিয়া থাকিলে কন্যালো পুন হবে দেখা।
মিলন হইবে যদি অদিষ্টির লেখা ॥ ৩৬২
বনের পথে ঘোড়া গুটা বান্ধা যে আছিল।
তাহার উপরে ত কুমার শোয়ার হইল ॥ ৩৬৪

যোগল চরণে কন্যা, হায় ভালা, পন্নাম জানায়।
"সাক্ষী হইও চান্দ সূরুজ বন বিরক লতা।
তোমরা ত শুন্যাছ বন্ধের আইজকার কথা ॥ ৩৬৭
সাক্ষী হইও পশু পক্ষী তোমরা সকলে।"
এহি কথা কইয়া কন্যা ভাসে আঁখি জলে ॥ ৩৬৯

আইজের নিশি দুখের নিশি ভালা দুঃখের মিলন।
কান্দিয়া জানায় কন্যা নিজ আকিঞ্চন ॥ ৩৭১
"তিরভুবনে আপন বল্‌তে আর কেহ নাই।
তোমার চরণে বন্ধু পাই যেন ঠাঁই ॥" ৩৭৩

এতেক না বলিয়া চাম্পাবতি কোন্ কাম করিল।
যোগল চরণে কন্যা মাথা নুয়াইল ॥ ৩৭৫
কন্যারে ধরিয়া কুমার মুছায় আঁখিতারা।
আপনি মুছিয়া লইল দুই নয়নের ধারা ॥ ৩৭৭
"চান্দ সুরুজ সাক্ষী বন-বিরক-লতা।
এক সাক্ষী বনের পশু আর ধাতাকাতা[১] ॥ ৩৭৯
নদী নালা সাক্ষী দেখ আর সে পবনে।
আইজ হইতে প্রিয়া মোর জীবন মরনে ॥" ৩৮১
আলিঙ্গন দিয়া কুমার ভালা ঘোড়া না ছুটাইল।
পুষ্পের মুখে চুম্বা দিয়া ভালা ভমরা উড়িল ॥ ৩৮৩

---

[১] ধাতাকাতা=ধাতাকর্ত্তা, সকলের উপর যে বিধাতা কর্ত্তা। 'ধাতাকাতা' শব্দটি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে।

(১১)

হেরতের [১] সিঙ্গি রাজা ভালা কোন্ কাম করে।
তুরন্ত চলিলাইন রাজা কামিনী মুল্লুকে ॥ ৩৮৫
কামিনী মুল্লুকে আছে মাইয়ানা বুড়ি।
কুবুদ্ধি কুমন্ত্র জানে সেই নারী ॥ ৩৮৭
মানুষ গাছালী হয়, পঙ্খী হইয়া উড়ে।
সেই ত মাইয়ানা নারী তাল মন্ত্র পড়ে ॥ ৩৮৯
বুড়ারে জোয়ানা করে, পুরুষ করে নারী।
সেহি ত মাইয়ানার কাছে রাজা গেলইন দরবরি॥ ৩৯১

শুন শুন মাইয়ানা রে কহি যে তোমারে।
বহু দেশ পার না হইয়া আইলাম তোমার গোচারে ॥ ৩৯৩
জিয়ন মারণ মন্ত্র ভালা হায় ভালা শিক্ষা দেহ মোরে।
রাজ্যের যতেক ধন দিবাম সে তোমারে ॥ ৩৯৫
এই কথা শুনিয়া মাইয়ানা বুড়ি কোন্ কাম করিল।
যত যত চিজ্জ বস্তু দলা [২] যে করিল ॥ ৩৯৭
হারে দেখ কাণা মশা ভালা মাছি, ভালা বাঘ ভালুকের আঁখি।
কাকড়ার টেং লৈয়া কন্টুড়াতে [৩] রাখি ॥ ৩৯৯
শনিবারের পেঁচার হাড্ডি লৈল শেজা মেক্ষার কাটা।
শকুনার পিত্তি লইয়া বানাইল বড়ি ॥ ৪০১
শব শ্মশানের মাটি লৈয়া মাইয়া না কোন্ কাম করিল।
নানা জাতি কাষ্ঠে দেখ আগুনি জ্বালাইল ॥ ৪০৩
আসনে বসাইয়া নিশিকালে রাজায় মন্তর দিল দান।
মন্তর পাইয়া সিঙ্গি রাজা হইল হরষিত।
আপনার দেশে রাজা চলিলাইন ত্বরিত ॥ ৪০৬

---

[১] হেরতের=তাড়াতাড়ি। [২] দলা=চূর্ণ।
[৩] কন্টুড়াতে=কৌটাতে।

শিবের মন্তর শিবের জটা পিংলা[১] বাঘের ছাও।
ডাকিনী যোগিনী দেখ উড়ে পবন বাও॥ ৪০৮
কত কত মহাবিদ্যা সঙ্গে ত চলিল।
সিদ্ধি ভগবতী রাজার সহায় না হইল॥ ৪১০
ঘোড়া মহিষ কাট্যা গো রাজা দেবীদয়া পূজে।
তবে ত সিঙ্গি না রাজা সাজিল রণসাজে॥ ৪১২

(১২)

ভারইয়ার পুরীতে গিয়া গো রাজা মাইল তিন ডাক।
ভারইয়ার পুরীতে বাজে ভালা যত ডাম্বা ঢাক॥ ৪১৪
বাইর হইল ভারইয়া রাজা ভালা হাতে লৈয়া ধেনু।
ধনুতে টুঙ্কার মাইরা রাজা সামনে হইল খারা।
গোস্‌সায় জ্বলিল সিঙ্গি না রাজা ভালা জ্বলন্ত আঙ্গেরা॥ ৪১৭

রণথলাতে হইল রণ, ভালা কেউ না জিনে হারে।
ততক্ষণে সিঙ্গি রাজা কোন্ কাম করে॥ ৪১৯
হায় ভালা মাইয়ানার মন্তর পইড়া রাজা ধূলি উড়াইল।
মানুষ ভারইয়া রাজা বিরক্ত হইল॥ ৪২১
লোক লস্করা যতেক করে হাহাকার।
কুড়ালে কাটি সিঙ্গি রাজা করে মার মার॥ ৪২৩
সপ্প হইয়া ভারইয়া রাজা কায়া বদলাইল।
ময়ুর-পঙ্খী হইয়া সিঙ্গি না রাজা শূন্যে ত উড়িল॥ ৪২৫
তবে ত ভারইয়া রাজা ভালা বদল করে কায়া।
কইতরা হইল রাজা জ্ঞানে নানান মায়া॥ ৪২৭
বাজ হইয়া সিঙ্গি রাজা থাপা দিয়া ধরে।
মীন মচ্ছ হইয়া ভারইয়া রাজা ভালা পড়িল সায়রে॥ ৪২৯

---

১ পিংলা = পিঙ্গলবর্ণ।

উদ হইয়া সিঙ্গি রাজা ভালা পশ্চাতে চলিল।
চিলা হইয়া ভারইয়া রাজা শূন্যেত উড়িল॥ ৪৩১
ভুবরী মন্তরে রাজা ভালা কোন্ কাম করে।
সাচান [1] হইয়া রাজা শূন্নিপথে উড়ে॥ ৪৩৩
ধূলা হইয়া পন্থে পড়ে রাজা না দেখি উপায়।
বাতাস বাকুণ্ডি [2] সিঙ্গিরাজা তাহারে উড়ায়॥ ৪৩৫
তবেত বীরসিংহ রাজা মারণ-মন্ত্র পড়ে।
পাষাণ করিবে রাজায় এহি মন্ত্রের জোরে॥ ৪৩৭
তিন ফুঁ দিয়া সিঙ্গিরাজা ডাকিনী স্মরিয়া।
ভারইয়া রাজার গায়ে দিল ধূলা উড়াইয়া॥ ৪৩৯
বাও বাতাসে ধূলা অঙ্গেত লাগিল।
আছিল মানুষ, রাজা পাষাণ হইল॥ ৪৪১

(১৩)

তবে ত ভারইয়ার রাণী কাইন্দা জারে জার।
ভারইয়া নগরের লোক করে হাহাকার॥ ৪৪৩
মালখানা দখল করে দেখ সিঙ্গিরাজার লোকে।
বীরসিংহ রাজা হইল ভারইয়ার মুল্লুকে॥ ৪৪৫

অষ্ট অলঙ্কার রাণী খসাইয়া রাখিল।
ভিখ্-মাঙ্গুনীর বেশে রাণী পন্থে বাহির না হইল॥ ৪৪৭
সোণার বরণ রাজকন্যা মায়ের পাছু চলে।
এরে দেইখ্যা নাগুরিয়া লোকে ভাসে আখি জলে॥ ৪৪৯

---

[1] সাচান=শকুন। [2] বাকুণ্ডি=ঘূর্ণিবায়ু।

সোণার তারে বান্ধা কেশ, রূপার তারে বেড়া।
যে পইরণে ছিল কন্যার শাড়ী আসমান তারা ॥ ৪৫১
সেহি কেশ সেহি বেশ দেখ মৈলান[১] হইল।
চান্দের না পুরীখানি যেমুন আবেতে[২] ঘিরিল ॥ ৪৫৩
সোণার পরতিমাখানি রূপে ঝলমল করে।
হেন কন্যা রাজপন্থে ভিখ্-মাঙ্গুনীর বেশে ॥ ৪৫৫
অদিষ্টির লেখা দেখ ছাড়ানি যে দায়।
আইজে রাজা দণ্ডধর কাইল ফকির হইয়া যায় ॥ ৪৫৭
হায় তবে ত ভারইয়া রাণী ভালা কোন্ কাম করিল।
সিঙ্গিরাজার দরবারে গিয়া রাণী দাখিল হইল ॥ ৪৫৯

"শুন শুন সিঙ্গিরাজা কহি যে তোমারে।
পাষাণ পতির দুঃখে দুই আখ্খি ঝরে ॥ ৪৬১
যুব্বাবতী কন্যা ঘরে এই সে হইল বড় দায়।
বাক্যিদান দিয়া গেলাইন রাজা না দেখি উপায় ॥ ৪৬৩
তোমার পুত্রু দুধরাজ গুণের সাগর।
আমার কন্যার যোগ্য উত্তম নাগর ॥ ৪৬৫
রাজ্য দিলাম ধন দিলাম রাজা আর দিবাম কি।
তোমার হাতে ত সইপ্যা দিলাম, রাজা গো রাজা,
বড় না দুঃখের ঝি ॥ ৪৬৭
কলিজার লহু আমার রাজা গো দুই নয়ানের তারা।
তিলদণ্ড না দেখিলে যা'রে হইয়া যাই বাউড়া[৩] ॥ ৪৬৯
আমি মরি ক্ষতি নাই সে রাজা নাহি ভাবি মনে।
চাম্পাপুতি কন্যায় রাজা রাখিও চরণে ॥" ৪৭১

---

[১] মৈলান = মলিন। [২] আবেতে = মেঘেতে।
[৩] বাউড়া = পাগল।

এত শুনি নিষ্ঠুরা রাজা ভালা কোন্ কাম করে।
মুখে বলে দুরক্করা[১] বাণী দেখে অভাগা রাণীরে॥ ৪৭৩
থু থু কইরা তিন বার ঘিন্না সে করিয়া।
সিঙ্গিরাজা কয় কথা চক্ষু রাঙ্গাইয়া।
"জঙ্গলিয়ার কন্যায় আমি না করাইবাম বিয়া॥ ৪৭৬
কোচের সঙ্গে কিসের স'ন্ধ[২] ভালা কিসের বিহালী[৩]।
আসমানে জমিনে কবে হয় সে মিতালী॥ ৪৭৮
দেবতার বংশ আমি উচ্চ কুল কুলী[৪]।
সিংহের সনে ত কিসের শিবার মিতালী॥ ৪৮০
দারাক তরুয়ার সঙ্গে নয় রে সেহরার মিলন।
দুধরাজে করাইবাম বিয়া দক্ষিণ পাটন॥ ৪৮২
দূর হওরে ভারইয়া রাণী মোর রাজ্য সে ছাড়িয়া।
ঘড়ুইয়া হাজঙ্গের[৫] কাছে কন্যায় দেওরে বিয়া॥" ৪৮৪

এহি কথা শুন্যা রাণী করে হাহাকার।
মাথা থাপাইয়া কান্দে মাও সে আমার॥ ৪৮৬
ধরিয়া কন্যার গলা কান্দে ভারইয়া রাণী।
"এত দুঃখু কপালে তোর মাগো আছিল না জানি॥" ৪৮৮
মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে, কাইন্দা জারে জার।
নগরিয়া যত লোক করে হাহাকার॥ ৪৯০

তবে ত ভারইয়া রাণী কোন্ কাম করিল।
সঙ্গে ছিল কাল জ'র[৬] তাতে চুম্বা দিল॥ ৪৯২

---

১ দুরক্করা=কঠোর। ২ স'ন্ধ=সম্বন্ধ।
৩ বিহালী=বৈবাহিক, বিবাহ-সম্বন্ধীয়। ৪ কুলী=কুলীন।
৫ ঘড়ুইয়া হাজঙ্গের=গৃহস্থ, তোমাদের ঘরের লোক; হাজঙ্গ=এক শ্রেণীর পাহাড়িয়া জাতি। ৬ জ'র=জহর, বিষ।

"তিরজগতে চাম্পাপুতি কেউ যে তোর নাই।
একেলা রাখিয়া গেলাম যা করেন দেবাই [1] ॥"
দুই আখি বুঞ্জিলা রাণী জন্মের মতন।
কি হইল চাম্পাপুতির শুন বিবরণ ॥

(১৪)

উপসংহার

চম্পাবতীর বিলাপ

"একেলা রাখিয়া মাও গো মোরে গেলা ছাড়ি।
বাপ নাই মাও সে নাই হইলাম একেশ্বরী ॥
বাপের না রাজত্বি গো হারাইলাম বাপ মায়।
কে মোরে ডাকিয়া শুধায় কার বা কাছে যাই ॥
আপনা বইলা প্রাণ সপিলাম সেও করিল দূরা।
কারে বা কহিমু মন্দ কপাল হইল বুরা [2] ॥
সাগরে মাঙ্গিলাম পানি নাহি দিল ফোঁটা।
পশিতে সুখের ঘরে দুয়ারে মোর কাঁটা ॥
নবজলধর দেইখ্যা আমি চাতকিনী।
আকুল পিয়াসে মাঙ্গিলাম এক ফুটা পানি ॥
পানির বদলে পাইলাম জ্বলন্ত আগুনি।
বজ্জর পড়িল শিরে মুঞি অভাগিনী ॥
হায়, সাওরে মাঙ্গিলে ঠাঁই সায়র শুকায়।
জমিনে মাঙ্গিলে ঠাঁই জমিন লুকায় ॥
বনে গেলে নাই সে খায় মোরে বাঘ আর ভালুকে।
অভাগী জানিয়া কেউ স্থান না দেয় মোকে ॥

[1] দেবাই = দেবতা।

[2] বুরা = মন্দ।

দুরন্ত সে অজাগরা আমারে ডরায়।
আভাগী রাজার কন্যা ধইরা নাই সে খায়॥ ৫১৪

"শুন শুন পরাণ-পতি তোমারে জানাই।
তোমার উর্‌দিশে [১] আমি পন্নাম জানাই॥ ৫১৬
সুখে ত রাজত্বি কর নয়া নারী লইয়া।
বাঁচিয়া থাকহ বন্ধু লক্ষ পরমাই পাইয়া॥ ৫১৮
অভাগিনী চাম্পার কথা না রাখিও মনে।
উর্‌দিশে বিদায় মাগি তোমার চরণে॥" ৫২০

পাগেলা রাজার কন্যা কাইন্দা কাইন্দা ফিরে।
পাষাণ ভারইয়া রাজার দুই আঁখি ঝরে॥ ৫২২

উর্‌দিশে=উদ্দেশে।

আঙ্কা বঙ্কু

আন্ধা বন্ধু

(১)

ভিক্ষা দাওগো নগরবাসী তোমরা সকলে।
খাড়া হইল আন্ধা বন্ধু রাজার তুন[১] দুয়ারে॥
ভোর গগনে খইরা[২] মেঘরে সিন্দূর তার গায়।
রাজপন্থে কোন্ বা জনে বাঁশীটি বাজায় রে বাঁশীটি বাজায়॥
দূর গাঙ্গের কূলে খাড়াইয়া আছিল ভালা লিলুয়া বয়ার[৩]।
শুন্যা সে বাঁশীর গান লাগিল চমৎকার॥
কোন্ বা দেশের ভাইট্যাল নদী বহিল উজানী।
পাড় ভাঙ্গান্যা নদীর কূলে ঢেউএর কানাকানি॥
ভোর বিয়ানে[৪] ডালুম[৫] কলি ফুটলো ডাল ভরা।
কেমন জানি আস্মান জমিন কেমুন চাঁদ তারা॥
দুনাইর মোর কেউ নাই একলা একলা ফিরি।
বাড়ী নাইরে ঘর নাই গাছ তলায় বসত করি॥
যেই বিরখের তলায় যাইরে ছায়া পাইবার দায়।
সেই বিরখ না আগুনি বর্ষে অন্তর পুইরা যায়।
গাঙ্গের ঘাটে গেলে গাঙ্গে পানি যে শুকায়॥

---

১ তুন = স্থান। ২ খইরা = খয়ের রঙ্গের।
৩ লিলুয়া বয়ার = মৃদু বাতাস। ৪ ভোর বিয়ানে = সকালে।
৫ ডালুম = ডালিম।

বিধারতা সৃজিল কইরা এমন কপাল পোড়া।
ভিক্ষা দাওরে নাগরিয়া লোক আন্ধা দুয়ারে খাড়া॥

কেমুন জানি সোণার দেশ সোণার মানুষ আছে।
কাঞ্চন পুরুষ কেন ভিক্ষা লইতে আইছে।
কাঞ্চন পুরুষ কেন দুয়ার খাড়া হইছে॥
কাঞ্চনা সোণার অঙ্গ গো আর গোরুচনা।
না দেখ্যাছি গো এমন রূপ কি দিব তুলনা॥
দেখিতে সুন্দর রূপরে শ্যাম শুকপাখী।
কোন্ পামর বিধারতা করলো অন্ধ দুটি আঁখি
তার অন্ধ দুটি আঁখি॥

*　　*　　*　　*

শুন শুন রাজার কন্যা কহি যে তোমারে।
কাঞ্চন পুরুষ এক তোমার দুয়ারে॥
কান্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি সোণার বরণ।
আখ্খি দুইটি অন্ধ তার বিধাতা দুষমন॥
দেখ্‌বে যদি সুন্দর কন্যা চল শীঘ্র করি।
কিবা ভিক্ষা দিবে তারে সঙ্গে লহ করি
কন্যা সঙ্গে ত লও করি॥
কাঞ্চাসোণা গোরুচনা রূপ না যায় পাশুরা।
এক নয়ানে ঝরে হাসি তার আর নয়ানে ধারা লো
কন্যা, দেখবে চল ত্বরা॥

(১—৩৮)

(২)

দিশা—ওরে ও মন পবনের নাও।

কোন্ দেশ হইতে আইছ তুমি
কোন্ দেশে যাও, ওরে মন পবনের নাও॥

উজান সুরে বাজেরে বাঁশী ভাইটায় যায়রে বইয়া।
উদাস হাওয়া কানের কাছে কিবান যায় কইয়া
ওরে মন পবনার নাও...... ॥
সেইত না নদীর গো পারে কোন বা সোণার দেশে।
রসইয়া[১] সোণার মানুষ সেই না দেশে বইসে ॥
বাজাও বাজাও বাঁশী বাজাও রে আর বাই শুনিয়া।
(বাঁশী শুন্যা) ঘুমের মানুষ জাগিয়া ঘুমায় এই বাঁশী
শুনিয়া, ওরে মন...... ॥
না জানি অন্ধের বাঁশী কিবান যাদু জানে।
ঘরে বান্ধ্যা বেড়ার মন বাইরে টাইন্যা আনে ॥
কিবা দিব দান ধাই কহত আমারে।
মধুভরা বাঁশের বাঁশী পাগল করলো মোরে লো ধাই
কইয়া দাও আমারে...... ॥
সোণার কপাট রূপার খিল গো বাপের ভাণ্ডার।
বাপের আগে কয়লো ধাই খুল্যা দেও দুয়ার
লো ধাই কইয়া...... ॥
ধূলা মাণিক একই কথা দূতীলো তাতে কিবান আছে।
আগে জান কিবান দিলে অন্ধের দুঃখ ঘোচে
লো ধাই...... ॥
রাজার পুত্র যেমন লো ধাই মন কয় যে আমারে।
বড় দুঃখে আন্ধা হইয়া দুয়ার দুয়ার ঘুরে
লো ধাই...... ॥
দেহে যত সয়লো দূতী অন্তরে না সয়।
কিবান ধন দিলে বল অন্ধ খালাস হয়
লো ধাই...... ॥

---

[১] রসইয়া=রসিক।

শুন শুন রাজার কন্যা আমার কথা ধর।
কি করিলে অন্ধের দুঃখ ঘুচাইতে পার
লো রাজ কন্যা...... ॥
দিবা রাত্রি অন্ধের কাছে সকল সমান।
ওরে দুঃখু ঘুচে যদি নয়ন কর দান
লো রাজ কন্যা...... ॥
এমন ধন নাই লো কন্যা রাজার ভাণ্ডারে।
সেই ধন মিলিব কোথা ধাই কইয়া দেও গো মোরে
লো...... ॥
চাম্পাবরণ আন্ধার হইল ভূমে পড়ে মালা।
ঝরঝরি নয়ানের জল কান্দে রাজার বালা ॥
শুন শুন ওলো ধাই কহি যে তোমারে।
আমার দুইটি নয়ান তুল্যা দিয়া আইও তারে
লো ধাই দিয়া...... ॥
রসিক জনে কয় দিলে কি হবে নয়ন।
অন্ধের দুঃখু ঘুচে যদি কন্যা দিতে পার মন লো
কন্যা দিতে পার মন...... ॥ (১—১৬)

(৩)

দিশা—কে বাজায় বাঁশী।

দেখ্যা আইও নগর-পন্থে এ কোন উদাসী
কে বাজায় বাঁশী ॥

ঘুম তনে উঠিলা রাজা বাঁশীর গান শুনি।
মধুভরা এমন বাঁশী জন্মমে না শুনি ॥
ভোরের বাতাস পাগল হইল ঘরে থাকা দায়।
এমুন কৈরা কেমুন জনে বাঁশরী বাজায় ॥

খবরিয়া [১] জানিয়া আইও আগে।
কোন্ বা জনে বাজায় বাঁশী নবীন অনুরাগে
খবইরা জান্যা আইও আগে ॥

খবইরা আসিয়া "কয় রাজা শুন দিয়া মন।
সোণার মানুষ বাজায় বাঁশী পাগল করে মন ॥"
রাজা কয় লইয়া আইস তারে।

বাঁশী হাতে আইলরে পান্থ দাঁড়া হইল থলে
উদাসী পান্থের গায় কাঞ্চা সোণা জ্বলে
রাজা একি চমৎকার।
দেহার রূপে পন্থ আলো চোখ দুইটি আঁধার
রাজা একি চমৎকার ॥

"সুন্দর পন্থের মানুষ কহি যে তোমারে।
কোন্ বা দুঃখে বেড়াও তুমি পন্থে পন্থে ঘুরে ॥
কোন্ বা দেশে বাড়ীরে তোমার কোন দেশে বসতি।
কেবা তোমার মাতা পিতা কেবা পথের সাথী রে
সত্য কও আমারে ॥"

"বাপ নাই মাও নাইরে মায়ের পেটের ভাই।
তীর্থের না কাউয়া [২] যেমুন উইড়া না বেড়াই
গো রাজা কহি যে তোমারে ॥

পাষাণ বিধাতা মোরে গো দিলে গো এতেক দুঃখ।
জন্মিয়া না দেখলাম রাজা মাও বাপের মুখ
দরদী ভবে আপন বলতে কেউ নাই ॥

---

[১] খবরিয়া = যে খবর আনিয়া দেয়। [২] কাউয়া = কাক।

জন্মিয়া না দেখলাম কভু চান্দ সূর্য্যের মুখ
গো রাজা……।
বিধারতা না দোষী আমি কপাল দোষ আমার
দিন রজনী আমার কাছে সমান অন্ধকার
গো রাজা……॥
পন্থে পন্থে ঘুইরা ফিরি দুঃখের বেসাতি।
বনে কাইন্দা বনে ঘুমাই গাছ তলায় বসতী
গো রাজা……॥
কোকিলায় দিয়াছে জনম কাকেত পুষিল।
অভাগা বলিয়া মোরে সবে খেদাই [1] দিল গো
দরদী ভবে আপন বলতে……॥"
"শুন শুন নবীন পান্থ আরে কহি যে তোমারে।
আইজ হইতে কর বসত এই না রাজ্যপুরে॥
ভিক্ষার ঝুলি ছাড় তুমি ঘরে বস্যা খাও।
আজি হইতে হইলাম আমি তোমার বাপ মাও॥
ভরা ভাণ্ডারের ধন দুয়ার থাকবো খোলা।
গলায় পরিবা তুমি মাণিক্যের মালা॥
তুমি থাক আমার ঘরে।
অঙ্গেত পরিবা তুমি রাজার ভূষণ।
সর্ব্বাঙ্গে গাঁথিয়া দিব রত্নাদি কাঞ্চন॥
তুমি থাক আমার ঘরে।
মন্দিরে থাকিবা তুমি উত্তম বিছানে।
ঘুমতনে জাগিব আমি তোমার বাঁশীর সনে॥
এক কন্যা আছে মোর পরাণের পরাণ।
তাহারে শিখাইবা তুমি তোমার ঐনা বাঁশীর গান॥

---

[1] খেদাই=তাড়াইয়া।

এই দুই কার্য্য তোমার আর কিছু না জান।
সকল সুখ পাইবা কেবল নাই সে দুই নয়ান ॥
তুমি থাক আমার ঘরে।”
(১—৫৭)

(৪)

দিশা—ধরলো কন্যা শিক্ষা ধর।
“কিবা শিক্ষা দিবাম আমার দুনিয়া অন্ধকার ॥
না দেখিলাম আলোর মুখ জন্ম আখি খুলি।
দিষ্টির নয়ানে বিধি মেল্যা মাইল [১] ধূলি ॥
কোন্ দেশের নদী লো কন্যা অন্ধকারে বয়।
আস্‌মানেতে চান্দ সুরুজ কেমনে জানি রয় ॥
আলো জানি কেমন লো কন্যা কোন গগনে ফুটে।
নিরল [২] বায়ে ফুলের কলি কন্যা কেমুন জানি ফুটে
শব্দে শুনি তরুলতা না দেখি নয়ানে।
বিধাতা করিল অন্ধ এহি দুঃখীজনে ॥
মানুষ জানি কেমন লো কন্যা হাসি মুখের কথা।
শব্দে শুনি নাই সে দেখি মনে রইল ব্যথা ॥
যে মুখে চান্দের হাসি না দেখি নয়ানে।
হিয়ার পরশ নাহি বুঝি সে ধেয়ানে ॥
তরুলতা পুষ্প আমার সামনে আছে খারা [৩]।
মাথার উপুর ফুইট্যা রইছে কন্যা চান্দ সুরুজ তারা ॥

---

[১] মাইল=মারিল, নিক্ষেপ করিল। [২] নিরল=নিরালা।
[৩] খারা=উপস্থিত।

সবার উপুর আছ তুমি অন্তরে সে পাই।
ধিয়ানেতে আছ কন্যা অন্তরেতে পাই ॥"

* * * *

দিশা—"বিদেশে বান্ধা তোমার মনে কত দুঃখ।
মনে কত দুঃখ রে তোমার মনে কত দুঃখ ॥

শুনরে বৈদেশী বন্ধু কহি যে তোমারে।
পরিচয় কথা একবার কও যে আমারে ॥
কোন্ দেশে জনম হইল কেবা বাপ মাও।
কোন্ জনে পালিল ঐ মন কোকিলার ছাও ॥
যে দেশে জনম তোমার সে দেশের লোকে।
কি নাম রাখিল তোমার কি বলিয়া ডাকে ॥"

"নাম নাই কন্যা গো আমার থান নাই সংসারে।
পাগল বলিয়া লোকে উপখুসী [১] করে ॥
কেহ দেয় অঙ্গে ধূলা কেহ বা সম্ভাষে।
পাতের অন্ন দিয়া কেউ পাগলেরে বাসে ॥
কেহ বলে দূর দূর কেহ বলে আইস মোর ঘরে।
ছাড়িয়া নয়নের জল দাঁড়াই দুয়ারে ॥
কেউ হয় বাপ মাও কন্যা কেউ হয় দুষ্মন।
কেউরে না দোষী লো কন্যা পাগল আমার মন ॥
পাগল আমার ডাক নাম পাগল আমার বাঁশী।
আউলা [২] পন্থে গাই গান হইয়া উদাসী ॥"

"তোমার বাঁশী শুন্যা বুঝি মানুষ পাগল হয়।
নাগরিয়া লোকে তোমায় তেই সে করে ভয় ॥

---

[১] উপখুসী =উপহাস। [২] আউলা = অজানা

মুখের বাঁশী বুকে তোমার চিকন [1] দাগ কাটে।
সে বাঁশী ভুলিতে বন্ধু হিয়া খানি ফাটে ॥
বাঁশী বাজাও বন্ধু শিখাও মোরে গান।
আজি হতে পিয়া বন্ধু আমার পরাণ ॥
আজি হতে তোমায় বন্ধু ছাইড়া নাই সে দিব।
নয়ানের কাজল কইরা নয়ানেতে থুইব ॥
সে কাজল দেখিয়া যুদি লোকে করে দোষী।
হিয়ায় লুকাইয়া বন্ধু শুনবাম তোমার বাঁশী ॥
হিয়ায় লুকান বন্ধু যুদি লোকে জানে।
পরাণ কটরায় [2] ভইরা রাখিব যতনে ॥
বসন কইরা অঙ্গে পরব মালা কইরা গলে।
সিন্দূরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে ॥
চন্দনে মিশাইয়া তোমায় করব দেহ শীতল।
সুখে দুঃখে করব তোমায় দুই নয়ানের কাজল ॥
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব ॥
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
এমন হইলে ঘুচবো তোমার দুই আখির আঁধার ॥
তোমার বুক লইয়া আমি শুনব তোমার বাঁশী।
মরণে জনমে বন্ধু হইলাম তোমার দাসী [3] ॥”

*　　*　　*　　*

“বিধুরা রাজকন্যা বুঝ্যা কথা কও।
দুঃখ ভরা ডালা কন্যা মাথায় কেন লও ॥
চির সুখে আছ কন্যা দুঃখ নাই সে জান।
সরল পন্থ ছাইড়া কেন যাও সে কাঁটা-বন ॥

---

[1] চিকন=সরু, তীক্ষ্ণ।　　[2] কটরায়=কৌটায়।

[3] *Cf.* “জীবনে মরণে মরণে জীবনে, নিচয় হইলাম দাসী।” —চণ্ডীদাস।

অমিত [১] ছাড়িয়া কেন বিষ হইল ভালা।
বুঝিতে না পার কন্যা গরল বিষের জ্বালা॥
হিয়ায় না কাট কন্যা আপনার সুখে [২]।
দুর্জ্জনিয়া [৩] চিন্তারে থান নাই সে দেহ বুকে॥
বিদায় দেও রাজকন্যা আপন দেশে যাই।
রাজত্বির সুখে আমার কোন কার্য্য নাই॥"

দিশা—

তোমায় ছাইড়া নাই সে দিব।
নয়ানের কাজলী কইরা বন্ধু নয়ানে পইরাব॥

"বন্ধুরে আরে বন্ধু যেদিন শুন্যাছি তোমার বাঁশী।
কুল গেল মান গেল বন্ধু হইলাম তোমার দাসীরে॥
অন্তরারে কইয়া বুঝাই বন্ধু বুঝ নাই সে মানে।
মন যমুনা উজান বইল বন্ধু তোমার বাঁশীর গানেরে
তিল দণ্ড না হেরিলে হইরে দেওয়ানা [৪]।
বাঁশী বাজাইতেরে বন্ধু মায় কইরাছে মানারে॥
মানায় ত না মানে মন দ্বিগুণা উথলে।
তোষির [৫] আগুনে যেমুন ঘুষ্যা ঘুষ্যা [৬] জ্বলেরে॥
কিসের রাজ্যতি সুখ তাহাতে কি হবে।
মনের ফরমাইস [৭] বল কেবা যোগাইবেরে॥
কাঞ্চনা বাঁশেতে বন্ধু ধরিয়াছে ঘুণ।
(আমার) অন্তরাতে লাগল আগুন বন্ধু চক্ষে নাই সে ঘুমরে॥

---

[১] অমিত=অমৃত।
[২] সুখে=নখে।
[৩] দুর্জ্জনিয়া=অন্যায়, কু।
[৪] দেওয়ানা=পাগল।
[৫] তোষির=তুষের।
[৬] ঘুষ্যা ঘুষ্যা=ধীরে ধীরে, ভিতরে ভিতরে
[৭] ফরমাইস=আকাঙ্ক্ষা।

আগুনের শয্যা পাতি আঞ্চল বিছাইমু।
অমিয়াতে মিশাইয়া বিষ তাহারে ভখিমুরে ॥
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু সুখ নাই সে চাই।
যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাইরে ॥
চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জটা।
সংসারের সুখের পথে বন্ধু দিয়া যাইবাম কাঁটারে ॥
বাপ রইল মাও রইল সকল ছাইড়া যাই।
বনে ত বসত করি বনের ফল খাইরে ॥
বনের না পুষ্প তুল্যা গাথিবাম মালা।
ফুলের মধু আন্যা তোমায় খাওয়াবাম তিন বেলারে ॥
পাতার শয্যায় বন্ধু পাত্যা দিতাম বুক।
না জানি এতেকে বন্ধু পাইবা কিনা সুখরে ॥
পরাণ থাকিতে রে বন্ধু তোমায় ছাইড়া নাই সে দিব।
মাথার কেশে যোগল [১] চরণ বান্ধিয়া রাখিবরে ॥
এতেক না ছাইড়া বন্ধু যুদি চইল্যা যাওরে তুমি।
আগেত বধিয়া যাও অবুলা পরাণীরে ॥
আমি যে মরিব বন্ধু তোমার কিবান দায়।
অবুলার বধ বন্ধু না লাগিব তোমার পায়রে ॥"

*　　*　　*　　*

"শান্ত কর শান্ত কর রাজকন্যা শান্ত কর মন।
বাঁশীর গান শিক্ষা তোমার অইল সমাপন ॥
অন্তরের দাগ কন্যা মুছিয়া ফেলাও।
বৈদেশী অন্ধার [২] জন্য কেন দুঃখ পাও।
আপনে সম্বরি কন্যা গৃহে চইল্যা যাও ॥

---

[১] যোগল = যুগল। [২] অন্ধার = অন্ধ ব্যক্তির।

সোণার পিঞ্জরে তুমি হীরামন সারী।
রাজুয়ার [১] ঘরে তুমি হইবা পাটেশ্বরী ॥
শতেক দাসীরা তোমায় করিব সেবন।
অঙ্গেত পরিবা কন্যা রত্নাদি কাঞ্চন ॥
সাধ কইরা কেন লো কন্যা পর দুঃখের মালা।
না বুইয়াছ [২] কন্যা তুমি পিরীতের জ্বালা ॥
পায় পায় দুঃখ তার জীবন যাইব দুঃখে।
চরণে বিন্ধিলে গো কাঁটা বাহিরাবে বুকে ॥
শব্দে শুনি চণ্ডীদাসে পিরীতি করিল।
ঘসির [৩] আগুণে তারা দহিয়া মরিল ॥
নীলমণি পিরীতি কইরা রাজা হইল খুসী।
যারা যারা পিরীতি করে কেবল দুঃখের ভাগী ॥
ফুলের সহিত দেখ ভ্রমর পিরীত করে।
মধুহীন শুকাইয়া অকালেতে ঝরে ॥
পিরীতি মধু পিরীতি ফল শুনতে চমৎকার।
মাকাল যেমুন বাইরে লালিম [৪] ভিতরে আঙ্গার

(৫)

ফাগুনের ফুলের কলি চৈতে উঠে ফুটি।
দিনে দিনে শুকনা গাঙ্গে ধরিলেক ভাটি ॥
মধুমাস চল্যা যায় সেও গ্রীষ্ম আইসে।
বিরক্ষ হতে শুকনো পাতা আস্তে আস্তে খসে ॥

---

[১] রাজুয়ার=রাজার। [২] বুইয়াছ=বুঝিয়াছ।
[৩] ঘসির=ঘুঁটের। [৪] লালিম=লালবর্ণ।
[৫] আঙ্গার=অঙ্গার।

কুইলে [১] না গায় গান নাহি বাজে বাঁশী।
গরম হাওয়ায় দাহ পরাণ মন হৈল বাসি ॥
নতুন বচ্ছর আইল নয়া যৌবন ফুটে।
সায়র মন্থন বিষ কন্যার বুক ভইরা উঠে ॥
পুষ্পকাননে ভ্রমর করে আনাগোনা।
উদ্যানে আসিতে রাজা কন্যায় করে মানা ॥
বৈশাখ মাসেতে দেখ গাছে নয়া পাতা।
ঘটক আইল রাজার দেশে লইয়া নতুন কথা ॥

খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া লইল মালা হইল বাসি।
দিনে দিনে ফুরাইল চাম্পামুখের হাসি ॥
দিনে দিনে চাঁচর কেশ চাকুলির [২] আঁশ।
দুরন্ত নিদয় ঘুণ বুকে করলো বাস ॥
ঢোল বাজে ডগর বাজে নাচে ডগরিয়া।
কোন দেশের রাজার পুত্র কন্যা যায় নিয়া ॥

আজ হইতে রাজার রাজ্য হইল অন্ধকার।
আজ হইতে পাগল বাঁশী না বাজিব আর ॥
"বিদায় দাও রাজ্যের রাজা বিদায় দেহ মোরে।
এ রাজ্য ছাড়িয়া আমি যাই অন্য তরে [৩]।
রাজা বিদায় দেও মোরে ॥"

"শুন শুন পাগল পান্থে বলি যে তোমারে।
এইখানে বসতি কর আমার রাজপুরে ॥
ভাণ্ডারের ধন আছে সুখের নাইরে সীমা।
বাইরে আছে বাপ সুহৃদ্ ঘরে আছে মা ॥

---

১ কুইল=কোকিল। ২ চাকুলি=(?)
৩ অন্য তরে=অন্য স্থানে।

সুন্দর রাজার কন্যা বিয়া করাইব।
জলটুঙ্গী ঘর এক বানাইয়া দিব ॥
শতেক দাসী দিব তোমার সঙ্গতি করিয়া।
সুখেতে রাজত্বি কর এইখানে থাকিয়া ॥
এক দুঃখ অন্ধ নয়ান দিতে না পারিব।
রাজত্তি সুখ যত জুখ্যা মাপ্যা দিব ॥"

"শুন শুন আগো রাজা আরে কহি যে তোমারে।
তোমার মত সুহৃদ্ নাই মোর এ ভব সংসারে ॥
তোমার কাছে থাক্যা রাজাগো পাইলাম বড় সুখ।
কেবল না দেখিলাম রাজা তোমার হাসি মুখ ॥
আর জন্মের বাপ ছিলা গো মাও ছিলা রাণী।
গুণের যতেক কথা কি কব বাখানি ॥
কারে বা করিব দোষী কপাল মোর দোষী।
কপালের দোষে আমি হইলাম বনবাসী ॥
কি করিব রাজ রাজত্বে হইলাম উদাসী।
ঘরে থাকতে না দেয় মন আমার পাগল করা বাঁশী ॥
আমার হাতের বাঁশী রাজা আমার হইল বৈরী।
কি করিব মনের বাঁশী ছাইড়া গেলে মরি ॥
বাঁশী আমার জীবন মরণ বাঁশী আমার প্রাণ।
মরণ জিওন ধরম করম ঐনা বাঁশীর গান ॥
আমি কি করিব ভালা তুমি কি করিবা।
সুখ না থাকিলে রাজা কিবা মতে দিবা ॥
চন্দন নহেত রাজা বাটিয়া দিবে ভালে।
অঙ্গের বসন নয়ত রাজা জইড়া [১] দিবে শালে [২] ॥

---

[১] জইড়া=জড়াইয়া। [২] *Cf.* মণি নও মাণিক নও হার করি গলায় পরি, ফুল নও যে কেশের করি বেশ।" —লোচন দাস।

যার কপালে সুখ নাই রাজা কোথায় সুখ পায়।
মুল ঘরে [১] যার পালা নাই রাজা কি করে ঠিকায় [২]।
রাজা বিদায় দেও আমায় ॥"
ঘর ছাড়িল বান্ধে ছাড়িল যায় সকল ছাড়িয়া।
বেবান [৩] পথে অন্ধের বাঁশী উঠিল বাজিয়া।
বনে কান্দে পশুরে পঙ্খী সেই বাঁশী শুনিয়া॥
কোন্ অভাগীর ভাবের পাগল দিয়াছে ছাড়িয়া।
পরাণ ডোরে পাগল কেন না রাখছে বান্ধিয়া॥
কেউ দেয় অঙ্গেতে ধূলা কেউ সাধে খা।
কেউ বলে বাঁশীরে আমার সঙ্গে লইয়া যা॥
বাজিতে বাজিতে বাঁশী রাজ্য ছাড়াইল।
দূরের রাজার দেশে কান্দিয়া উঠিল॥ (১—১৩)

(৬)

দিশা—কুঞ্জ সাজিলারে
আজি কুঞ্জে রাধা কানুর মিলনরে।

আরেক রাজার মুল্লুক কথা শুন দিয়া মন।
রাজ্যবাসী যতেক লোক ঘুমে অচেতন॥
পাতে ঘুমায় ফুলের কলি পুষ্পেত ভমরা।
রাজার বুকে শুয়ে রাণী এক গাছি ফুলের ছড়া॥
পাড় ঘুমায় পর্ব্বত ঘুমায় কেবল জাগে নদী।
আর জাগে বিরহিণী ঘরে চক্ষে নাহি নিদি॥

---

১ মূল ঘরে=আদত গৃহে, আসল ঘরে।

২ ঠিকায়=ঠেকা দ্বারা; ঘরের বাহির হইতে ঝড়ের বেগ সামলাইবার জন্য যে বাঁশের খুঁটি দেওয়া যায় তাহাকে 'ঠেকা' বা 'ঠিকা' বলে।

৩ বেবান=দূরের।

হায় এ হেন কালে অন্ধের বাঁশী উঠিল বাজিয়া।
ডালে ঘুমায় কোইল পঙ্খী উঠিল জাগিয়া ॥
আখি মেল্যা চায় পুষ্পের না কলি ভমর জাগে বুকে।
বিদেশী পাগ্থেয়ার বাঁশী কোন্ বা সুরে বাজে ॥
কালো মেঘে কামসিন্দুরা [১] কেরে দিল মাখি।
কোন জনে মেলিল দিব্ব রতনের আখি ॥
আইজ কুঞ্জে।
ঘরের নারী জাগ্যা উঠে পাগল বাঁশী শুনি।
মন্দিরে পশিল রাজার ঐ-না বাঁশীর ধ্বনি ॥
আইজ কুঞ্জে।

জাগ চন্দ্রমুখী কন্যা কত নিদ্রা যাও।
ভোরের কলি ফুটল কন্যা আঁখি মেল্যা চাও রে।
গলার বাসি ফুলের মালা ছিঁড়িয়া ফালাও রে ॥
আইজ কুঞ্জে।
শুন শুন কিবা বাঁশী কোন্ জনে বাজায়।
জান্যা আইস কেমন জনে এমন গান গায় ॥
দূতী জান্যা আইস।
শুন শুন আগো রাজা কহিযে তোমারে।
মনের মধ্যে বাজে বাঁশী চিত্ত আকুল করে ॥
দূতী জান্যা আইস ॥

বাঁশী শুন্যা রাজার কন্যার হইল সম্ভ্রম।
বাঁশী আমার জীবন মরণ বাঁশী প্রাণধন ॥

---

১ কামসিন্দুরা='কামসিন্দুর' একপ্রকার উৎকৃষ্ট সিন্দুর।

নীরব রইল্যা সুন্দর কন্যা দুই আঁখি ঝরে।
অনেক দিনের ভোলা বাঁশী আজ ডাকিছে আমারে ॥
ছোড কালের বাঁশীরে বড় কালে বাজিল।
পুষ্পবনে বস্যা বন্ধু বাঁশী শুনাইল ॥
বনের বাঁশী নয়ত ইহা মনের বাঁশী হয়।
ছোট কালের যতেক কথা জাগাইয়া তোলয়রে ॥
বাঁশী মন-গহনে বাজে...... ।
এই বাঁশী শুনিয়া ফুটত কুসুমের কলি।
বন্ধু মোরে শিখাইত মিঠা মিঠা বুলিরে ॥
বাঁশী...... ।
বাঁশী আমার জীবন যৈবন বাঁশী ছিল প্রাণ।
বাঁশী রবে মন-যমুনা বহিত উজানরে ॥
বাঁশী...... ।
এক জনম গেছে মোর আর জনম হয়।
জন্মে জন্মে তোমার দাসী হইয়াছি নিশ্চয় ॥
বাঁশী...... ।
ভুলিতে না পারি বন্ধু কেবলি অভাগা।
তোমার বাঁশী দিল বন্ধু বুকে বড় দাগা ॥
কি করিব রাজ্য ধনে কুল আর মানে।
সরম ভরম ছাড়লাম বন্ধু তোমার বাঁশী গানে ॥
ভুলি নাই ভুলি নাই বন্ধু তোমার চান্দ মুখ।
বনে গিয়া দেখাইব ছিঁড়িয়া সে বুক ॥
ভুলি নাই ভুলি নাই বন্ধু তোমার বাঁশীর ধ্বনি।
পরতে পরতে বুকে আক্যা আছ তুমি ॥
কি করিব রাজ-ভোগে সুখ সুবিস্তরে।
বনের পাখী ভইরা রাখছে সোণার পিঞ্জরে ॥
উড়ি উড়ি করি বন্ধু ছিলাম এতকালে।
বিষ নাই যে খাই বন্ধু তোমায় ফিইর‍্যা পাইব বইলে ॥

শুন শুন সুন্দর কন্যা না দেও উত্তর।
উঠিতে না পার যদি অঙ্গে করলো ভর॥

দূতী আইস্যা কয় রাজা কর অবধান।
রাজ-পন্থে অন্ধের বাঁশী শুনায় এই গান॥
এমনবাঁশীর গান জন্নমে না শুনি।
বাঁশী শুন্যা নাগরিয়া হইল উন্মাদিনী॥
পঙ্খী যত ছিল উড়ে পশু ছুড়ে [১] বনে।
নদী নালা উজান বয় ঐনা বাঁশীর গানে॥
ঐ বাঁশী থামিলে বুঝি চন্দ্র সুরুজ খসে···।

শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
ভিক্ষুরে কি দিব দান কইয়া দেওলো মোরে॥
কন্যা কইয়া দেওলো মোরে।
দুই নয়ান অঝুরে ঝরে কন্যার ধীরে কথা কয়।
দাসীরে জিজ্ঞাসা তোমার উচিত না হয়॥
তুমি ত রাজ্যের রাজাগো রাজ্য দিতে পার।
যাহা ইচ্ছা দিবা তুমি আমায় কেন ধর॥
শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
যাহা বল দিবাম তাহা না হইব আর [২]॥
কন্যা কইয়া......।
কন্যা বলে দাসী আমি কথায় কিবান হয়।
তোমার ইচ্ছায় হবু দান অন্য নাই সে হয়॥
কন্যা······।

---

১ ছুড়ে = ছুটে। ২ না হইব আর = অন্যথা হইবে না।

কন্যা কয় যদি বলি রাজত্তি দিবা তারে।
রাজা কয় দিবাম আমি তিন সত্য করে ॥
কন্যা...... ।
কন্যা কয় যদি বলি দিবে যত ধন।
নগরেতে আছে যত রত্নাদি কাঞ্চন ॥
রাজা কয় খুল্যা দিবাম রাজ্যের ভাণ্ডারা।
সত্য করিলাম কন্যা তুমি নয়ানতারা ॥
কন্যা...... ।
সত্য কর ওহে রাজা সত্য কর তুমি।
রাজা কহে তিন সত্য করিলাম আমি ॥
কন্যা...... ।
নয়ন মুছিয়া কন্যা কহে "যদি নহে আন।
ধর্ম্ম সাক্ষী ওগো রাজা তুমি আমায় কর দান
—গো আমায় কর দান ॥"
(১—৯৪)

বনের নদী উজান বয় তীরে চম্পা ফুল।
বাজিয়া চলিছে বাঁশী সেই না নদীর কূল ॥
বাঁশী ধীরে রৈয়া বাজে।
কুলবধূ না দেয় মন আপন গিরকাজে [১]।
বাঁশী...... ॥
খোপাতে রতনের ভমর উড়াইয়া ফালায়।
বনের না পাখী এক উড়িয়া পালায়।
বেণীভাঙ্গা [২] কেশ তার চরণে লুটায় ॥
বাঁশী...... ।
চরণ নুপুর বাজে রুনু রুনু ধ্বনি।
বহু দিনের দাগা কথা এতদিনে শুনি ॥

[১] গিরকাজে=গৃহ কাজে। [২] বেণীভাঙ্গা=খোঁপা খোলা।

দাণ্ডাইল আন্ধা বান্ধে বাঁশী হাতে লৈয়া।
"এই নেউরের [১] শব্দ মোরে কিবান দিল কইয়া॥
বাঁশী……

এই নেউরের স্বপন-ধ্বনি কার চরণে বাজে।
অনেক দিনের ভোলা কথা আজ পইরাছে মনে॥
পুষ্পবনে সুন্দর কন্যা শুনত বাঁশীর গানে।
স্বপ্নের মত এই সে নেউর বাজত তার চরণে॥
সেই কন্যা যদি লো তুমি মোরে দেহ কথা।
কেন বা জাগিয়া উঠলো ভোলা দিনের বেথা॥"

"শুন শুন বন্ধু আরে কহি যে তোমারে।
পাগল কইরাছে তোমার ঐনা বাঁশীর সুরে॥
ঘর ছাড়লাম বাড়ী ছাড়লাম জাতি কুলমান।
আর বার বাজাও বন্ধু শুনি তোমার গান॥"

চমকিয়া মুখের বাঁশী হাতেত লইল।
"অল্প বুদ্ধি কন্যা হায় কি কাম করিল॥
কন্যা ঘরে ফিইরা যাও।
রাজত্তি সুখের ঘর কেন বা ভাঙ্গাও।
কন্যা ঘরে……
সোণার থালে খাইবা অন্ন পিন্‌বা [২] পাটের শাড়ী।
আমি হইলাম বনের পন্থী তুমি রাজার নারী॥
কন্যা ঘরে…… !
রত্নাদি কাঞ্চন অঙ্গে যতনে ধরিবা।
বনের বাকল পিন্ধ্যা [৩] কেমনে থাকিবা॥
কন্যা…… ॥

---

১ নেউর=নুপুর। ২ পিন্‌বা=পরিধান করিবে
৩ পিন্ধ্যা=পরিয়া।

তুমিত রাজার কন্যা রাজ্য ঠাকুরাণী।
অল্প বুদ্ধি কন্যা তোমার বাপে দিব গালি ॥

কন্যা...... ।

একেত অন্ধ আঁখি তাহাতে পাগল।
সঙ্গেতে না আছে মোর কড়ার সম্বল ॥

কন্যা...... ।"

"যেদিনে শুন্যাছিরে বন্ধু তোমার ঐ না বাঁশী।
রাজ্যধন ছাইড়া বন্ধু হইয়াছি তোমার দাসী ॥
বনের শারী নাহি চায় সোণার পিঞ্জরা।
ভোগে কি করিব বন্ধু হইলাম উতদারা[১] ॥
তুমি আছ বাঁশী আছে রাজ্য নাহি চাই।
তোমার সঙ্গে থাক্যা বন্ধু যত সুখ পাই ॥
হাত বান্ধিরে পাও বান্ধিরে নাগরিয়া লোকে।
মন কি বান্ধিবে তারা কাকনার বাকে[২] ॥
বনেতে বনের ফল সুখেত ভুঞ্জিব।
গাছের বাকল অঙ্গে টানিয়া পরিব ॥
রজনীতে বিক্ষ তলে তোমায় বুকে লইয়া।
ঘুমাইব বন্ধু আমি ঐ না বাঁশী শুনিয়া ॥
জাগিয়া শুনিব বন্ধু ঐ না তোমার বাঁশী।
কিসের রাজ্য কিসের সুখ হইয়াছি উদাসী ॥
রাজ্য সুখে সুখ দেহার কথা মন নাহি চায়।
দেহ মন ভিন্ন হইলে পরাণ রাখা দায় ॥"

---

[১] উতদারা=জ্ঞানহারা। [২] কাকনার বাকে=(?)

"শুন অল্প বুদ্ধি কন্যা নিজেরে ভাড়াও [১] ।
সোণার থালার অন্ন থুইয়া বনের ফল খাও ॥
স্থবর্ণ পালঙ্ক কন্যা ফুলের বিছানা।
কুশ কণ্টকে দিব দেহে তোমার হানা ॥
কটু তিক্ত বনের ফলে সুখ না পাইবা।
দুরন্ত আশার আশে কান্দিয়া মরিবা ॥
বান্ধিয়া সোণার ঘর আগুনে না পোড়।
মনেরে সম্বরি কন্যা যাহ নিজ ঘর ॥"

* * * *

"সত্য কথা প্রাণ বন্ধু কহি যে তোমারে।
তোমার দারুণ বাঁশী আমায় থাকতে না দেয় ঘরে ॥
বাঁশী হইল গরল জ্বালা বাঁশী হইল কালা।
এই বাঁশী শুনিলে আমার সকল যায় ভোলা ॥"

"শুন অল্প বুদ্ধি কন্যা কহিযে তোমারে।
বিসর্জ্জন দিলাম বাঁশী তুমি যাও ঘরে ॥
আর না বাজিবে বাঁশী কানে লো দংশিয়া [২] ।
ঐ দেখ যায় বাঁশী ঢেউয়ে ত ভাসিয়া ॥"

"বাঁশী নাই তুমি ত আছ আমার হৃদের রতন।
আমারে না লহ সাথে কেবল লইয়া যাও মোর মন
তিল দণ্ড তোমারে ছাড়া না থাকিতে পারি।
তোষের আগুনে বন্ধু রৈয়া রৈয়া পুড়ি ॥
বন্ধু যত সে বুঝাও।
আমার মনেরে বুঝান হইল বড় দায় ॥

---

[১] ভাড়াও = মিথ্যা আশ্বাসে ভোলাও। [২] দংশিয়া = পীড় দিয়া

সদয় যদি না হওরে বন্ধু নিদয় যদি হও।
ত্যজিব এ ছার প্রাণী দাণ্ডাইয়া রও [১] ॥
রে বন্ধু দাণ্ডাইয়া রও।”

“অল্প বুদ্ধি কন্যা তুমি ফিরি যাহ ঘরে।
আজি হতে আমি নাহি সে থাকিব সংসারে॥
এইখানে দাণ্ডাইয়া দেখ নদীতে কত পানি।
নিজ চক্ষে দেইখ্যা নিবাও জ্বলন্ত আগুনি॥”
এতেক বলিয়া অন্ধ ঝাপ্যা জলে পড়ে।
কন্যা বলে “পরাণ বন্ধু লৈয়া যাও আমারে॥”

আসমান হইতে জলে তারা যেন খসে।
জোয়ারিয়া গাঙ্গের ডেউয়ে [২] সাপল [৩] ফুল ভাসে॥
ভাসিতে ভাসিতে তুয়ে গেল সমুদ্দার [৪]।
কাল গরল বাঁশী না বাজিব আর॥
বাঁশী না বাজিব আর।

(১—৯৩)

---

১ *C.f.* “বঁধু যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥ —চণ্ডীদাস।

২ ডেউয়ে=ঢেউয়ে। ৩ সাপল=সাপলা, কুমুদ

৪ সমুদ্দার=সমুদ্র।

বগুলার বারমাসী

বগুলার বারমাসী

(১)

"কিবা লিখি কিবান [১] পড়ি আমার নাই থাকে সে মনে।
কলম তুল্যা দেওরে বন্ধু লিখন কারণে ॥
মন হইল ছনরে ভন [২] বন্ধুরে হাতে নাইরে বল।
খিন্ন [৩] সাগরে আইল কাল জোয়ারের জল রে
বন্ধু কাল জোয়ারের জল
ঘর আন্ধাইর বন্ধু, ঝিমিঝিমি [৪] রাতি।
কলম তুল্যা দেওরে বন্ধু রাখরে মিন্নতি ৷"

"একবার দুই না বার তিন বারের বেলা।
এনয় এনয় কন্যা তোমার কলম ফেলা ॥
আসমানেতে চান্দরে তারা ঝিলিমিলি জ্বলে।
দূরের বাতাস আইসে ভাইস্যা উদাম [৫] নদীর কূলে ॥
গয়িন [৬] বনের পঙ্খীরে কন্যা পাখালী [৭] তার ভিজা।
দূরে বাজায় বাঁশের বাঁশী রাখালিয়া রাজা [৮] ॥

সত্য যদি করলো কন্যা সত্য কর তুমি।
তবেত লিখনীর কলম [৯] তুল্যা দিবাম আমি ॥

১ কিবান=কিবা, কি।
২ ছনরে ভন=ছন্ন ভন্ন, ছিন্ন ভিন্ন।
৩ খিন্ন=ক্ষীণ।
৪ ঝিমিঝিমি=নিশুতি, গভীর।
৫ উদাম=উদ্দাম, বেগশালী, পাগল।
৬ গয়িন=গভীর।
৭ পাখালী=পক্ষ।
৮ রাখালিয়া রাজা=রাখালদের রাজা, এখানে ওস্তাদ বংশীবাদক।
৯ লেখনীর কলম=এখানে লেখনীর অর্থ লিখিবার।

সত্য যদি করলো কন্যা চান্দ তারা চাইয়া।
তবেত লিখনীর কলম দিব গো তুলিয়া ॥"
"কি সত্য করিব কুমার কিছুই না জানি।
আমার বিয়ার কথা লোকে কানাকানি ॥
বাপে বিয়া দিতরে চায় দুস্মন কুমারে [১]।
রাজার ঘরে যাইতে বন্ধু আমার মন নাই সে সরে
বনে থাকি বনের পাখী আসমানেতে উড়ি।
কোন্ পন্থে যাইব বন্ধু বুঝিতে না পারি ॥
দুস্মন রাজার পুত্র যৈবন মাগিল।
এত দিনে জীবন যৈবন আমার কাল যে হইল ॥
শুন শুন সাধুর পুত্র আমার মিন্নতি।
কলম যে তুলিয়া দেওরে তুমি পরাণ-পতি ॥
আইজের নিশির চন্দ্ররে তারা সাক্ষী করি আমি।
জীবনে মরণে বন্ধু তুমি মোর স্বামী [২] ॥
না চাই না চাইরে বন্ধু রাজ রাজ্য পাটে।
বিরক্ষ [৩] তলায় শুইব তোমায় লইয়া বুকে ॥
না চাই না চাইরে বন্ধু রত্ন অলঙ্কারে।
বনে আছে বনের ফুল তুল্যা দিও মোরে ॥
খাট পালঙ্গেরে বন্ধু কোন্ বা আমার কাম।
যোগল [৪] চরণে তোমার যদি পাইরে স্থান ॥
আজি রাইতে সত্যরে বাণী হেলা নয়রে ফেলা [৫]
বাপেরে কইব আজ সত্যের যত কথা ॥

---

১ কুমারে = রাজপুত্রকে।
২ *C.f.* "জীবনে মরণে, মরণে জীবনে প্রাণবন্ধু হইও তুমি।"
—চণ্ডীদাস
৩ বিরক্ষ = বৃক্ষ। ৪ যোগল = যুগল।
৫ হেলা ফেলা = বাজে কথা

কলাবনের পাখীরে বিয়ার গান গাও।
রজনী পোয়াইলে পাখী কোন বা দেশে যাও॥
নদীর কূলে থাকরে পবন নদীর কূলে বাসা।
সাক্ষী হইও তোমরা সবে আমার মনের আশা॥
আমার মনের আশারে বন্ধু এই না পুষ্পের মালা।
তোমার গলায় বন্ধু দিলাম এহি মালা॥
বাপে নাই সে জানে বন্ধু নাই সে জানে মায়।
এক জানে চান্দ তারা আর সে জানে বায়॥" (১—৪৬)

(২)

ঢোল ডুম্বুর বাজে সানাই রইয়া রইয়া।
সাধুর পুত্রর সঙ্গে অইল সুন্দর কন্যার বিয়া॥

* * * *

(বণিক্-কুমারের সমুদ্রে-যাত্রার প্রাক্কালে)

"শুন শুন পরাণ-পতিগো আমার কথা লইও।
ঝড় তুফানেতে ডিঙ্গা কিনারায় লাগাইও॥
শুন শুন প্রাণের পতি আমার মাথা খাও।
দক্ষিণা সায়র বানে [১] নাই সে ধর নাও॥
উত্তর ময়ালেরে [২] বন্ধু বেশী দূর না যাইও।
পাহাড়িয়া নদীর বাঁকে নৌকা না বাহিও॥
পুর্ব্ব সায়রের বন্ধু, নাই সে কূল কিনারা।
দূরেত রাক্ষসের বাসা প্রাণে যাইবা মারা॥

---

[১] সায়র বানে = সাগরের পানে। [২] ময়ালেরে = মহালে, দিকে

বিপদে পড়িলে বন্ধু দুর্গার নামটি লইও।
বচ্ছরের মধ্যে বন্ধু গিরেত ফিরিও ॥
তুফানে পড়িলেরে ডিঙ্গা মনসা স্মরণ।
অগতির গতি প্রভু দেব নারায়ণ ॥
দেবতা সকলে বন্ধু রাখুন তোমারে।
কহিতে কান্দয়ে কন্যার দুই আঁখি ঝরে ॥”

মাথায় তুল্যা লইল কন্যা যাত্রা কালের বাতি।
বিদায় করিতে কন্যা যায় প্রাণপতি ॥
দুই আখ্খি [১] ঝরে কন্যার শাওনের ধারা।
সপ্প যেমুন নিজ মণি করিল পাশুরা [২] ॥
ধান্য দুর্ব্বা রাখে কন্যা গলুইয়ের উপরে।
জুড়িয়া দুখানি হাত পূজে মনসারে ॥
দীপ ধূপ দিয়া করে ডিঙ্গার সাজন।
জোকার করিল কন্যা মঙ্গল কারণ ॥
ধুয়াইয়া [৩] পতির পাও কেশেতে মুছায়।
এক বচ্ছরের লাগ্যা পতি করিল বিদায় ॥
ভাটি গাঙ্গের উজান বাতাস উড়াইল পাল।
বিদায় হইল সাধুর ডিঙ্গা হৃদয়ে দিয়া শাল ॥ (৪৬—৭৪)

(৩)

শয়ন মন্দিরে কন্যা থাকে একেশ্বরী।
উঠা পড়া করে মন চিন্তা হইল ভারি ॥

---

১ আখ্খি = আঁখি। ২ পাশুরা = ভুলিয়া গেল,—এখানে হারাইয়া ফেলিল। ৩ ধুয়াইয়া = ধোয়াইয়া।

খাট আছে পালং আছে পুষ্পের বিছানী।
বাছিয়া লইল কন্যা ভূমি শয্যাখানি ॥
অঙ্গের যত সোণারে দানা খুলিয়া ফালায়।
খালি মন্দিরে নিশি কেমনে পোহায় ॥
পুষ্পে না আদুরে কন্যা সোহাগেতে মানা।
বেগরে ছাড়িল কন্যা আরাম খানাপিনা ॥
কোইল [১] ডাকে বনের ঘরে কাঁপে গাছের পাতা।
পুষ্প ভারেতে আল্যা [২] পড়ে মালতীর লতা ॥
চাম্পা গাছেত দেখ পুষ্প সারি সারি।
যৈবন হইল বাসি কান্দে সাধুর নারী ॥

"রতন মন্দির ঘর শূন্য যে করিয়া।
এন [৩] কালে বন্ধু মোর গেল যে ছাড়িয়া ॥
আর কতদিন ধইরা রাখি নারীর যৈবন।
আর কতদিন বাইন্ধা রাখি অবুলার [৪] মন ॥
পাখী যদি হইতাম বন্ধুরে যাইতাম উড়িয়া।
কোন সায়রের বুকে বন্ধু ডিঙ্গা যায় রে বাইয়া ॥
কালবরণ ভমরারে রূপার বরণ আঁখি।
কও কও বন্ধুর কথা কন্ন ভইরা শুনি ॥
উড়িয়া যাওরে বনের পঙ্খী নজর বহুত দূরে।
আমার বন্ধুর দেখা পাইলা কোন গয়িন [৫] সায়রে ॥
শুনরে পবনা তুমি আমার মাথা খাও।
সংসার ঘুরিয়া তুমি ভরমিয়া বেড়াও ॥

---

১ কোইল = কোকিল। ২ আল্যা = এলাইয়া।
৩ এন = হেন। ৪ অবুলার = অবলার।
৫ গয়িন = গভীর।

আসমানের চন্দ্র সুরুজ দুই আখ্‌খি জলে।
কোন দেশে গিয়াছে বন্ধু এই নিশির কালে॥" (৭৪—১০০)

(৪)

ভোর হইল কালনিশা কুঞ্জে ফুল ফুটে।
হেনকালে আইল দূতী লিখন লইয়া হাতে॥
কার লিখন কে পাঠাইল ত্বরিত অইয়া।
সারা নিশির অঙ্গের ধূলা কন্যা লইল ঝাড়িয়া॥
বন্ধু বুঝি এতদিনে পাঠাইল লিখন।
লিখন পড়িল কন্যা করিয়া যতন॥

রাজার পুত্র লিখছে লিখন গায়ে দিল কাঁটা।
যৈবন মাগিছে কন্যার দুষমন রাজার বেটা॥
আস্তেবেস্তে [1] কয় দূতী "কন্যালো মোর কথা ধর।
আজি নিশি যাইবেনি কন্যা জোর মন্দির ঘর॥
সোণার যৈবনে কন্যা অঙ্গে ধূলা মাটি।
পালঙ্গে বিছাইয়া দিব ঐ না শীতলপাটি॥
সোণার যৈবন কন্যালো নাই সে আভরণ।
সোণায় বান্ধাইয়া দিব চিক্কনী [2] যৈবন॥
বাগে আছে চাম্পার কলি গন্ধে আমোদিয়া।
দাসীগণে তুলে ফুল মালাটি গাথিয়া॥
সোণার বাটা ভইরা দিব পান আর চূণে।
রাজরাণী অইয়া কন্যা থাকিবা যতনে॥

---

১ আস্তেবেস্তে = তাড়াতাড়ি, অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে।
২ চিক্কনী = মনোহর।

গন্ধের তৈল সারি সারি লো কন্যা তোমার লাগিয়া।
সেহিত তৈল দাসীগণ দিব অঙ্গেত মাখিয়া॥
চাচর চিক্কণ কেশে বাইন্ধা দিব বেণী।
যতনে থাকিবা সুখে অইয়া রাজরাণী॥
আজু যে ফুটে সোণার ফুল কাইল অইব [১] বাসি।
সুবন্ন অধরে কন্যা না থাকিব হাসি॥
নারীর যৈবন লো কন্যা জোয়ারের পানি।
একবার লাগিলে ভাটি বেরথা [২] টানাটানি॥"

"শুন শুন আলো দূতী কইয়া বুঝাই তোরে।
মোর পরাণ পতি নাই সে দেখ ঘরে॥
বরত [৩] কইরাছি আমি শুন দিয়া মন।
রাজপুত্রে দিও আমার এই সে লিখন॥
বুঝাইয়া শুনাইয়া কইও আমার যত কথা।
বুঝাইয়া শুনাইয়া কইও দুখের বারতা॥
বড় দুঃখু দেয় মোরে শাশুড়ী ননদী।
তাদের দুঃখের দায়ে নিরালায় কাঁদি॥
ধরিতে না পারি যৈবন হইল বিষম কাল।
শাশুড়ী ননদী ঘরে হইল জঞ্জাল॥
চিত্তে ক্ষেমা দিয়ারে দূতী বচ্ছর গুয়ায়।
এই কথা বুঝাইয়া বইল রাজার ছাল্যায়॥
এক বচ্ছর ব্রত মোর ভূমিত শয়ন।
পর পুরুষের মুখ না করি দর্শন॥
খাট পালঙ্ক ছাড়ছি জমিনে বিছানা।
সম্ভোগবিভোগ দবব [৪] কইরাছি বজ্জনা॥

---

১ অইব = হইবে। ২ বেরথা = বৃথা।
৩ বরত = ব্রত। ৪ সম্ভোগবিভোগ দব্ব = ভোগবিলাসের দ্রব্যসামগ্রী।

*   *   *   *

ধূলায় পাত্যাছি শয্যা ব্রতের কারণ ॥
পুষ্প তুলিতে মানা এক বচ্ছর কাল।
রাজপুত্রে কইও দূতী আমার এই হাল [১] ॥
সিনান করিতে নাই অঙ্গে ধূলাবালি।
এক বচ্ছর পরে ফুটব আমার যৈবন কলি ॥
পরেত যাইব দূতী তাহার মন্দিরে।
লিখন লইয়া দূতী যাও তুমি ঘরে ॥" (১০০—১৫০)

(৫)

লিখন লইয়া দূতী হইল বিদায়।
খালি ঘরে শুইয়া কন্যা করে হায় হায় ॥
"তুষ্মন রাজার পুত্র কি জানি কি করে।
একেলা কেমনে আমি থাকি শূন্য ঘরে ॥
নিরাশা দিলে না জানি করে কোন কাম।
পতির উপরে বুঝি বিধি হইল বাম ॥
দুরন্ত বনের বাঘা শীকারেতে আশা।
কি জানি ভাঙ্গিয়া দেয় আমার সুখের বাসা ॥
বার বচ্ছরের লাগ্যা পতি পাঠাইল বিদেশে।
আলুফা আচানকা দব্ব [২] মিলব কোনবা দেশে ॥
বিধি যদি সদয় হওয়ে আসে ছয় মাসে।
বিধি যদি নিরদয় আর না হইব দেখা।
গলায় তুলিয়া দিব কাটারির লেখা [৩] ॥" (১৫০—১৬৪)

---

[১] হাল = অবস্থা। [২] আলুফা আচানকা দব্ব = হঠাৎ কোন আশ্চর্য্য দ্রব্য
[৩] লেখা = রেখা, তীক্ষ্ণ অংশ।

(৬)

এই মত কান্দিয়া কন্যার একমাস যায়।
সুমুখে আগুন[১] মাস আইল নয়া বায়॥
মন্দিরে আসিতে দেখ দূতীর হইল মানা।
কবুতরা আনে লিখন শূন্যে আনাগোনা॥

এইতনা আগুন মাসরে শীতে হিস্‌ফিস[২]।
বায়েতে আলিয়া[৩] পড়ে নয়া ধানের শীষ॥
ঘরে আইল নয়ারে ধান্নি জয়াদি জোকারে।
অর্ঘ্য দেয় কুলের নারী ঘরের লক্ষ্মীরে॥
আমি অভাগী নারীর চিত্তে হাহাকার।
কণ্ঠে নাই সে ফুটে আমার জয়ের জোকার॥
দয়া কর লক্ষ্মীমাতা দয়া কর তুমি।
কাল বিয়ানে উইঠ্যা দেখি ঘরে আইছে সুয়ামী॥"

"শুন শুন সাধুর কন্যালো শুন কই তোমারে।
প্রাণের কথা বল্যা দিও এইনা কইতরারে[৪]॥"

"শুন শুন রাজপুত্র শুন মন দিয়া।
এই মাস থাক তুমি চিত্তে ক্ষেমা দিয়া॥" (১৬৪—১৮০)

(৭)

আইল দারুণা পৌষ্যরে পৌষে অন্ধকার।
উত্তইরা বাতাসে আমার গায়ে আইল জ্বর॥

---

১ আগুন = অগ্রহায়ণ।
২ হিস্‌ফিস = হিমসিম।
৩ আলিয়া = এলাইয়া।
৪ কইতরারে = পায়রাকে

ঘরে নাই সে প্রাণের পতি ঘর অন্ধকার।
শূন্য বুক ফাট্যা উঠে দুঃখের হাহাকার॥
কুয়ায় [১] ছাইল দেশ অন্ধ হইল আঁখি।
কাইল বিয়ানে উঠ্যা যদি সুয়ামীরে দেখি॥

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
আর কতদিন আর কতকাল ভাড়াইবা মোরে॥"

"শূন্যে আইয়ে শূন্যেত যাইরে তোমার কৈতরা।
এই মাস থাক কুমার চিত্তে ক্ষেমা দিয়া॥
মন হইল ভারা সারা প্রাণ হইল খালি।
শাশুড়ী ননদী হইল দুই চক্ষের বালি।
শাশুড়ী ননদী দেয় দুরাক্ষর গালি॥" (১৮০—.৯৩)

(৮)

"এহিতনা মাঘ মাস শীতে কাঁপে হাড়।
ভূমিত পাতিয়া শয্যা কান্দি জারে জার [২]।
ছিঁড়িয়া মৈলান [৩] হইল অগ্নি পাটের শাড়ী।
বৈদেশী হইয়াছে বন্ধু অভাগীরে ছাড়ি॥
খাট আছে পালং আছে লেপ তূলা ভরা।
একতিলা [৪] বন্ধু মুখানি না যায় পাশুরা॥

---

১ কুয়ায়=কুয়াশা। ২ জারে জার=শীতে জড়সড় হইয়া।
৩ মৈলান=মলিন। ৪ একতিলা=একতিল পরিমিত সময়ও।

বন্ধু যদি থাকত গিরে [১] পালঙ্কে শুইয়া।
পোহাইতাম দিঘল নিশি তারে বুকে লইয়া॥
মাটি হওরে মাটির দেহা তোমার কিবা কাম।
সোয়ামীর সোয়াগ্যা ছিলাম সোয়ামীর পরাণ॥
এন স্বয়ামী যদি ছাইড়া গেল মোরে।
মুছাইয়া দুই আখ্খি কেবান লইব উরে॥"

"শুন শুন সাধুর কন্যা শুন দিয়া মন।
তিন মাস গত হইল চিত্ত উচাটন॥"

"শুন শুন রাজার পুত্র কহিযে তোমারে।
একদিন যাইবাম তোমার শয়ন মন্দিরে॥
যৈবন হইল বাসি চিত্ত উচাটন।
এহি দুখ্খু সহি কেবল ব্রতের কারণ॥ (১৯৩—২১৬)

(৯)

এহিতনা ফাগুন সকল মাসের রাজা।
রূপে ভইরা গন্ধে ভইরা পুষ্পকলি তাজা॥
নয়া বসন নয়ারে ভূষণ পরে বিরক্ষলতা।
তারা কি বুঝিবে হায় অভাগীর কথা॥
মদন বসন্ত কালে যেহি দিকে চাই।
পরাণ বন্ধুরে আমার দেখিতে যে পাই।
ফুলে বন্ধু কুলেরে বন্ধু ভমরার বোলে।
ধরিতে ছুইতে নারি কেবল ভাসি আঁখি জলে॥
নাসিকায় পাই গন্ধ কানে শুনি কথা।
এহি দুঃখ দিল মোরে দারুণ বিধাতা॥"

---

১ গিরে=গৃহে।

"শুন শুন সাধুর কন্যা শুন দিয়া মন।
চারিমাস হইল গত চিত্ত উচাটন ॥"

"শুন শুন রাজার পুত্র শুন মন দিয়া।
এহি মাস থাক তুমি চিত্তে ক্ষেমা দিয়া ॥" (২১১—২২৫)

(১০)

"আইল চৈতের হাওয়া মন হইল পাগলা।
অঙ্গ জ্বলিয়া যায় মদনের জ্বালা ॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি ক্ষণে নিদ পারি।
ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন দেখি বন্ধু আইল বাড়ি ॥
পালঙ্কে বসিয়া বন্ধু কোলে নিল মোরে।
মুখেত রাখিয়া মুখ চুম্বিল আমারে ॥
দ্বিতীয় পওর [১] নিশি বন্ধু দিল আলিঙ্গন।
তিতিয় পওরে হইলাম নিদ্রায় মগন ॥
অলস অবশ অঙ্গ দেহায় বল নাই।
চতুর্থ পওরে বন্ধু জাগিয়া না পাই ॥
দারুণ কোইলার ডাকে নিদ্রা যে ভাঙ্গিল।
স্বপ্নেত আসিয়া বন্ধু কোথায় লুকাইল ॥
সাড়ীর আইঞ্চলে খুঁজি খুঁজি মাথার কেশে।
বুকে আছে পরাণ বন্ধু সুমুখে নাই সে আসে ॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
পঞ্চ মাস গতেক যদি কত ভাড়াও মোরে ॥"

[১] পওর=প্রহর।

"দ্বিতীয় পওর······নিদ্রা যে ভাঙ্গিল।"—এই পদটি ঠিক চণ্ডীদাসের একটি পদের অনুরূপ।

"বছরের অধেক গত কুমার মন কর থির।
নয়া বচ্ছরে যাইম তোমার মন্দির॥" (২২৫—২৪৩)

(১১)

"পরথম বৈশাখ মাসরে নয়া বছর পরে।
অদিষ্টে বিধাতা জানি কি লিখ্যাছে মোরে॥
লীলারী বাতাসে অঙ্গ না হয় শীতল।
ঘুসির আগুন যেমুন রইয়া রইয়া জ্বলে॥
কাল যৈবন কাল রাখিতে না পারি।
ভূমিত পাতিয়া শুই অগ্নি-পাটের সাড়ী॥
বন্ধু যদি আইত দেশে কিসের বরত পালি [১]।
যতনে গাথিতাম মালা নয়া পুষ্প তুলি॥
পুষ্পবনে আনিতাম ভ্রমরে বান্ধিয়া।
আইজ নিশি যায় মোর কান্দিয়া কান্দিয়া॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্তা লিখন লিখি তোরে।
ছয়মাস গত হইল কত ভাড়াও মোরে॥
রূপের যমুনা নদী আজিকে উজানী।
দিনে দিনে ভাটি ধরবে নাই সে থাকবে পানি॥"

"এওমাস যায় কুমার—কুমার আরে শান্ত কর মন।
আর কিছু কাল গেলে হবে অবশ্যি মিলন॥" (২৪৩—২৫৯)

(১২)

"এহিতনা জৈষ্ঠ মাসারে গাছে নানা ফল।
জীবন যৌবন মোর সকলই বিফল॥

---

১ বরত পালি=ব্রত এবং নিয়ম পালন।

জলটুঙ্গি ঘর[১] মোর পইড়া আছে খালি
কেমুন তুমনে মোরে দিল এমুন গালি ॥
যদি ঘরে থাকৃত বন্ধু কোলেতে লইয়া ।
জলটুঙ্গি ঘরে নিদ্রা যাইতাম শুইয়া ॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে ।
এওমাস গত হইল কত ভাড়াও মোরে ॥"

"কালপূর্ণ হইতেরে কুমার পঞ্চমাস বাকী ।
সবুরে ফলিবে মেওয়া আশার আশে থাকি ॥" (২৫১—২৬০)

(১৩)

"আষাঢ় মাসেত গাঙ্গরে বহিছে উজানী ।
শুকনা নদীতে আইল জোয়ারের পানি ॥
দেয়ায় ডাকে ঘন ঘন মেঘে শীতল পানি ।
পিয়াসে তাতিয়া মরি অবুলা[২] তুক্ষিণী[৩] ॥
এই মেঘে নাইরে পানি আমার লাগিয়া ।
অথ্খির পাতা ঢইল্যা পড়ে আসমান চাহিয়া ॥
বিধি নিদারুণ অইল তাই যত তুঃখু যায় ।
আষাঢ়ের ভরা নদী এমুনে শুকায় ॥
শুন শুন বিঘুব[৪] দেওয়াবে[৫] ডাকে কাঁপে মাটি ।
দিনে দিনে যৈবন গঙ্গা ধরিলেক ভাঁটি ॥

---

[১] জলটুঙ্গি ঘর=গ্রীষ্মকালে আরাম উপভোগ করিবার জন্য ধনী ব্যক্তিরা জলাশয়ের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন, ঐ গৃহকে জলটুঙ্গি বলে।

[২] অবুলা=অবলা।

[৩] তুক্ষিণী=তুঃখিনী।

[৪] বিঘুর=বেঘোর, ভয়ানক।

[৫] দেওয়ারে=হে মেঘ।

কইও কইও মনের কথা প্রাণবন্ধুর কাণে।
মরিল দুক্ষিনী কন্যা মরিল পরাণে॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা আর নাই সে ভাড়াও।
ত্বরিত উত্তর দিও আমার মাথা খাও॥
গোপনে পাঠাইলাম কন্যা সোণার চৌদোলা।
যতনে রাখ্যাছি কন্যা মাণিক্যির মালা॥"

(স্বগত)

"হায়রে দুশ্মন কুমার কি কহিলি কথা।
তোমার দেওয়া মণিমুক্তা বন্ধুর পায়ের ধূলা॥"

(প্রকাশ্যে)

"শান্ত কর কুমার আরে শান্ত কর মন।
অল্প কালে হবে কুমার অবশ্যি মিলন॥" (২৬৯—২৮৯)

(১৪)

শাওন [১] বাওনা [২] মাস আথাল পাথাল [৩] পানি।
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উৎযোগিনী॥
কান্দিয়া বসাইল ঘট আপনার গিরে।
প্রাণপতি ঘরে আইসে মনসার বরে॥
চাচর চিক্কণ কেশে গিরটি [৪] মাঞ্জিল।
নূতন পিটালি দিয়া আলিপনা দিল॥

---

[১] শাওন=শ্রাবণ। [২] বাওনা=বাউড়িয়া, পাগল।
[৩] আথাল পাথাল=এদিকে ওদিকে, বিশৃঙ্খল ভাবে।
[৪] গিরটি=গৃহটি।

পঞ্চনাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে।
মনসা দেবীরে আঁকে অতি ভক্তিভরে॥
শির নোয়াইয়া করে শতেক পন্নতি।
"বর দাও মনসাগো ঘরে আইওক[১] পতি॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
সিপাই লস্কর যাইবে আনিতে তোমারে॥"

"শুন শুন রাজার কুমার শান্ত কর মন।
ব্রতকাল শেষ প্রায় অবশ্য মিলন॥" (২৮৯—৩০৫)

(১৫)

"ভাদ্র মাসের চান্নি দেখ গাঙ্গের তলা দেখে।
ঠেকিয়া রহিল ডিঙ্গা কোন বা নদীর পাকে॥
আমারে দেখিতে বন্ধুর নাই কি লহে মন।
এমন নিদয়া বন্ধু হইল ক্যামন॥
পাল উড়ে পাল পড়ে দূর গাঙ্গের বুকে।
এই বুঝি আইল বন্ধু স্মরিয়া আমাকে॥"

অগ্নি পাটের শাড়ী কন্যা খুলিয়া লইল।
ভরা ডিঙ্গা লইয়া বন্ধু বুঝি দেশেতে ফিরিল॥
ধান্য দুব্বা লইল বাছি[২] অর্ঘিতে[৩] যায় ঘাটে।
এন কালে আইল কৈতর কন্যার নিকটে॥

"শুন শুন সুন্দর কন্যা শুন দিয়া মন।
বিফল অইল তোমার অঙ্গের সাজন॥

---

১ আইওক=আসুন। ২ বাছি=বাছিয়া।
৩ অর্ঘিতে=অর্ঘ্য দিতে।

সাধুর নন্দন কন্যা আর না যাইব দেশে।
ডুব্যাছে ডিঙ্গার লোক আবঙ্গের দেশে ॥"

"শুন শুন রাজার পুত্র শুন দিয়া মন।
অকূলে ডুবুক ডিঙ্গা লইয়া যতেক ধন ॥
সুয়ামী ডুবিয়া মরুক কোন দুঃখু নাই।
তোমার মতন রাজা সুয়ামী যদি পাই ॥" (৩০৩—৩২১)

(১৬)

"আশ্বিন মাসেত হায়রে দুর্গা পূজা দেশে।
অবশ্যি আইব পতি দুগ্‌গারে পূজিতে ॥
তুল্যা রাখি পদ্মর ফুল তুল্যা রাখি পাতা।
কি দিয়া পূজিব বন্ধু জগতের মাতা ॥
ফুটিল সিঙ্গারা ফুল গন্ধে ভায় ভরা।
এও ফুল অইল বাসি শুকায় নদীর ধারা ॥
এও মাসে বন্ধু মোর না আইল গিরে।
কার্ত্তিক অইলে গত কে রাখিবে মোরে ॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা নাইসে দেওগো ফাঁকি।
বচ্ছর গোয়াইতে দেখ এক মাস বাকি ॥
ফিইর‍্যা আইলে নাগর তোমার বান্ধিয়া মারিব।
আগুন মাসেত কন্যা তোমায় বিয়া যে করিব ॥
মণিমুক্তা দিয়া লো কন্যা করিবাম সাজন।
হীরায় গড়িয়া দিবাম যত আভরণ ॥"

"শুন শুন রাজার পুত্র কহি যে তোমারে।
পতিষ্টার [১] কাল পুন্ন [২] হইল নিকটে ॥

---

[১] পতিষ্টা = প্রতিষ্ঠা, ব্রত-প্রতিষ্ঠা। [২] পুন্ন = পূর্ণ।

স্বামীরে মারিবা কুমার দুঃখু নাই তায়।
রাজা সুয়ামী যদি ভাগ্যেতে মিলায় ॥”

বগুলা সুন্দরী কান্দে হইয়া হারা-দিশ্ [1]।
কেশেত ছাপাই বান্ধে কাল জহর বিষ ॥
বরতের যত আয়োজন করে রাজার বেটা।
লাগিবেক একশত কালা ধলা পাটা ॥
* * * *
মেষ মহিষ আর জোড়া কবুতর ॥
* * * *
কত যে লাগিব তার লেখা জোখা নাই ॥
“কার্ত্তিক মাসেত কুমার চিত্ত উচাটন।
বৈদেশে সাধুর পুত্রের হইয়াছে মরণ ॥
চোদল পাঠাইও কুমার নিশি দুপহরে।
কালুকা [2] যাইব কুমার তোমার মন্দিরে ॥” (৩২১—৩৪৯)

(১৭)

লিখন লইয়া কৈতরারে শূন্যে দিয় উড়া।
জালেত হইল বন্দী ননদিনী খাড়া ॥
“নিলাজ অসতী নারী কি কহিবাম তোরে।
গলায় কলসী বাইন্ধা যাহ জলের ঘাটে ॥
তুষের আগুন জ্বালি নিজেরে পুড়াও।
এমনি কলঙ্কী মুখ জগতে দেখাও ॥”

ঘরের ছিকল বন্ধ বন্দী হইল নারী।
পিঞ্জরায় বন্দী হইল উড়ন্ত কৈতরী ॥

---

[1] হারা-দিশ্=দিশেহারা, নিরুপায় হইয়া। [2] কালুকা=কাল

এন কালেতে সাধুর ডিঙ্গা লাগিলেক ঘাটে।
দেশেত পড়িল সাড়া বাদ্দিভাণ্ড বাজে॥
ভরা ডিঙ্গা ছাইড়া উঠে সাধুর নন্দন।
শীতল মন্দিরে যায় ত্বরিত গমন॥

"শুনলো প্রাণের কন্যা বগুলা সুন্দরী।
এক বচ্ছর গত হইল তোমারে না দেখি॥
কেমনে পরাণ ধরি বৈদেশেতে বাসা।
দারুণ রাজার পুত্র করিল নিরাশা॥
ভাড়াইয়া ভাড়াইয়া মোরে পাঠায় বৈদেশে।
আর না থাকিম এমুন রাজার দেশে॥
* * * *
দুয়ার খোললো কন্যা আইলাম ঘরে॥"

* * * *
ননদী আসিয়া কয় সাধুর নন্দনে॥
"কলঙ্কে ছাইল দেশ দাদা নাহিক উপায়।
তোমার ঘরের নারী তোমারে ভাড়ায়॥"
পিঞ্জরা খুলিয়া পত্র ভাইয়েরে দেখাইল।
দেখিয়া সাধুর পুত্র আগুন জ্বলিল।
ভরা ডিঙ্গায় উঠাইয়া কন্যারে দিল বনবাস।
কান্দে বগুলা কন্যা না পূরিল আশ॥ (৩৪৯—৩৭৫)

(১৮)

"বনে থাক বনের বাঘরে খাও মোর মাথা।
না কইও না কইও বন্ধে আমার যত কথা॥

শুনিলে পরাণ বন্ধু দুঃখ পাইব ভারি।
বিনা দোষে ছাড়ে পতি আপনার নারী॥
পতির কোন দোষ নাইরে যত দোষী আমি।
বান্ধিয়া রাখিলাম বিষ না খাইলাম আমি॥
দুষ্মন রাজার পুত্র মারিব পতিরে।
তেহি সত্য করিলাম তাহার গোচরে॥
মরিতাম খাইয়া বিষ কি করিত মোরে।
দেশ ছাইড়া পরাণ পতি যাইত বহুদূরে॥
আমি যে মরিতাম হায়রে কোন দুঃখ নাই।
পরাণে বাঁচিত বন্ধু দুষ্মনের ঠাঁই॥
সাক্ষী হইও তরুলতা তোমরা সকলে।
আমার যতেক কথা বন্ধু নাহি জানে॥
সাক্ষী হইও চান্দ সুরুজ সাক্ষী হইও তোমরা।
বগুলা কন্যার গান যত দুঃখুভরা॥"
কান্দিয়া কাটিয়া কন্যার দুঃখের দিন যায়।
আর এক রাজার পুত্র পথে পাইল তায়॥ (৩৭৫—৩৯৪)

(১৯)

জোরেত ধরিয়া তারে নৈল নিজ দেশে।
কন্যা বলে আমার যে এক ব্রত আছে॥
ব্রতের যতেক বেশ অঙ্গে বিগুমান।
কন্যায় কয় "রাজার পুত্র রাখ আমার মান॥
বার মাস গেছে ব্রত প্রতিষ্ঠার কাল।
নাইসে ভাইঙ্গ ব্রত মোর না ঘটাও জঞ্জাল॥"

"তোমার বরত করতে কন্যা কোন কোন দবব লাগে।"
"মেষ লাগে মইষ লাগে আর কৈতর লাগে॥

কালাধলা পাঠা লাগে আর শবরী কলা।
এক লক্ষ সোণার চাম্পায় গাইথ্যা দিবা মালা॥
সব্ব-সুলক্ষণ এক সাউধের নন্দন।
তাহারে আনিয়া দিবা ব্রতের কারণ॥"
কত কত সাধুর পুত্র ডিঙ্গা বইয়া যায়।
যারে দেখে ধইরা আনে রাজার কুটালায়॥
দেখিয়া কন্যার রূপ রাজা উদামা পাগেলা।
যাহা কয় কন্যা রাজা নাহি করে হেলা॥

"এই সাধুতে আমার কাম নাহি হয়।"
লইক্ষ লইক্ষ সাউধের পুত্র বন্দী হইয়া রয়॥

একদিন কন্যার তবে আশা যে পূরিল।
আপন সোয়ামীরে কন্যা বন্দিত[১] করিল॥
উজান পানি বাইয়া সাধু ঘুরে নানা দেশে।
জানিয়া শুনিয়া সাধু কন্যারে উরদিশে[২]॥
বনিজ্জি বিফল সাধুর মন হইল পাগেলা।
নানা দেশে ঘুইরা মরে জোয়াইরা চিলা॥
কন্যা কয় "অন্য জনে আর নাই সে কাম।"
যত যত সাধুর পুত্রে দিল মুক্তি দান॥

আইল ব্রতের দিনরে কার্ত্তিক মাস যায়।
লিখনে লিখিয়া কন্যা স্বামীরে জানায়॥
নিশি দুপর কালে কন্যা কোন কাম করে।
স্বামীরে লইয়া কন্যা ডিঙ্গার কাছি ছাড়ে॥

---

১ বন্দিত = বন্দী। ২ উরদিশে = উদ্দেশে

পুবাল বাতাসে কন্যা উড়াইল পাল।
পতি লইয়া ছাড়ে ডিঙ্গা উত্তর ময়াল॥
ঘুমতনে [১] উঠ্যা দেখে রাজার রাজ্যবাসী লোকে।
পলাইয়া গেছে কন্যা আপনার দেশে॥ (৩৯৪—৪২৭)

---

১ ঘুমতনে = ঘুম হইতে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

লঙ্কার বর্ণনা

সাগরের পারে আছে গো কনক ভুবন।
তাহাতে রাজত্বি করে গো লঙ্কার রাবণ॥

বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল গো রাবণের পুরী।
বিচিত্র বর্ণনা তাহার গো কহিতে না পারি॥
যোজন বিস্তার পুরী গো দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় ঘরগুলি গো পাহাড় পর্ব্বত॥

সাগরের তীরে লঙ্কা গো করে টলমল।
হীরামণ মাণিক্যিতে গো করে ঝলমল॥
বড় বড় পুষ্কু'ণী গো বান্ধ্যা চারিধার।
সোণায় রূপায় বান্ধ্যাইল ঘাট অতি চমৎকার॥

স্বর্গপুরে আছে যথা ইন্দ্রের নন্দন।
সেইমতে লঙ্কাপুরে গো অশোকের বন॥
দিন রাইতে ফুটে ফুল গো অশোকের বনে।
লঙ্কায় ফুটিলে গন্ধ গো ছুটে তিরভুবনে॥

এক দিনে ফুটি ফুল গো বচ্ছরে না বাসি।
তা দিয়ে সাজান করে গো যতেক রাক্ষসী॥ ১৬
বারমাস ফলে বৃক্ষে গো অমৃত রসাল।
পাক্‌না ফলের ভরে গো ভাইঙ্গা পড়ে ডাল॥ ১৮

রাত্তিতে প্রদীপ জ্বালে গো না নিভে দিবসে।
নিশিদিন কাটে সবে গো গীত-বাদ্য-রসে॥ ২০
পক্ষী যদি উড়ে যায় গো যায় দুই সারে।
চন্দ্র সূর্য্য গো দূর হইতে নমস্কার করে॥ ২২
বড় বড় ঘরগুলি গো পাহাড় পর্ব্বত।
তাহাতে বসতি করে গো রাক্ষসেরা যত॥ ২৪
সোণায় ছাইয়া ঘর গো রূপায় দিছে বেড়া।
জমিনে থাকিয়া ঠেকে গো আসমানেতে চূড়া॥ ২৬

রাবণের কেলিগৃহ গো তাহার মাঝখানে।
চান্দেরে বেড়িয়া যেন গো শোভে তারাগণে॥ ২৮
হাজার-দুয়ারী ঘর গো আবে ঝিলিমিলি।
সোণার কপাট মধ্যে গো রূপার দিছে খিলি॥ ৩০
হীরামণ মাণিক্য দিয়া গো করেছে সাজন।
এমন সুন্দর ঘর গো নাহি তিরভুবন॥ ৩২

রূপেতে রূপসী যত গো রাক্ষস-কামিনী।
পারিজাত ফুলে তারা গো বিনাইয়া বান্ধে বেণী॥ ৩৪
মণি-মাণিক্যেতে কেউ গো চাঁচর কেশ বান্ধে।
বায়ু সুরভিত হয় গো শ্রীঅঙ্গের গন্ধে॥ ৩৬
হীরামণ-মাণিক্য গো অঙ্গে পায় লাজ।
দণ্ডে দণ্ডে ধরে তারা গো নব রঙ্গের সাজ॥ ৩৮
সোণার পালঙ্কে তারা গো শুইয়া নিদ্রা যায়।
দেবের অমৃত তারা গো সুখে বৈস্যা খায়॥ ৪০

বিচিত্র সুবর্ণ লঙ্কা গো নির্ম্মাইল বিশাই [1]।
এমন বিচিত্র পুরী গো তির্‌ভুবনে নাই ॥ ৪২
বড়ই দুরন্ত রাজা গো দেবে নাই ডরে।
অমর হইয়াছে দুষ্ট গো বিরিঞ্চির বরে ॥ ৪৪
ইন্দ্র আদি দেবতাগণ গো রাবণে করে ডর।
কেবল তাহাঁর বৈরী গো নর আর বান্দর ॥ ৪৬
ধামায় মাপিয়া তারা গো তুলে রত্নধন।
এমন বৈভব কারো গো নাই তির্‌ভুবন ॥ ৪৮
বিত্ত-বৈভব তার গো বর্ণনা না যায়।
হীরামণ-মাণিক্য তারা গো তলইয়ে শুকায় ॥ ৫০
একদিন রাবণ রাজা গো পাত্র মিত্র লইয়া।
যুক্তি করে দশানন গো লঙ্কাতে বসিয়া ॥ ৫২

(২)

রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন

স্বর্গ জিনিতে রাজা গো করিলেক মন। ১
লইয়া রাক্ষস-সৈন্য গো করিল গমন ॥ ২
বড়ই দুরন্ত সেই গো রাক্ষসের সেনা।
স্বর্গের দুয়ারে যাইয়া গো দিল সবে হানা ॥ ৪

দেবরাজে বার্ত্তা গিয়া গো জানাইল চরে।
আইল রাবণ রাজা গো স্বর্গ জিনিবারে ॥ ৬
ইন্দ্রাদি দেবতা সবে গো চিন্তিত হইল।
রাইক্ষসের রোলে স্বর্গ গো কাঁপিয়া উঠিল ॥ ৮

---

[1] বিশাই = বিশ্বকর্ম্মা।

একে ত রাবণ রাজা গো সাক্ষাৎ শমন।
যার সম বীর নাহি গো এহি তিরভুবন॥
কাটিলে না কাটে মুণ্ডু গো আগুনে না পুড়ে।
এমনি হইয়াছে দুষ্টু গো বিরিঞ্চির বরে॥
স্বর্গ ছাইড়া পলাইল গো যত দেবগণ।
ইন্দ্র যমে লইল রাজা গো করিয়া বন্ধন॥
পারিজাত বৃক্ষ ছিল গো ইন্দ্রের নন্দনে।
ডালে মূলে উপাড়িয়া গো লইলা রাবণে॥
ঐরাবত হস্তী লইলা গো উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া।
কাইড়া লইয়া পুষ্পক রথ গো শূন্যে দিল উড়া॥
মণিমুক্তা লইলা কত গো না যায় গণন।
ঝাইড়া মুইছ্যা লইলা রাজা গো ভাণ্ডারের ধন॥
দেবকন্যাগণে লইল গো রাজা রথেতে তুলিয়া।
হরষিতে চলে রাজা গো জয়লক্ষ্মী লইয়া॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণে বন্দী করি গো লয়।
স্বর্গপুরী শ্মশান হইল গো চন্দ্রাবতী কয়॥

(৩)

রাবণ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্য ও পাতাল বিজয়

পরে ত চলিল রাজা মরত ভুবন।
মর্ত্ত্যেতে আছিল শুন গো যত রাজাগণ॥
বিনাযুদ্ধে সকলে গো মাগিল পরিহার[1]।
পাতালপুরে চলে রাজা গো করি মার্ মার্॥

---

১ পরিহার = ক্ষমা।

পাতালে বাসুকী আদি গো যত নাগগণ।
বিনাযুদ্ধে আসি সবে গো লইলা শরণ॥
পরে ত চলিল রাজা গো গহন কাননে।
যথায় তপস্যা করে গো যত মুনিগণে॥
রাজকর চায় রাজা গো ঘূর্ণিত লোচন।
জটাচুলে ধরিয়া সবে গো করে বিরস্মন[1]॥
কপীন সম্বল তারা গো ফল মুলাহারী।
রাবণের পায়ে পড়িয়া গো যায় গড়াগড়ি॥
দয়ামায়া নাহি গো দুষ্ট রাবণের মনে।
নানামতে বিরস্মনা গো করে মুনিগণে॥

কুশাগ্রে চিরিয়া বুক গো রক্ত সবে দিল।
মুনির রক্ত কর লইয়া গো কৌটায় ভরিল॥
লঙ্কায় চলিল রাজা গো হরষিত মন।
মন্দোদরী রাণীর আগে গো দিল দরশন॥
রক্ত-কটরা খুলি গো রাণীর হাতে দিল।
চিন্তিত হইয়া রাণী গো রাবণে পুছিল॥

"কিবা ধন আনিয়াছ গো কটরায় ভরিয়া।"
রাণীরে কহিলা রাজা গো সান্ত্বনা করিয়া॥

"সতত আমার বৈরী গো যত দেবগণ।
অমর হইয়াছে সবে গো অমৃত কারণ॥
ইন্দ্র যমে আনিয়াছি গো লঙ্কায় বান্ধিয়া।
সবারে মারিব গো এই বিষ খাওয়াইয়া॥
যত্ন করি এই কৌটা গো তুল্যা রাখ ঘরে।"
এত বলি রাবণ রাজা গো চলিলা বাহিরে॥

[1] বিরস্মন = বিড়ম্বনা

(৪)

সীতার জন্মের পূর্ব্ব-সূচনা

রাজ্য করে রাবণ রাজা গো পাত্র মিত্র লইয়া।
সীতার জনম-কথা গো শুন মন দিয়া ॥ ২
চন্দ্র হইতে জ্যোতি রাজা গো করিয়া হরণ।
মটুকে রাখিল করি রাজা গো শীর্ষের আভরণ ॥ ৪
সূর্য্য হইতে কাড়ি লইল গো সহস্র কিরণ।
কুড়ি চক্ষে ভরি রাখে গো জ্বলন্ত অনল ॥ ৬
দেবতা তেত্রিশ কোটি গো আইল লঙ্কাপুরে।
করযোড়ে দণ্ডাইল গো রাবণের ডরে ॥ ৮
কেহ ঝাড়ুদার কেহ গো বাগানের মালী।
দেবের উপরে রাক্ষস গো করে ঠাকুরালী ॥ ১০
কুবের হইল আসি গো রাজার ভাণ্ডারী।
একাদশ রুদ্র হইল গো শিয়রের পরী ॥ ১২
দ্বাদশ আদিত্য হইল গো শিরে ছত্রধর।
দেবতা হইয়া পবন গো ঢুলায় চামর ॥ ১৪
বরুণ আসিয়া রাজার গো চরণ পাখালে।
লঙ্কাপুরে পারা ' দেয় গো শমন কোটালে ॥ ১৬
অশ্বশালে থাকি ইন্দ্র গো কাটে ঘোড়ার ঘাস।
চন্দ্র সূর্য্য আলো দেয় গো বার তিথি মাস ॥ ১৮

গন্ধর্ব্বপুরেতে যত গো গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
বলেতে আনিয়া রাজা গো আনে নিজ পুরী ॥ ২০
সাত শত দেবকন্যা গো রাজা রথেতে তুলিয়া।
শূন্যরথে করি আনে গো লঙ্কায় হরিয়া ॥ ২২

পারা = পাহারা

বলে ছলে পড়ি কেহ গো পাপিষ্ঠে ভজিল ।
ঝাঁপাইয়া সাগরজলে গো কেউ বা মরিল ॥ ২৪

অশোক কাননে রাজা গো হরষিত মতি ।
দেবকন্যা সঙ্গে কেলি গো করে দিবারাতি ॥ ২৬
হীরা মণি মুক্তা আদি গো যত আভরণে ।
আপনি মদন রতি সাজায় রাবণে ॥ ২৮

চেড়ী গিয়া বার্ত্তা কয় গো মন্দোদরী আগে ।
“এতকাল রাণী তুমি গো আছিলা সোহাগে ॥ ৩০
দেবকন্যা সহিত রাজা গো অশোক কাননে ।
কেলি করে নিরন্তর গো হরষিত মনে ॥” ৩২

এহি কথা শুনিলেন গো মন্দোদরী রাণী ।
অভিমানে দরদরি গো চক্ষে বহে পানি ॥ ৩৪
বহুবল্লভ মন্দোদরী গো জানিয়া রাবণে ।
কটরায় আছিল বিষ গো পড়িলেক মনে ॥ ৩৬
“যে বিষ খাইয়া মরে গো দেবতা অমর ।
আমি কেন নাহি খাই গো সেই কাল জর ॥” ৩৮

(৫)

মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চার ও ডিম্ব-প্রসব

এতেক ভাবিয়া রাণী গো কি কাম করিল ।
কৌটায় আছিল বিষ গো মুখে তুলি দিল ॥ ২
দৈবের নিবন্ধ কভু গো না যায় খণ্ডানি ।
বিষ খাইয়া গর্ভবতী গো হইলেন রাণী ॥ ৪

একমাস দুইমাস গো তিনমাস গেল ।
দশমাস দশদিনে গো পূর্ণিত হইল ॥ ৬

বিষেতে অবশ অঙ্গ গো বদন হইল কালা।
ভূমিতে শুইল রাণী গো কাল বিষের জ্বালা॥
দিন যায় রাত্রি আসে গো শনির বারবেলা।
এমন কালে রাণী এক গো ডিম্ব প্রসবিলা॥
চরে গিয়া বার্ত্তা তবে গো জানায় রাবণে।
ডিম্ব প্রসবিলাইন রাণী গো অতি অল্পক্ষণে॥
এহি কথা রাবণ রাজা গো যখনি শুনিল।
গণক আনিতে রাজা গো চর পাঠাইল॥

পাঞ্জি পুঁথি লইয়া গণক গো আইল রাজার পুরে।
খড়ি পাতি গণক তবে গো লাগে গণিবারে॥

"অবধান কর আজি গো রাক্ষসের নাথ।
সুবর্ণ লঙ্কার শিরে গো হইল বজ্রাঘাত॥
এই ডিম্বে কন্যা এক গো লভিল জনম।
তা' হইতে রাক্ষস-বংশ গো হইবে নিধন॥
আর এক কথা শুন গো রাক্ষসের পতি।
কন্যার লাগিয়া বংশে গো না জ্বলিবে বাতি॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
আপনি মরিবে রাজা গো এই কন্যার দায়॥
রাক্ষসের রক্ষা নাই গো গণিলাম সার।
সুবর্ণের লঙ্কাপুরী হৈল ছারখার॥"

এহি কথা রাবণ রাজা গো শুনিল যখন।
কুড়ি চক্ষে অগ্নি ছুটে গো জ্বলন্ত নয়ন॥
কেহ বলে 'কাট ডিম্ব' গো কেহ বলে 'ভাঙ্গ।'
'অনলে পুড়াইয়া' কেউ গো বলে 'কর সাঙ্গ॥'

এই কথা অন্তঃপুরে গো শুনিলেন রাণী।
অন্তরে জ্বলিল যেন গো জ্বলন্ত আগুনী॥

কান্দিল মায়ের পরাণ গো এহি কথা শুনি।
দরদর করি রাণীর চক্ষে বহে পানি ॥ ৩৪
বনের পশুপক্ষী যারা গো সন্তানে রাখে বুকে।
তারাও ঝুরিয়া মরে গো পুত্র-কন্যার শোকে ॥ ৩৬
কান্দিয়া রাবণে রাণী গো জানাইল বারতা।
"নষ্ট না করিও ডিম্ব গো রাখ মোর কথা ॥ ৩৮
না ভাইঙ্গ না পুইর ডিম্ব গো আমার মাথা খাও।
যদি নাই রাখ ডিম্ব গো সায়রে ভাসাও ॥" ৪০

রাণীর কথায় রাবণ গো কি কাম করিল।
পঞ্চজন কারিগর গো ডাকিয়া আনিল ॥ ৪২
বানাইল কৌটা এক গো সন্ধান করিয়া।
তাহাতে ভরিল ডিম্ব গো যতন করিয়া ॥ ৪৪
সোণার কটরা মধ্যে গো রূপার খিল দিয়া।
সায়রে ভাসাইল ডিম্ব গো ভবানী স্মরিয়া ॥ ৪৬
ঘনাইয়া আইল সন্ধ্যা গো রবি বসে পাটে।
এমন সময় লাগ্‌ল ডিম্ব গো জনক ঋষির ঘাটে ॥ ৪৮

(৬)

মাধব জালিয়া ও সতা জাল্যানী

মিথিলা নগরে ছিল গো মাধব জালিয়া।
জাল বায় মাছ ধরে গো ঘাটে দেয় খেয়া ॥ ২
নগরের মাঝে মাধব গো সবার দীনহীন।
হাটের চাউল ঘাটের পানি গো দুঃখে যায় দিন [১] ॥ ৪

---

[১] হাটের……দিন = নিজের ক্ষেত নাই, হাট হইতে চাল কিনিয়া খাইতে হইত; নিজের পুকুর নাই পরের ঘাট হইতে জল লইয়া খাইতে হইত।

পিন্ধনে কাপড় নাই গো পেটে নাই ভাত।
রাত্রদিন ভাবে সতা গো শিরে দিয়া হাত॥

এক সুখ কপালে তার গো লিখিলা বিধাতা।
আছিলা ঘরের নারী গো সতী পতিব্রতা॥
সতা নামে নাম তার গো জনম-দুঃখিনী।
স্বামীর সুখেতে সুখী গো দুঃখেতে দুঃখিনী॥
জাল বাইয়া আইসে মাধব গো কাদা ভরা পায়।
ধুয়াইয়া মুছাইয়া সতা গো ঘরে লইয়া যায়॥
দারুণ গরমে মাধব গো ছটফট করে।
তালের পাখা লইয়া সতা গো অঙ্গে বাতাস করে॥
মাঘ মাসেতে দুঃখ গো শীতের রজনী।
আপন অঞ্চলে পাতে গো স্বামীর বিছানী॥
ক্ষুদকণা য'হা থাকে গো খাওয়ায় স্বামীরে।
পাতের প্রসাদ সতা গো খায় ভক্তিভরে॥

পাতালতার ঘরখানি গো ভাঙ্গা বেড়া তায়।
স্বামী বুকে লইয়া সতা গো সুখে নিদ্রা যায়॥
এমন যে দুঃখ তবু গো কপালের না দোষে।
স্বামী লইয়া থাকে সতা গো মনের সন্তোষে॥
উবাসে কাবাসে দিন গো গত হইয়া যায়।
দারুণ বিধাতা গো মুখ তুলিয়া না চায়॥
ছেঁড়া পাটের শাড়ী গো কোমরেতে বেড়ি'।
মাছের ঝাঁপি মাথায় সতা গো ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
মলিন বয়ান গো সতার ঘামে ভিজে কেশ।
হাসিমুখে কহে কথা গো নাহি ভাবে ক্লেশ॥

একদিন মাধব গো কোমরে বান্ধি ডোলা।
জাল বাইতে যায় গো মাধব তিন-সন্ধ্যাবেলা॥

বাইতে বাইতে গো জাল রজনী আইল।
মাছ নাহি পায় গো মাধব চিন্তিত হইল॥ ৩২
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা গো শুন মন দিয়া।
আরবার গো জাল ফেলে মনসা স্মরিয়া॥ ৩৪
তাড়াতাড়ি করি মাধব গো টানে জালের দড়ি।
জালেতে ঠেকিয়া উঠে গো সোণার কটরি॥ ৩৬
চন্দ্রাবতী কহে "মাধব গো ঘরে ফিইরা যাও।
পোহাইল দুঃখের নিশি গো সুখে বৈস্যা খাও॥" ৩৮

বাড়ীতে আসিয়া মাধব গো তিন ডাক দিল।
শীঘ্রগতি হইয়া সতা গো ঘরের বাহির হৈল॥ ৪০
আজি বুঝি গো দোনা মাছ পাইলেন পতি।
শীঘ্র ক'রে জ্বালে সতা গো আন্ধাইর ঘরে বাতি॥ ৪২

মাধব কহে বিধি কিবা গো লিখিল কপালে।
কাণা কড়ির মৎস্য আজগো না পড়িল জালে॥ ৪৪
কাণে কাণে কয় গো মাধব শুনে বা না শুনে।
কি জানি পাড়ার লোক গো গোপন কথা জানে॥ ৪৬
আস্তে ব্যস্তে কৌটা মাধব গো দিল সতার হাতে।
সুবর্ণ কটরা সতা গো তুইল্যা লইল মাথে॥ ৪৮
কাঠালের পিড়িতে গো সতা আসন পাতিল।
যতন করিয়া গো তথি কটরা রাখিল॥ ৫০

জয়াদি জোকার দিয়া গো মঙ্গল জানায়।
পঞ্চ সিন্দুরের ফোটা গো দিল কৌটার গায়॥ ৫২
ধান্য দুর্ব্বা আলপনা গো কৈল বিধিমতে।
আম্র শাখে রাখে ঘট গো জল ভরি তা'তে॥ ৫৪

পঞ্চ গাছি সইলতা [১] দিয়া গো জ্বালে ঘৃতের বাতি।
ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া গো করিল আরতি ॥ ৫৬
সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়ি গো করিল প্রণাম।
সতার গৃহেতে হইল গো লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥ ৫৮

পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখ ভোর।
আজ হইতে হইল সতার গো সকল দুঃখ দূর ॥ ৬০
গোয়ালেতে বন্ধ্যা গাভী গো কামধেনু হইল।
সরু শস্য ধানে চাউলে গো উভরা ভরিল ॥ ৬২
ক্ষেতে যদি গো বীজ ফেলে দোনা শস্য ফলে।
এখন হইতে মাধব আর গো নাহি যায় জালে ॥ ৬৪
মাছের ডুলি মাথায় সতা গো না যায় বাড়ী বাড়ী।
'রাম-লক্ষ্মণ-শাঁখা' পরে গো মাধবের নারী ॥ ৬৬
'গঙ্গাজল-শাড়ী' পরে গো পিন্ধন বাহার।
কোমরে বেড়িয়া পরে গো পাটের পসার ॥ ৬৮
কাঞ্চন সরা বাটায় গো সুখে পান গুয়া খায়।
ফুলের মাচায় শুইয়া গো সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৭০

পাড়াপড়শীরা সবে গো করে কাণাকাণি।
এই না আছিল সতা গো জনম-দুঃখিনী ॥ ৭২
সতা বলে "পাড়াপড়শী গো থাক আশার আশে।
কপালে থাকিলে গো সুখ একদিন আসে ॥" ৭৪

(৭)

ডিম্ব লইয়া সতার জনক-মহিষীর নিকট গমন

একদিন রাত্রে গো সতা দেখিল স্বপন।
সে বড় আশ্চর্য্য কথা গো শুন সখীগণ ॥ ২

---

১ সইলতা = সল্‌তে।

আড়াই প্রহর রাত্রি গো সতা শুইয়া নিদ্রা যায়।
চান্দের আলোক গো তার যুরে আঙ্গিনায়॥
কৌটা হইতে গো এক কন্যা বাহির হইয়া।
মা মা বলি ধরে গো সতার গলা জড়াইয়া॥
আশ্চর্য্য রূপসী কন্যা গো যেন পুষ্পডালা।
উজলা করিল গো গৃহ সাক্ষাৎ কমলা॥
ধরিয়া সতার গলা গো কহে ধীরে ধীরে।
"আমারে লইয়া যাও গো জনক রাজার ঘরে॥
বাপ মোর জনক রাজা গো রাণী মোর মাও।
কালি প্রাতে মোরে লইয়া গো রাণীর কাছে যাও॥"

ভোর না হইতে গো সতা সকালে উঠিয়া।
সুবর্ণ কটরা লইল গো অঞ্চলে বান্ধিয়া॥
গত নিশির স্বপ্নের কথা গো রাণীরে কহিল।
অঞ্চল খুলিয়া কৌটা গো রাণীর হাতে দিল॥

রাণী বলে "কিবা দিব গো ইহার বদলে।"
গজমোতি হার এক পরায় সতার গলে॥
ধামায় মাপিয়া দিলা গো রত্নাদি কাঞ্চন।
সতা বলে "এ সকলে কোন প্রয়োজন॥
তোমার রাজ্যেতে বসি গো জন্ম-কাঙ্গালিনী।
আছয়ে মিনতি এক গো শুন রাজরাণী॥

স্বপ্ন যদি সত্য হয় গো কন্যা জন্মে ইতে।
আমার নামেতে গো কন্যার নাম রাইখ্যো সীতে॥"
এত বলি সতা তবে গো বিদায় হইল।
সুবর্ণ কটরা রাণী গো যতনে রাখিল॥

শুভদিনে শুভক্ষণ গো পূর্ণিত হইল।
ডিম্ব ফুটিয়া গো শিশু ভূমিষ্ঠ হইল॥

সর্ববসুলক্ষণা কন্যা গো লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
মিথিলা নগর যুড়ি গো উঠে জয়ধ্বনি ॥ ৩০
জয়াদি জোকার দেয় গো কুলবালাগণ।
দেবের মন্দিরে গো বাদ্য বাজে ঘনে ঘন ॥ ৩২
স্বর্গে মর্ত্ত্যে জয় জয় গো সুর নরগণে।
হইল লক্ষ্মীর জন্ম গো মিথিলা ভবনে ॥ ৩৪
সতার নামেতে গো কন্যার নাম রাখে সীতা।
চন্দ্রাবতী কহে গো কন্যা ভুবন-বন্দিতা ॥ ৩৬

(৮)

রামের জন্ম

পুণ্যকথা এক চিত্তে শুন গো দিয়া মন।
যে রূপে জন্মিলা গো প্রভু রাম নারায়ণ ॥ ২
এক অংশ নারায়ণ গো চারি রূপ ধরি।
জন্ম লইলেন আসি গো অযোধ্যা নগরী ॥ ৪
রাজ্য করে দশরথ গো অযোধ্যা নগরে।
প্রজাগণে পালে রাজা গো পুত্র সমাদরে ॥ ৬

অপুত্রক ছিলা রাজা গো দুঃখযুক্ত হিয়া।
একে একে করিলেন গো তিনখানি বিয়া ॥ ৮
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর গো সুমিত্রা ঠাকুরাণী।
রাজার আছিল এই গো তিনজন রাণী ॥ ১০
বশিষ্ঠেরে লইয়া রাজা গো করয়ে মন্ত্রণ।
পুত্রের লাগিয়া করে গো যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ ১২

নানাদেশ হইতে গো ডাকি আনে মুনিগণে।
যজ্ঞ করে দশরথ রাজা গো পুত্রের কারণে ॥ ১৪

যতেক যজ্ঞের ফল গো হইল নিষ্ফল।
আটকুরা রাজার ভাগ্যে গো না ফলিল ফল॥ ১৬

একদিন দশরথ গো বড় দুঃখ মন।
যোড়মন্দির ঘরে যাইয়া করিল শয়ন॥ ১৮
কপাটেতে খিল দিয়া গো অনাহারে রয়।
মনদুঃখে হইল রাজার গো জীবন সংশয়॥ ২০
একদিন দুইদিন গো তিনদিন গেল।
মন্দিরের কপাট রাজা গো মুক্ত না করিল॥ ২২
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা গো শুন দিয়া মন।
আচম্বিতে আইল তথা গো মুনি একজন॥ ২৪
অতিদীর্ঘ জটাভার গো পড়ে ভূমিতলে।
ললাটে চন্দন তিলা গো তারা যেন জ্বলে॥ ২৬
হস্তেতে তালের যষ্টি গো কান্ধে বাঘছাল।
মুনিরে দেখিয়া গো ভয় লাগে দ্বারপাল॥ ২৮
দুয়ারে খাড়াইয়া মুনি গো তিন ডাক মাইল।
মুনির বচনে রাজা গো দুয়ার খুলিল॥ ৩০
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল গো বসিতে আসনে।
তাতে না বসিয়া মুনি গো বসে কুশাসনে॥ ৩২

রাজারে জিজ্ঞাসে মুনি গো কিসের কারণ।
এহি মতে অনশনে গো ত্যজিছ জীবন॥ ৩৪
দুঃখের কথা কয় রাজা গো মুনির চরণে।
সান্ত্বনা করেন মুনি গো মধুর বচনে॥ ৩৬
অকাল অমৃত ফল গো খুলি ঝুলা হইতে।
আস্তে ব্যস্তে দেয় মুনি গো দশরথের হাতে॥ ৩৮

এই ফল দেও নিয়া গো কৌশল্যা রাণীরে।
এই ফলে পাবে গো পুত্র দেবতার বরে॥ ৪০

ফল লইয়া দশরথ গো অতি ধীরে ধীরে।
শীঘ্রগতি চলে রাজা গো কৌশল্যার মন্দিরে॥ ৪২
ফল লইয়া দিল রাজা গো কৌশল্যার হাতে।
রাজারে দেখিয়া রাণী গো উঠে চমকিতে॥ ৪৪
মুনির বৃত্তান্ত রাজা গো বলে সমুদয়।
* * * * ॥ ৪৬
ফল পাইয়া কৌশল্যা গো আনন্দিত হিয়া।
সোণার কটরা মাঝে গো রাখিল তুলিয়া॥ ৪৮
সরলা কৌশল্যা দেবী গো কি কাম করিল।
মুনির দেওয়া ফল রাণী গো তিন ভাগ কৈল॥ ৫০
এক ভাগ নিজে খাইল রাণী গো আর দুই ভাগ লইয়া।
সুমিত্রা কৈকেয়ীর ঘরে দিল গো পাঠাইয়া॥ ৫২

কিছুকাল পর শুন গো দৈবের ঘটন।
গর্ভবতী হইল ক্রমে গো রাণী তিন জন॥ ৫৪
অযোধ্যা নগরে উঠে গো জয়াদি জোকার।
শুনি নাগরিয়া লোকে গো লাগে চমৎকার॥ ৫৬
ঢাক ঢোল বাজে রঙ্গে গো নাচে প্রজাগণ।
ভাণ্ডার খুলিয়া সবে গো করে ধন বিতরণ॥ ৫৮
ব্রাহ্মণেরে দিলা রাজা গো ধনরত্ন দান।
দুগ্ধবতী গাভী দিলা গো সহিত রাউখ্যাল॥ ৬০

এক দুই তিন করি গো পঞ্চমাস গেল।
গর্ভের লক্ষণ গো ক্রমে প্রকাশ হইল॥ ৬২
জ্যেঠি খুড়ি মিলি সবে গো সাধ খাওয়াইল।
জয়রবে অযোধ্যাপুরী গো ভরিয়া উঠিল॥ ৬৪
অলস হইল গো তনু মুখে হাই উঠে।
সোণার পালঙ্ক ছাড়ি গো ভূমে পড়ি লুটে॥ ৬৬

পোড়া মাটি খায় গো ঘুমে ঢুলে দু'নয়ন।
চন্দ্রাবতী কয় গো এই গর্ভের লক্ষণ॥ ৬৮

দশমাস দশদিন গো পূর্ণিত হইল।
সর্ব্ব সুলক্ষণ শিশু গো ভূমিষ্ঠ হইল॥ ৭০
সুবর্ণ কাটরীতে গো ধাই নাড়ী ছেদ করে।
জয়াদি জোকার পড়ে গো কৌশল্যার মন্দিরে॥ ৭২
দূতে গিয়া বার্ত্তা কইল গো দশরথের আগে।
হিরামণ মাণিক্যি দিয়া গো রাজা পুত্রমুখ দেখে॥ ৭৪
সুগন্ধি চন্দন যত ছিটায় গো রাজপথে।
শিশু দেখ্‌তে রাজগণ গো আইল শূন্য রথে॥ ৭৬
নেতের পতাকা উড়ে গো প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিদান বাদ্যভাণ্ড গো দেবের মন্দিরে॥ ৭৮
আম্রশাখে পূর্ণ কুম্ভ গো তীর্থজলে ভরি।
হুলাহুলি কুলাকুলি গো দেয় কুলনারী॥ ৮০
যতেক নাটুয়াগণ করে গো নাচগান।
আনন্দেতে তুলপার গো করে পুরীখান॥ ৮২

মঙ্গল চণ্ডিকা পূজে গো দেবী সুবচনী।
বনদুর্গা পূজা করে গো ডরাই ডাকুনী॥ ৮৪
শীতলা-ষষ্ঠীর পূজা গো করে বিধিমতে।
মনসাদেবীরে পূজে গো নেতার সহিতে॥ ৮৬
ষাটিহারা দিন [১] দেখি গো নামাকরণ কৈল।
গণিয়া বাছিয়া নাম গো পুরবাসী থৈল॥ ৮৮

কৌশল্যা রাখিল নাম গো কাঙ্গালের ধন।
দশরথ নাম রাখে গো অযোধ্যা-ভূষণ॥ ৯০

[১] ষাটিহারা দিন = ষষ্ঠীর দিন।

রাজ্যবাসী নাম রাখে গো রাম রঘুবর।
পুরনারী নাম রাখে গো শ্যামল সুন্দর॥
ধ্যানেতে জানিয়া গো বশিষ্ঠ তপোধন।
নাম রাখে গো রামচন্দ্র কমল-লোচন॥

করকোষ্ঠী হেতু গো রাজা গণকে ডাকিল।
পুঞ্জি পুঁথি হাতে লৈয়া গো গণক আইল॥
খড়ি পাতি সাত পাঁচ গো ঘর যে আঁকিয়া।
গণক কোষ্ঠীর ফল গো কহিল ভাবিয়া॥
"জোর ভুরো দীপ্ত আঁখি গো সূর্য্য সম জ্বলে।
রাজটীকা আছে গো ঐ শিশুর কপালে॥
আগুনে না পুড়িবে গো শিশু জলে নৈব তল।
ধনুকধারী হবে শিশু গো বলে মহাবল॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত গো রাজ্য অধিকারী।
মরিবে ইহার বাণে গো ত্রিজগতের বৈরী॥"
সপ্তম ঘরেতে গণক গো শূন্য যদি দিল।
গোপন ঘরের কথা গো গোপনে রাখিল॥

গোপন ঘরের কথা গো রাখিল গোপনে।
কপালের দোষে রাম গো যাইবেন বনে॥
ফলিবে সে ব্রহ্মশাপ গো পুত্রের কারণ।
এই পুত্র লাগি গো রাজা ত্যজিবে জীবন॥
এইরূপ জন্মিলেন গো রাম রঘুপতি।
কৌশল্যা মায়ের পদে গো ভনে চন্দ্রাবতী॥

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সীতার বারমাসী

(১)

সাত পাঁচ সখী বইসা গো জোড়-মন্দির ঘরে।
এক সখী কহে কথা গো জিজ্ঞাসে সীতারে ॥
তুমি যে গেছ্‌লা গো সীতা এই বনবাসে।
কোন্ কোন্ দুঃখ পাইয়াছিলা গো কোন্ কোন্ মাসে ॥

"আমার দুঃখের কথা গো কহিতে কাহিনী।
কহিতে কহিতে উঠে গো জ্বলন্ত আগুনী ॥
জনম-দুঃখিনী সীতা গো দুঃখে গেল কাল।
রামের মতন পতি পাইয়া গো দুঃখেরি কপাল ॥
এক ত দিনের কথা গো শুন সখীগণ।
চাইর বইন আছি গো মোরা মিথিলা ভুবন ॥
আনন্দে কাটয়ে দিন গো শৈশবের বেলা।
মায়ের কোলেতে থাকি গো করি খেলাধূলা ॥
বাপের আছিল পণ গো আচরিত কথা।
যে ভাঙ্গিবে শিবের ধনু গো তারে দিব সীতা ॥

কত রাজা আইল গো গেল সীমা-সংখ্যা নাই।
ধনুক ভাঙ্গিতে পারে গো সাধ্য কারো নাই ॥
একদিন রাত্রে আমি গো দেখিলাম স্বপন।
শিয়রে বসিয়া প্রভো গো কমল-লোচন ॥
'উঠ উঠ জানকী গো কত নিদ্রা যাও।
আমি রামচন্দ্রে ডাকি গো আঁখি মেইল্যা চাও ॥

বহুদুর দেশ হইতে গো আইলাম মিথিলা ভবন।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু গো করিয়াছি পণ॥'

রজনী প্রভাত হইল গো ভাঙ্গিল স্বপন।
নয়নে লাগিয়া রৈল গো শ্যামল বরণ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু গো সঙ্গেতে লক্ষ্মণ।
আজি বুঝি সত্য হইল গো নিশার স্বপন॥
সঙ্গেতে আসিলা তার গো বিশ্বামিত্র মুনি।
যজ্ঞস্থলে গেলা প্রভু গো রাম রঘুমণি॥
মিথিলার লোকে দেখে গো বলে অতঃপর।
যেই জন দেখে বলে গো সীতার যোগ্য বর॥
চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই গো নর-বেশ ধরি।
পণে উদ্ধারিতে বাপে গো আইল বুঝি পুরী॥
আজানু-লম্বিত বাহু গো মুনির ইঙ্গিতে।
ভাঙ্গিল শিবের ধনু গো যেন অলক্ষিতে॥

জয় জয় শব্দ হইল গো মিথিলা ভবন।
নৃত্যগীত করে যত গো সহচরীগণ॥
মন্দ বর ধন্ধ লাগে গো কেউ বলে কালী।
কেউ বলে মেঘের গায়ে গো শোভিছে বিজলী॥
হাস্য পরিহাসে দেখ গো রজনী পোহায়।
সীতারে লইয়া প্রভো গো অযোধ্যাতে যায়॥
আর ত দিনের কথা গো শুন মন দিয়া।
এই মতে প্রভোর সঙ্গে গো অভাগিনীর বিয়া॥

অযোধ্যা নগরে আছি গো হরষিত মন।
শুইয়া প্রভুর কোলে গো দেখিলাম স্বপন॥
সিংহাসনে বসি প্রভু গো কমল-লোচন।
তার পাছে দাণ্ডাইল গো ভাই তিনজন॥

চামর ঢুলায় কেউ গো শিরে ছত্র ধরে।
যথাবিধি তিন ভাই গো পদ সেবা করে ॥ ৪৮
এর মধ্যে আর দিন গো দেখিলাম স্বপন।
রামচন্দ্র রাজা হবে গো অযোধ্যা ভুবন ॥ ৫০

স্বপন সফল হইল গো কালি অধিবাস।
মন্থরা কুমন্ত্র দিয়া গো ঘটায় সর্ব্বনাশ ॥ ৫২
রামচন্দ্র রাজা হবে গো পইরা তিলক ছটা।
বিমাতা কৈকেয়ী তারে গো পইরায় বাকল জটা ॥ ৫৪
শরতের চান্দ যেন গো মেঘেতে ডুবিল।
সোণার অযোধ্যা পুরী গো অন্ধকার হইল ॥" ৫৬

(২)

"বৈশাখ মাসেতে দিন রে অরণ্য প্রবেশ।
শিরে জটা প্রভু রামের গো সন্ন্যাসীর বেশ ॥ ২
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দিন রে রবির বড় জ্বালা।
হাটিয়া যাইতে প্রভুর গো বদন হৈল কালা ॥ ৪
পাষাণে ঠেকিল পদ গো রক্ত পড়ে ধারে।
দুঃখিত হইয়া প্রভো গো সীতার অঙ্গে বাতাস করে ॥ ৬
পদ্মপত্রে জল আনে গো ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কতক্ষণ প্রভুর কোলে গো ছিলাম অচেতন ॥ ৮
ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম গো আমরা তিনজন।
গোদাবরী নদীর কূল গো পঞ্চবটী বন ॥ ১০
এইখানে রঘুনাথে গো কহিলা লক্ষ্মণে।
কুটির বান্ধিয়া গো বাস করি এইখানে ॥ ১২
লতাপাতা দিয়া গো কুটির বান্ধিল লক্ষ্মণ।
কুটির-মধ্যে মোরা গো থাকি দুইজন ॥ ১৪

বৃক্ষতলে দাণ্ডাইল গো দেবর লক্ষ্মণ।
ধনুহাতে দিবা নিশি গো রহে জাগরণ ॥ ১৬
দেবরের গুণ আমি গো না পারি কহিতে।
অরণ্য ভাঙ্গিয়া গো ফল তুলি দেয় হাতে ॥ ১৮
রসাল বনের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাজ্যপাট গো গেলাম ভুলিয়া ॥ ২০
লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল।
পদ্মপত্রে আনি আমি গো তমসার জল ॥ ২২
চরণ ধুয়াইয়া প্রভুর গো তৃণ শয্যা পাতি।
মনের আনন্দে কাটি গো বনবাসের রাতি ॥ ২৪

কি করিবে রাজ্যসুখ গো রাজসিংহাসনে।
শত রাজ্যপাট আমার গো প্রভুর চরণে ॥ ২৬
ভোরেতে উঠিয়া মালা গো গাঁথি বনফুলে।
আনন্দে পরাই মালা গো প্রভু রামের গলে ॥ ২৮

সুন্দর দীঘল প্রভুর গো বাহু উপাধান।
প্রত্যেক রজনী সীতার গো এমতি সয়ান ॥ ৩০
মৃগ ময়ূর আর গো বনের পশুপাখী।
সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখে দুঃখী ॥ ৩২

শুকসারী ছিল দুই গো পঞ্চবটী বন।
বনে হইল প্রতিবাসী গো তারা দুইজন। ৩৪
কভু বা শুনায় গান গো শুক আর সারী।
কানন বেড়াই গো প্রভু রামের গলা ধরি ॥ ৩৬
কায়ার সঙ্গেতে যেমন গো ছায়ার ঘূরণ।
পর্ব্বত-কাননে ঘুরি বেড়াই গো তিনজন ॥ ৩৮
আর ত দিনের কথা গো শুন সখীগণ।
কপালে আছিল সীতার গো এতেক বিড়ম্বন ॥ ৪০

(৩)

"পোহাইল সুখের নিশি গো আমি অভাগিনী।
বঞ্চিয়া প্রভুর সাথে গো সুখের রজনী॥
গগনেতে হইল বেলা গো দণ্ড তিন চারি।
সে দিনের দুঃখ কথা গো কহিতে না পারি॥
কুটিরের বাইরে বসি গো আমরা দুইজন।
তরুতলে বসিয়াছেন গো দেবর লক্ষ্মণ॥
বসিতে বসিতে মোর গো ঘুমে ঢুলে আঁখি।
অলস নয়নে গো প্রভুর চান্দমুখ দেখি॥
উরু উপাধান গো প্রভু পাতিল তখন।
অঞ্চল পাতিয়া গো আমি করিলাম শয়ন॥
এমন সময়ে এক গো সোণার হরিণী।
কুক্ষণে নজর পড়ে গো মুই অভাগিনী॥
মেঘের অঙ্গেতে যেমন গো বিজলীর ঝলা।
চলিছে সোণার মৃগ গো বন করি উজলা॥
প্রভুরে কহিলাম আমি গো যুড়ি দুই পাণি।
এত যে হইবে গো নাহি জানি অভাগিনী॥

'এমন সুন্দর মৃগ গো কভু দেখি নাই।
সোণার হরিণ ধরি গো দেহ ত গোঁসাই॥
শুক্‌না লতায় বান্ধি গো কুটিরের দ্বারে।
যাবৎ না মানে পোষ গো রাখিব ইহারে॥
অযোধ্যাতে যাব মোরা গো এই মৃগ লইয়া।
বনের চিহ্ন রাখ গো প্রভু ইহারে ধরিয়া॥'

হাতে ধনু উঠিলেন গো কমল-লোচন।
নাগপাশ অস্ত্র লইয়া গো করিয়া যতন॥

'হরিণ ধরিতে আমি গো চলিলাম বনে।
সীতারে রাখিও লক্ষ্মণ অতি সাবধানে॥'

এত বলি প্রভু রাম গো করিলা গমন।
কতক্ষণ পরে শুনি গো প্রভুর ক্রন্দন॥
'কোথারে লক্ষ্মণ ভাই গো শীঘ্র কইর‍্যা আইস।
রাক্ষসের হাতে মোর প্রাণ হইল নাশ॥'

শুইয়াছিলাম আমি গো বসিলাম উঠিয়া।
আর বার কহে প্রভু গো লক্ষ্মণে ডাকিয়া॥
'শুন শুন দেবর গো আমার মাথা খাও।
প্রভুরে রক্ষিতে তুমি শীঘ্র কইর‍্যা যাও॥'

হাতেতে ধনুর শর গো চলিলা লক্ষ্মণ।
চিন্তায় আকুল প্রাণ গো পবন-গমন॥
একাকিনী বনমধ্যে গো আমি অভাগিনী।
ভুজঙ্গ চলিল যেমন গো এড়াইয়া মণি॥
এত দুঃখ ছিল সীতার গো যদি জানিতাম।
মৃগ ধরিবারে প্রভুর গো সঙ্গে যাইতাম॥"

(৪)

"শিবশঙ্কর নাম গো লইয়া আচম্বিতে।
দণ্ডাইল যোগী এক গো আসিয়া দ্বারেতে॥
দণ্ড-কমণ্ডলুধারী গো অঙ্গে মাখা ছাই।
দুয়ারে আসিয়া বলে গো 'ভিক্ষা কিছু চাই॥'
'কি ভিক্ষা দিব গো আমি শুনহ গোসাঞ্ঞ।
শূন্যগৃহে একাকিনী গো প্রভু সঙ্গে নাই॥
আজি যদি থাকতাম আমি গো অযোধ্যা ভবনে।
ধামায় মাপিয়া গো দিতাম রত্নাদি কাঞ্চনে॥'

যোগী বলে 'ধনে মোর গো নাহি প্রয়োজন।
ঘরে আছে বনের ফল গো তাই কর দান॥
ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ গো আইলাম তব দ্বারে।
অতিথে না দিলে ভিক্ষা গো যাই তবে ফিরে॥'

একটি বনের ফল গো অঞ্চলে বান্ধিয়া।
কুটিরের বাহির হইলাম গো ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
আমি কি গো জানি সখি কালসর্পবেশে[1]।
এমনি করিয়া সীতায় গো ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে।
উড়িয়া গরুড় পক্ষী গো সর্প যেমন গেলে॥
রথেতে তুলিল মোরে গো দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি গো দুঃখের ভারতী॥
অঙ্গের আভরণ খুলি গো মারিনু রাক্ষসে।
পর্ব্বতে মারিলে ঢিল গো কিবা যায় আসে॥
কতক্ষণ পরে গো আমি হইলাম অচেতন।
এখনো স্মরিলে কথা গো হারাই চেতন॥

জাগিয়া দেখিনু আমি গো আছি লঙ্কাপুরী।
আমারে বেড়িয়া পাশে গো বসি যত চেড়ী॥
অশোক-কাননে গো বাস আমি অভাগিনী।
সেইদিন সাজিলাম গো যৌবনে যোগিনী॥
বস্ত্র অলঙ্কার ত্যজি গো নিদ্রা ও আহার।
রাক্ষসের গৃহে থাকি গো করি অনাহার॥

---

[1] এই রামায়ণের অনেকাংশের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের আশ্চর্য্য রকমের ঐক্য দৃষ্ট হয়, আমার ধারণা, মাইকেল নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন, এই গান পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

কান্দিয়া নয়ন গলে গো মৈলান হইল কেশ।
দিবানিশি জাগে প্রভুর গো সন্ন্যাসীর বেশ॥ ৩২
পাগলিনী হইল সীতা গো নাহি কিছু জ্ঞান।
প্রভুরে দেখিতে শুধু গো রাখিলাম প্রাণ॥ ৩৪
মরণে বাসনা নাই গো চরণ পাইবার আশে।
সীতার চক্ষের জলে গো অশোক-বন ভাসে॥" ৩৬

(৫)

"আষাঢ় মাসেতে দিন রে ঘন বরিষণ।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আসে গো যত দেয়াগণ॥ ২
মেঘে তত নাইকো পানি সীতার চক্ষে যত জল।
কান্দিয়া ভিজাই আমি গো অশোকের তল॥ ৪
বিষ খাই জলে ডুবি গো বুঝিতে না পারি।
সান্ত্বনা করিয়া রাখে গো সরমা সুন্দরী॥ ৬

শ্রাবণ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
হইল প্রভুর সঙ্গে গো সুগ্রীব-মিলন॥ ৮

ভাদ্রে স্বপন দেখি গো দিবসে জাগিয়া।
অশোকের ডালে পক্ষী গো বসিল উড়িয়া॥ ১০
পক্ষী নয় পক্ষী নয় গো প্রভু রামের চর [১]।
বীর হনুমান বৈসে গো ডালের উপর॥ ১২
কত ভাবে কত মতে গো সীতারে বুঝায়।
প্রাণ ত বুঝে না গো সীতার হইল বড় দায়॥ ১৪
রামের অঙ্গুরী বীর গো দেখাইল মোরে।
অঙ্গুরী দেখিতে সীতার গো অশ্রু পড়ে ধারে॥ ১৬
পাইল রামচন্দ্র গো সীতার বারতা।
তারপর শুন গো সীতা-উদ্ধারের কথা॥ ১৮

---

১ পক্ষী নয়……চর=ঠিক অনুরূপ কথা মহুয়ায় আছে।

আশ্বিন মাসেতে সীতা গো দেখিলা স্বপন।
বনেতে করেন প্রভু গো অকাল-বোধন॥
রাবণ বধিতে প্রভু গো পূজেন অম্বিকায়।
সীতার দুঃখের দিন গো এইরূপে যায়॥

কার্ত্তিক মাসেতে দিন রে ছোট হইল বেলা।
কান্দিয়া কাটাই দিন গো বসিয়া একেলা॥
নয়নের জলে মোর গো নদী বইয়া যায়।
সুখের বারতা আইস্যা গো সরমা জানায়॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতার গো অস্থিচর্ম্ম-সার।
এত দুঃখ ছিল বিধি গো কপালে আমার॥

অগ্রহায়ণ মাসেতে শুনি গো বৃক্ষ আর পাথরে।
দুরন্ত সাগর, আসি গো, বান্ধিল বানরে[১]॥

পৌষ মাসেতে দিন রে পৌষ অন্ধকার।
বানর-কটকে ঘিরে গো লঙ্কার চারিধার॥

মাঘ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
রণে মরে ইন্দ্রজিত গো রাবণ-নন্দন॥
স্বপন সফল হইল গো লঙ্কা ছারখার।
সাগরের কূলে শুনি গো রাক্ষসের হাহাকার॥

ফাল্গুন মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপনে।
সবংশে মরিল রাবণ গো শ্রীরামের বাণে॥
স্বপন সফল হইল গো দুঃখের দিন যায়।
বানর-কটক শুনি গো রামগুণ গায়॥

---

১ দুরন্ত সাগর……বানরে = বানর আসিয়া দুরন্ত সাগরকে বন্ধন করিল

চৈত্র মাসেতে সীতার গো দুঃখ হইল দূর।
পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখ ভোর॥ ৪২
অন্ধেতে পাইল যেমন গো নয়নের মণি।
তেমতি দুঃখিনী সীতা গো পাইল রঘুমণি॥” ৪৪

সীতার বারমাসী কথা গো দুঃখের ভারতী।
বারমাসের দুঃখের কথা গো ভনে চন্দ্রাবতী॥ ৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতার বনবাসের পূর্ব্ব-সূচনা

(১)

সুখ-বসন্তের কথা গো শুন সখীগণ।
রতন-মন্দিরে বসি গো কৌশল্যা-নন্দন ॥ ২
উপরে চান্দোর টাঙ্গায় গো নীচে শীতল পাটি।
রামসীতা বসিলেন গো হাতে পাশার কাটি ॥ ৪
আবের পাখায় বাতাস গো করে সখীগণ।
কৌতুকে করেন রাম গো প্রেম-আলাপন ॥ ৬

গুয়া পান খায় কেহ গো হাসে খলখলি।
চান্দেরে ঘেরিয়া যেন গো তারার মণ্ডলী ॥ ৮
সুবর্ণের গুটিতে গো ঘর সাজাইয়া।
রামচন্দ্র খেলে পাশা গো সীতারে লইয়া ॥ ১০
লক্ষ্মীর সহিত পাশা গো খেলে নারায়ণে।
ইন্দ্র যেন খেলে পাশা গো শচীরাণী সনে ॥ ১২
মদনের সহিত পাশা গো খেলে যেন রতি।
হরের সহিত কিংবা গো খেলায় পার্ব্বতী ॥ ১৪
হাসিয়া কহিছে তবে গো সহচরীগণ।
"এক কথা শুন রাম গো কমল-লোচন ॥ ১৬
হার-জিত হবে যেই গো আগে কর পণ।
হারিলে জিতিলে কিবা গো দিবে কোন্ জন ॥" ১৮

শ্রীরাম বলেন "পাশায় গো আমি যদি হারি।
হস্ত হইতে দিব খুলে গো রতন-অঙ্গুরী ॥ ২০

জানকী হারিলে বল গো দিবে কিবা পণ।"
সখীগণ বলে "দিবে গো প্রেম-আলিঙ্গন॥"

লাজে অধোমুখী গো সীতা পড়িলেন ঢলি।
পত্রের ভারেতে যথা গো চম্পকের কলি॥
পড়িল পাশার দান গো খেলিতে খেলিতে।
হারিলেন রামচন্দ্র গো সীতাদেবী জিতে॥

হাসিতে হাসিতে তবে গো যত সহচরী।
সীতারে বেড়িল গো রামে দিয়া টিটকারী॥
জোর করি শ্রীরামের গো অঙ্গুরী খসাইয়া।
সীতার অঙ্গুলে সখী গো দিল পরাইয়া॥
"পুরুষ হইয়া হারে গো রমণীর সনে।"
তিরস্কার করে রামে গো মিষ্ট আলাপনে॥

ছয় তিন কাঁচাগুঁটি গো পাকা যে হইল।
এইবার সীতাদেবী গো পণেতে হারিল॥
হাসিয়া শ্রীরাম ক'ন গো সহচরীগণে।
"প্রতিজ্ঞা-পালন কথা গো আছে কিনা মনে॥"
আড়িকুলা করি তবে গো যতেক সঙ্গিনী।
শ্রীরামের কুলে দিলা গো জনক-নন্দিনী॥
চুম্বন করিয়া সীতায় গো বলেন রঘুবর।
"যাহা ইচ্ছা মনোমত গো বাছি লও বর॥"

চন্দ্রা কহে পোহাইল গো সুখের রজনী।
সাবধানে মাগ বর গো জনক-নন্দিনী॥
ধীরে ধীরে ক'ন সীতা গো রামের গোচরে।
"মনের বাসনা প্রভু গো কহি যে তোমারে॥
বহুদিন হইতে মোর গো আশা ছিল মনে।
আর বার বেড়াইব গো পুণ্য-তপোবনে॥

তমসা নদীর কথা গো সদা পড়ে মনে ।
রাজহংসী খেলা করে গো কমল-কাননে ॥ ৪৮
তমালের ডালে নাচে গো ময়ূরাময়ূরী ।
সোণার হরিণী ছিল গো মোর সহচরী ॥ ৫০
প্রতি নিশি স্বপ্ন দেখি গো মুনিকন্যাগণে ।
তোমার সঙ্গেতে যেন গো বেড়াই বনে বনে ॥” ৫২

চুম্বন করিয়া রাম গো কহেন সীতারে ।
“আজ নিশি কর বাস গো রতন-মন্দিরে ॥ ৫৪
কালি প্রাতে আশা তব করিব পূরণ ।
লক্ষ্মণ সহিতে তোমা গো পাঠাইব বন ॥” ৫৬
চন্দ্রা কহে দৈবদুঃখ গো না যায় খণ্ডানি ।
কি বর মাগিলে গো হায় জনক-নন্দিনী ॥ ৫৮

(২)

শয়ন-মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী ।
সোণার পালঙ্কোপরি গো ফুলের বিছানী ॥ ২
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল ।
সুবর্ণ-ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল ॥ ৪
নানাজাতি ফল আছে গো সুগন্ধে রসিয়া ।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া ॥ ৬
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল ।
অল্প অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল ॥ ৮

উপকথা সীতারে গো শুনায় আলাপিনী ।
হেন কালে আসিল তথায় গো কুকুয়া ননদিনী ॥ ১০

কুকুয়া বলিছে “বধূ গো মম বাক্য ধর ।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর ॥ ১২

দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশমুণ্ড রাবণ রাজা গো দেখাও আঁকিয়া॥"

মূর্চ্ছিতা হইল সীতা গো রাবণ-নাম শুনি।
কেহ বা বাতাস দেয় গো কেহ মুখে পানি॥
সখীগণ কুকুয়ারে গো করিল বারণ।
"অনুচিত কথা তুমি গো বল কি কারণ॥
রাজার আদেশ নাই গো বলিতে কুকথা।
তবে কেন ঠাকুরাণীর গো মনে দিলে ব্যথা॥"
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী।
বার বার সীতারে গো বলয়ে সেই বাণী॥

সীতা বলে "আমি তারে গো না দেখি কখন।
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ॥"
যত করি বুঝান সীতা গো কুকুয়া না ছাড়ে।
হাসিমুখে সীতারে গো সুধায় বারে বারে॥

বিষলতার বিষফল গো বিষগাছের গোটা।
অন্তরে বিষের হাসি গো বাধাইল লেঠা॥
সীতা বলে "দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে।
হরিয়া যখন দুষ্ট গো লয়ে যায় মোরে॥
সাগর-জলেতে পরে গো রাক্ষসের ছায়া।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত গো রাক্ষসের কায়া॥"

বসি ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় গো রাবণ আঁকিতে॥
এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর॥

শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল॥

(৩)

কালসাপিনী কুকুয়া গো কালকূটে ভরা।
সীতার সুখ দেখ্‌তে নারে গো এম্‌নি কপালপোড়া ॥ ২
কুরূপা কুৎসিতা সে যে গো ক্রুর ও মুখরা।
শিখায়ে পালিয়ে বড় গো কইর‍্যাছে মন্থরা ॥ ৪

কৈকেয়ীর কন্যা সে যে গো ছোট ভরতের।
রাজার ঘরে বিয়া হইয়া গো কপালের ফের ॥ ৬
শ্বশুর শাশুড়ী তার গো দুই চক্ষের বালি।
পাড়ার লোকেরা ডাকে গো নিন্দুক কুন্দলী ॥ ৮

বাতাসে করিয়া ভর গো পাতয়ে কুন্দল।
ঔষধ খাওয়াইয়া কর্‌ছে গো স্বামীরে পাগল ॥ ১০
দেবর ভাসুরে খেদায় গো দিয়া বেড়াবাড়ি।
পরের কলঙ্ক গাইয়া গো ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥ ১২
পরের কলঙ্ক কথায় গো কুকুয়া দশমুখ।
স্বামি-স্ত্রীতে কোন্দল বাধায় গো দেখিতে কৌতুক ॥ ১৪

সধবা হইয়া কুকুয়া গো কার্য্য-দোষে রাঁড়ী।
দশ বচ্ছর ধইর‍্যা কেবল আছে বাপের বাড়ী ॥ ১৬
রাম-সীতার সুখ তার গো পরাণে না সয়।
অন্তরে বিষের ধার গো হেসে কথা কয় ॥ ১৮

বসে আছেন রামচন্দ্র গো রত্ন-সিংহাসনে।
উপনীত হইল গিয়া গো শ্রীরামের স্থানে ॥ ২০
কালনাগিনী যেমন গো ছাড়িয়া নিশ্বাস।
দণ্ডাইল কুকুয়া গো শ্রীরামের পাশ ॥ ২২

নয়নে আগুনি তার গো ঘন শ্বাস বহে।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তবে গো শ্রীরামেরে কহে ॥ ২৪

"শুন শুন দাদা ওগো কহি যে তোমারে।
বলিতে পাপের কথা গো বাক্য নাহি সরে॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান দাদা গো সীতা চিন্তামণি[১]।
প্রাণের চাইতে অধিক তোমার গো জনক-নন্দিনী॥
বিশ্বাস না কর কথা গো না শুনিলে কাণে।
অসতী নিলাজ সীতা গো ভজিল রাবণে॥
কি কব সীতার কথা গো কইতে লাগে ভয়।
পড়িলে তোমার কোপে গো জীবন সংশয়॥
রূপসী দেখিয়া দাদা গো আপনি মজিলে।
রঘুবংশে কালি দিতে গো সীতারে আনিলে॥
এক নয় দুই নয় গো পূর্ণ দশ মাস।
আছিল তোমার সীতা গো রাবণের পাশ॥
বলিলে রাবণের কথা গো সীতার চক্ষে বহে ধারা।
মুখ ফিরাইয়া কান্দে দাদা গো তোমার নয়ন-তারা॥
সংসার না বুঝ দাদা গো তুমি ত সরল।
অমৃত ভাবিয়া দাদা গো পিইলে গরল॥
জানিয়া পুষ্পের মালা গো দাদা পরিলে গলায়।
সময় পাইয়া কালনাগিনী গো দংশিল তোমায়॥
চণ্ডালে ছুঁইলে ফুল গো না লাগে পূজায়।
কুকুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন গো লোকে নাহি খায়॥
বিশ্বাস না কর দাদা গো দেখহ আসিয়া।
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া॥"

হরিণী মারিতে যেমন গো বাঘিনী ধায় রড়ে[২]।
শীঘ্রগতি পশে দুইয়ে সীতার মন্দিরে॥

---

[১] চিন্তামণি=একরূপ বহুমূল্য মণি, যাহার গুণে যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই লাভ হয়   [২] রড়ে=বেগে।

পঞ্চমাসের গর্ভ সীতা গো অলসে ঘুমায়।
অঙ্গুলি হেলাইয়া কুকুয়া গো রামেরে দেখায় ॥ ৫০

শিরেতে হানিল বাজ গো বাক্য নাহি সরে।
চলিয়া গেলেন রাম গো আপন মন্দিরে ॥ ৫২
বিষবাণ বিন্ধিল গো শ্রীরামের পরাণে।
সর্ব্বনাশের কথা সীতা গো কিছুই না জানে ॥ ৫৪

বনেতে আগুনি জ্বলে গো সায়রে ছোটে বান [1]।
উন্মত্ত পাগলপ্রায় গো বসিলেন রাম ॥ ৫৬
রাঙ্গা জবা আঁখি রামের গো শিরে রক্ত উঠে।
নাসিকায় অগ্নিশ্বাস ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে ॥ ৫৮
যে আগুন জ্বালাইল আজ গো কুকুয়া ননদিনী।
সে আগুনে পুড়িবে সীতা গো সহিত রঘুমণি ॥ ৬০
পুড়িবে অযোধ্যাপুরী গো কিছু দিন পরে।
লক্ষ্মীশূন্য হইয়া রাজ্য গো যাবে ছারখারে ॥ ৬২
পরের কথা কাণে লইলে গো নিজের সর্ব্বনাশ।
চন্দ্রাবতী কহে রামের গো বুদ্ধি হইল নাশ ॥ ৬৪

(অসম্পূর্ণ)

---

[1] বনেতে······বান = বনেতে আগুন লাগিলে অথবা নদীতে বান ডাকিলে যেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়, রামকে সেইরূপ ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

সন্নমালা

সন্নমালা

(১)

কথায় :—

উজলা মাণিক, উজলা মাণিক,
জন্ম লৈল রাজার ঘরে
দিন দিন বাড়ে ॥ ৩
চান [1] সূরুজ [2] তারা—
মায়ের বুক জোরা [3] । ৫
চান সূরুজ তারা—
বাপের আঁখি-তারা ॥ ৭
ঘর খানি আলা দুয়ার খানি ঝালা [4] ।
মায় বাপে রাখে, নাম সন্নমালা ॥ ৯

সুরে :—

আর ভাই রে ভাই—
আত্তিশালায় [5] আছে ওরে আত্তি [6], ভালা কথা,
ঘোড়া না শালে ঘোড়া । ১২
ডাকে নামে ছিলাইন [7] ওগো রাজা, ভালা,
পুব দেশ জোরা নারে—
আরে ভাই, ধামায় মাপ্যা ধন রাজার ভাণ্ডারে ত আছেরে
বংশে বাত্তি দিতে রাজার এক পুত্র নাহিরে ॥ ১৬

---

১ চান = চাঁদ ।
২ সূরুজ = সূর্য্য ।
৩ জোরা = জোড়া ।
৪ ঝালা = আলা-ঝালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ।
৫ আত্তিশালায় = হাতীশালা ।
৬ আত্তি = হস্তী ।
৭ ছিলাইন = ছিল

কথায় :—

ঘর আন্ধার বাড়ী আন্ধার।
রাজা-রাণীর কাঁদন-কাটি সার॥
বেপার-বাণিজ্যে পায় রে ধন পায়।
ষষ্ঠী নাই সে দিলে পুত পাইব কোথায়॥
দেব-দোয়ারে মানে, মানে পীরের ছিন্নি—
আঁটকুরা রাজার না হয় পুত্র, না হয় কন্যা॥

[কতকদিন এই রকমে কাটিলে, রাজার ঘরে কন্যা জন্ম লইল। মাতাপিতা খুব আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন।]

কথায় :—

সন্নের বরণ কন্যা ভালা।
নাম রাখে সন্নমালা॥
মায় বাপে গৈরব করে—
আসমানে জ্বলে কি রে
তারা আর চান[1]।
আমার না সন্নমালা পুন্নুমাসীর[2] চান॥
জমিনে[3] জ্বলে কিরে মাণিক মণি রতন।
আমার না সন্নমালা সাত রাজার ধন॥

সুরে :—

এক মাস দুই মাস আরে তিন মাস না গেল।
দিন দিন কর্যা মায়ের না কোলে শিশু বাড়িতে
লাগিল রে॥

---

[1] চান=চন্দ্র। [2] পুন্নুমাসীর=পৌর্ণমাসীর।
[3] জমিনে=মাটিতে।

ছয় মাসের বাড়ন কন্যা বাড়ে এক না মাসে।
মায়ের কোলেতে কন্যা চান্দ সমান হাসে রে॥ ৩৪
সেই হাসি ঝইড়া না পড়ে ভালা মায়ের আইঞ্চলে।
লইক্ষ লইক্ষ চুম্ব না দিয়া মায় কন্যা লয় কোলে॥ ৩৬

কথায় :—

ডুগ ডাগর [1] আঁখি।
তারার সমান দেখি॥ ৩৮
লাম্বা [2] কেশ উড়ে।
আড়ু [3] বাইয়া পড়ে
বান্ধি বা না বান্ধি॥ ৪১
ধাই দাসীরে ডাইক্যা কয় রাণী।
"বহু দুঃখে পাইয়াছি কন্যা দেব-দুয়ারে মানি [4]॥" ৪৩

তখন রাজা করলাইন কি, যত যত গণক আছিল তাঁর রাজ্যে সকলরে আন্‌ল ডাকিয়া।

"ওরে গণক গণ্যা কুশল কও
ধামায় মাপ্যা ধন লও
কন্যার আয়ু বর—
কি মত উত্তরিব তার বিয়ার ঘর॥" ৪৭

"ভয়ে কি নিভ্‌ভয়ে মহারাজ?"
"কও নিভ্‌ভয়ে।"
তখন গণক গণ্যা কইল।

---

[1] ডুগ ডাগর=বড় বড়, সুন্দর।
[2] লাম্বা=লম্বা।
[3] আড়ু=হাঁটু।
[4] দেব-দুয়ারে মানি=দেবের দুয়ারে মানত করিয়া।

সুরে :—

"শুন শুন আরে রাজা
কইয়া না বুঝাই তুমারে রে।
কৈন্যা যে জম্ম্যাছে রাজা
এই না তুমার ঘরে রে॥
অলক্ষীর অংশে জন্ম
কৈন্যার, শুন নরপতি।
এহি কন্যার লাগ্যা তোমার
নিবিব ঘরের বাতি॥ ৫৫
আত্তি[১] ঘোড়া মৈরা যাইব, রাজা,
যত পোষা প্রাণী।
টুইয়ে[২] ত লাগিব রাজা তোমার
দুপুরে আগুনি॥ ৫৭
রাজভাণ্ডারের ধন, রাজা, ফুঁয়ে[৩] যাইব উড়ি।
দিনে দিনে অইবারে[৪] তুমি কড়ার ভিখারী॥ ৬১
দেশে দেশে ভর্‌মিবারে রাজা, রাজা আরে,
কানন, বনে বনে। ৬৩
কবিলা[৫] ছাড়িব ঘাস তোমার
দুঃখের কারণে॥ ৬৫
পাষাণ না মিলাইব,[৬] রাজা, আরে দেইখ্যা তোমার দশা।
দিনে দিনে আশা তোমার হইব নৈরাশা॥ ৬৭

---

১ আত্তি=হাতী। ২ টুইয়ে=খড়ো ঘরের উপরকার কাঠের বাঁধন,—অথবা চালা ঘরের উপরে যে অংশে চালে চালে জোড়া দেওয়া হয়।

৩ ফুঁয়ে=ফুঁ দ্বারা, ফুৎকারে। ৪ অইবারে=হইবে।

৫ কবিলা=কপিলা গাভী ; গরু তোমার দুঃখে আর ঘাস খাইবে না।

৬ পাষাণ না মিলাইব=তোমার দশা দেখিয়া পাষাণ গলিয়া যাইবে।

পুরীতে সন্ধ্যার বাত্তি, রাজা,
আর জ্বলে বা না জ্বলে। ৬৯
সিতাবী [১] কন্যারে রাজা
পাঠাও বনবাসে ॥" ৭১

(২)

পুরীতে উঠিল আরে কান্দনের রোল।
রাজা কান্দে, রাণী কান্দে, কান্দে ধাই-দাসী ॥ ২
মায়েরে বুঝায় কন্যা, বাপেরে বুঝায়।
"কি লাগিয়া কান্দ মাগো, কি পইরাছে দায় [২] ॥ ৪
হিয়ার মাংস কাট্যা দিলে মাগো
দুঃখু তোমার যায়।
সেইত কাটিয়া মাগো
দিবাম তোমার দায় ॥" ৮

রাজা কান্দে, রাণী কান্দে, ভালা আরে,
এক্কই খাটে বৈয়া [৩]।
জলন্ত আগুনি মায়ের উঠে রৈয়া রৈয়া ॥ ১১
"দশ মাস দশ না দিন গো তোরে রাখ্যাছি উদরে।
স্তইনের না দুগ্ধু দিয়া মাগো পাল্যাছি তোমারে ॥ ১৩
পালা কুড়া জ্বালা [৪] বুঝে মাগো পাল্যাছে যে জন।"
ঝিয়ের না ধইরা গলা মায় জুড়িল কান্দন ॥ ১৫
"শুন শুন পরাণের ঝি গো
তোরে বনে না দিয়া। ১৭
কি সুখে থাকিবাম ঘরে গো
কোন্ বা ধন লইয়া ॥ ১৯

---

১ সিতাবী = শীঘ্র।
২ দায় = বিপদে, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়।
৩ বৈয়া = বসিয়া।
৪ পালা কুড়া জ্বালা = পোষা কুড়া-পাখীর জন্য শোক।

সোণামণি হাড়াইয়া [১] গেল মোর
আইঞ্চলে কেন গির [২] । ২১
রাজ্য ছাইড়া সঙ্গেত ভালা
হইবাম বনান্তর ॥” ২৩
ঝিয়ে ত কান্দিয়া বুঝায় “মা গো কহি যে তোমারে ।
আমার লাগ্যা না কর সে দুঃখু ছাইড়া দেহ আমারে ॥ ২৫
জন্ম ত দিয়াছ বাপ-মাও গো কপাল দিবা কি ?
কপালে ত আছে তোমার মাগো বনবাসী ঝি ॥” ২৭

এহি মতে কান্দন-কাটি সাত দিন রাইত না ।
কন্যারে লইয়া রাজা বনে চলিলাইন আপনে ॥ ২৯
আরে ভালা বাঘ না ভালুক না রে ঘোর জঙ্গলায় বাসা ।
রাজ্য ছাড়িয়া অইল কন্যার জঙ্গলাতে বাসা ॥ ৩১
কামেলা [৩] যতেক মিলি হুকুম পাইল ।
পাতালতা দিয়া ভালা খয়রাত [৪] করিল ॥ ৩৩
বান্ধিয়া ছান্দিয়া ঘর রাজা কন্যারে কহিল ।
“তোমার বরাতে মাগো এত দুঃখু ছিল ॥ ৩৫
জনম তোমার মাও গো জোড়-মন্দির ঘরে ।
সোণার পালঙ্গে শুইতা মাগো পুষ্পের উপরে ॥ ৩৭
আর মাগো কোন্ বিধি ভাঙ্গিল তোর এমন সুখের বাসা ।
রাজার বাড়ী ছাইড়া অইল মাগো কুঁড়ে ঘরে বাসা ॥” ৩৯

এই মতে কাইন্দা বাপ গো হইল বিদায় ।
বনবাসে সন্নমালার এক মাস যায় ॥ ৪১

---

১ হাড়াইয়া = হারাইয়া ।

২ গির = গিরা, গাঁইট্ ; পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে “সোণা বাইরে আঁচলে গিরে ।” এখানে অর্থ এই যে সোণা এবং মণি হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আঁচলে গিরে দেওয়া বৃথা ।

৩ কামেলা = মজুর । ৪ খয়রাত = (?)

(৩)

অইল কি, সাধু সদাগর বাণিজ্যে যায়। বার বচ্ছরের পারি[১] সঙ্গে লৈয়া। সাত ডিঙ্গা ধন, সাত খান পাল, সাত মাসের খোরাক, সাত রাজ্য ভরমণ[২]। দেশে রাজা কৈয়া দিছে—এই এই চিজ-বস্তু[৩] আমি চাই, না অইলে সদাগরের গর্দ্দান যাইব।

ভরা সায়র অলছ্-তলছ্[৪] পানি।
কোন্ দৈবে করল দুষ্‌মনা॥

বনের কাছে আইয়া সাত ডিঙ্গা চড়ে[৫] আইটকা গেল, তখন সাধু সদাগর মাঝি-মাল্লারে কয়, "ও মাঝি-মাল্লাগণ!"—"কও কও সদাগর কিবা বিবারণ।" "বনে উঠ্যা দেখ চাই বনে আছে কোন্ দেবতা, কোন্ বা পীর। পীরের সিন্নি দিবাম, দেবতার দিবাম পুজা। ভরা সায়রে দিল চড়া। সাত মাসে না ফিরি রাজা লইব গর্দ্দান।"

সুরে :—

তবে মাঝি-মাল্লাগণে বন ভাঙ্গিয়া বিচারে[৬]।
গাছ বিরিক্ষ যত দেখে একে একে॥
বাঘ ভালুক না দেখে ময়ূরা-ময়ূরী।
হরিণ না হরিণা দেখে ত ভালা জঙ্গলার পরী॥
হীরামণ শাড়ী[৭] দাড়াকের[৮] ডালে।
সোণালী কৈতরা[৯] দেখে সোণা এন[১০] জলে॥
এর মধ্যে দেখে কন্যা সোণার বরণ।
ডিঙ্গায় ফিরিয়া তারা কয় বিবারণ॥

১ পারি = প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।
২ ভরমণ = ভ্রমণ
৩ চিজ-বস্তু = দ্রব্যাদি।
৪ অলছ্-তলছ্ = উত্তাল তরঙ্গ যুক্ত।
৫ চড়ে = চরে, চরভূমিতে।
৬ বিচারে = অনুসন্ধান করে।
৭ শাড়ী = শারী পাখী।
৮ দাড়াকের = এক প্রকার বৃহৎ বন্য বৃক্ষ।
৯ কৈতরা = কপোত।
১০ এন = হেন, মতন।

"শুন শুন সাধু আর কৈয়া বুঝাই তোরে রে।
জঙ্গলায় দেখিলাম আচানক্যা[১] কন্যা এক
বসতি না করে॥ ১২
দানাপরী হবে কি হবে বনের দেবতা।
এমন সুন্দর রূপ নাহি দেখি কোথা॥" ১৪

তবে সাধু সদাগর মেলা যে করিল।
কন্যার নিকটে গিয়া দরিশন দিল॥ ১৬
আইঞ্চল বিছাইয়া কন্যা শুইয়া নিদ্রা যায়।
মা মা বলিয়া সাধু কন্যারে জিগায়॥ ১৮

"কোথা কারে সুন্দর কন্যা আইলা কোথা হইতে।
রাজার ছাওয়াল[২] কেন আইলা বনেতে॥ ২০
আসমানের চান্দ কেন জমিনে বিছান।
মাও বাপ কন্যা লো তোর জিয়ন্তের পাষাণ॥ ২২
কেমন কইরা কন্যা লো তোরে কোন্ পরাণে ছাড়ি।
এমুন বয়স কালে লো কৈল বনচারী॥" ২৪

"শুন শুন ধর্ম্মের বাপ গো কহি যে তোমারে।
জন্ম লইয়া ছিলাম আমি এক রাজার ঘরে॥ ২৬
নিষ্ঠুরা হইয়া মাও বাপে করলো বনবাসী।
কান্দিয়া কাটিয়া আমি গো পোহাই দিবানিশি॥" ২৮

কন্যা তখন সাধুর কাছে যত বিরি বিত্তান্ত[৩] এক এক কইর‍্যা সকল কইল। তখন সাধু কইল, যা থাকে কপালে এই কন্যারে লইয়া যাইবাম দেশে।

---

[১] আচানক্যা = হঠাৎ। [২] ছাওয়াল = সন্তান।

[৩] বিরি বিত্তান্ত = বিস্তারিত কাহিনী। এই 'বিরি' শব্দের কোন অর্থ নাই, শুধু ইহা কথার পিঠে একটা কথা; বোধ হয় "বৃত্তান্ত" শব্দটির বিস্তারিত ভাব বুঝাইবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

আচরিত কথা ; যখনে সাধু কন্যারে ডিঙ্গায় তুল্যা লইল তখন ডিঙ্গা পানির উপর ভাস্যা উঠ্‌ল। কন্যার রূপে ডিঙ্গা উজ্বল, পানি তর্‌ তর্‌, কন্যার রূপে সাত ডিঙ্গা পশর।[১] সাত মাস ঘুইর‍্যা সাধু বাড়ী চল্ল। এইবার বাণিজ্যে তার দোন দ্বিগুণ[২] লাভ। পনে কাউন;[৩] জিরায় হীরা;[৪] সাধুর আনন্দ দেখে কে? মার্‌ মার্‌ কইর‍্যা সাত মাসের সাত দিন থাক্‌তে ঘাটে ডিঙ্গা লাগ্‌ল। গলুইয়ে[৫] ধান, দূর্ব্বা, সিন্দুর। সদাগরের সাত নারী ডিঙ্গা আর্ঘ্যা[৬] পুচ্ছ্যা[৭] ঘরে ধন-দৌলত নিল তুল্যা॥

ধন নিল দৌলত নিল রে আর বা নিল কি?
নিছিয়া পুঁছিয়া[৮] নৈল সদাগরের ঝি॥ ৩০
এক পুত্র আছিল সাধুর আরে ভালা অন্ধের নয়ন।
দেখিতে সুন্দর কুমার সোণার বরণ॥ ৩২
কিছু কিছু কুমারে সাধু শিখায় লিখাপড়া।
কিছু কিছু শিখায় সাধু বাণিজ্য-বেপার॥ ৩৪
কুড়ি বচ্ছর যায় কুমার পড়িল যৌবন।
এন কালে কন্যার সাথে হইল দরিশন। ৩৬

দুইজনে এক্কইখান বৈয়া লিখাপড়া করে। সদাগরপুত্র কন্যারে হাত ধইরা লিখাপড়া শিখায়। এই মতে যায় দিন। পরথম যৌবন, চাঁদ-সূরুজে মিলন। তারা দুই জনরে দেখ্‌লে চৌখ্‌খের ঘুম পল্‌কে[৯] যায়, পেটের ভুক্‌[১০] লুকায়। যে দেখে, কয়—কি সুন্দর দুইজনে! সোণার পঙ্খী, পঙ্খিনী!

১ পশর=আলো। ২ দোন দ্বিগুণ=দোন শব্দটী এখানে নিরর্থ; "দোন-দ্বিগুণ" একই কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। ৩ পনে কাউন=এক পনে এক কাহন লাভ।
৪ জিরায় হীরা=জিরা বিক্রয় করিয়া হীরা লাভ।
৫ গলুই=নৌকার অগ্রভাগ। ৬ আর্ঘ্যা=অর্ঘ্য দান করিয়া।
৭ পুচ্ছ্যা=পুছিয়া।
৮ নিছিয়া পুঁছিয়া=অতি যত্নপূর্ব্বক অঙ্গাদি মার্জ্জনা করিয়া।
৯ পল্‌কে=পলকমাত্র সময়ে চলিয়া যায়। ১০ ভুক্‌=ক্ষুধা।

মাথায় লৈয়া পুষ্পের ডালা কন্যা ফুল তুলিতে যায়।
শিরে ত চিকুন কেশ পায়ে ত লুটায়॥
পুষ্প না তুলিয়া কন্যা গাঁথে ফুলের মালা।
সাধু-পুতের গলায় মালা বিনাইত[১] উজ্জালা॥

এক দিনের কথা কন্যা কোন্ কাম করিল।
লিখিতে লিখিতে কলম ভালা ভূমিতে পড়িল॥
পরথম যৈবন কন্যা অঙ্গ হইল ভারী।
আলসে ভাঙ্গিয়া পড়ে বেকুলা[২] সুন্দরী॥

"শুন শুন কুমার আরে কৈয়া বুঝাই তোমারে।
উঠিতে না পারি আমি গা যেন কেমুন করে॥
কলম তুলিয়া কুমার রে তুল্যা দেও মোর হাতে।
মাথা খাও নবীন রে কুমার লাজে নাই সে বাঁচি॥
পড়ায় নাহিক মন রে হইলাম উদাসী॥
আজি যদি ক্ষেমা রে কর কুমার আর সে নাহি চাই।
আমার পড়ার স্থান করবাম অন্য ঠাঁই॥"

"সত্য কর সুন্দর রে কন্যা সত্য কর বৈয়া—
যুদি দেই তুলিয়া কলম মোরে করব কিনা বিয়ারে!"

"পরের ঘরে থাকিরে কুমার পরের ঘরে বাসী।
কিবা সত্য কর্‌বাম আমি হইয়া পরের দাসী॥
কিবা সত্য করবাম কুমার, কুমার আরে, কি দেই বা উত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার গায়ে উঠিল্ জ্বর॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার মাথায় হইল বিষ।
কিবা ন করিব সত্য নাই সে আমার দিশ॥

---

[১] বিনাইত=মানাইত, শোভা পাইত। [২] বেকুলা=ব্যাকুলা

বাপে খেদাইল কুমার অলক্ষ্মী জানিয়া।
বেকুল[১] জঙ্গলার মধ্যে নিব্বাস[২] দিল রে নিয়া॥ ৬১
গাছের গলা ধইরা কান্দিরে কুমার এই করলাইন[৩] ধাতা[৪]।
আমার কান্দনে ঝড়ে দারাকের[৫] পাতা॥ ৬৩
দুই আখ্খির জলেরে কুমার, কুমার আরে, বসুমাতা ভিজে।
পালঙ্ক ছাড়িয়া শয়ান কঠিনা মাটির শেজে[৬]॥ ৬৫
আমারে করিলে বিয়া পড়িবে বিপাকে।
গাইঠে[৭] বাইন্ধা নিজের মন্দ পরে কেবা দেখে॥ ৬৭
অধম অলক্ষ্মী কন্যা, কুমার রে, বাপে খেদাইল।
সংসারের যত লোক ঠাঁই নাই সে দিল॥ ৬৯
ক্ষেমা কর সুন্দর কুমার, কুমার রে, চিত্তে ক্ষেমা দিয়া।
কত কত রাজার কন্যা মায় করাইব বিয়া॥ ৭১
যদি যাইরে গাছের তলে অভাগীর কর্ম্মদোষে।
সেও গাছ জ্বলিয়া যায় মোর কর্ম্মের বাতাসে॥ ৭৩
জলে গেলে শুকায় জল কেউ না দেয় থান[৮]।
সুন্দর পুরীতে নাই সে দেও অলক্ষ্মীরে স্থান॥” ৭৫

“শুন শুন সুন্দর কন্যা তুমি না ভাবিয়।
সকল ছাড়িয়া কন্যা কর্‌বাম তোরে বিয়া লো॥ ৭৭
ভরা বানিজ্জি মোর উভে[৯] হউক তল।
তোমারে দেখিয়া কন্যা হইয়াছি পাগল॥ ৭৯
ভাল মন্দ আমার হবে লো কন্যা তোমার নাই সে দায়।
সত্য কর সুন্দর কন্যা গায়ে দিয়া হাত॥” ৮১

১ বেকুল=গভীর, নিবিড়।
২ নিব্বাস=নির্ব্বাসন।
৩ করলাইন=করিলেন।
৪ ধাতা=বিধাতা।
৫ দারাকের=বৃহৎ বৃক্ষ-বিশেষ।
৬ শেজে=বিছানায়।
৭ গাইঠে=গিঠে।
৮ থান=স্থান।
৯ উভে=সমস্ত।

"সত্য করিলাম রে কুমার এই খানে ত বসি।
আজি হইতে হইলাম কুমার শ্রীচরণের দাসী॥ ৮৩

*　　*　　*　　*

তবে ত তুলিয়া কলম কন্যার হাতে দিল॥ ৮৫

(৪)

কন্যার রূপের কথা সহরে বাজারে রাষ্ট-পষ্ট। গায় গেরামে শুনে। রাজায় পরজায় জানে। চান্দের সমান রূপ উজল ঘরের বাতি। সদাগর বন থাক্যা আন্ছে পরথম যৈবন কন্যা রূপবতী। এরে শুইনা রাজার কন্যা কর্ল কি, চামর ধামর দুই ধাই-দাসী পাঠাইল সদাগরের কাছে। রূপবতী কন্যার সাথে রাজকন্যা পাতবা সহেলা।[১] 'সদাগর সদাগর বাড়ীত নি[২] আছ? রাজকন্যা পাঠাইল তোমার কন্যা দেখতো। তার বড় সাধ আলা ঝালা গলার মালা তোমার কন্যার সাথে রাজ কন্যার অইব সহেলা। ঢুলী ডগরী যে যেখানে আছে এতমনদার[৩] খেজমতকার[৪] সক্কলের নিমন্তন আজ, রাজকন্যার সঙ্গে সদাগর-কন্যার সহেলা।'

*　　*　　*　　*

রাজ না বাড়ীর আগে পুষ্পের বাগান।
মধুমাসে ডালে বইসা কুইলায়[৫] করে গান॥ ২

[১] সহেলা=সই। এই 'সই পাতান' বঙ্গের একটা বড় সুন্দর উৎসব ছিল। শুধু মেয়েতে মেয়েতে নয়, পুরুষে পুরুষেও সখ্য পাতান হইত। তাহাতে বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি উৎসবোচিত সমস্ত ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হইত এবং পরস্পরের সুখে দুঃখে আজীবন ভাগী হওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইত। এখনকার মত শুধু বাক্যে মাত্র পরিণত বন্ধুত্ব তখন ছিল না।

[২] নি=প্রশ্নার্থসূচক অব্যয়, আছ নি? গেছ নি? কর্বা নি?—'আছ কি? গেছ কি? কর্বে কি?'র তুল্য।

[৩] এতমনদার=যাহারা নির্ভর করে, আশ্রিত ব্যক্তিগণ।

[৪] খেজমতকার=খিদ্মৎগার, চাকর-বাকর। [৫] কুইলায়=কোকিল।

আকর বাকর চাম্পা নাহি হয় বাসি।
ফুট্যা রইছে গন্ধরাজ সোণালী অতসী ॥
দুই সইয়ে কোলাকুলি বনে ত বেড়ায়।
মধুমাসে ডালে বইসা কুইলাতে গায় ॥
পরথম যৈবন দোঁহে রূপে ত উজালা।
পুষ্প তুলিয়া দোঁহে গাথে বনমালা ॥
দৈবের নিবন্ধ কথা কহন না যায়।
ছিড়িল কন্যার কেশ আকড়[১] কাঁটায় ॥

দিশা—রূপের বাহার গো, ঝাড়িয়া বান্ধিত মাথার কেশ।

রাজকুমার

"শুন শুন পরাণের বইন গো কইয়া বুঝাই তরে।
কোন্ জনে আইল কাইল বাগান ভরমণে।"

রাজকন্যা

"শুন শুন প্রাণের ভাই কইবাম তোমায় কী।
কালুকা বেড়াইয়া গেল সদাগরের ঝি ॥"

রাজকুমার

"শুন শুন পরাণের বইন গো কহি যে তোমায়।
কি মত দেখিতে কন্যা দেখ্‌বানি যায় ॥"

রাজকন্যা

"শুন শুন পরাণের ভাইরে বলি তোমার ঠাঁই।
এমতি সুন্দর রূপ তিরভুবনে নাই রে ॥
এক তিল রূপ না কন্যার লক্ষ টাকার মূল।
হাঁটিতে ভূমিত পড়ে দীঘল মাথার চুল ॥

১ আকড় কাঁটা=আকড়ার কাঁটা, যথা চৈতন্য-ভাগবতে—"আকড়ার কাঁটা দেয় মাথার উপরে।"

বন থাক্যা সদাগর আনিল পাইয়া।
সহেলা পাত্যাছি আমি সুন্দর দেখিয়া॥ ২২
পরীর সমান রূপ অঙ্গে নাই সে ধরে।
হাঁটিয়া যাইতে রূপ তার তিলে তিলে ঝরে॥” ২৪

রাজকুমার

“শুন শুন প্রাণের বইন গো কহি যে তোমারে।
অছিলা [1] ধরিয়া কন্যা দেখাও আমারে॥” ২৬

পরদিন আবার নিমন্তন। দুই সইয়ে কোলাকুলি হুলাহুলি। গাছের পাতায় লুকাইয়া রাজপুত্র রূপ দেখিয়া পাগল।.........

“শুন পরাণের বইন, আমি পরতিজ্ঞা করছি।”

“কি পরতিজ্ঞা কইরাছ ?”

“এই কেশ যার, তায় বিয়া করবাম। আর যদি না পাই তা অইলে জোড়-মন্দির ঘরে না খাইয়া না লাইয়া [2] পরাণ তেগ্‌বাম [3]।”

রাজকন্যা তখন একদিন চুপি চুপি সদাগর-কন্যার মনের কথা লৈল। অনেক দুঃখ কইরা কন্যা তখন বাপের বাড়ীর কথা হইতে আরম্ভ না কইর‍্যা বনবাসের কথা কইল। একটা কথাও গোপন কর্‌ল না। সদাগর-পুত্রের সাথে সত্য করনের কথা, তাও কইল। কইল যে সত্যের কারণ আম্‌রার বিয়া অইয়া গেছে, একথা কেউ জানে না।

“শুন শুন পরাণের সই গো কহি যে তোমারে।
আমার গোপন কথা তুমি না কইয়ো গো কারে॥ ২৮
একদিন হস্তের কলম গো ভূমিতে পড়িল।
সেই কলম সাধুর পুত্রু হস্তে তুল্যা দিল॥ ৩০
সত্য কইর্‌লাম রাজার কন্যা গো কলম হাতে লইয়া।
শুন শুন সাধুর পুত্রু তোমায় করবাম বিয়া॥ ৩২

[1] অছিলা = ছুতা, ছল। [2] লাইয়া = নাহিয়া, স্নান করিয়া।
[3] তেগবাম = ত্যাগ করিব।

আকড় অতসী চাপা ফুট্যা হইল বাসি।
আজি হইতে হইলাম তোমার শ্রীচরণের দাসী॥" ৩৪

যত ইতিকথা কন্যার ভাইয়েরে জানায়।
কুবুদ্ধি রাজার পুত্র রহে অছিলায়[১]॥ ৩৬

রাজপুত্র জোড়-মন্দিরের কপাট লাগাইয়া শুইল, খায় না ঘুমায় না। রাজ্য জুড়িয়া হুলুস্থূল। রাজারাণী পাগল। রাজপুত্র কেন এমন, জান্‌তে জান্‌তে জান্‌ল রাজপুত্র এক ধন চায়। কি ধন চায়। "সাপের মাথার মণি।" রাজা সদাগররে ডাক্যা কইল, "আজ থাক্যা ছয় মাসের মধ্যে সাপের মণি আন্যা হাজির কর, নইলে জান-বাচ্ছার[২] গর্দ্দান যাইব।" সদাগর চিন্তায় পড়্‌ল। বাণিজ্য কইর‍্যা মাথার চুল পাকাইছে, দাঁত পড়ছে, রাজার বন্দরে কত কত রাজার দেশে গিয়াছে,—সাপের মণি কোনো দিন দেখে নাই। লোকে কয় শুনা কথা—

বড় দুঃখিত হইল সদাগর কহে পুত্রে আগে।
"এতক দিন পরে পুত্র খাইল জংলার বাঘে॥ ৩৮
রাজার হুকুম হইল আন্‌তে সাপের মণি।
কোথায় জ্বলে সাপের মণি শব্দেও না শুনি।" ৪০

সাধু-পুত্র কহে "বাপগো না চিন্তিও তুমি।
বাণিজ্য কারণে আইজ যাইবাম আমি॥ ৪২
অতিবৃদ্ধ অইলা তুমি, ঘরে বইস্যা খাই।
ডিঙ্গা সাজাইয়া দেও গো বাণিজ্যেতে যাই।" ৪৪

মায় মানা বাপে মানা, মানা নাই সে শুনে।
যাইব সাধুর পুত্র বাণিজ্য কারণে॥ ৪৬
"শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
ছয় মাস থাক তুমি আমার বাপের পুরে॥ ৪৮

[১] অছিলায়=ছুতার অপেক্ষা করিয়া। [২] জান-বাচ্ছার=ছেলেপুলে সকলের।

রাজার আদেশ হইল আন্‌তে সাপের মণি।
বিরধ [১] বাপে না পাঠাইব যাইব আপনি॥" ৫০

ধরিয়া চাঁচর কেশ কন্যা পা দুখানি মুছে।
"এইত চরণ ছাড়া আমার সংসারে কি আছে॥ ৫২
ভালমন্দ নাই সে জানি অন্য নাই সে চাই।
বিদেশে বিপাকে রক্ষা করুন গোঁসাই॥" ৫৪

লাল নিশান, নীল নিশান উড়াইয়া সদাগর-পুত্র যায় বৈদেশে। সাত শ ডঙ্কা ঘন ঘন বাজে। কে যায় বাণিজ্যে? সদাগরের পুত্র। নগরের লোকে জয় জয়। ছয় মাস পর সাধু-পুত্র দেশে ফির্‌ল। সাপের মণি নাই, আচাভুয়া[২] কথা। সদাগর-পুত্র পা'র[৩] পর্ব্বত ভাইঙ্গা হাজার-বিজার[৪] সাপ ধইরা আন্‌ছে; লগে[৫] তার একদল বাগ্যা—শঙ্খরাজ, মণিরাজ, মাছুয়া, চিলাবাকা, খৈয়াগোক্ষুরা। সাপ আছে মণি নাই। রাজা গোঁসা হইল। অত শত সাপের মণি সদাগর-পুত্র সম্বরিয়া লৈছে; রাজারে ফাঁকি দিছে এই সাপ দিয়া সদাগর-পুত্ররে খাওয়াও, তবে আমার পুত্র বাঁচে। রাজার হুকুম পাইয়া লোক জনে সদাগর-পুত্রের হাতে গলায় ছাইন্ধা বাইন্ধা সাপের মুখে ফালাইয়া দিল।

কালত গরল বিষরে অঙ্গ ছাইল।
কাল বিষের জ্বালায় সাধু-পুত্র পরাণ ত্যজিল॥ ৫৬
সোণার বরণ অঙ্গ, বিষে হইল ছালী [৬]।
সাধু সদাগর কাঁদে পুত্র পুত্র বলি॥ ৫৮
মরা পুত্র কোলে কান্দে সাধুর না নারী।
নগরিয়া লোকে কান্দে করি হাহাকারি॥
সাপের ডৌকা [৭] পুড়িতে [৮] ভাইরে দেশাচারে মানা॥ ৬০

১ বিরধ=বৃদ্ধ।
২ আচাভুয়া=ফাঁকা, বাজে।
৩ পা'র=পাহাড়।
৪ হাজার-বিজার=হাজার হাজার।
৫ লগে=সঙ্গে।
৬ ছালী=ছাই; ভস্মের মত কৃষ্ণবর্ণ।
৭ ডৌকা=মড়া; শব।
৮ পুড়িতে=পোড়াইতে।

বান্ধিল ডাগর ভেরা[1] নগরের লোকে।
নেহালি[2] নেহালি সাধু পুত্র মুখ দেখে॥
ভেরায় তুলিয়া পুত্র ভাসাইল জলে।
কান্দিয়া বেকুলা কন্যা ভাসে আখ্‌খি জলে॥

"শুন শুন ধর্ম্মের রাজা কহি যে তোমারে।
সাগর শুকাইল আমার কপালের দোষে॥
বিরখ নীচে খাড়াইলাম ছায়া পাইবার দায়।
সেই বিরখ জ্বলিয়া গিয়া হইল অঙ্গার॥
তুমি ত ধর্ম্মের রাজা রাজ্য অধিপতি।
পতির সঙ্গে ত যাইতে কর অনুমতি॥
সদাগর শ্বশুর ওগো মোর কথা ধর।
স্বামীর সহিত যাইতে গো অনুমতি কর॥
জান না না জান বিয়া গো করিল আমারে।
অল্প কালে ত পতি গো ছাইড়া যায় সে মোরে॥

কার বা বাড়া ভাতে গো দিয়াছিলাম ছালী[3]।
কপাল খাইতে মোরে কে দিলরে গালী॥
কোন্ কাঁচী[4] বাছুরার[5] গলা না টিপিয়া।
মায়ের উরের[6] দুধ খাইছিলাম কাড়িয়া॥
কার পুত্র খাইলাম জানি[7] বাঘুনী হইয়া।
কার ধন বা হইরাছিলাম[8] গো মাথায় বাড়ি[9] দিয়া॥
সাপিনী হইয়া খাইলাম কোন্ বা বাসার ছাও[10]।
কোন্ দোষে পতি আমার, মোরে ছাইড়া যাও॥"

---

[1] ভেরা=ভেলা। [2] নেহালি=নিরীক্ষণ করিয়া, সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া
[3] ছালী=ছাই। [4] কাঁচী=কচি, অল্পবয়স্ক।
[5] বাছুরার=বাছুরের। [6] উরের=বক্ষের।
[7] জানি=জানি না। [8] হইরাছিলাম=হরণ করিয়াছিলাম।
[9] বাড়ি=লাঠি। [10] ছাও=শাবক।

দুই চইক্ষের জলে কন্যার নদী নালা ভাসে।
ঢেউয়ের উপর ভেরা মরা লৈয়া ভাসে ॥ ৮৫
ভাসিয়া চলিল ভেরা মরারে লৈয়া।
পাছে পাছে চলে কন্যা পাগল হইয়া ॥ ৮৭
নদীর না পাড়ে পাড়ে কন্যা কান্দিয়া বেড়ায়।
আইঞ্চল ধরিয়া কন্যা দুই চোখ্ মুছে।
চলিল সুন্দর কন্যা মরা স্বামীর পাছে ॥ ৯০

(অসমাপ্ত)

বীরনারায়ণের পালা

বীরনারায়ণের পালা

(১)

দারুণ আঞ্জুক্যা [১] নিশিরে আরে নিশি পরভাত হইল।
হেনকালে বীরনারায়ণের আরে ভালা ঘুম না ভাঙ্গিল ॥
ঘুমত্তনে [২] উঠতে বাধারে আরে হারুইলে [৩] টিক্ মারে।
ঘরতনে বাহির হইতে বৈরীরে আরে ভালা দুষমনের হাচি পড়ে।

যৈবন ডাঙ্গর বয়েস গো আর বীরনারাইণ জমিদারের বেটা।
উজ্যাতাম [৪] করিয়া বাহির হারে আরে ভালা না মানিল বাধা ॥
উজ্যাতাম করিলে তেও সে রে আরে মনের মধ্যে সন্দে।
আইজ দিননি পারয় তাররে আরে ভালা ছন্দে আর বন্দে [৫] ॥
ঘর বস্যা উঠবইস কররে আর না যায় ঘর ছাইড়ে।
বাধা লইয়া উঠছে কুমার গো আর ভালা পড়ে নাকিন ফেরে ॥
উসারা [৬] থাকিয়া কুমাররে আরে গণ্যা ফালায় পাও।
উঠক বৈঠক নাইসে কাররে আরে ভালা নাই সে কার রাও ॥

বিয়ান গেল দুপুর গেল রে, আরে দুঃখ, না খাটিয়া।
একেলা ঘরের পিড়াত রে আরে ভালা কেমনে থাকে বইয়া ॥

১ আঞ্জুক্যা = অন্ধকার।
২ ঘুমত্তনে = ঘুম হইতে।
৩ হারুইলে = টিকটিকিতে।
৪ উজ্যাতাম = উদ্ধত ভাব।
৫ উজ্যাতাম……বন্দে = যদিও বাধা না মানিয়া উদ্ধত ভাবে বাহির হইল, তথাপি মনের মধ্যে সন্দেহ রহিয়া গেল—তাহার আজকার দিনটা ভাল মতে পার হইবে কিনা।
৬ উসারা = বাড়ীর আঙ্গিনা—বারান্দা।

ভাটি বেইল বীরনারায়ণ গো আরে ফাফর হইয়া।
ঘর না ছাইড়া বাইর হয় গো আরে ভালা ছুটা হাতে লইয়া [১] ॥
একেলা বাইর হইল কুমারে রে আরে সঙ্গে নাই সে কেউ।
গাঙ্গের পাড় ধরিয়া চলেরে কুমার আরে দেখে গাঙ্গের ঢেউ ॥
দরান্যা [২] গাঙ্গের পানিরে আরে পানি ভাটী বইয়া যায়।
ভরা লইয়া সাউধের ডিঙ্গারে আরে ভালা পবনের আগে যায় ॥
এক যায় আর আইরে গো আর তেও সে না ফুরায়।
রঙ্গ বিরঙ্গের ডিঙ্গা দেখ্যা আরে ভালা চউখ না জুড়ায় ॥
সেই সে সুন্দর তামসারে আরে কুমার দেখিতে দেখিতে।
ঘুমাইয়া নারে কুমার গো আরে ভালা বিরক্ষের তলেতে ॥

সাম [৩] যায় গুঞ্জরিয়া [৪] রে আরে সুরুজ বইছে পাটে।
এন কালে সোণা কন্যারে আরে ভালা যায় জলের ঘাটে ॥
মায়ের আহ্লাদী কন্যাগো আরে বাপের সোহাগী।
ভরা কলসী উবরা [৫] কইরারে আরে ভালা যাইব জলের ঘাটে ॥
ছুড়ু অতি সোণা কন্যার গো আরে এমুন লয় হইছে।
সাম না গুঞ্জুরনে কন্যাগো আরে ভালা জলেরে বাহির হইছে [৬]।
মনের সুখেতে কন্যাগো আরে চাইয়া চাইয়া যায়।
নানা ইতি [৭] শোভা দেখ্যা গো আরে ভালা ফির‍্যা ফির‍্যা চায় ॥
পভাত বেইলের সোণা তেজগো আরে ঢাল্যা দিছে মুখে।
সোণার অঙ্গে সোণার ঢেউ গো আরে ভালা ঝলকে ঝলকে ॥

---

১ ছুটা হাতে লইয়া = শূন্য হাতে, কোন অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া।
২ দরন্যা = দারুণ।
৩ সাম = সন্ধ্যা।
৪ গুঞ্জরিয়া = অতীত হইয়া।
৫ উবরা = উপুড় করিয়া, খালি করিয়া।
৬ ছুড়ু……হইছে = ছোট কাল হইতেই এই কুমারীর এরূপ অভ্যাস (লয়) হইয়া গিয়াছে যে সন্ধ্যা অতীত হইবার পূর্ব্বেই সে নদীর দিকে ছুটিয়াছে।
৭ নানা ইতি = বিচিত্র।

চলিতে চলিতে কন্যা গো আরে ডাইনে আর বায়।
চৌদিকে নজর কন্যার গো আরে ভালা চাইয়া চাইয়া যায় ॥
চাইয়া চাইয়া যায় কন্যা গো আরে দেখিয়া নয়ানে।
চান্দের উদয় যেমুন গো আরে ভালা সুরুজের হিতানে[১] ॥
যাইতে যাইতে কন্যা গো আরে গাঙ্গের ঘাটে গেলা।
ঘুমুন্ত সুন্দর কুমাররে আরে ভালা নয়ানে দেখিলা ॥
দেখিয়া সে কুমার কন্যারে আরে তরাস যে লাগে।
যত দেখে তার আউস[২] রে আরে ভালা বলকিয়া[৩] ওঠে ॥
দেখিয়া দেখিয়া কন্যার রে আউস তেও সে না যায়।
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চউখ রে আরে ভালা বারে বারে চায় ॥
আড় নয়ানে বার নয়ানে[৪] আরে নিউলিয়া[৫] দেখে।
সাম গুজুরা রাইত হইছেরে আরে ভালা তেও সে না যায় ঘরে ॥

* * * *

একেত যৈবনের ভার আর উছলে জ্বালা।
সুন্দর কন্যা সোণার মন হইল উতালা ॥
মনের গোপন কথা কেউ নাই সে জানে।
মনে মনে সপ্যা দিল কেবল জানে মনে ॥
মনেতে গুঞ্জিয়া[৬] মন আড় নয়ানে চায়।
কি জানি ভাবিয়া কন্যা কান্দিয়া ভাসায় ॥
"এই ত সুন্দর কুমার জমিদারের বেটা।
মুই নারী গিরস্থের ঝি হইছে বিষম লেঠা ॥

১ হিতানে=নিম্নভাগে, (শয্যার পার্শ্বে); সূর্য্য এক দিকে অস্তমিত হইয়াছে, আর তাহার অপর দিকে নিম্নে চাঁদ উঠিয়াছে।

২ আউস=হাউস (ইচ্ছা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, লোভ)। ৩ বলকিয়া=উচ্ছ্বসিত হইয়া।

৪ আড় নয়ানে বার নয়ানে=(কথার পিঠে কথা), আড় চক্ষে এবং সোজা দৃষ্টিতে।

৫ নিউলিয়া=নেহারিয়া। ৬ গুঞ্জিয়া=গোপন করিয়া।

বাউন [১] হইয়া চাইলাম আসমান ছুইতে।
এই হেন মনের আশ না পারে পুরিতে॥
মচ্ছি [২] হইয়া চলিলাম উড়িতে আসমানে।
মনেরে বুঝাইলে মন ধৈরজ না মানে॥"

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যার চউখে বয় পানি।
পাই বা না পাই তেও সে সপে পরাণ খানি॥
সমুদ্দরের মধ্যে কন্যা মাণিক পলকে ডুবাইল [৩]।
আউগ [৪] পাছ কিচ্ছু নাই যে মনেতে ভাবিল॥
মনেতে গুঞ্জিয়া মন আড় নয়ানে চায়।
নিরাশ হইয়া পুনি কান্দ্যা বুক ভাসায়॥
মনের আগুনে কন্যা জ্বলে মনে মনে।
কারে কইব দুঃখের কথা কে লইব পরাণে॥
চউখ মুছিয়া কন্যা আক্ষি মেল্যা চায়।
পিরথিমী গিলিয়া ধরছে আঞ্জুকা নিশায়॥
সন্ধ্যা গুঞ্জুরিয়া হইল বিষম অন্ধকার।
মুইত যুবতী কন্যা কিবা কইব বাপ মায়॥
এই না ভাবিয়া কন্যা খরপদে [৫] চলে।
গাঙ্গের কিনার গিয়া নামে গাঙ্গের জলে॥ (১—৭২)

(২)

সাউদের না ডিঙ্গাখানি গো
আরে ডিঙ্গা ভাটী বাইয়া যায়।
আন্ধাইর দেখিয়া সাধুরে
আরে সাধু ঘাটেতে ভিড়ায়॥

[১] বাউন = বামন (খর্ব্বাকৃতি)। [২] মচ্ছি = মাছ।

[৩] সমুদ্দরের……ডুবাইল = সমুদ্রের মধ্যে যেন নিমিষে তাহার মণি-মাণিক্য ডুবাইয়া দিল, অর্থাৎ তাহার মন অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল।

[৪] আউগ = অগ্র, আগ। [৫] খরপদে = দ্রুতপদে।

ঘাটেতে সুন্দরী কন্যারে আরে সাধু
দেখে আড় নয়ানে।
কন্যার লাগিয়া সাধু
আরে সাধু উচাটন মনে ॥
চৌদিকে চাইয়া সাধুরে
আরে সাধু না দেখে লোকজন।
কন্যার লাগিয়া সাধুরে আরে সাধু
পরাণ কইল পণ ॥
পানিত [১] লাগিয়া কন্যারে
আরে কন্যা কলসী বুড়ায়।
পাছমুড় [২] দিয়া সাধুরে
আরে সাধু ধরিল কন্যায় ॥
গুলিবন [৩] করিয়া ধরে রে
আরে সাধু ডাকে লোক জন।
একে একে লাম্যা আইলরে
আরে পিঁপড়ার সার যেমুন ॥
একেলা অবুলা কন্যারে
আরে সেই না বিপদে পড়িয়া।
চিক্কাইর [৪] দিয়া কান্দে কন্যারে
আরে কেউনি নেয় উদ্ধার কইরা ॥
মুনিষ্যির গতাগম্ব [৫] নাই
আরে ভাইরে গাঙ্গের পাড়ে।
বিরথা কেবুল কান্দন কাটারে
আরে কেবা কও শুনে ॥

১ পানিত = পানির জন্য, জলের নিমিত্ত।
২ পাছমুড় = (পাছমোড়া দিয়া) পশ্চাৎ দিক্ হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া।
৩ গুলিবন = গোলবন্ধ, বৃত্তাকারে জড়াইয়া। ৪ চিক্কাইর = চীৎকার।
৫ গতাগম্ব = গতিবিধি।

কন্যার কান্দনে ভাইরে
আরে পাত্তর [১] যায় গলিয়া।
নিদারুণ সাউদের পুতরে
আরে নেয় কন্যায় মুখটিপা দিয়া॥
সেই সে চিক্কাইরে কুমাররে
আরে কুমার ঘুম না ভাঙ্গিল।
কন্যারে ধরিয়া সাধুরে
আরে ডিঙ্গাও উঠিল॥
এরে দেখ্যা বীরনারায়ণরে
আরে কুমার মনে দুঃখু পায়।
বৈদেশী সাধুর এগুনরে
আরে সেদারাতি [২] জানায়॥
চৌদিকে চাহিয়া কুমাররে
আরে কেউরে নাই সে পায়।
একেশ্বর কি করিব রে
আরে কুমার মনেতে ভাওয়ায়॥
সেদারতি কর্যা সাধুরে
আরে কন্যা যায় লইয়া।
বিরথায় আমরার তবেরে
আর জমিদারী কইরা॥ (১—৪৮)

(৩)

কন্যার কান্দনে কুমার বড় দুঃখু পাইল।
চুপ চাপ গিয়া তবে ডিঙ্গাত উঠিল॥
ডিঙ্গাত উঠিয়া সাধু ডিঙ্গা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ের টানেতে ডিঙ্গা যায় শূন্ত উড়া করি॥

---

[১] পাত্তর=পাথর। [২] সেদারাতি=জবরদস্তি।

ডিঙ্গা না ছাড়িয়া সাউদ কন্যার ধার যায়।
মিঠান মিঠান কথা কইয়া কন্যারে ফুসলায়[১] ॥

"শুনলো যৈবতী কন্যা ভরা গাঙ্গে জুয়ার।
উছুল্যা পড়িয়া গেলে[২] সগল অসার ॥
ভাটী না ধরিতে কন্যা করলো তুমি দান।
তোমার লাগিয়া কবুল এই জান পরাণ ॥
আমি সে কাঙ্গাল কন্যা মিন্নতি যে করি।
অধম জানিয়া যৌবন দান কর মোরে ॥
এই সে ডিঙ্গার ভরা[৩] লাখ টেকার মুল।
পিরথিমীর মাঝে কন্যা নাইসে আর তুল ॥
তোমার হাতে সপ্যা দিবাম আছে যত ধন।
সদায় বস্যা তোমার সেবিবাম চরণ ॥
শত-বিশতে দাসী তোমার করব পদর্চ্চনা।
হীরামতি জার‍্যা[৪] দিবাম শরীল গয়না ॥
সোণার পালঙ্ক দিবাম তোমার বিছান।
মাটি না পাড়িব তোমার রাঙ্গা দুই চরাণ ॥
হুকুম তামিল অইব সকলের আগে।
দেবতা হেন তোমায় রাখিবাম মাথাতে ॥"

ফিরিয়া না চায় গো কন্যা কান্দে অবিরত।
কথা নাই সে কয় কন্যা সাউদের সঙ্গিত ॥
চউখ না মেলিয়া চায় থাকে দূরে বইয়া।
মুখামুখি হইল সাউদ থাকে পাছদিয়া ॥

---

১ ফুসলায় = কুপথে আনিতে চেষ্টা করে।
২ উছুল্যা পড়িয়া গেলে = বন্যা চলিয়া গেলে, যৌবন অতীত হইলে।
৩ ভরা = ডিঙ্গার দ্রব্যাদি। ৪ জার‍্যা = জহরৎ, জড়োয়া।

শায়ণ মাস্যা ধারা যেমন চউখ অবিরত।
বেগেরতা [১] করিয়া সাধু করত চায় পিরীত॥

সাধুর যত কাণ্ড দেখ্যা কুমার পায় দৈছত [২]।
কি উপায় করবাইন কুমার হইলা ভাবিত॥
চুপাচুপ গিয়া কুমার হাতিয়ার পাতি যতে।
এক এক কর্য্যা ফালাইল গাঙ্গের মধ্যেতে॥
বাছিয়া লইল কুমার ভালা রামদাও খানি।
চোরের মতন আইল কুমার ডিঙ্গার পিছনি॥
পাছাত আইয়া কুমার কাটে কাড়ালীরে [৩]।
কাড়ালীর সাজ ধইরা কুমার ডিঙ্গার কাড়াল ধরে
কাড়াল ধরিয়া ডিঙ্গা ঠেকাইল চরেতে।
না লড়ে না চড়ে ডিঙ্গা কি হইল আচম্বিতে॥
নাইয়া মাল্লা যত আছিল হিক পায়্যা [৪] টানে।
বালুর কামুরে ডিঙ্গা লাগ্যাছে বিষুমে॥
নাইয়া মাল্লা যত আছিল সকলে নামিল।
হিয়া হৈল বল্যা সবে হিক পাইয়া টানিল॥
টানাটানি কর্য্যা ডিঙ্গা না পারে লড়াইতে।
এরে দেখ্যা সাধু আস্যা নামিল চরেতে॥

এন কালে বীরনারায়ণ কোন্ কাম করে।
দাখিল হইল গিয়া কন্যার গোচরে॥
দেখিয়া সে কন্যা সোণা [৫] কুমারে চিনিল।
কুমারের দুই পায় বেড়িয়া ধরিল॥

১ বেগেরতা = ব্যগ্রতা। ২ দৈছত = ব্যথা
৩ কাড়ালী = কাণ্ডারী, যে ব্যক্তি হা'ল ধরিয়াছিল।
৪ হিক পায়্যা = যথাসাধ্য জোরে। ৫ সোণা = কন্যার নাম

গায়েত ধরিয়া কন্যা জুড়িল কান্দন।
কুমার বলে উদ্ধার করবাম না কর চিন্তন ॥

এই কথা বলিয়া কুমার ডোঙ্গ নাও [১] খুলিয়া।
কন্যারে তাহার মধ্যে দিল উঠাইয়া ॥
বৈঠা আর রামদাও হাতে কুমার উঠিল।
ভবানীর শরণ লইয়া ডোঙ্গ বাইছ নিল [২] ॥

এরে দেখ্যা সাধু যায় করি মার মার।
কুমার বুলে "আগু আইলে করিবাম সংহার ॥"
রামদাও ভাঞ্জাইয়া কুমার খাড়ইল ডেঙ্গিতে।
বৈঠা ধইরা কন্যা বায় মাইঝ গাঙ্গেতে ॥
হাতিয়ার পাতি আনতে সাধু ডিঙ্গার মাঝে গেল।
কই পাইব হাতিয়ার পাতি সকল বিফল ॥
মার মার বলিয়া যত নাইয়া মাল্লাগণ।
ডেঙ্গি ধরিবারে তবে করিল গমন ॥
এক এক কর‍্যা সকলেরে করিল সংহার।
এরে দেখ্যা সাধু না আগুয়ায় আর ॥

আইতে আইতে ভাইরে তিনপর রাত ভাট্যাইল [৩]।
হেন কালে ডেঙ্গি আস্যা ঘাটেতে লাগিল ॥ (১—৬৬)

(৪)

সন্ধ্যাকাল সোণা কন্যা আইল জলের ঘাটে।
একপর রাত গুয়াইয়া যায় না আইল বাড়িতে ॥

---

১ ডোঙ্গ নাও=ডিঙ্গা নৌকা। বড় ডিঙ্গার সঙ্গে ছোট ছোট ডোঙ্গা বাঁধা থাকিত। ২ ডোঙ্গ বাইছ নিল=ডিঙ্গা বাহিয়া চলিল।
৩ আইতে···ভাট্যাইল=আসিতে আসিতে তিন প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইল।

রাধারমণ বাপ বলে কি হইল সোণার।
মায় বাপে চুপচাপ বিছড়ায় [১] বারবার ॥
কেউর ঠান এই কথা পরকাশ না করে।
কলঙ্ক হইবে তবে যুদি কয় পরেরে ॥
বিছড়াইতে বিছড়াইতে তারা পরাণ পাইয়া।
পাড়া পড়সি ডাক্যা কথা কয় যে খুলিয়া ॥
আন্ধাইর ঘরের মাণিক কন্যা চুরে লইয়া গেছে।
সগলে বাইর হইল তবে কন্যার তল্লাসে ॥

মোটে মাত্রক এক কন্যা কান্দে রাধারমণ।
কলঙ্কী বানাইল বুঝি কোন না দুষ্‌মন ॥
রাধারমণ বুলে হায়রে কি হইল সোণার।
লোকজন লইয়া যায় গাঙ্গের পাড় ॥
গাঙ্গের পাড় গিয়া দেখে শুদা কলসী ঘাটে।
কোথায় গেল সোণা কন্যা না পায় দেখিতে ॥
মইরাছে মইরাছে বুঝি জলেতে পড়িয়া।
আনইলে [২] নিছে কুমিরে টানিয়া ॥
পাতি পাতি কইরা তারা কন্যারে বিছড়ায়।
কেউবা জলের মাধ্যে কেউবা শুক্‌নায় ॥
বিছড়াইতে বিছড়াইতে তারার দুপর রাইত ভাট্যাইল
আর নাইসে পারে বড় পরাব পাইল ॥

হেন কালে দেখে তারা চান্নির পশরে [৩]।
সোণা কন্যা আর কুমার ডেঙ্গির মাঝারে ॥

---

১ বিছড়ায়=অনুসন্ধান করে; বিচার করিয়া দেখে।
২ আনইলে=তাহা না হইলে। ৩ চান্নির পশরে=চাঁদের জ্যোৎস্নায়।

ডেঙ্গি তনে লাম্যা যেই ভূমিত খাড়াইল।
কাওলা কাওলি [১] কর‍্যা সবে তাহারে ঘেরিল ॥

কুমার সগল কথা কইল বুঝাইয়া।
রাধারমণ বুলে রাখছুইন সর্ম্মান বাচাইয়া [২] ॥

আস্‌সি পশ্‌শি [৩] "বুলে মিছা ভাড়াইল সকলে।
বেইজ্জাত কর‍্যা কুমার কাম কথার ছলে ॥
ঘর নাইসে ভুলন যায় এই সে কন্যারে।
দেশতনে বিদায় কর এই সে পাপেরে ॥"
কেউ বুলে "খেদাইয়া দাও বিদেশ কর‍্যা পার ॥"
কেউ বুলে "কাট্যা ভাসাও গাঙ্গের মাঝার।
ছালাত ভরিয়া দেও মনড়ুবি করিয়া ॥"

এই কথা বল্যা সবে ধরিবারে যায়।
এরে দেখ্যা বীরনারায়ণ রামদাও ভাঙ্গায় ॥
এক হাতে ধরি কন্যায় আর হাতে মারে।
যত ইতি লোক লস্কর পালায় তার ডরে ॥ (১—৩৯)

(৫)

সোণা কন্যা কান্দি পড়ে বীরনারায়ণের পায়।
"আমি অভাগীর কও কি হইবে উপায় ॥
আমিত অবুলা নারী না জানি পাপ মনে।
বিধারতা [৪] বিবাদী হইলা কি আছে করমে ॥
জমিদারের পুত্র আপনে আপনের কিবা দুঃখ।
বিনা দোষে কলঙ্কিনী, ফাট্যা যায় মোর বুক ॥"

---

১ কাওলা কাওলি = কলরব।
২ রাখছুইন⋯বাচাইয়া = সম্মান বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।
৩ আস্‌সি পশ্‌শি = প্রতিবাসীরা।
৪ বিধারতা = বিধাতা।

"উদ্ধার কর্য্যা আনছি তোমায় জানের আশা ছাড়ি।
তোমার যে দুঃখু আমি সইতে না পারি ॥
মনের কথা কইবাম কন্যা শুন দিয়া মন।
তোমারে দেখিয়া মন হইল উচাটন ॥
তোমার যে চান্দমুখ যেমুন পউদের ফুল।
আসমানের কালা মেঘ তোমার মাথার চুল ॥
পত্যা [১] তারার হেন তোমার দুই আখি।
পউদের নাল হেন তোমার অঙ্গ দেখি ॥
পরথম যৈবন তোমার ফাট্যা বাইরায় রূপ।
আমার চউখ না পরিছে তোমার হেন রূপ ॥
এই রূপের লাগিল কন্যা হইয়াছি কাঙ্গালী।
একেলা বসিয়া কন্যা থাকি নিরিবিলি ॥
যত ইতি কন্যা মোর বিয়ার কারণে।
কেউ না সে লাগিল হেন আমার মনে ॥
তোমারে দেখিলাম কন্যা মনের মতন।
তুমি যুদি ঘুচাও কন্যা মোর মনের বেদন ॥"
"আপনে হইছুইন জমিদার, মুই গিরস্থের নারী।
আপনের লগে মোর পিরীতি পউদ্দ পাতার পানি [২]
আপনি করবেন জমিদারী রাজপাটে বইয়া।
মুই কলঙ্কিনীর পানে না চাইবাইন ফিরিয়া ॥
দুই দিনের লাগ্যা কেনে আপদোষী [৩] হও।
ক্ষেমা দিয়া যাউখাইন [৪] কুমার ধরি দুই পাও ॥
মুই কলঙ্কিনী নারী ঘুরি বনে বনে।
আনইলে ডুবিয়া মরি আপনের সামনে ॥

---

[১] পত্যা = প্রভাতিয়া। [২] আপনের……পানি = আপনার সঙ্গে আমার প্রণয় পদ্মপত্রের উপর জলের ন্যায় অস্থায়ী হইবে।
[৩] আপদোষী = অপবাদের ভাগী। [৪] যাউখাইন = যাউন।

মোর লাগিয়া আপনে কেনে হইবাইন আপদোষী।
জমিদারের পুত্র আপনে করবাইন জমিদারী॥
মুই কলঙ্কিনীর লাগ আপনের কেনে দুঃখ।
মায় বাপে খেদাইব আদরের পুত॥
রাজ্যতি ছাড়িয়া কেনে ঘুরবাইন ছনে বনে।
সুখে রাজ্যতি করবাইন হরষিত মনে॥
যাওখাইন যাউখাইন কুমার আপনে বাড়ীত চলিয়া।
মুই কলঙ্কিনী নারী মরি দরিয়াত ডুবিয়া॥"

এই কথা বলিয়া কন্যা গাঙ্গে দিল মেলা।
বীরনারায়ণ ফিরায় তারে পন্থে আগুলিয়া॥
"শুন শুন কন্যালো আমার বেদন।
তুমি ছাড়া মোর পরাণ শূন্য ময়দান॥
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা তিলেক না বাচি।
তুমি যদি মর কন্যা আমি আগে মরি॥
তোমারে লইয়া আমার নরকে রাজভোগ।
তুমি বিনে স্বর্গ মোর হইব নরক-ভোগ॥
নিদয়া হইয়া কন্যা যুদি যাও ছাড়ি।
খাড়ইয়া দেখ আগে আমি ডুব্যা মরি॥"

এই কথা বলিয়া কুমার লামিল জলেতে।
আঙ্গাদিয়া ধরে কন্যা কুমারের দুই পায়েতে॥
"তুমি মোরে জিউদান দিলা আর কলঙ্কের ডালী।
আমি নারী কেমুন কইরা তোমার মরণ দেখি॥
কিরপা করিলা যুদি কলঙ্কিনীর পানে।
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলাম তোমার চরণে॥
জীবন যৈবন আমার সকল ধনের সার।
আইজ হতি এই সকলি সুকল তোমার॥

সাক্ষী থাক চান্দ তারা আর বিরক্ষগণ।
তোমরা সাক্ষী থাক্য মুই সকল করলাম দান॥
মায়ে ছাড়ল বাপে ছাড়ল ছাড়ল সর্ব্বজনে।
কলঙ্কিনী বল্যা ছাড়ল পাড়াপড়শী জনে॥
মনে চিন্তে না জানি পাপ বিমুখ বিধারতা।
আশ্রা দিয়া রাখলা মোরে তুমি যেন দেবতা॥"

এই কথা শুনিয়া কুমার হরষিত হইয়া।
পাওতনে [১] উঠাইল কন্যা বুকেত রাখিয়া॥
আসমান তলে লাম্যা স্বরগ ভূমেতে আসিল।
এই মতে বীরনারায়ণের বিয়া যে হইল॥

ভাবনা চিন্তা কিছু নাই তারার মনে।
দোহে দোহা এক কায়া হইল মিলনে॥
বর্ম্মাণ্ডের কথা তারা পাশরিয়া গেল।
আউস মিটাইয়া দোহে দোহারে দেখিল [২]॥

* * * *

এর পর তবে তারার হইল চিন্তন।
কেমুন কইরা দেশের মধ্যে করবাম বিচারণ॥
মায়ে বাপে পাইলে কাট্যা করব চাক চাক।
কলঙ্কী বলিয়া সবে রটাইব দেশের মাঝ॥
যাই মোরা দোহে মিলি দেশ ছাড়িয়া।
আপদ বালাই যত যাউক দূর হইয়া॥
সল্লা করিয়া দোহে ডেঙ্গিতে উঠিল।
প্রেমের টানেতে ডিঙ্গা পঙ্খী উড়া দিল॥ (১—৭৮)

---

১ পাওতনে=পায়ের নিকট হইতে।

২ বর্ম্মাণ্ডের……দেখিল=তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভুলিয়া গেল, প্রাণের সাধ মিটাইয়া উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিল।

(৬)

দুঃখের দারুণ নিশিরে
আরে নিশি পোহাইতে না চায়।
সারা নিশি কান্দ্যা গোয়ায় সোণার বাপ মায়॥
আস্‌সি পশ্চি দলা হইয়ারে কুদাকুদি করে [১]।
"কুত্তার বাচ্ছা জনম লইছে জমিদারের ঘরে॥
জমিদারে আশ্রা দিয়া
আরে ভালা রাখে পরজাগণে।
ভুগা দিয়া খাইল সেত আপনে নিখামানে॥
জাত্তি আচার বিচার ধরমরে
আরে ভালা সগল ডুবাইয়া।
দেশের ইজুত মাইল [২] মুখ না পুড়িয়া॥
আইজ মাইল রাধারমণের রে
আর কাইল মারে আর কারে।
এমুন অবিচারের মাধ্যে কেমনে ঘর গিরস্থি করে॥"
মাইয়া মাইনষে সল্লা করে রে
"আরে মার সেই কুত্তারে।
কাটিয়া দরিয়ায় ভাসা যা হয় হইবে পরে॥"

সগলে মিলিয়া তবে রে
আরে সলকি [৩] বল্লম লইয়া।
গাঙ্গের পাড় ধর‍্যা যায় বিছড়াইয়া বিছড়াইয়া॥

---

১ আস্‌সি......করে=প্রতিবাসীরা দল বাঁধিয়া বাদ-বিসংবাদ করিতে লাগিল।

২ দেশের......মাইল=দেশের সম্মান নষ্ট করিল; মুখ পুড়াইয়া দিয়া আমাদের সম্মান-হানি করিল।

৩ সলকি=সর্‌কি, বর্শার মত অস্ত্র।

ঝাড় জঙ্গল্যা যত আছিলরে
আরে ভাঙ্গা করল গুড়া গুড়া।
বিছড়াইয়া না পায় কোথা চল্যা গেছে তারা ॥
বিছড়াইতে বিছড়াইতে তারারে
আরে ভালা পরাবরে পায়।
সেই না ক্ষুরধেতে [১] তারার পিত্তি জল্যা যায় ॥
মনের দুঃখেতে ভালারে হাত পাঁচ ভাবে।
আপন পুত্রু জান্যা জমিদার সমুটিয়া [২] রাখছে ॥
সল্লা যুক্তি কইর‍্যা তারারে আরে কুপিত হইয়া।
ফুইদ [৩] করিবারে চায় বাপের কাছে গিয়া॥
কুপুত্রার কাণ্ড যতরে
আরে ভালা বাপেরে জানায়।
"এমুন পুত্রু আর কেউ হইলে গাঙ্গেতে ভাসায় ॥
বিচার কর কাইল জমিদার গো বিচারের মালীক।
আপুন পুত্রু জান্যা নাইসে করবাইন বিপরীত ॥"
কুপুত্রের কথা যত বাপে শুনিল।
রাগেতে গিরগির অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥
আগুন হইয়া বাপে কটুয়ালে [৪] বুলে।
"বীরনারায়ণ পুত্রে ধর‍্যা আন সভার আগে ॥
হাচা যুদি হয় কথা উচিত দণ্ড দিবাম।
পুত্রু বলিয়া নাইসে ঘুরা ঘাট্যা [৫] লইবাম ॥
কুপুত্রু থাকনের থাক্যা না থাকন ভালা।
এমুন পুত্রু কেবুল হায়রে কুলের কালা ॥"

---

[১] ক্ষুরধ=ক্রোধ। [২] সমুটিয়া=গোপন করিয়া, সংবরণ করিয়া।
[৩] ফুইদ=জিজ্ঞাসা। [৪] কটুয়াল=কোটাল।
[৫] ঘুরা ঘাট্যা=দোষ মাপ করিয়া।

কটুয়াল ফিরিয়া আইয়া কয় বাপের আগে।
"কাইল থাক্যা কুমারেরে কেউ নাইসে দেখে ॥"

হুকুম করলাইন জমিদার দেখত বিছড়াইয়া।
যেখানে পায় তারে আনিত বান্ধিয়া ॥
জমিদার বিচারুইন মনে 'মিছা নয় সে কথা।
কাইল থাক্যা কোথায় সে গেছে কুপুত্রা ॥
এইসে কুকাম না করিলে থাকিত বাড়িতে।
তাইসে কাইল অতি ১ কেউ না পায় দেখিতে ॥'

কটুয়ালরে ডাক্যা বাপে কয় তারা গোচরে।
"বান্ধ্যা আন্যা হাজির কর যেখানে পাও তারে ॥
কুপুত্রা কুলের কালি গেল কোন্ খানে।
জীবমানে থাকলে সে না রাখব সর্ম্মান।
ধর্যা আন্যা বলি দিলে শীতল হইব প্রাণ ॥
কুপুত্রু অতি জমিদারী যাইব রসাতলে।
মুখ না দেখাইতাম পারবাম কোন কালে ॥"
লোক লস্কর যত সকলে ডাকিয়া।
আপনে অতি জমিদার দিলাইন বুঝাইয়া ॥
"বান্ধিয়া আনিবা তারে আমার গোচরে।
যেখানে পাইবা মোর কুপুত্রারে ॥
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে পাতি পাতি কইরে।
যেখানে পাও ধইরা আনবা আমার গোচরে ॥
বুঝাইয়া কই যদি এতে কর আন।
জন বাচ্ছা সইতে তরায় যাইব গর্দ্দান ॥

১ অতি = হইতে

মোর পুত্রু বলিয়া যুদি এতে কর আন।
ভিটা খালি করবাম রাজ্যি হইব লানবান[১]

লোক লস্কর যত আছিল এই কথা শুনিয়া।
কুমারের তল্লাসে যায় টডরস্থ[২] হইয়া॥ (১—৭০)

* * * *

(৭)

এক রাজার মুল্লুক নারে দুই রাজার থইয়া।
সোণা কন্যায় লইয়া গেল তিন মুল্লুক ছাড়িয়া॥
খিদায় করে টগবগ না পারে বাইত[৩] নাও।
ডিঙ্গা না ছাড়িয়া তারা টানে[৪] দিল পাও॥
টানের মধ্যে উঠা তারা কোন্ কাম করে।
অরণ্য জঙ্গলাত মাধ্যে পরবেশ করে॥
জঙ্গলাত মেওয়া ফল পাক্যা রইছে গাছে।
দুই জনে পেট ভইরা খাইল যত আছে॥
মুনিষ্যির মেল নাই পশু পংখীর বাসা।
এমুন জাগাৎ বসৎ করব কেউ না পাইব দিশা॥
ঘর নাই দুয়ার নাই কোথায় কাটাব রাতি।
ভাবনা চিন্তা নাই মন কেবুল পিরীতি॥
এক পহর বেইল থাকতে জঙ্গল বেড়ল আন্ধারে।
বাঘ ভালুক যত ইতি বাহির হইল আঁধারে॥
ডেরা ডেঙ্গরা কোথায় পাইব জঙ্গলার মাইঝে।
বাঘ ভালুক হায়রে চৌদিকে ডুক্কারে॥

---

১ লানবান=লণ্ডভণ্ড। ২ টডরস্থ=তটস্থ, ভীত।
৩ বাইত=বাহিতে। ৪ টানে=মাটিতে।

বিছড়াইতে বিছড়াইতে এক গফর [১] পাইল।
এর মধ্যে দুইয়ে জনে পরবেশ করিল॥
গফরের মধ্যে এক জানোয়ার ঘুমাইয়া।
এরে দেখ্যা পরাণি গেল যে উড়িয়া॥

রামদাও খান বাহির করিয়া কুমার মাইল কুব [২]।
তিন ছেও দিল পরে দিয়া তিন কুব॥
বাহির করিয়া দেখে সিঙ্গি জানোয়ার।
সাপ সাপ্যানা কইরা থাকে গফরের মাঝার [৩]॥

বনের ফল খাইয়া তারার দিন যায়।
হরিণা হরিণী যেমুন সুখেতে গুয়ায়॥
দিন রাইত প্রেমালাপে সদাই মাতুয়ারা।
ভাবনা চিন্তা নাইসে মন পিরীতের পশরা॥
মেওয়া ফল জুগাইয়া বীরনারাইণে আনে।
সুখেতে বসিয়া তারা খায় দুই জনে॥
উনা ভাতে দুনা বল হইছে তারার গাও।
বাঘ ভালুকের লগে তারার হইছে বাও [৪]॥
জানুয়ার দেখ্যা তারা কিয়ার [৫] না করে।
তারারে দেখিয়া জানুয়ার যায় পথ ছাইড়ে॥
এই সে না হালেতে তারার দিন যায়।
রাজার পুত্র কাঙ্গাল হইল পিরীতের দায়॥ (১—৩৬)

---

১ গফর=গহ্বর। ২ কুব=কোপ।
৩ সাপ……মাঝার=হয়ত এই গহ্বরে কোন সাপ থাকিতে পারে।
৪ বাও=ভাব। ৫ কিয়ার=কেয়ার (care)।

(৮)

জমিদারের লোকজন দেশে দেশে ভরমণ
করে ভাইরে কুমারের তল্লাসে।
ঘর গেরাম জঙ্গলা সকল বিচরণ কৈলা
না পাইলা সে কুমারের উদ্দিশে॥
না যায় ফিরিয়া ঘরে কহিছে সে জমিদারে
জন বাচ্ছা সইতে তারার লইব গর্দ্দান।
ভিটা করব খান ছাড়া দেশ গেলে কুমার ছাড়া
রাজ্যির মধ্যে জ্বালাইব আগুন॥
আছিল যত লোক লস্কর ঘর গেরাম জঙ্গলার ভিতর
কিছু নাই সে রাখিল বাকি।
পাতি পাতি কইরা বিছড়ায় কুমারে সে না পায়
বিছড়ায় তারা যথায় যায় দুই আখি॥
বিছড়াইতে বিছড়াইতে তারা নিশাতড়ি (?) হইল পার
তেও সে না পাইল তারে।
কেমুনে যাইব ঘর উদবিচ্ছ [১] পরাণ বড়
লইব গর্দ্দান কইছে জমিদার॥
কেউ বুলে যাইবাম ঘরে কেউ ফির‍্যা মানা করে
স্তিরি পুত্র কোন্ হালে আছে।
স্তিরি পুত্র কি আর আছে জমিদারে গর্দ্দান লইছে
আমরা কেরে মরি যুদি জন বাচ্ছা গেছে॥
এই খান বসত কর ঘর গিরস্তি সুবিস্তর
কাজ নাই ফিরিয়া ঘরেতে।
ঘর গেলে পড়বা মারা ডাক্যা কনে আনবা বুড়া [২]
বস্তি কর‍্যা থাক এই জঙ্গলাতে॥

---

১ উদবিচ্ছ=উদ্বিগ্ন। ২ ডাক্যা……বুড়া=ডাকিয়া কেন বুড়া (অমঙ্গল) আনিবে।

রাজার খিরাজ নাই গর্দ্দানের ডর না পাই
নিশ্চিন্তা হইয়া থাকবা সুখে।
বাপ দাদার ভিটা ছাড়িয়া পাপে মরবা পুড়িয়া
কুবুদ্ধি করিয়া কেবুল ডাক্যা আন দুঃখে॥
এই জঙ্গলা বিছড়াইয়া দেখ একবার দর হইয়া
পাও কিনা পাও সে কুমারে।
পরে বুদ্ধি ঠাওর কর‍্যা যাইবাম ঘর ফিরিয়া
দেখবাম কিবা করে জমিদারে॥ (১—৩২)

(৯)

বীরনারাইণ জুর‍্যা আনে দুইজনে খায়।
আর সম বস্থা দুইয়ে [১] সুখেতে গুয়ায়॥
রঙ্গে ঢঙ্গে বস্থা তারা করে আলাপন।
বনের ফুল দিয়া অঙ্গ করয়ে সাজন॥
দুষ্‌মন বালাই নাই কেউ নাইসে পীড়ে।
জঙ্গলার মধ্যে ফিরে হরষ অন্তরে॥

জমিদারের লোক লস্করে আরে জাইরে জঙ্গলা বিছড়াইয়া।
বিরথা পেরাসনি [২] পাইল কুমারে না পাইয়া॥
ঘুমত উঠিয়া কুমাররে আরে কুমার আধারের [৩] তল্লাসে।
ঘুরিতে ঘুরিতে আইল তারার আশে পাশে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তারারে আরে ভাইরে বাড়ীত ফিরত চায়।
এমুন সময় দেখে কে যেন পথত দিয়া যায়॥
নজর কর‍্যা দেখে তারারে আরে ভালা কুমারের আলছা [৪]।
বেকে বের‍্যা মিল্যা ধরে কুমারের কাছা॥
ধরিয়া দেখিল কুমাররে এই সে বীরনারাইণ।
হরষিত হইয়া তারা করে পরস্থান॥

১ সম বস্থা দুইয়ে=সমবয়স্ক দুইজন। ২ পেরাসনি=কষ্ট।
৩ আধারের=খাদ্যের। ৪ কুমারের আলছা=কুমারের মত।

ভূমিত লুটাইয়া হায়রে আরে কান্দে সে কুমার।
আমার যে নারী আছে কি হইব তারার॥
কথা নাই সে শুনে তারারে আরে ভালা করে পরস্থান।
তোমরার লাগ্যা আমরার কেরে যায় গর্দ্দান॥
কুমাররে লইয়া তারারে আরে ভাইরে ঘর ফির‍্যা আইল।
একলা যে সোণা কন্যা জঙ্গলায় রইল॥ (১—২২)

(১০)

সোণাকন্যা জানে কুমার আধার জুগাইত [১] গেছে।
আজি কেনে অত বেইল ফির‍্যা না আইতেছে॥
উঠ বইস করে কন্যা কুমারের লাগিয়া।
এই মতে সারা দিনমান রইল বসিয়া॥
সন্ধ্যা কালে যখন জঙ্গল আন্ধাইরে ঘিরিল।
কন্যা বুলে হায় হায় কুমার কোথায় রইল॥
কোথায় জানি রইল কুমার বুঝিত না পারে।
পুড়া মনের মধ্যে কত উঠে আর পড়ে॥

রামদা হাত লইয়া কন্যা বিছড়ায় কুমারে।
আউলা হইয়া না কন্যা জঙ্গলাত ফিরে॥
বাঘ যুদি খাইত বন্ধে পইড়া থাকত হাড়।
ছন্ন বংশ [২] না পাই কিছু জঙ্গলার মাঝার॥
আমার বন্ধু সেরা [৩] জোয়ান বাঘে ডরায় তারে।
বুঝিবা পরীরা ধইরা লইয়া গেছে তারে॥
আনইলে বন্ধু মোরে গেছে ফাকি দিয়া।
আমি অভাগিনী সোণায় জঙ্গলায় ফালাইয়া॥
যেখানে গেলারে বন্ধু সুখে থাক্য তুমি।
তোমার দুঃখের কথা যেন কাণে নাইসে শুনি॥

---

১ আধার জুগাইত=খাদ্য-সংগ্রহ করিতে।

২ ছন্ন বংশ=অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, কোনরূপ নিদর্শন। ৩ সেরা=শ্রেষ্ঠ।

আসমান পাতাল দেখবাম বন্ধুরে বিছড়াইয়া।
দেশে দেশে ঘুরে কন্যা বন্ধুর লাগিয়া॥

(বারমাসী)

হায়রে বন্ধু আমার নাই দেশে।
আইলা না পরাণের বন্ধু
রইলা তুমি কোন্ দেশে
হায়রে বন্ধু নাই দেশে॥
ফাল্গুন ত না মাসরে বন্ধু
আরে ছুটছে মদন বাও।
দিন যায় আনায় তানায়[১]
রাত না পোয়ায় রে॥
চৈতনা মাসরে বন্ধু আরে চৈতালা বাতাসে।
তাপিত বক্ষ শীতল না হয় গো
আমার বন্ধু কোন্ দেশে রে॥
বৈশাখ না মাসরে বন্ধু
আরে কুইলে কাড়ে রা।
কাণে মধ্যে ঠাডা বাজেগো
আমার বন্ধুর কথা মিঠা রে॥
জেঠ না মাসারে বন্ধু
আরে রইদের খর তেজ।
তা অতি অধিক জ্বালা গো
আমার বন্ধুর বিচ্ছেদ রে॥
আষাঢ় না মাসরে বন্ধু
আরে ঘন মেঘের ধারা।
দেহার মাঝে জ্বলছে আগুন গো
আমার মন হইল আঙ্গরা রে॥

---

১ আনায় তানায়=কোন রকমে।

শায়ণ না মাসরে বন্ধু
আরে ফুটছে পউদের ফুল।
তুমি বন্ধু আন্যা দিতাগো
পিন্‌তাম [১] কাণে ফুল রে॥

* * * * *

বন্ধুয়ার লাগি কন্যা ফিরে দাওনা হইয়া।
কোথায় পাইবাম চেংরা বন্ধু কে দেখছ দেও কইয়ারে॥
চারি যুগের বিরক্ষ তোমার জঙ্গলার মধ্যে আছে।
আমার বন্ধু কোথায় গেল তোমরানি দেখ্যাছরে॥
জঙ্গলার পশুপক্ষী চিন মোর বন্দেরে।
কোন্ দেশে গেলে আমি পাইবাম তারেরে॥
আসমানের তারারে তুমি মিট মিটইয়া হাস।
আমার বন্ধুরে যাইতে তোমরানি দেখ্যাছরে॥
বাপ ছাড়লা মাও ছাড়লা আমার লাগিয়া।
শেষ কাটালে কেনেরে বন্ধু গেলা ফাকি দিয়া॥
আগে যুদি জানতামরে বন্ধু যাইবা ছাড়িয়া।
দরিয়াত ডুবতামরে বন্ধু গলাত কলস লইয়া॥ (১—৫৯)

* * * *

(অসম্পূর্ণ)

ইহার পর জমিদার বীরনারায়ণকে জল্লাদ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যায় নাই—সুতরাং প্রবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারা গেল না।

---

[১] পিন্‌তাম = পরিতাম।

মহীপালের গান

মহীপালের গান

চুয়া চুয়ে বাঁট্যারে লীলা বাসর কোটারা ভরে [১]।
আমলা মতি বাঁট্যারে লীলা আবের [২] কোটারা ভরে ॥
তোলা পানিতে নায়ারে বাপজান মাথা হয়েছে আটা।
মহীপাল রাজা কেটেছে দীঘি আমি সেই দীঘিতে যাব ॥

"কলঙ্কিনী লীলারে তুমি যেয়ো না দীঘির ঘাটে।"
"কলঙ্কিনী লীলারে তুমি যেওনা দীঘির ঘাটে ॥"
বাপেরো মানা না শুনে লীলা চললো দীঘির ঘাটে।
মায়েরো মানা না শুনে লীলা চললো দীঘির ঘাটে ॥
আগে পাছে দাসী বান্দী মধ্যে চললো লীলা।
আগে পাছে গোলাম নফর মধ্যে চললো লীলা ॥

হাঁটু পানিতে নাম্যারে লীলা হাঁটু মঞ্জন করে।
মাজা পানিতে নাম্যারে লীলা গাও মঞ্জন করে ॥
বুক পানিতে নাম্যারে লীলা বুক মঞ্জন করে।
খবুর্যার আগে [৩] খবর গেল মহীপাল রাজার কাছে ॥

যে লীলার জন্যেরে মহীপাল তুমি ছয়মাস ভাঙ্গাছে নীয়ার।
যে লীলার জন্যেরে মহীপাল তুমি ছয়মাস ভাঙ্গাছো রোদ।
লীলার মাথার কেশরে মহীপাল দীঘির পানি ছাপিয়ে পরেছে

১ চুয়া……ভরে=লীলা চুয়া ও চন্দন বাটিয়া বাসর ঘরের কৌটায় ভরিয়া রাখিল।

২ আবের=অভ্রের, পূর্ব্বকালে অভ্রদ্বারা চিরুনি, কৌটা ও পাখা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত।

৩ খবুর্যার আগে=সংবাদ-বাহকের মুখে।

কেশে বাজ্যা উঠছে রে মহীপাল কত রুই কাতলা।
যে লীলার জন্যেরে মহীপাল ভাঙ্গ্যাছিল নীয়ার ॥

সেই লীলা আইছেরে মহীপাল তোমার সরোবরে।
এক দীঘির ঘাটেরে মহীপাল সাঁতরে বাসরে ফেরে।
বারে বারে ঘুর‍্যারে মহীপাল রাজায় চুল ধরিয়া রাখিল ॥

কে ধরিল কে ধরিল আমার চুলের দুখে মল্যাম।
বাপের মানা না শুন্যা আমি দীঘির ঘাটে মল্যাম ॥
কলঙ্কিনী লীলা গো আমি কলঙ্কিনী হলাম।
মায়ের মানা না শুনে আমার সকল সম্মান গেল ॥ (১-২৬)

রতন ঠাকুরের পালা

রতন ঠাকুরের পালা

(১)

"চান্দের বাগের ফুল নারে সূরজে দিলাইন দড়ি [১]।
এই না ফুল দিয়া আমি মালা খানি গাঁথি ॥
গাঁথিতে গাঁথিতে রে মালা, মালা আরে মালঞ্চ উজার [২]।
এই না মালার নাম আমার 'বসন্ত-বাহার' ॥
শতেক না চাম্পা ফুলে আরে গাঁথলাম মালা।
মাধ্যে মাধ্যে দিছি ফুল কালা না রে ধলা [৩] ॥

শুন শুন বিরধ [৪] বাপ শুন বলিরে তোমারে।
এই মালা লইয়া যাহ রে তুমি তিরপুরার হাটে ॥
তিরপুরার হাটখানি বইসে বিয়ান বেলা [৫]।
সেই না হাটে বিকাইয়া আইস চিকণ ফুলের মালা ॥
শুন শুন বাপ আরে কহি যে তোমার আগে।
এই মালা বিকাইয়া আইস কাহনার দরে [৬] ॥"

মালা লইয়া বিরধ মালী হাটে চল্যা যায়।
একেলা ঘরেত কন্যা শুইয়া নিদ্রা যায় ॥

[১] চান্দের......দড়ি=চন্দ্রের বাগানের ফুলের মধ্যে সূর্য্য-কিরণের সূতা দিয়া নায়িকা মালা গাঁথিয়াছেন। দড়ি=সূত্র, এখানে কিরণ।

[২] উজার=উজোড়।

[৩] ধলা=সাদা।

[৪] বিরধ=বৃদ্ধ।

[৫] বিয়ান বেলা=প্রাতঃকালে।

[৬] কাহনার দরে=এক একটি ফুলের মালার দর এক কাহন,—এক টাকা।

তিরপুরার স’রে[১] নাইরে এমুন গাঁথুনী।
যারা গাঁথে ফুলের মালা বেবাক্[২] আমি চিনি॥

(২)

“শুন শুন মালী আরে কহি যে তোমারে।
কোন বা জনে গাঁথিল মালা কহ না সত্য ক’রে॥
কেওয় না কেতকীর গন্ধ বাতাসে মিলায়।
কেমুন জনে গাঁথে মালা দেহ পরিচয়॥”

“ঘরে আছে এক কন্যা দুই নয়নের তারা।
তুলিয়া মালঞ্চের ফুল সে গাঁথিল মালা॥
পূবের বাতাস পাইচ[৩] মাইল[৪] বয়ারে[৫] নদী বাড়ে ঢেউ।
এহি কন্যা ছাড়া আমার দুইনায় নাইরে কেউ॥
চালে আমার নাইরে ছানি, কুলায় নাই সে ধান।
এই মালা বেচিয়া খাই তবে বাঁচে পরাণ॥”

“শুন শুন বুড়া মালী আরে কহি যে তোমারে।
কি মত বয়স কন্যা আছে তোমার ঘরে॥
দিছ কি না দিছ বিয়া কহ পরিচয়।
বড় ঘরে দিত বিয়া তবে উচিত হয়॥”

“আ-বিয়াত[৬] কন্যা আমার ফুলের কুমারী।
একেলার কন্যা মোর শিয়রের পরী॥

১ স’রে=সহরে।
২ বেবাক্=সমস্ত।
৩ পাইচ=পাক দিল, চক্রাকারে ঘুরিল।
৪ মাইল=মারিল।
৫ বয়ারে=হাওয়ায়।
৬ আ-বিয়াত=অবিবাহিতা

ভাত রান্ধে কন্যা আমার পান্থে[1] যোগায় পানি।
পরের হাতে স'প্যা কেমনে বাঁচাবো পরাণী॥" ১৮
(হায়!) হাস্যা কয়রে রতন ঠাকুর শুন বিরধ[2] মালী।
"কি দরে বিকাবে মালা কহ মোরে শুনি॥" ২০
"বুড়ীতে বুড়ীতে পনরে পনে কাহন মিলে।
এক কাহন কড়ি দিলে মালা দিয়াম তারে॥" ২২
হাসি হাসি রতন ঠাকুর মালা দিল গলে।
গণ্যা বাছ্যা কাউন কড়ি তুল্যা দিল হাতে॥ ২৪

(৩)

একেলা সুন্দর কন্যা গাঙ্গের ঘাটে খাড়া।
মধু ভরা ফুলের খবর না পাইছে ভমরা॥ ২

"যৈবনে যৈবতী লো কন্যা একলা থাক ঘরে।
কতখানি বয়স হইল না জান আপনে॥ ৪
টলমল অঙ্গলো কন্যা যৈবন বাইয়া পরে।
নিজে নাই জান খবর না দিয়াছে পরে[3]॥" ৬
আঁখি মেল্যা দেখে কন্যা সুন্দর নাগর।
কেওয়া কেতকী পুষ্পে উইড়াছে ভ্রমর॥ ৮

"দিনের আলো নিমি ঝিমি[4] রে কুমার রাইতের আলো ভালা।
একেত অবুলা নারী তা হতে একলা॥ ১০
দিনের আলো নিমিরে ঝিমিরে কুমার ঘিরিল আন্ধারে।
পন্থ ছাড়রে কুমার যাইব নিজ ঘরে॥" ১২

১ পান্থে=পথে যাইতে তৃষ্ণা পাইলে। ২ বিরধ=বৃদ্ধ।
৩ নিজে……পরে=তোমার শরীরে যে যৌবন আসিয়াছে সে খবর তুমি নিজেও জান না এবং অপরকেও জানিতে দাও নাই। ৪ নিমি ঝিমি=মৃদু মৃদু।

"কেবা তোর বাপ মাও লো কন্যা কহ পরিচয়।
একেলা আইসাছ ঘাটে তাতে নাইলো ভয়॥ ১৪
ভারি যদি কলসী কন্যা ভইরা দিবাম আমি।
আগুয়াইয়া দিবাম তোরে গায়ের[১] পন্থ[২] খানি॥ ১৬
চিন বা নাচিন পন্থ তাতে ক্ষতি নাই।
যথায় যাইবা কন্যা তথা আমি যাই॥" ১৮

"আমার না বাপ রে কুমার,
কুমার আরে, তোমার বাগের[৩] মালী।
জলেত খাড়ইয়া রে কুমার পরিচয় করি॥ ২০
জল লড়ে স্থলরে লড়ে জলে না পাই ভর।
আন্ধাইরে ডড়িনা কেবুল কলঙ্কের ডড়[৪]॥
বাঘ ভালুকেরে কুমার,
কুমার আরে, যত না ডরাই।
অবুলা কুলের নারী কুলের ভয় সে পাই॥ ২৪
আসমানেতে ফুটে তারা, জমিন আন্ধারে।
পন্থ ছাড় রে কুমার যাইব নিজ ঘরে॥" ২৬
"বায়ে[৫] লড়ে[৬] বন বাহুরা[৭] জলে উঠে ঢেউ।
মনের কথা কইব কন্যা এইখানে নাইরে কেউ॥" ২৮

"আজুকার নিশি রে কুমার, কুমার আরে,
চিত্তে দেও রে ক্ষেমা।
ফুল বাগানে অইব দেখা কালুকা বিয়ানে॥" ৩০

---

[১] গায়ের=গাঁয়ের, গ্রামের, আমি গাঁয়ের পথ ধরিয়া তোমাকে অগ্রসর করিয়া দিব, তোমার অনুবর্ত্তী হইয়া পথ চিনাইয়া লইয়া যাইব। [২] পন্থ=পথ।
[৩] বাগের=বাগানের। [৪] ডড়=ডর, ভয়। [৫] বায়ে=বাতাসে।
[৬] লড়ে=নড়ে। [৭] বন বাহুরা=একরূপ বন্যতরু।

(৪)

"ডাল ভাঙ্গ, ফুল তুল লো, উগ্‌রাইয়া [১] নেও চারা।
হাতে হাতে আইজ কন্যা পইরা গেছ ধরা॥ ২
আজুকা বাগানে মোর নিছাদি [২] পাহারা।

(কন্যালো) নিত্তি নিত্তি লৈয়া যাইলো কন্যা
পুষ্পনা কইরা চুরি।
ভালা শাস্তি দিবাম লো আজি শুনলো সুন্দরী॥ ৫

কাটিয়া চামর কেশ লো কন্যা আলো গলায় বাঁধিম।
তোর যৈবন পুষ্প তুল্যা লো কন্যা মালা সে গাঁথিম॥ ৭
দুই আখ্‌খি অপরাজিতা, বদন চাম্পা ফুল—
এই না ফুলে গাঁথিয়া মালা পড়িবাম গলায়।
চোরের ধন চুরি কর্‌লে নাই সে বড় দায়॥" ১০

"কি কথা কইলা রে কুমার বড় দুঃখু পাই।
অবিচার্যা দেশে কুমার বিচার না সে পাই॥ ১২
কোটালিয়া দেশের রাজা রাজা দেয় রে পারা [৩]।
যার লাগ্যা করিলাম চুরি সেই সে বলে চোরা॥ ১৪
এই দেশ ছাড়িয়া যাইম বৈদেশী হইয়া।
পুষ্পে মোর কাজ্জ [৪] নাই হস্ত দেওরে ছাইরা॥" ১৬

"না ছার্‌বো, না ছার্‌বো হাত লো, কন্যা আলো,
রৈয়া শুন্‌লো কথা।
যৈবন করলো দান রাখলো মোর কথা॥" ১৮

---

১ উগ্‌রাইয়া=উপ্‌ড়াইয়া। ২ নিছাদি=(?)

৩ কোটালিয়া……পারা=কোটালই দেশের রাজা এবং রাজা কোটালের মত পাহারা দেন। ৪ কাজ্জ=কার্য্য, কাজ (প্রাকৃতে 'কজ্জ')।

"এই ত বিয়ান বেলারে বন্ধরে পুষ্প ফুটে ডালে।
হাটের সময় বৈয়া যায় বন্ধু! ছাইরা দেওরে মোরে॥" ২০

"সত্য কর সুন্দর কন্যা লো সত্য কর তুমি রৈয়া।
গোপন কালে করবানি লো দেখা, মোরে
যাওলো কৈয়া॥" ২২

"নিশিকালে যাইও বন্ধুরে আমার ওই না বাড়ী।
চারি না দিকে বেউর [1] কলা রুইছি সারি সারি।
কলাবনে অইব দেখা গেলাম সত্য করি।" ২৫

(৫)

"পৈথান [2] দিয়া আইস বন্ধুরে শিথান দিয়া [3] বইও [4]।
বাটায় আছে পান শুপারী, বন্ধু চূণ দেখিয়া খাইও রে॥ ২
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—

হাম অবুলা নারীরে বন্ধু পরথম যৈবন।
পরথম পিরীত বন্ধু, বন্ধুরে পরথম মিলন রে॥ ৪
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—

থর থরিয়া কাঁপে অঙ্গরে বন্ধু মুখে দিল সে ঘাম।
পাড়ার দুষ্মন্ লোকে বন্ধু রটাইব বদনাম রে॥ ৬
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—

পরথমে যখনি বন্ধুরে গলায় হাত দিল।
অবুরে [5] অবশা অঙ্গ কাঁপ্যা না উঠিল রে॥ ৮
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—

---

[1] বেউর=বেউড়, একপ্রকার বাঁশ। [2] পৈথান=পায়ের তলা।
[3] শিথান দিয়া=শিয়রে। [4] বইও=বসিয়ো।
[5] অবুরে=অজ্ঞাতসারে।

পরথমে যখন বন্ধুরে মুখে দিল মুখ।
অঝুরে অবশা অঙ্গ আমার কাঁপ্যা উঠে বুকরে ॥ ১০
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—

চান্দ সাক্ষী সূরুজ সাক্ষীরে সাক্ষী তারাগণ।
এই মতে সঁপ্যা দিলাম জীবন যৈবন রে ॥ ১২
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—

জীবন দিলাম যৈবন দিলাম, আর সে কিছু নাই।
ঘুম থাক্যা জাগিয়া দেখি বন্ধু কাছে নাই ওরে ॥ ১৪
পরাণ পাগেলা বন্ধুরে—"

(৬)

পরভাত কালে উঠে কন্যা সামনে পুষ্পডালা।
চক্ষে লাগ্‌ল কাল ঘুমরে কেম্‌নে গাঁথি মালা ॥ ২

কালী হইল সোণার অঙ্গরে লোকে কাণাকাণি।
দিবসে না হইব দেখারে হইলাম পাগলিনী ॥ ৪

দিবসে মোর কাজ্জ[১] নাইরে রাত্রি মোর ভালা।
সংসারে মোর কাজ্জ নাইরে ঝইড়া পড়ে মালা ॥ ৬
হাটে মোর কাজ্জ নাইরে কিসের বিকি-কিনি—
ছানে[২] মোর কাজ্জ নাইরে কিসের খাউনী জিউনী[৩] রে ॥ ৮

ঘুমে মোর কাজ্জ নাইরে এ সবে না চাই।
পন্থ পানে চাইয়া থাকিরে কেবল একটু দেখা পাই—
রে বন্ধু একটু দেখা পাই ॥ ১০

---

[১] কাজ্জ=কজ্জ (প্রাকৃত), কাজ। [২] ছানে=স্থানে।
[৩] খাউনী জিউনী=খাওয়া এবং বিশ্রাম (জিউনী)।

বাপ বাদী হইল কুমাররে মাও সে বাদী হইল।
জলেত যাইতে তারা মানা মোরে করে রে॥ ১২

বাপ সে বাদী হইল কুমার রে মাও সে হইল বাদী।
পুষ্প তুলিতে গেলে তারা পরতিবাদী রে—
কাল কালিন্দী বিষ রে॥ ১৪

রাধন না সয় বন্ধুরে বাড়ন[১] না সয়।
ঘর গরল জ্বালা রে বিষে তনু দয়[২] রে—
কাল কালিন্দী বিষ রে॥ ১৬

বাউরা[৩] পাগল মন রে ঘরে নাই সে টিকে।
শিকল কাটা টিয়া যেমুন বনে বনে উড়ে রে—
কাল কালিন্দী বিষ রে॥ ১৮

দুষ্‌মন পাড়ার লোকরে, দেশে নাই সে ঠাঁই।
বৈদেশী হইয়া চল বন্ধু অন্য দেশে যাই রে—
কাল কালিন্দী বিষ রে॥ ২০

(৭)

রতন ঠাকুর ছান করতো যায় গামছা কান্ধে দিয়া।
মালীর ছেড়ী[৪] চাইয়া থাকে ভাঙ্গা বেড়া দিয়া রে—
আর, কান্দে নদীর কূলে বৈয়া[৫]॥
রতন ঠাকুর পন্থে বাইর হইল হাতে লৈয়া বাঁশী।
মালীর ছেড়ী ঘাটে যায় রে ভালা কাঙ্কেতে কলসী রে—
আর, কান্দে পন্থ পানে চাইয়া॥ ৪

---

১ রাধন……বাড়ন=রাঁধা বাড়া। ২ দয়=দহে, পুড়িয়া যায়।
৩ বাউরা=পাগল, উদাসী। ৪ ছেড়ী=কন্যা।
৫ বৈয়া=বসিয়া।

গাঙ্গের ঘাটে রতন ঠাকুর রে করে আনিগুনি।
মালীর ছেড়ী ঢাইল্যা দিল ভরা কলসীর পানি রে—
আর, কান্দে নদীর কূলে যাইয়া॥ ৬
পন্থে বাইরইল রতন ঠাকুর নব রঙ্গের বেশ।
এরে দেখ্যা মালীর ছেড়ী ঝাইরা বান্ধে কেশ রে—
আর, কান্দে আরশীর দিকে চাইয়া॥ ৮
ঘাটে বাটে যায় রতন রে সকাল সৈন্ধ্যা বেলা।
মালীর ছেড়ী ফুল তুল্‌ত যায় হাতে লৈয়া ডালা রে—
আর, কান্দে ফুলের পানে চাইয়া॥ ১০
রতন ঠাকুর হাটে যায় রে বেইল[১] ফুরাইয়া গেল।
আমার লাগিল্[২] আইন্য কিন্যা সাঁচি গন্ধের তেল রে—
* * * * * ১২

(৮)

পলায়ন

দেওয়ায়[৩] ডাকে গুরু গুরু রে
ঘাটে নাইরে খেয়া।
ঢেউয়ের উপর ভাইঙ্গা পড়েরে
ঝাউ হিজলের ছায়া রে—
আরে কান্দে রতন ঠাকুর বুইলা॥ ২
চিলিক চিলিক বিজ্জলী ঠাডারে[৪] পবনের বাও।
আজুকা রাত্রিতে বান্ধা সাধু মাল্লার নাও রে—
আরে কান্দে রতন ঠাকুর বুইলা॥ ৪

[১] বেইল=বেলা।
[২] লাগিল্=জন্য।
[৩] দেওয়ায়=মেঘে।
[৪] ঠাডারে=বজ্রে

"ঘরের বাইরি[১] অইলাম কন্যালো
আর না যাইম[২] ঘরে।
তোমারে লৈয়া কন্যা লো ভাসিম[৩] সায়রে॥
রাজ্য থাকুক ধন থাকুক, থাকুক বাপ মাও।
তোরে লইয়া ছারম[৪] দেশ লো, কপালে থাকে যাও[৫]॥"
আরে কান্দে রতন ঠাকুর বুইলা॥

"পইরা[৬] রইল কাক কোইলা দেশের বাড়ী ঘর।
বৈদেশ করিলাম দেশ রে আপন কৈলাম পর রে[৭]॥
বাপ মাও ছাড়লাম বন্ধুরে ছাড়লাম নিজ ঘরে।
কালুকা[৮] বিয়ানে[৯] লোকে কি বলিবে মোরে॥
ছয় মাসের বান্ধা ঘর লহমাতে[১০] ভাঙ্গে রে—"
আর কান্দে রতন ঠাকুর বুইলা॥

সজ্জিস্তার দেশ খানি দেখিতে সুন্দর।
মালী আর মাল্যানী তথা বান্ধে বাড়ী ঘর॥
চিরল কুটি[১১] দিয়া তারা ঘর যে বান্ধিল।
*　　*　　*　　*॥
খাগরের ছানি দিল ইকরের[১২] বেড়া।
রাজার হুকুম লৈয়া বান্ধিল বাসুরা[১৩]॥

---

১ বাইরি=বাহির। ২ যাইম=যাইব।
৩ ভাসিম=ভাসিব। ৪ ছারম=ছাড়িব।
৫ যাও=যাহা; কপালে যাহাই থাকুক। ৬ পইরা=পড়িয়া।
৭ 'আপন কৈলাম পর'—চণ্ডীদাসের পদ দ্রষ্টব্য।
৮ কালুকা=কাল। ৯ বিয়ানে=প্রাতে।
১০ লহমাতে=নিমেষে। ১১ চিরল কুটি=চিরল—সরু, কুটি—খুটি
১২ ইকরের=একরূপ লতা। ১৩ বাসুরা=বাসর ঘর'

পুষ্প তোলে মালা গাঁথে এহি [১] মাত্র কাম।
রাজার আন্দরে হইল মালীর খোস্‌নাম [২] ॥ ২২

[এদিকে দেশ জুড়িয়া রতন ঠাকুরের খোঁজ পড়িল। খুঁজিতে খুঁজিতে লোকজন জানিয়া গেল যে এই সজিস্তার দেশের মালী-মালিনীই রতন ঠাকুর ও তা'র প্রণয়িণী—সেই বৃদ্ধ মালীর কন্যা।]

(৯)

গাও না গেরাম লৈয়া ভালা যুক্তি যে করিল।
রঙ্গিলা বেশ্যারে কৈয়া সজিস্তা পাঠাইল॥ ২
"শুন শুন রঙ্গিলা বেশ্যা বলি যে তোমারে।
আমার পুত্র পাগল হইয়া গিয়াছে বৈদেশে॥ ৪
অর্দ্ধেক রাজত্বি দিবাম আর সে দিবাম তার।
সোণাতে বান্ধিয়া দিবাম তোমার গলার হার॥" ৬
পান খাইয়া রঙ্গিলা বেশ্যা আরে ঠোঁট কইরাছে লাল।
হাল আবেস্থা [৩] তার শুন দিয়া মন।
যাদুমন্ত্র জানে কন্যা পরথম যৌবন॥ ৯

দুষ্‌মনে সুহৃদ্ করে পান পড়া দিয়া।
সতী নারীর পতি সে যে নেয় ত ভুলাইয়া॥ ১১
এক ফোটা জল পইরা [৪] গায়ে ছিটা দিলে।
পাগলিনী হইয়া সতী আপন পতি ভুলে।" ১৩

(হায় ভালা) তবে ত রঙ্গিলা বেশ্যা আরে গমন না করিল।
সজিস্তার দেশে গিয়া দাখিল হইল॥ ১৫

১ এহি=এই। ২ খোস্‌নাম=প্রশংসা।

৩ অবেস্থা=অবস্থা। ৪ জল পইরা=জলপড়া দিয়া। জলে মন্ত্র পড়িয়া, সেই জল ছিটাইয়া নানারূপ যাদু করা, রোগ ভাল করা প্রভৃতির প্রচলন এখনও দূর পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজারে মারিয়া ঢোল বান্ধিলেক ঘর।
বড় বড় লোক রাখে বানাইয়া নফর[১] ॥

একদিন সজিন্তার রাজা খবর পাইল।
রঙ্গিলার কাছে আইসা হাজির হইল ॥
মুখ দেখিয়া রাজা পাগল হইয়া গেল।
আর পাগল হইল রাজা পান যখন খাইল ॥

হায়! মালীর না গাঁথা মালা ভালা রাজা রঙ্গিলারে দিল।
খুশী হইয়া রঙ্গিলা যে তারিফ করিল ॥
"এমন সুন্দর মালা গাঁথে কোন্ জন।
যে জনে গাঁথিল মালা সে জানি কেমুন ॥"

রাজা বলে "আমার মালী মালা সে গাঁথিল।"
"কেমুন তোমার মালী" রঙ্গিলা কহিল ॥
"আর দিন তারে তুমি সঙ্গেতে আনিও।
আর গাছি ফুলের মালা গাথিয়া সে দিও ॥"

* * * *

রতন ঠাকুর ও বৃদ্ধ মালীর কন্যা

কন্যা। আজুকার নিশিরে বন্ধু স্বপন দেখ্‌লাম ভারী।
দুস্কিনীর[২] কপালের কথা কইতে নাই সে পারি ॥
মরা বির্‌খে[৩] ডাকে কাউয়া[৪] পেঁচা ডাকে ঘরে।
কি জানি বিধাতা বন্ধু ফেলায় কোন্ ফেরে ॥
মাও বাপে মনে উঠেরে বন্ধু দিবানিশি কাল।
কি জানি দারুণা বিধি ঘটাইল জঞ্জাল ॥

---

১ নফর=চাকর; বড় বড় লোককে বশীভূত করিয়া ভৃত্য বানাইয়া রাখিল
২ দুস্কিনীর=দুঃখিনীর। ৩ বির্‌খে=বৃক্ষে।
৪ কাউয়া=কাক।

চক্ষে চক্ষে থাকরে বন্ধু ফুলে কাজ্জ নাই।
তোমার বদলে আমি পুষ্প তোলা [১] যাই ॥ ৩৭
বুকে বুকে থাকরে বন্ধু, বন্ধু আরে না হইও অদেখা।
কি জানি বা এহি দেখা জনমের দেখা ॥ ৩৯
মুখে মুখে থাকরে বন্ধু হেন মনে লয়।
তিলেক হইলে ছাড়া পরাণে না সয় ॥ ৪১
আইঞ্চলে [২] বান্ধিয়া রাখি হেন মনে লয়।
আঁখি কাঁপে ঘন ঘন রে বন্ধু কহিতে ডরাই।
কি জানি আঞ্চলের নিধি বান্ধিতে হারাই ॥ ৪৪
ছয় মাস আছিরে বন্ধু সজিস্তার ঘরে।
কাল নিশায় স্বপ্ন দেখি বন্ধু, তুমি গেছ চোরে [৩] ॥ ৪৬

রতন ঠাকুর। না কাইন্দ না কাইন্দ লো কন্যা নাই সে কাইন্দ তুমি।
যেখানে থাকিবা তুমি সেইখানে আমি ॥ ৪৮
হিয়াতে লাগিল হিয়া পরাণে পরাণ।
তোমার মরণে কইন্যা আমার মরণ ॥ ৫০

[রতন ঠাকুর যে দিন রঙ্গিলাকে মালা দিতে গেল, সে দিন সে আর বাড়ী ফিরিল না। লোকজন খোঁজ করিতে গিয়া দেখিল যে রঙ্গিলা ও রতন ঠাকুর উভয়েই উধাও হইয়াছে। রাজা এ সংবাদে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া রতন ঠাকুরের ঘর পুড়াইয়া দিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার অনুচরেরা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে রতন ঠাকুরের ঘরে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। রাজা তাহাকে ধরিয়া অন্দরে আনিতে বলিলেন।]

পুষ্প তোলা=ফুল তুলিতে। [২] আইঞ্চল=অঞ্চল
[৩] চোরে=চলিয়া।

(১০)

আর ত সময় নাইরে বন্ধু, আর সময় নাই !
চক্ষের দেখা দেখা দেওরে, আমি দেইখ্যা প্রাণ জুড়াই
রে বন্ধু—আর ত সময় নাই !

দারুণ গরল রে বিষে বন্ধুরে অঙ্গ হইল কালী।
আমার বন্ধু একবার আইস, অন্তিম দেখা দেখিরে বন্ধু—
আর ত সময় নাই !

তুমি ত তুলিতে ফুল রে আমি গাঁথতাম মালা,
অবিচারে গেলে রে বন্ধু মোরে ফেলি' একেলা রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই !

মাও বাপে পর করিলাম বন্ধুরে ছাড়লাম বাড়ীঘর,
দেশ ছাইরা বৈদেশী হইলাম রে বন্ধু আপন হইল পর রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই !

আর না দেখবাম চান্দরে সুখ-নিশিতে জাগিয়া
আর না কহিব রে কথা হাসিয়া হাসিয়া রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই !

পরাণের বন্ধুরে আমার, দুষ্‌মনী করিলা
অবলার মজাইয়া কুল রে বন্ধু, ফাঁকি দিয়া গেলা রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই !

পরে রে না দিবরে দোষ, দিব সে আপনে
কোন্ জনে পাইয়া এমুন, হারায় বা কোন্ জনে রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই !

বন্ধেরে[১] না দিবরে দোষ নিজে কর্ম্ম দোষী,
*　　*　　*　　*
আর ত সময় নাই !

---

১ বন্ধেরে = বন্ধুকে।

মরিবার কালেরে বন্ধু না পাইলাম দেখা
এই সে ছিল অভাগিনীর সাত করমের লেখা রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই। ২৭
তোমরা যদি কেউ বুঝগো আমার মনের দাগা
বন্ধু আইলে কইও নাগো আমার মরণ কথা রে বন্ধু—
আর ত সময় নাই! ৩০
আর ত সময় নাইরে বন্ধু আর ত সময় নাই— ৩১

[রঙ্গিলার মোহ কাটাইয়া যেদিন রতন ঠাকুর আবার সজিন্তার দেশে ফিরিল সে দিন সে আর তার প্রিয়তমাকে পাইল না। সজিন্তার দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস আর বন-সোহাগী পাখীরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাকে কন্যার মরণের খবর দিল।]

এই কথা শুনিয়া রতন ঠাকুর পাগল হইল—
মাও বাপ বাড়ী ঘর সকল ভুল্যা গেল রে!
রতন ঠাকুর! ঠাকুর আরে!
মাও কান্দে পন্থ পানে চাইয়া! ৩৫
দেশে নাই সে গেল রে ঠাকুর না ফিরিল ঘরে
দেশে দেশে রতন ঠাকুর পাগল হইয়া ফিরে রে—
রতন ঠাকুর! ঠাকুর আরে!
মাও সে কান্দে পন্থ পানে চাইয়া! ৩৯

সমাপ্ত

পীর বাতাসী

পীর বাতাসী

বন্দনা

বন্দুম পীর বন্দুম ছাহেব গাজিরে
বল হায় মুরলী হায়রে
পীর বন্দুম ছাহেব গাজিরে।
পরথমে বন্দনা গো করলাম আল্লা নিরঞ্জন।
বন্দুম পীর............
দ্বিতীয়ে বন্দনা গো করলাম মাও বাপের চরণ।
বন্দুম পীর............
তিতিয়ে বন্দনা গো করলাম ওস্তাদ বড় পীর।
বন্দুম পীর............
চারকোণা পিরথিমী বইন্দা মন করিলাম থির।
বন্দুম পীর............
সভাজনে বন্দিয়া ভাই হিন্দু মুসলমান।
বন্দুম পীর............
মক্কা মদীনা বন্দুলাম কাশী গয়া থান।
বন্দুম.................
আর বন্দুলাম পার বন্দুলাম সমুদ্র সায়র।
জিন্দা স্থানে বন্দি আইলাম ছায়ব আলীর কয়বর
বন্দুম.................
হিমালী পর্ব্বত বন্দি গাই বেবাকের বড়।
আসর বন্দিয়া আমি মন করিলাম দড়॥
বন্দুম.................

আসন থাইক্যা জিন্দাগাজী মোরে দেউখাইন [১] বর।
তাল মান নাইসে জানি সদা মনে ডর॥
বন্দুম..................
আরবার বন্দিয়া গাই সভার চরণ।
বন্দনা করিয়া ইতি পালা আরম্ভন॥ ২৬

(পালা আরম্ভ)

(১)

আস্তের কাহিনী কথা শুন মন দিয়া।
জন্মম লইল বিনাথ জন্মদুঃখী হইয়া॥
একমাস দুইমাস তিনমাস যায়।
মায়ের কোলেতে বিনাথ শুইয়া নিদ্রা যায়॥
চারি পাঁচ ছয়রে মাস এহি রূপে গেল।
সাত মাসেতে বিনাথ বাপে হারাইল॥
শাইল ক্ষেতের দাম ছারিতে [২] বাপে খাইল শাপে।
অভাগিনী মাও কান্দে পড়িয়া বিপাকে॥
বেমান সংসার মাঝে আর বন্ধু নাই।
কোলের না কাঞ্চন ছাওয়াল কেমনে বাঁচাই॥
বাইরে রোজগাড়ী নাইরে পেটে নাই অন্ন।
অঙ্গের বসন খানি সেও হইল ছিন্ন॥
চিরা তেনা [৩] দিয়া মায় বিনাথে ঢাকিল।
মায়ের চোখ্খে পানি দরিয়া ভাসিল॥

---

[১] দেউখাইন=দিউন। [২] দাম ছারিতে=আগাছা লতা যাহা জলমগ্ন শস্যের চারাকে জড়াইয়া ধরে (দাম) তাহা ছাড়াইতে যাইয়া।
[৩] চিরা তেনা=ছেঁড়া কাপড়।

হায় ভাবিয়া চিন্তিয়া মায় কোন্ কাম করে।
গাঁও গেরামে চান্দ মোরল গেল তার ঘরে ॥
বড় ধনী চান্দ মোরল ক্ষেমতা অপার।
ছাওয়াল কোলে লইয়া মায় গেল বাড়ী তার ॥
বায়াকুটি [১] রাইন্দা তার বিনাথে পালিল।
এহি মতে বিনাথ তবে ছয় বচ্ছরের অইল ॥

দুঃখের কপাল বিনাথ সুখ কোথা পায়।
সাত না বচ্ছর কালে হারাইল মায় ॥
মাটিতে লুটাইয়ে বিনাথ কাঁদে মায়ের লাগিয়া।
এইমন দরদী মাও গেলা গো ছাড়িয়া ॥
গায়ে যুদি কুটা গো বালি মায় ঝাইরা লইত কোলে।
হেন মাও অভাগারে কোথায় ছাইরা গেলে ॥
চৌদিকে চাহিয়া দেখি আপন কেহ নাই।
সংসারে কে সুহৃদ্ আছে গো কই গিয়া দাড়াই ॥

চাঁদের বাড়ীতে বিনাথ করে গরুর রাখালী।
কিছু কিছু কইরা বিনাথ দুঃখু যায়রে ভুলি ॥
কাটিয়া মরাল বাঁশ বিনাথ বাঁশী বানাইল।
দেখিতে শুনিতে তার কুড়ি বছর হইল ॥
ওস্তাদ ধরিয়া বিনাথ বাঁশীর গান শিখে।
চান্দের জননীরে বিনাথ মা বলিয়া ডাকে ॥
সুজন্তী তাদের কন্যা চান্দের সমান।
এইমত সুন্দরী কন্যা নাইসে তিরভুবন ॥
পুষ্প যেমন হেল্যা পড়ে পবনার বায়।
হালিয়া নাচিয়া কন্যার বার বচ্ছর যায় ॥

---

১ বায়াকুটি = (?)

ঢলুম ঢলুম [১] মুখখানি কন্যার চিরল [২] দাঁতের হাসি।
এরে দেখ্যা বাইজ্যা উঠে বিনাথের বাঁশী॥

(২)

এমুন সময় হইল কিবা শুন দিয়া মন।
চান্দ ব্যাপারী যাইব বাণিজ্য কারণ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাঁদ কোন্ কাম করিল।
একেলা বিনাথে তবে সঙ্গেত লইল॥
বার নাও তের পানসী ধানেত বুঝাইয়া।
উত্তর ময়ালে চলে ডিঙ্গা ভাসাইয়া॥

গাঙ্গের বাঁকে কেওয়া ফুল রৈয়া রৈয়া ফুটে।
কত নারী ছান করে গাঙ্গির ঘাটে ঘাটে॥
কত নাইয়া নাও বাহিয়া যায়রে দূরের পানে।
এমন সুন্দর বিনাথ না দেখছে নয়ানে॥
দেখিয়া শুনিয়া বিনাথ বাঁশীতে মাইল টান।
ভাটি ছিল চিলা গাঙ্গরে বাহিল উজান॥
কাঙ্কের না ভরা কলসী নামাইয়া জমিনে।
ভিজা বসনে নারী বাঁশীর গান শুনে॥
কেবা যাওরে বাঁশের বাঁশী মোরে যাওরে কৈয়া।
এইখানে লাগুক ডিঙ্গা খানেক দাড়াইয়া॥
পাইয়া নবীন পাল উত্তরাল বাতাসে।
ছুটিল চান্দের নাও বাণিজ্যের আসে॥
ছয় মাসের পথ সাধু এক্‌দিনে যায়।
চিলা যেমুন আসমানেতে উড়িয়া পলায়॥

ঢলুম ঢলুম = ঢল ঢল। [২] চিরল = চিকণ

তের বাঁক পানি বাইয়া কংসনদী ধরে।
এইখানে গিয়া সাধু ডিঙ্গা কাছি করে [১] ॥
সাতদিনের পন্থরে বাইয়া নারয়ী মুলুক।
এইখানে পৌঁছিলে নাও সাধু পাইবে সুখ ॥
এন কালেতে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
রাত্রি নিশাকালে শুন দেয়ার গরজন ॥
মেঘেতে আসমান ছাইল তুফান হইল ভারী।
কতেক পানসীর দেখ কাছি লইল ছিড়ি ॥
স্থতের মুখেতে যেমুন জলুইর কুটা ভাসে।
বিনাথে ভাসাইয়া নিল কংসনদীর পাকে।
বিনাথের কথা ভালা এইখানে থইয়া ॥
সুমাই ওঝার কথা শুন মন দিয়া। ৩২

(৩)

ভেউর [২] জঙ্গলা দেখ কংস নদীর পারে।
সেইখানে সুমাই ওঝা বসতি না করে ॥
মানুষের গতাগম্ব সদাকালে নাই।
আবশ্য পড়িলে লোকে ওঝারে বিছড়াই [৩] ॥
নানা মন্তর জানে বেটা জ্ঞানে বিহস্পতি।
ঔষধ মন্ত্রের জোরে বনেত বসতি ॥
মন্ত্র পড়া পঞ্চ না কড়ি আছে তার খানে।
জঙ্গলার যত সপ্প সকল ধইরা আনে ॥
কেউটা রোখা বর্মজাল নোওয়ায় দেইখ্যা মাথা।
বনের বিরক্ত ওঝার দেখ মাথায় ধরে ছাতা ॥

১ ডিঙ্গা কাছি করে=ডিঙ্গা কাছি দিয়া বান্ধিল, নঙ্গর করিল।
২ ভেউর=গভীর।
৩ আবশ্য......বিছড়াই=প্রয়োজন হইলে লোক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিত।

খরম পায় হাটে ওঝা নদীর না পাকে ।
রাজা বাদ্‌সা নাগাল নাই সে পায়রে তাহাকে ॥
কড়ি চালনা দিয়া দেখ সপ্প ধইরা আনে ।
ছয় মাসের মরা জিয়ায় ঔষধের গুণে ॥
বাতাসী ওঝার মাইয়া পাল্যা করছে বড় ।
ওঝার সহিত থাকে বনের ভিতর ॥
দেখিতে সুন্দর কন্যা বনের হরিণী ।
সপ্পের মাথায় যেন জ্বলে দিব্য মণি ॥
সিন্দূর মাখা ঠোট দুখানি কাজল মাখা আঁখি ।
এহি মত সুন্দর কন্যা কভু নাইসে দেখি ॥

(৪)

দৈবের নিব্বন্ধ কথা শুন দিয়া মন ।
সুতেত ভাসিয়া বিনাথ কইরাছে গমন ॥
আছে কিনা আছে পরাণ বিধাতা সে জানে ।
দেখিয়া দৈচ্ছত [১] কন্যা পাইল পরাণে ॥
বাপের আগে কয়ত খবর ঘন ঘন সুয়াস ।
সুন্দর কুমারের নাই সে জীবনের আশ ॥
চান্দ যেমুন ভাস্যা যায় কংস নদীর পাকে ।
কাহার কোলের যাদু পড়িল বিপাকে ॥
উবু হইয়া আউল কেশ মাটিত লুটায় ।
ওঝার পিছনে কন্যা পাগলিনী প্রায় ॥
তবেত্ত সুমাই ওঝা কোন্ কাম করিল ।
মরার মতন বিনাথেরে টানিয়া ধরিল ॥

---

১ দৈচ্ছত = দুঃখ ।

দুইজনে ধরাধরি বিনাথের লইয়া।
জঙ্গলার ঘরে গেল বড় দুঃখ পাইয়া ॥
ঝর ঝর বাতাসীর দুই চক্ষু ঝরে।
পরের লাগিয়া কন্যা কাইন্দা কেন বা মরে ॥

* * * *

শেযেতে শুয়াইয়া ওঝা কোন্ কাম করিল।
ভেউর জঙ্গলার মধ্যে পরবেশ করিল ॥
কইয়া গেল কইন্যা তুমি বইস লো শিয়রে।
যতক্ষণ ঔষধ লইয়া নাহি ফিরি ঘরে ॥
শিয়রে বসিয়া কন্যা এক দিস্টে চায়।
আছে কিনা আছে পরাণ বুঝা নাই গো যায় ॥
কাহার কোলের পুত্র কেবা মাতা পিতা।
আঞ্চল ধরিয়া কন্যা মুছে চক্ষের পাতা ॥
ঘর আইন্ধাইর বাড়ীরে আইন্ধার এমন কইরা হায়।
এহারে ভাসাই ঘরে কেমনে আছে মায় ॥
ডাকিতে ডুকুরে কন্যা নাম নাই সে জানে [১]।
হেনকালে আইল ওঝা তার বির্দ্দমানে ॥

"শুন শুন বাতাসী কন্যা কহিযে তোমারে।
ঔষধ বাটিয়া শীগ্র আনহ ত্বরিতে ॥"
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা শিল পাটা লইল।
বাপের দেওয়া ওষুধ খানি নিপেশ বাটিল ॥
মন্ত্র পড়িয়া সুমাই অসুধ খাওয়ায়।
কিছু কিছু আছে পরাণ যেন বুঝা যায় ॥

---

১ ডাকিতে......জানে=ডুকুরিয়া (চীৎকার করিয়া) ডাকিবার জন্য তাহার নাম জানা ছিল না।

কিছু কিছু সুরে সুশ্বাস আশার মতন।
তবে ওঝা স্মরণ করে ওস্তাদের চরণ ॥

নয়ন মেলিয়া বিনাথ চারিদিকে চায়।
আপনার জন কেউ দেখা নাই সে পায় ॥
স্বপ্নের মতন যেমন দেখিতে লাগিল।
বাতাসী কন্যার পানে চক্ষু তুইল্যা চাইল ॥
লাজে রাঙা রক্ত না জবা কন্যা নোওয়াইল মাথা
সরম ভরম কন্যার আগে ছিল কোথা ॥ ৪২

(৫)

এক দুই করি দেখ যায় তিন মাস।
তবেত হইল তার জীবনের আশ ॥
একতে একতে পড়ে মনে মা বাপের কথা।
বনেত বসিবার আগে বসত ছিল কোথা ॥
সেই দেশেত মাও নাই গর্ভ সোদর ভাই।
দরদী বান্ধব নাই কোন্ দেশে বা যাই ॥
একতে একতে পড়ে মনে বাকী বক্কা যত।
কে মোরে আদর করব আপন মায়ের মত ॥
একতে একতে মনে পড়ে সুজন্তী কন্যায়।
সকল ভুলিল কন্যা বাতাসীর দায় ॥
নগর থাক্যা বিজন ভালা আপন থাক্যা পর।
ঘর থাক্যা বাহির ভালা আশায় করলো ভর ॥
বাপ মরিল সপ্পের বিষে তাও পড়িল মনে।
মন্তর শিখিব বিনাথ ওস্তাদের চরণে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনাথ মন করিল থির।
শুমাইরে মানিয়া লইল গুরু মন্ত্রের পীর ॥ ১৬

(৬)

(দিশা) পুষ্প তোরে কোন বিধি সিরজিল।
বনানী পাতার ঘরে কেন বা জন্ম দিলরে......
পুষ্প তোরে...... ॥
বনে থাক বনের ফুলরে মুখে মিষ্ট হাসি।
কোন বিধাতা করলো লো কন্যা তোরে বনবাসী রে
পুষ্প তোরে...... ॥
বনে থাক সুন্দর কন্যা বনেলা হরিণী।
একেলা ভরমনা করলো সুন্দর কামিনীরে
পুষ্প তোরে...... ॥
ভমরে না পাইছে লাগাম মধু ভরা ভরা।
একটি কথা শুন কন্যা সামনে থাক্যা খাড়ালো
পুষ্প তোরে...... ॥
কেবা তোমার মাতা পিতা কোথায় বাড়ী ঘর।
কিবা দেখি বনবাসী দেহত উত্তর লো
পুষ্প তোরে...... ।
বাতাসে উড়াইয়া নিছে অঙ্গের বসন খানি।
এইখানে খাড়াইয়া কন্যা মুখের কথা শুনি লো
পুষ্প তোরে...... ॥

"নাহি আমার মাতারে পিতা থাকি ভেউর বনে।
ছেউরা শৈশব হইতে পালে অন্য জনে॥
লালিয়া পালিয়া মোরে এত কৈল বড়।
সেই মোর বাপ মাও আছি তার ঘর॥
কেবা তোমার মাতাপিতা কেবা তোমার ভাই।"
"তোমার মতন কন্যা আমার কেউ নাই॥
জনমি না দেখিলাম জন্মম দাতা বাপে।
অবুঝ শৈশব কালে খাইল তারে সাপে॥

এমন করিয়া মাও গেলত ফেলিয়া।
কাল বিধাতা দিল মোরে সাওরে ভাসাইয়া॥
সুতের সেওলা যেমুন ভাসিয়া বেড়াই।
তোমার কারণে কন্যা পরাণ বাঁচাই॥”

*　　*　　*　　*

(৭)

তবেত হইল কিবা শুন দিয়া মন।
দুই জনে হইল দেখ পরাণে মিলন॥
তিল দণ্ড না দেখিলে বাহিরায় পরাণী।
বনেলা কৈতরী যেন পাইলা জোরনী [১]॥
তবেত বিনাথ দেখ, কোন্ কাম করে।
পীরের নিকটে বিনাথ মন্তর শিক্ষা করে॥
পরথমে শিখিল মন্তর নামে ফুল কড়ি।
জঙ্গলার যত সপ্প আনে তারে ধরি॥
দ্বিতীয়ে শিখিল মন্ত্র ওস্তাদে বাখানি।
থাপার চুইডেতে [২] দেখ বিষ করে পানি॥
বাপেত দিয়াছেরে বিয়া থাকি পরের ঘরে।
তিতিয়ে শিখিল মন্ত্র বরম্মজাল নামে।
চালুনি ভরিয়া জল আনে যার গুণে॥
চতুর্থে শিখিল মন্ত্র নালে নামে বিষ।
পঞ্চমে শিখিল মন্ত্র উত্তর পাতর।
বাসুকী নোয়ায় মাথা ঝারি সে মন্তর॥
ষষ্ঠেতে শিখিল মন্তর নাম তার খৈয়া।
কালীদহের কালী নাগ যায় পলাইয়া॥

---

[১] জোরনী=জোড়া, সঙ্গী।　[২] থাপার চুইডেতে=চাপড়ের চোটে।

সপ্তমে শিখিল যত ধূলাপড়া আছে।
কেউটিয়ার ফণায় বিণাথ খাড়াইয়া নাচে॥
অষ্টমে শিখিল মন্তর নামেতে গাড়ুইয়া।
ধন্বন্তরীর যশ রৈল মরা বাঁচাইয়া॥
জীয়ন মন্তর শিখে বিনাথ ওস্তাদের চরণে।
ছয় মাসের মরা জিয়ে যে মন্ত্রের গুণে॥

শিক্ষা নাই সে দিয়া সুমাইর হিংসা হইল মনে।
শিষ্যি না হইয়া বিনাথ নিজগুরু জিনে॥
দেশেতে হইল খেতি বিনাথের গুণ।
এরে দেখ্যা সুমাই ওঝা হিংসিত আগুন॥
বিনাথে মারিতে ওঝা যুক্তি করে মনে।
এই কথা শুনিল বিনাথ বাতাসীর খানে॥
চক্ষে দর দর ধারা কন্যা কান্দিয়া বুঝায়।
বিমনা হইল বিনাথ ঘটলো বিষম দায়॥
তবে ত বিনাথ ওঝা কোন্ কাম করে।
গোপনে কহিল কথা বাতাসী কন্যারে॥
"শুন শুন পরাণের কন্যা আমার কথা ধর।
এই দেশ ছাড়িয়া আমি যাইবাম দেশান্তর॥
বাপ হইয়া বৈরী হইল এদেশে থাকা দায়।
নিজমনে ভাব কন্যা নিজের উপায়॥
পুষ্প যদি হইতা কন্যা ফুট্যা থাকতা ডালে।
না হইত না পাইত কন্যা এইমত জঞ্জালে॥
পক্ষী যদি হইতা কন্যা পিঞ্জরা ভরিয়া।
সঙ্গেত লইতাম তোমায় যতন করিয়া॥
নানা মন্তর জানে পীর ভয় হয় মনে।
এ দেশ ছাড়িয়া আমি যাইব তে কারণে॥" ৪৪

(৮)

সাঞ্ঝ্যা গুঞ্জরিয়া যায় লীলারি বয়ারে।
ছোটু ছোটু নদীর ঢেউ তোলাপাড়া করে॥
গাঙ্গের ঘাটে যাইতে কন্যা মুছে চক্ষের পাণি।
"কেমুনে বিদায় করি না ধরে পরাণী॥
বিরখ হইয়া থাকরে বন্ধু জঙ্গলার মাঝে।
ছায়া হইয়া থাকি বন্ধু তোমার না কাছে॥
ভমরা হইয়া রে বন্ধু পাতায় লুকাও।
এই বনে না থাক্যা বন্ধু পুষ্পের মধু খাও॥
সারস হইয়ারে থাক ঐ না জলে স্থলে।
তোমার আমার হৈব দেখা রাত্রনিশাকালে॥"

ঘাটে বান্ধা পানসী নাও বিনাথ বান্ধন খুলিল।
আস্তে ব্যস্তে বিনাথ দেখ নায়ে পাও দিল॥
পানিতে মারিল বাড়ি পবন বৈটা দিয়া।
চলিল বিনাথের পানসী এ দেশ ছাড়িয়া॥
ডাক দিয়া বলে বিনাথ "কন্যা ঘরে যাও।
আমারে ভুলিয়া যাইও আমার মাথা খাও॥
এই দেখা শেষ দেখা আর যেন না ফিরি।
তোমারে ভুলিলে কন্যা যেন জলে ডুব্যা মরি॥"

সাঞ্ঝ্যা গুঞ্জরিয়া যায় আন্ধার হইল বন।
শূন্য ঘরে যাইতে কন্যার নাইসে চলে মন॥
নিজ দেশে গেছে বিনাথ নিজ মন লইয়া।
খাড়াইয়া রহিল কন্যা অন্ধকারে চাহিয়া॥ ২২

* * * *

(৯)

(হায় ভালা) দেশে ত পৌছিয়া বিনাথ কোন্ যুক্তি করে।
একবারে চল্যা গেল বিনাথ চান্দ মড়লের ঘরে ॥
দেশেতে জাহির হৈল তাহার জহরা[১]।
কেউ চায় তাবিজ কবচ কেউ বা জলপড়া ॥
সপ্পের ভয় দূরে গেল জানে সর্ব্ব জনে।
জিয়াইল সাপ কাটা জিয়ন মন্ত্রের গুণে ॥
চান্দের আপন পুত্র কুশাই নাম ধরে।
সেও পুত্র বাচ্যা গেল সাপের কামড়ে ॥

তবেত চান্দ মড়ল কোন্ কাম করিল।
সুজন্তী কন্যার সঙ্গে বিভা তার দিল ॥
বচ্ছর গোয়াইল বিনাথ চান্দ মোড়লের ঘরে।
অতঃপর কিবান হইল জানাই সভার গোচরে ॥
বিনাথ সুজন্তী হায় না হইল মিলন।
বিনাথে ভাবিল কন্যা আপন দুষ্‌মন ॥
লুকাইয়া সুজন্তী বাসে[২] পাড়ার নাগরে।
এই কথা বিনাথ যে জানিল সুস্তরে ॥
রৈয়া রৈয়া পড়ে মনে বাতাসীর কথা।
বাতাসে আসিয়া কয় কন্যার মনের বেথা ॥
স্বপ্নেত দেখায় বিনাথ কন্যা নদীর কূলে খাড়া।
ছিন্ন ভিন্ন চিকণ কেশ হইল আউল দরা ॥

(১০)

এখনে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
দেশে আস্যা সুমাই ওঝা দিল দরশন ॥

---

[১] জহরা = গুণপনা।
[২] বাসে = ভালবাসে।

নানা মন্ত্র জানে বেটা বড় কুজ্ঞেয়ানী ।
শিষ্য সেবক কত হইল ডাকুরাণী ॥
ছল কইরা সুমাই ওঝা কোন্ কাম করিল ।
জিয়ন মন্ত্র ছিল তার হরণ করিল ॥

তবেত হইল বিনাথ দেশে হতচ্ছারা ।
যত গুণ গেরাম ছিল সকল হইল হারা ॥
কি মতে হরিল মন্তর শুন দিয়া মন ।
সুমাই লুকাইয়া লইল সুজন্তীর শরণ ॥
করিল যতেক তত বিনাথ না জানে ।
মিষ্ট বুলে সুজন্তী কহিল স্বামীর স্থানে ॥
জিওন মন্ত্র জান তুমি মোরে শিক্ষা দেও ।
আমিত তোমার শিষ্য নহে অন্য কেও ॥
বিনাথ ভাঙ্গাইয়া[১] বলে তুমি নারী জাতি ।
ওস্তাদের হুকুম নাই নারীরে শিখাইতে ॥
সুজন্তী যতেক বলে বিনাথ নাই সে মানে ।
ঠেকিল বিনাথ শেষে সুজন্তীর স্থানে ॥
ঠেকিয়া জীয়ন মন্ত্র দিল আড়াই অক্ষর ।
নিজ মন্ত্র পণ্ড হইল ওস্তাদের বর ॥

নিজ কার্য্য সাইরা সুমাই গেল নিজ বাড়ী।
দেশের যত লোক হইল বিনাথের বৈরী ॥
বিষ ছাড়া সপ্প যেমুন বিনাথ সকল হারাইয়া ।
আবার চলিল বিনাথ এদেশ ছাড়াইয়া ॥
কোথায় যাইব বিনাথ না পায় ভাবিয়া ।

*　　*　　*　　*

রৈয়া রৈয়া উঠে মনে বনের কন্যার কথা ।
দুঃখীর কপালেরে দুঃখ লিখ্যাছে বিধাতা ॥ ২৭

ভাঙ্গাইয়া = খুলিয়া, সকল কথা ভাঙ্গাইয়া

(১১)

নয়া গাঙ্গের পাড়েরে ফুটিল চাম্পার ফুল।
কে তুমি বসিয়া কন্যা শুখাও ভিজা চুল॥
নয়া গাঙ্গের পারের বিরক্ষ চিরল চিরল পাতা।
আমি ডাকি সুন্দর কন্যা পিছন ফিইরা চায়।
মনের মধ্যে ডাকে কন্যায় চাহিয়া না পায়॥
বন্ধে চাহিয়া না পায়।

বাতাসে কাঁপিছে কন্যার নূতন বসনখানি।
দূরের পানে চাহে কন্যার অঝোরে ঝরে পানি॥
কোথা হইতে আইসারে নৌকা উজান বইয়া যাও।
ভিন দেশী বন্ধুর লাগ কোথা নাকি পাও॥
আমি কান্দি কইও বন্ধে নদীর কূলে বইয়া।
আমারে লইতে বন্ধে যেন পানসী নাও সে বাইয়া॥
উজান বাঁকে থাকরে বন্ধু ভাইটাল বাঁকে থানা।
মুখের হাসি চোখের দেখা তোরে কে করিল মানা॥
(রে বন্ধু কে করিল মানা)

ভাটিয়ালা শুকনা নদী জোয়ার পানে ভাসে।
নারী যৈবন ভাটি পইলে আর না ফিইরা আসে রে॥
(বন্ধু আর না ফিইরা আসে)

আমি যে অবুলারে নারী কৈতে নারি কথা।
তুমি কি বুঝনা বন্ধু আমার মনের ব্যেথা॥
সপ্প যেমুন হারাইয়া নিজ মাথার মুণি।
তোমার লাগিয়া বন্ধু আমি পাগলিনী রে বন্ধু॥
(আমি উন্মাদিনী)

বাপেত দিয়াছে বিয়া দেইখ্যা বড় ঘরে।
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু কেমনে থাকি ঘরেরে॥
(বন্ধু, কেমনে থাকি ঘরে)

খাট পালঙ্কের আমার কোন কাজ নাই।
বিরক্ষের নীচে তোমায় লইয়া আইঞ্চল বিছাই॥
আমিত অবলা নারী কইতে নারি কথা।
তুমি বিনা অভাগীর জীবন যৌবন বৃথা রে॥
(বন্ধু কেমনে থাকি ঘরে)

কাটিয়া চাচর কেশ পাথারে ভাসাই।
কাজলী মাখিয়া চক্ষে কোন কার্য্য নাই॥
দিনান্তে তোমার দেখা নাহি পাই যুদি।
কাটারিতে কাট্যা তুলি এই দুটি আঁখি রে॥
(বন্ধু.........)

আমার মরণ নাইরে বন্ধু আমার মরণ নাই।
মনে যে পক্ষী হইয়া উড়িয়া না পলাই॥
পিরীত নদীর পারে বাস পিরীত বিরকের তল।
পিরীত গাছের ফল আমি খাইয়া গায়ে কইরাছি বল॥
(রে বন্ধু আমার মরণ নাই)

জলেতে ডুবিলে বন্ধু দরিয়া শুকায়।
আগুনে ঝাঁপিলে বন্ধু আগুন নিব্যা যায়॥
(রে বন্ধু আমার মরণ নাই)

বিরক্ষ ডালে বুরা[১] লতায় টানিলাম ফাঁসি।
ফাঁসি হৈল গলার মালা আমি কর্ম্মদোষী রে॥
(বন্ধু আমার মরণ নাই)

দড়ি লইলাম কলসী লইলাম আন্ধাইর রাতের নিশি।
নদীর পাড়ে শুনলাম রে বন্ধু তোমার পুরাণ বাঁশী॥
(বাঁশী করিল মানা বন্ধু)

---

১ বুরা = বহুদিনের, এজন্য শক্ত।

কলসী কহে কানেরে কন্যা না ডুবিও জলে।
প্রাণ থাকিলে হইব দেখা ঐনা নদীর কূলেরে ॥
(বন্ধু কলসী করলো মানা)
দড়ি কহে পাগলী কন্যা আমি হই যে ফাঁসী।
কাইল বিয়ানে [১] শুনতে পাইবা তোমার বন্ধের বাঁশী ॥
বন্ধু ...
কাটারী কয় কন্যা তুমি আমার কথা ধর।
আমারে বাঁধিয়া গলায় কোন্ বা দোষে মর ॥
লো কন্যা......
কাল গরল কয় কন্যা না হইও গো ভুঁখা।
জীবন থাকিলে দেখ একদিন হইব দেখা ॥
রে কন্যা......
পোষা পঙ্খিনী কয় কন্যা রাখ নিজ পরাণ।
কাইল নিশীতে আমি যেমুন শুন্যাছি বাঁশীর গান ॥
লো কন্যা......
বনের পঙ্খী ডাক্যা কয় কন্যা থাক আশার আশে।
আইজ বা গেল মন্দে রে মন্দে কাইল বা সুদিন্ আসে ॥
রে কন্যা......
যুদি আইসে তোমার বন্ধু তোমার লাগিয়া।
এই ময়ালে [২] না পায় যুদি কেমনে ধরব হিয়া।
তোমার বন্ধু মরব কন্যা তোমার লাগিয়া ॥ ৭২

(১২)

পরাণ ধরা নাই সে যায়।
পরাণ ধরা নাই সে যায়।
আর কত দিন রাখব জীবন আশায় আশায় ॥

বিয়ান=প্রভাব। [২] ময়ালে=মহলে, স্থানে।

বাগ লাগাইয়া রে বন্ধু রোপণ করলাম লতা।
না ফুটল তার আশার কলি সকল হইল বেরথা॥
আইল বান্ধিলাম পাইল বান্ধিলাম নয়ন জলে পানি[১]।
ঢালিয়া না পাইলাম ফল শুকাইয়া মরে প্রাণী॥
পুষ্প যেমন তিলে দণ্ডে দিনে দিনে ফুটে।
দিন মাদানে[২] বাসি হইয়া জীবন যৌবন টুটে॥
বান্ধিয়া ছান্দিয়া রে ঘর আশানদীর পাড়ে।
আশাপান্থ চাইয়া বন্ধু অন্ধ আঁখি ঝুরে
রে বন্ধু—
আমি আর ত পারিনা রে বন্ধু আর ত পারি না।
যৌবন হইল বিষের বোঝা ধরতে পারি না॥

একেলা সুন্দর লো কন্যা কাঁখেতে কলসী।
কার পিরীতে মজিয়া কন্যা হইলা উদাসী॥
জল দায়ে নয়রে ঘাটে হইয়াছি উদাসী।
কাইল নিশীথে শুনলাম আমি পুরাণা বন্ধুর বাঁশী॥
ঘরে নাই সে থাকে মন বাহির হইতে চায়।
বনেলা পঙ্খিনী যেমুন পিঞ্জরা ভাঙ্গায়॥
তোমার পিরীতে বন্ধু গলায় দিব ফাঁসি।
আপনা ভুলিয়া হইলাম ছিচরণে দাসী॥
আগেত জানিনারে পিরীত তুই যে গরল জ্বালা।
জানিলে না করতাম তোরে গলার রতন মালা॥
আগেত জানিনারে পিরীত তুই তোষের আগুনি।
ঘুষিয়া ঘুষিয়া পুড়ে অবলার পরাণী॥

---

১ আইল……পানি=জল সঞ্চয় করিবার জন্য আইল বাঁধিলাম; 'পাইল' শব্দটি আইল শব্দের পিঠে একটা কথা-বিশেষ—কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। যেমন—হাত-টাত, দাঁত-ফাত—কথার কথা মাত্র। ২ দিন মাদানে=দিবাবসানে।

আগেত জানিনারে পিরীত এমুন করবা মোরে।
তোরে ছাইড়া গিয়া দাণ্ডাতাম দূরে ॥
আগেত জানিনারে পিরীত এমুন দিবা ফাঁকি।
অন্ধ যে করিয়া রাখতাম না চাহিতাম আঁখি ॥

রজনী গোপালে কয় কন্যা পিরীতে না দোষ।
বিচ্ছেদ ভুলিয়া কন্যা বন্ধুর কোলে বইস ॥
পিরীত কর গলার মালা পিরীতে কর পুজা।
পিরীতি অজপা মন্তর পিরীত নহে সাজা ॥
মিলন হইতে বিচ্ছেদ ভালা মহাজনে বুলে।
গদ [১] হইতে ভুখা ভালা জানতে পারবা কালে ॥
কাছ হইতে দূরে ভালা যদি প্রাণের টান।
বিরহ বিচ্ছেদ দুই পিরীতির পরাণ ॥
বহুতা পিয়াসে যেমুন পান করিলে পানি।
বিরহ বিচ্ছেদ মতে মিলে দুই পরাণী ॥
দুঃখ ভুঞ্জিলে কন্যা সুখ লাগিব মিঠা।
জানিয়া শুনিয়া বিধি পুষ্পে দিল কাঁটা ॥ ৪২

(১৩)

তোমার বাঁশী শুন্যারে বন্ধু আইলাম নদীর ঘাটে
কে জানি কোথায়ে থাকি তোমারে বা দেখে ॥
বাপেত দিয়াছেরে বিয়া থাকি পরের ঘরে।
যত বিষ খাইয়া মরি জানে তা অন্তরে ॥
বনের পঙ্খিনী বন্ধু পিঞ্জরে ভরিয়া।
আমারে রাখিছে বন্ধু শিকলে বান্ধিয়া ॥

---

১ গদ = প্রচুর আহারের অস্বস্তি।

ঘরে নাইসে থাকে মন তোমার লাগিয়া।
আমি ধুয়ার ছলনে কান্দি চক্ষে বসন দিয়া [১] ॥
খাট পালঙ্করে ছাইড়া জমিনে বিছান।
জিজ্ঞাসিলে কই কথা আমার পুইড়া গেছে প্রাণ ॥
অন্তরায় লোহার কবাট সেও খাইয়াছে ঘুণে।
নিশিদিন তোমার মুখ দেখি যে স্বপনে ॥
আর না থাকিতেরে পারি গিরে চল্যা যাই।
দুষ্‌মনে দেখিলে লজ্জা রাখতে স্থান নাই ॥
তোমারে ছাইড়ারে বন্ধু যাই নিজ ঘরে।
চরণ অবশ গতি মনে নাই সে ধরে ॥
ভ্রমরা হইয়া বন্ধু লুকাও বনের ফুল।
আইজ নিশীথে হইব দেখা ঐনা নদীর কূল ॥

নিশি রাইতে বাজল বনে মন-পাগেলা বাঁশী।
শিরে হাত দিয়া ভাবে অন্ধকারে বসি ॥
পচ্চিম দুয়ার কন্যা ত্বরিতে খুলিল।
অস্তেব্যস্তে সুন্দর কন্যা পৈটায় পারা দিল ॥
হস্তের জলের ঝারি ভুয়ে নামাইল।
গলার রতন হার দূরে ফালাইল ॥
গায়ের যত অলঙ্কার একে একে খুলে।
উঠান হইয়া পার অস্তেব্যস্তে চলে ॥
অন্ধকারে হস্তের তালা দেখা নাহি যায়।
একেলা ঘরের নারী সেইনা পথে যায় ॥
একবার না ভাবে কন্যা চলে একেশ্বর।
ঘর হইল বাহির কন্যায় আপন হইল পর [২] ॥

---

১ "রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি।"
—লোচনদাস

২ "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥ —চণ্ডীদাস।

কলঙ্ক কাজল হইল কুলের নাই সে ভয়।
বান্ধিয়া না রাখতে পারে পিরীতে যারে লয় ॥
গম্ভীরা রাইতের নিশা নাই সে পউখ পাখালীর রাও।
কুল ছাড়িয়া কুলের নারী অকূলে দিল পাও ॥

* * * *

গয়িন জঙ্গলার মধ্যে পরবেশ করিল।
তিন দিনের পন্থ তারা একদিনে গেল ॥
মানুষের নাই গতাগম্য জঙ্গলা যে বড়।
সেইখানে গিয়া বিনাথ বান্ধিলেক ঘর ॥
লতায় বান্ধিয়া ঘর পাতায় দিল ছানি।
সেই ঘরে বসত করে তারা দুইটি প্রাণী ॥
কইতরা কইতরী যেমুন মুখে মুখ দিয়া।
বড় সুখ পাইল কন্যা কাননে আসিয়া ॥
মস্তক না রইল যুদি কি করিব চুলে।
বন্ধু যুদি না মিলিল কি করিব কুলে ॥ ৪৭

* * * *

(১৪)

হেথাতে সুমাই ওঝা গোস্বায় আগুনি।
দুষ্কর্ম্ম কইরাছে বিনাথ মনে অনুমানি ॥
পদ্মনাল সপ্প সুমাই ডাকিয়া আনিল।
মন্তর পড়িয়া সুমাই চালনা যে করিল ॥
মা মনসার নাগ তুমি শীঘ্র কইরা যাও।
যথায় পাও দুষ্‌মনেরে শীঘ্র কইরা খাও ॥

বিষতেজে পদ্মনালরে চলিল উড়িয়া।
বেউরা জঙ্গলার মধ্যে পরবেশ করল গিয়া ॥

সুখে নিদ্রা যায় বিনাথ নারী বুকে লইয়া।
সুখনিদ্রা ভাঙ্গিল মাগো চরণে দংশিয়া॥
"উঠ উঠ কন্যা তুমি কত নিদ্রা যাও।
জিয়ন মন্তর হারাইয়াছি সপ্পে খাইল পাও॥
কালনাগে খাইল মোরে বিষে ছাইল অঙ্গ।
সংসারের সুখের খেলা আইজ হইতে ভঙ্গ॥"
বিষে কালি হইল অঙ্গরে ঘন বহে শ্বাস।
ততক্ষণে ছাড়ে বিনাথ জীবনের আশ॥
মাথা থাপাইয়া কন্যা কান্দে পাগলিনী।
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কোথা যাও তুমি॥
চান্দের সমান বন্ধুরে তোমার মুখের হাসি।
আর না দেখিব তোমায় পোহাইয়া নিশি॥
ভেউর জঙ্গলা বন্ধুরে নাইরে সঙ্গী সাথী।
একেলা রাখিয়া বিধি নিলা পরাণের পতি॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা শোকেতে বিউর[১]।
মাথার না কেশ ছিইড়া পায় বান্ধিল ডুর॥

উর্দ্ধ নালে সপ্পবিষ উজাইয়া চলে।
মস্তকে উঠিল বিষ সেই উর্দ্ধ নালে॥
ঢলিয়া পড়িল বিনাথ কন্যার যে কোলে।

* * * *

হেন কালে সুমাই ওঝা জঙ্গলায় আসিল।
দেখিয়া কন্যা কান্দিয়া পড়িল॥
মন্তর পড়িয়া সুমাই দিল জলপড়া।
নাকেত শুয়াস নাই প্রাণের নাই সাড়া॥
জিয়ন মন্তর ঝাড়ে ওঝা নাহিক পত্যায়।
মহাজ্ঞান মন্ত্র ওঝার হইল ব্যত্যয়[২]॥

---

[১] বিউর = বিধুর। [২] ব্যত্যয় = ব্যর্থ।

লোভেতে পড়িয়া ওঝা লইল টঙ্কাকড়ি।
জিয়ন মন্তরের গুণ ওঝায় গেছে ছাড়ি॥
বৈমুখ হইল ওঝা বিনাথ মরিল।
কৈন্যার কান্দন দেখি পাষাণ গলিল॥
বনে কান্দে বনের পশুপক্ষী কান্দে ডালে।
"হায় বন্ধু ছাইড়া গেলে এমন যৌবন কালে॥
মনুষ্য যে দিব গালি আইলাম বনে।
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু চলিলা আপনে॥
শুনরে দারুণ বিধি আমার মাথা খাও।
অভাগীর পরমাই দিয়া বন্ধেরে বাঁচাও॥" ৪৪

(১৫)

মহাসুতে চলে ধারা সাস্তরিয়া নদী।
থল নাই কূল নাই চলে নিরবধি॥
অভাগী ওঝার কন্যা কোন্ কাম করে।
বন্ধু কোলে লইয়া কন্যা গেল নদীর পারে॥
সাক্ষী হইও দেব ধরম সাক্ষী তরুলতা।
কি দোষ পাইয়া বিধি দিল এমুন বেথা॥
চান্দ সুরুজ সাক্ষী কইরা কন্যা কোন্ কাম করিল।
আপনে ভাসাইয়া সুতে বন্ধে ভাসাইল॥
সাওরিয়া পাগলা নদী ঢেউয়ে ভাঙ্গে পাড়।
থল নাই সে কূল নাই সে নদী অকূল পাথার॥
কুল-কলঙ্কিনী কন্যা সকলেতে দোষে।
কুল ছাড়িয়া কুলের কন্যা অকূলেতে ভাসে॥

পিরীতি অজপা মন্তর পিরীত কর সার।
পিরীতি নৌকায় হবে ভবনদী পার॥

মানুষ পিরীত কইরা দেবতারে বান্ধি।
রজনীগোপালে কয় ঐ পিরীতির সন্ধি॥
ভাটীলা [১] ময়ালে ঘর জগন্নাথের পুত্র।
মাও হইলা সোণামণি মধুকুল্য গোত্র॥
পরিচয় দিয়া আমি পালা করি ইতি।
সভার চরণে জানাই পন্নাম মিন্নতি॥ ২০

---

১ ভাটীলা = ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগে।

রাজা তিলক বসন্ত

রাজা তিলক বসন্ত

(১)

ওরে ও দূরের নদী উজান বইয়া যা।
উজান বইয়া যারে নদী ভাট্যাল বইয়া যা॥
সেইনা নদীর পাড়ে আছিল রাজা ভারী মহাজন।
তিলক বসন্ত নাম রূপে গুণে অনুপম॥
তার কথা শুন দিয়া মনরে
ওরে নদী উজান বাহিয়া যা।

সভা কইরা বইছ যত হিন্দু মুসলমান।
তোমাদের চরণে আমার পন্নাম॥
ওস্তাদ বন্দুম গুরু বন্দুম বন্দুম মাও বাপরে।
ছত্তিশা রাগিণী বন্দুম আর ছয় রাগেরে॥
সরস্বতী মায়েরে বন্দুম তাল যন্ত্র হাতেরে!
যার কিরপায় গাহান করি সভাস্থলেরে॥
গাহি কি না গাহি গান তাল বোধ নাই।
ওস্তাদের কিরপায় গান কিছু কিছু গাই॥
আইস মাগো সরস্বতী লাম্যা দেউখাইন বর।

*　　*　　*　　*

তুমি যদি ছাড় মাগো না ছাড়িব আমি।
বাজুন্ত নূপুরা হইয়া বেড়ব চরণ খানি॥
তুমি হইবা বিরখ মাগো আমি হইয়ম্ পাতা।
বেইড়া থাকব যোগল চরণ আর যাইবা কোথা॥

*　　*　　*　　*

জল থল বিরখ আমার কথা শুনরে।
রাজার বাড়ীর কথা শুনরে—
রাজার বাড়ীর হাতি ঘোড়া লেখা নাই সে জোখারে ॥
দুয়ারে দুয়ারে পাড়া,[১] রাজমন্দির চূড়া।
চান্দ সুরুজে ছুইয়া হাসেরে ॥
এহি ধন এহি দৌলত কোন্ জনে দিল।
করম পুরুষ দিলাইন বর রাজা হইল ধনেশ্বর ॥
অহঙ্কার হইল মনে বড় রে।
বৃদ্ধ বরাম্মনের বেশে গোঁসাঞ আইস্যা ছলনা করিল রে ॥
রাত্তির না দুপরিয়া কালে—অতিথি ডাকিয়া বলে
খিদায় তিষ্টায় প্রাণ জ্বলে রে
অন্ন দেরে নগরবাসী অন্নের কাঙ্গালে।
হেনকালে নাগরিয়া লোক ঘুমে অচেতন।
ডাকিলে না শুনে কথা অতিথি পাইল বেথা
বিমুখ হইল ততক্ষণ ॥
রাজার ভাণ্ডারী যত ডাক শুনিয়া না শুনে।
রাজারাণীর কপাল দেখ পুড়িল আগুনে ॥ (১—২৬)

রাজা কিন্তু কিছুই জানে না—না জানে কিছু রাণী। জোড় যোগলা-মন্দির মাঝে তারা শুইয়া নিদ্রা যায়। রাত্রি গেছে আড়াই পর আর আছে দেড় পর। করমপুরুষ রাজারে স্বপন দেখায়।

(২)

সুখনিদ্রায় আছরে রাজা জোড় মন্দির ঘরে।
অতিথি বৈমুখ হৈল আজি তোর রাজপুরে ॥

---

[১] পাড়া=পাহারা

না থাকিব খাটপালং জোড় মন্দির ঘর।
রাজ্যবাসে যতেক লোক আপন হবে পর॥
হাতি ঘোড়া লোক লস্কর রাজা পাত্রমিত্র জন।
বিপাকে ফেলিয়া তোরে দিব বিড়ম্বন॥
সোণার মন্দির চূড়া ভাঙ্গিয়া না হইবে গুড়া
অঙ্গার যাইব রসাতলে রে।
সুখনিদ্রায় আছ তুমি রাজারে॥
ভাণ্ডার হবে লক্ষ্মীশূন্য ওহে রাজা লক্ষ্মী যাইব ছাড়ি।
কাল বিয়ানে হইবা রাজা পন্থের ভিখারী॥
যারা তোরে আপনা বলে তারা হইব পরা।
ভাণ্ডার লুটিয়া লইব পন্থের সম্বল কড়া॥
না থাকিব পন্থের সম্বল কড়ারে।
সুখ নিদ্রায় আছ তুমি রাজারে॥

ধছমচাইয়া [১] উঠে রাজা চউখ মেলিয়া চায়।
কোন জনে ডাকিয়া কইলো কথা দেখিতে না পায়॥
সোণার মন্দিরে জ্বলে বাতি সোণালী পশরা।
ধীরে ধীরে সেই দীপ নিব্যা অন্ধকারা॥

"জাগো জাগো ওগো রাণী চক্ষু মেলি চাও।
সর্ব্বনাশ অইলো রাণী না দেখি উপায়॥
কি কালনিদ্রায় খাইলো রাণী তোরে আর আমারে।
পুরীতে আগুন লাগিল কে নিবাইতে পারে॥
অতিথি ফিরিয়া গেল বৈমুখ হইয়া।
ধনদৌলত গেল ত রাণী সায়রে ভাসিয়া॥

---

১ ধছমচাইয়া=ধড়ফড় করিয়া, হঠাৎ ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙ্গিলে যেরূপ হয়

বর যে দিলাইন করমপুরুষ ধনে পুত্রে বড়।
যার প্রসাদে পাই লোক লস্কর ॥
একদিন অতিথি যদি বৈমুখ হইয়া যায়।
রাজ্যধন সকল মোর যাইব বেথায় [১] ॥
পরতিজ্ঞা করিলাম ভালা ঠাকুরের কাছে।
না জানি অদিষ্টে আমার কত দুঃখ আছে ॥
ভাণ্ডার হইব লক্ষ্মীছাড়া সগল যাইব ছাড়ি।
কাল বিয়ানে হইবাম আমি পন্থের ভিখারী ॥

ধন জন সব হইব নিয়রের পানি।
স্বপনে পাইলাম যেমন সোণার না খনি ॥
স্বপনে পাইয়া ধন রাণী স্বপনে হারাই।
নিশি থাকিতে চল রাণী রাজ্য ছাড়িয়া যাই ॥
তেঠেঙ্গা ঠাকুর [২] আমার চক্ষে আছে লাগি।
কর্ম্মদোষে অইলাম রাণী পণভঙ্গের ভাগী ॥
আমি ত যাইবাম রাণী তোমার কি উপায়।
রাজ্যের না পউখ পাখালী কান্দব তোমার দায়
তুমিত রাজার ঝি দুঃখ না সইব পরাণে।
বনের কণ্টক কাঁটা বিন্ধিবাই চরণে ॥
দারুণা রইদেতে সোণার দেহ হইব অঙ্গার।
তিষ্টায় না মিলব পানি ক্ষুধায় আহার ॥
বনে ত শুইয়া রাণী নিদ্ কি আসিব।
কান্দিয়া মরিলে রাণী কেউ না জিগুইব ॥ [৩]
আইজ যে দেখছ সংসার ভরা দাসদাসীগণে।
আনিছে ফরমাসীর দবব তোমার কারণে ॥

---

[১] বেথায়=বৃথা। [২] তেঠেঙ্গা ঠাকুর=কর্ম্মপুরুষের তিনটি পদ বলিয়া কল্পিত হয়।
[৩] জিগুইব=জিজ্ঞাসা করিব।

বনে গিয়া দেখবা চাহিয়া কেউত কাছে নাই।
সেজয়ালীর [১] বাত্তি না দিতে কড়ার তৈল না পাই ॥"
রাজা কাইন্দা জারে জার না দেখি উপায়।
বাপের বাড়ী যাও রাণী বলিয়া বুঝায় ॥

রাণী—"তুমি না ধার্ম্মিক রাজা সব্বলোকে কয়।
নিজ নারী সঙ্গে লইতে কেন কর ভয় ॥
তুমি হইলা কায়া পরভু আমি গায়ের মলা।
তোমার চরণায় পরভু আমি পন্থের ধূলা ॥
তুমি ত সায়র পরভু আমি কাঞ্জিল মীনরে।
দণ্ডেক ছাড়িলে মোর না রইব পরাণরে ॥
হিয়ার পরশমণি গো পরভু তুই নয়ানের তারা।
তিলদণ্ড না থাকিব তোমায় হইয়া ছাড়া ॥
আমি থাকবা বাপের বাড়ী তুমি থাকবা বনে।
পতি যদি নারীরে ছাড়ে কি করব তার ধনে ॥
বাপের মায়ের সোহাগেতে আমার কাজ নাই।
কিরপা কইরা লহ সঙ্গে বনে চইলা যাই ॥
জোড় মন্দির ঘর সোণার পালং খাট।
নারীর নাই সে দেয় শুন ভাইয়ের রাজ্য পাট ॥
বনের মন্দিরে গো রাজা আঞ্চল বিছাইব।
মাটির পালঙ্কে শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইব ॥
বিরকতলা [২] বাড়ী ঘর পাতায় বান্ধিও।
সেই ঘরে অভাগী সূলায় পদে স্থান দিও ॥
বাপের বাড়ী ক্ষীর ননী এসবে না চাই।
বনে আছে বনের ফল তাতে সুখ পাই ॥

---

১ সেজয়ালীর = সাঁঝের।   ২ বিরকতলা = বৃক্ষতলা

দুই জনে মিলিয়া বনের ফল টুকাইয়া [১] আনিব।
বনের মন্দিরে আমরা সুখে গোঁয়াইব॥
বনের যত পশুরে পঙ্খী তারা সদয় হবে।
আপনা বলিয়া তারা শুধাইয়া লবে॥
রাত্রি বুঝি বেশী নাই রাজা বনে ডাকে কুইলা।
রাজ্য ছাড়িয়া যাইবা যুদি যাব এই বেলা॥" (১—৮০)

(৩)

কথার ভাবে—

বনে থাকে কাঠুরিয়া।
বুকভরা দয়া মায়া॥
গাছ কাটে বিরক্ষ কাটে।
বিকায় নিয়া দূরের হাটে॥
শাল চন্দন তাল তমাল আর যত।
বিরক্ষের নাম কহিবাম কত॥
ছয় মাস থাকে বনে।
ছয় মাস থাকে ধনে॥
কাট বিকাইয়া খায়।
এক রাজার মুল্লুক হইতে আর রাজার মুল্লুকে যায়॥

যত সব কাঠুরাণী।
তারা সব বনের রাণী॥
পিন্ধন পছারা ছান্দে।
মাথার বেণী উঁচু কইরা বান্ধে॥

---

১ টুকাইয়া=কুড়াইয়া।

বনের ফল খায়।
পাতার কুটে [১] শুইয়া নিদ্রা যায়॥

মুখভরা হাসি চান্দের ধারা।
না জানে ছল—না জানে চাতুরী তারা॥
বনের গমন বনের পথে।
বাঘ ভালুক ফিরে সাথে সাথে॥
মুখভরা হাসি চান্দের ধারা।
না জানে ছল—না জানে চাতুরী তারা॥
পন্থে পাই টুকায় [২] ফল—টুকায় ময়ূরের পাখা।
ধার্ম্মিক রাজারাণীর সঙ্গে হইল পন্থে দেখা॥

কে গো সোণার মানুষ তোমরা গহিন বনে।
রাজ্যপাট সোণার পাট বনে আইলা কাটতে কাঠ
রাজ্যপাট ছাইড়া কেন ভেউর বনে॥
আথালের ঘাম পাথালে পড়ে।
বাঘ ভালুকে বনে বসতি করে॥
দানা আছে দক্ষি আছে।
এই বনে কি আইতে আছে॥

সঙ্গে নারী।
লক্ষ্মী যায় না ছাড়ি॥
অত দুঃখে বাঁচে।
তও লগে লগে আছে॥
রূপে গুণে ধন্যা।
ওগো তুমি কোন রাজার কন্যা॥

---

১ কুটে=কুটিরে। ২ টুকায়=কুড়ায়।

এ দেহে কি দুঃখ সয়।
বনে আসা তোমার উচিত নয়॥

এমন দীঘল কেশ পিন্ধন পাটের শাড়ী।
তুমি কোন্ রাজার মাইয়া—তুমি কোন্ রাজার নারী॥
রূপে বন মন পসরা।
সঙ্গে তোমার কে? একি তোমার পতি।
পতি থাকিতে তোমার এতেক দুগ্‌গতি॥
কোন দেবতায় কৈলা পৈরাস।[১]
যে করিল এমুন সর্ব্বনাশ॥
নিষ্ঠুর নিদয় ধাতাকাতা।
বজ্জরে ভাঙ্গিল মাথা॥
টুটাইয়া হাসি।
রাজপাট কাইড়া লইয়া করলো বনবাসী॥

গানে—

এই কথা শুনিয়া অঝ ঝুরে রাণীর ঝরে দু'নয়ন।
কাঠুরিণী সবে কহে জন্মের বিবরণ॥
তোমরা ত বনের মাইয়া কইয়া বুঝাই আমি।
একদিন ছিলাম ভালা রাজ্যপাটের রাণী॥
লোক লস্কর ছিল যতেক ছিল দাসদাসী।
কপালে আছিল দুখ্‌খু হইলাম বনবাসী॥
আমার দুঃখ নাই।
কাটিয়া ফেলিলে অঙ্গে বেথা নাইসে পাই॥

---

১ পৈরাস = পরিহাস

এক দুঃখ বড়।
যাঁর ছিল দাসদাসী শতেক নফর ॥
রাজ-সিংহাসন ছিল সংসারের রাজা।
দৈব বিরোধী হইয়া তারে দিল সাজা ॥
(হায় হায়) হাঁটিয়া অভ্যাস নাই পায়ে ফুটে কাঁটা।
সুদিনে উজান দরিয়া আজ ধরিয়াছে ভাটা ॥
খাট পালং নাই পাতার বিছানা।
সোণার মন্দির থুইয়া বিরক্ষতলা থানা ॥
ভাণ্ডার ভরা রতন মাণিক না ছিল গুণাতি [১]।
ভাণ্ডারে জ্বলিত যার রতনের বাতি ॥
কাণাকড়া সঙ্গে নাই কি হবে উপায়।
তিনদিনের উপাসী রাজা কান্দিয়া বেড়ায় ॥
সোণার না রাজছত্র উড়ত যার শিরে।
গাছের পাতায় তার মাথা নাহি ঘুরে ॥
অঙ্গেতে বসন নাই পরিধানে টেটী। [২]
ভাবিয়া সোণার অঙ্গ হইছেরে মাটী ॥

কথার ভাবে—

আইঞ্চলে বাঁধা ফল।
দূর নদীতে জল ॥
কেউ জল আনে কেউ করে হা হুতাশ।
গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া কেউ শিরে করে বাতাস
মক্ষির চাক কচলাই মধু দিলা।
রাজারাণীর চক্ষের জল ঝরে।
এমন সোহাগ মায় না করে ॥

---

১ না ছিল গুণাতি=অগুন্তি, গণিয়া শেষ করা যায় না।
২ টেটী=ছিন্নবস্ত্র।

যত সব কাঠুরি।
না জানে ছল—না জানে চাতুরী ॥
তারা সান্ত্বনা করিয়া।
সঙ্গে গেল যে লইয়া ॥

ডাইল কাটিয়া কুবে[১]।
ঘর বান্ধিয়া দিল পূবে ॥
পুব দুয়ারী ঘর মধ্যে মধ্যে পালা।
রাজাবাড়ীর পাঁচতালা ॥
কেবা তারে পুছে।
কেবা তারে জিজ্ঞাসে ॥
সাত পরতে শাল বিরক্ষের পাতার বিছানি।
সেই ঘরে আছুইন রাজা আর রাণী ॥

রাণী টুকায়[২] ময়ূরের পাখা।
নিজ হাতে বানায় শীতল মন্দির পাখা ॥
আগুন নিভে মায়ে।
বুড়ী কাঠুরাণী সইতর থাকে তারা মায়ে ঝিয়ে ॥

সকালে উট্যা রাজা কি করে।
কুড়াল কাঁধে যায় বনান্তরে ॥
যত সব কাঠুরি কাঠ কাট্‌ত যায়।
রাজা পাছে পাছে যায় ॥
বড় বড় বোঝা আলধা লতায় বান্ধে।
বন ছাইল চন্দনের গন্ধে ॥
বনের রাতি বনে পোহায়।
এমনি করিয়া চল্লিশ রজনী যায় ॥ (১—১০৫)

---

১ কুবে=কোপে। ২ টুকায়=কুড়ায়।

(৪)

গানে—

একদিন ধার্ম্মিক রাজা কোন্ কাম করিল।
রাজা গেল দূরের হাট বিকাইল চন্দন কাঠ
ভরা কাউন যোগাড় করিল॥
রাণীর মনের সাধ শুন দিয়া মন।
কাঠুরিয়া সবে খাওয়ায় করিয়া রন্ধন॥
তবেত তিলক রাজা কোন্ কাম করিল।
কাঠুরিয়া যতক জনে নিমন্ত্রণ দিল॥
ছত্রিশ ব্যঞ্জন রাণী রান্ধয়ে যতনে।
কাঠ কাটিতে রাজা চলিলাইন বনে॥
পায়স পিষ্টক আদি করিয়া রসুই করিল।
পাতার ডুঙ্গায়[১] করিয়া যতনে রাখিল॥
চিকুনি চাউল ভাত গন্ধে আমোদিত।
সেই ভাত রাইন্ধা রাণী পাতায় ঢালিল॥

রান্ধিয়া বাড়িয়া ধর্ম্মের রাণী কোন্ কাম করিল।
দূরের নদীতে রাণী সিনানেতে গেল॥
সঙ্গেত চলিল যতক কাঠুরিয়া নারী।
হাসিয়া নাচিয়া চলে লইয়া কলসী॥

হেন সময় হইল কিবা শুন দিয়া মন।
দইরা[২] বাইয়া দেশ ত ফিরে সাধু মহাজন॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়াছে সাধু বাণিজ্যের ধনে।
ডিঙ্গায় নাহি ধরে ধন আনিল কেমুনে॥

---

[১] ডুঙ্গায়=ঠোঙায়।

[২] দইরা=দরিয়া (নদী)।

পারে থাক্যা লড়িতে ভর বিদ্ধ বরাম্মন।
ডাক্যা কহে শুন সাধু আমি অভাজন ॥
সাত দিনের উপবাসী অন্নের কাঙ্গালী।
এক টঙ্কা ধন দিয়া রাখহ পরাণী ॥
এই কালে বাইরব পরাণ ভিক্ষা নাহি দেও।
নগরে বেড়াইয়া আইলাম না জিজ্ঞাসে কেও ॥
মাঝি মাল্লাগণে হাসি নৌকা বাহিয়া যায়।
শুনিয়া না শুনে ত্বরিত ডিঙ্গা বায়॥
মুন্নি [১] দিয়া ভিক্ষাশূর বনেতে মিশাইল।
চরে ত ঠেকিয়া ডিঙ্গা বন্দী ত হইল ॥

কান্দিতে লাগিল সাধু শিরেতে নিঘ্‌ঘাত।
বিনা মেঘেতে যেমুন বজ্জর হইল পাত ॥
ডাক দিয়া কয় করম পুরুষ "সাধু না কান্দিও আর।
যেমুনি করিয়া পাপ শাস্তি পাইলা তার ॥
বার বচ্ছর থাক হেথা খাও ডিঙ্গার ধন।
পুরীতে লাগিব তোমার বেহাতি আগুন ॥"
গলুইয়ে আছড়াইয়া মাথা সাধু রোদন করে।
কপালী কাটিয়া রক্ত বহে শতধারে ॥

তবেত করম পুরুষের দয়া যে হইল।
আসমানে থাকিয়া তবে ডাকিয়া কহিল ॥
"শুন শুন সাধু আরে সাধু কহি যে তোমারে।
সতী কন্যা পাও যদি সঙ্গে লইও তারে ॥
সতী কন্যা ডিঙ্গা যদি আঙ্গুলেতে ছোয়।
অবশ্য ভাসিব ডিঙ্গা অন্যথা না হয় ॥"

---

[১] মুন্নি=অভিশাপ, (সং) মন্যু

হেন কালে ত যতেক কাঠুরিয়া রমণী।
সিনান করিতে আইল সঙ্গে লইয়া রাণী॥
দেখিতে পুন্নিমার চান, হারে, চন্দ্র সমান মুখ।
ইহারে দেখিয়া ভাবে ডিঙ্গার যত লোক॥
কেউ কহে জোরে জোরে কেউ কাণাকাণি।
বনেতে এমুন কন্যা রূপের বাখানি॥
কোন্ রাজা বনবাসী করিল এহার।
মাঝি মাল্লা যত জনে দেখ্যা চমৎকার॥

এহি কথা তবে সাধুর কাণে ত উঠিল।
গলায় বান্ধিয়া গামছা পায়ে ত পড়িল॥
"শুন শুন ধম্মের মাও গো কহি যে তোমারে।
আমার বিপদ্ কথা জানাই যে তোমারে॥
রুষ্ট হইয়া বিধি মোরে দারুণা শাপ দিল।
তেকারণে চৌদ্দ না ডিঙ্গা চড়ায় ঠেকিল॥
সতী নারী হও যুদি ডিঙ্গায় দেও গো পা।
সকাল করিয়া মুক্ত কর আমার চৌদ্দ না॥
নইলে আমি নিজ মাথা পাষাণে ভাঙ্গিব।
শুন শুন সতী মাও অন্নে না ছাড়িব॥"

জনম-দুঃখিনী কন্যা মনে দুঃখ পাইল।
সদাগরের ডিঙ্গা যত পরশ করিল॥
ভাসিয়া উঠিল ডিঙ্গা অলছ তলছ পানি।
আচানকা[১] কাণ্ড দেখে যত কাঠুরাণী॥
মাঝি মাল্লা কয় "সাধু কাণ্ড বিপরীত।
এহি কন্যায় সঙ্গে ত লও যদি চাহ হিত॥

আচানকা = বিস্ময়কর

দরিয়ার বিপদ্ কথা ভালা জান তুমি।
এহি কন্যা সঙ্গেতে লও সঙ্কটতারিণী॥
আরবার ঠেকে ডিঙ্গা কোথায় পাইবা।
বিধি মিলাইল নিধি কেন হারাইবা॥"
তবে ত কুবুদ্ধি সাধুরে কোন্ কাম করিল।
ধরিয়া বান্ধিয়া সাধু সঙ্গে ত লইল॥

"শুন শুন কাঠুরাণী মাও বহিন যত।
রাজারে কহিও কথা যতেক ঘটিল॥
দুরন্ত রাক্ষসা সাধু লইয়া যায় মোরে।
এহি কথা কহিও তোমার রাজার গোচরে॥
রান্ধা ভাত পইরা রইল পাতার কুটীরে।
কে খাওয়াইবে কে ধুয়াইবে পাগল রাজারে॥
রাজ্য যে গেছিল মোর দুঃখ নাইসে তায়।
এত দিনে রাজ্যহারা কি হবে উপায়॥
আমার রাজারে তোমরা বুঝাইয়া রাখিও।
ক্ষুধার অন্ন তিষ্টার জল তোমরা যোগাইও॥
সিন্থের সিন্দুর মোর খসিয়া না পড়ে।
এহি মাত্র ভিক্ষা মোর বিধির গোচরে॥
হায় পাতার বিছানা মোর পড়িয়া রহিল।
জন্মমের যত সুখ আইজ হইতে গেল॥
বাইয়া যায়রে চৌদ্দ ডিঙ্গা দূর বন্দরের পানে।
আর না দেখিবাম আমি তোমরারে নয়ানে॥
কাইল বিয়ানে জাগ্যা না দেখবাম সবার মুখ।
কাইল বিয়ানে জাগ্যা না দেখবাম আমার পরাণ সুখ
অনেক কইরাছি দোষ সবার চরণে।
অভাগী জানিয়া দোষ ক্ষেমা দিও মনে॥"

রাণীর কাঁদনে দেখ দইরার বাড়ে পানি।
উজান পথ ভাইঙ্গা চলে চৌদ্দ ডিঙ্গা খানি ॥
হেন কালেতে সুলা রাণী কোন্ কাম করিল।
করম ঠাকুরের কথা মনেত পড়িল ॥
কাইন্দা কাইন্দা কয় ঠাকুর ধর্ম্ম গেল মোর।
পরপুরুষে অঙ্গ ছুইল আমার ॥
কুড়িকুষ্ট[১] হউক অঙ্গ যাউক গলিয়া।
মনে রাখ ওহে বিধি এহি বর দিয়া ॥
যদি আমি সতী হই পতি পদে মতি।
অবশ্য ফলিব বাক্য না হইব অন্যতি ॥
যদি আমি সতী হই ধম্মে থাকে মন।
তেইমত এ চৌদ্দ ডিঙ্গার হউক বিড়ম্বন ॥"

অকাট্যা সতীর কথায় পরমাদ পড়িল।
আরবার চৌদ্দ ডিঙ্গা চড়াতে ঠেকিল ॥
কুড়িকুষ্ঠি গল্যা পড়ে সোণার বরণ।
দেখিয়া পাইল ভয় যত মাঝি মাল্লাগণ ॥
"এ কন্যা মুনুষ্যি নয় সাধু শুন মন দিয়া।
এই বনে ফালাইয়া চল দেশে ডিঙ্গা বাইয়া ॥"
এতেক ভাবিয়া সবে কোন্ কাম করিল।
বনে ত এড়াইয়া কন্যা উজান চলিল ॥ (১—১১৫)

(৫)

সন্ধ্যা বেলা আইল রাজা হাসিখুসি মন।
"সুলা সুলা" বলিয়া ডাকয়ে ঘন ঘন ॥

কুড়িকুষ্ট = কুষ্ঠব্যাধি

"শুন গো বনের রাণী শুন মন দিয়া।
সুক্ষণে গেছিলাম রে বনে দেবের হইল দয়া॥
আজি যে পাইয়াছি কাষ্ঠ কি কহিব তোমারে।
সোণায় বিকাইব কাষ্ঠ দূরের নগরে॥
রন্ধনা বাড়ানা তোমার বিলম্ব বা কত।
সিনান করিতে যাই বাইড়া তোল ভাত॥
যতেক কাঠুরিয়ার পাইল বড় ক্ষিদা।
সিনান করিতে তারা নদীতে চলিল॥"
ঘন ঘন ডাকে রাজা উত্তর না পায়।
যতেক কাঠুরি কন্যায় তবে ত জিগায়॥
"শুন শুন কাঠুরাণী শুন মোর কথা।
রাঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন রাণী গেল কোথা॥
সিনান করিতে রাণী গেল বুঝি ঘাটে।"
পাগল হইয়া রাজা ধাইয়া চলে ঘাটে॥

যতেক ঘটন কথা কাঠুরাণী কয়।
নয়নের জলে দেখ নদী নালা বয়॥
কেউ বা ফুকুরি কান্দে কেউ বিলাপিয়া।
"তোমার রাণীরে লইল সাধু ত হরিয়া॥"
এই কথা ধর্ম্মিক রাজাগো যইখনে শুনিল।
কাত্যানির [১] কলাগাছ ভূমিত পড়িল॥

"হায় হায় রাজ্যধন হারাইলাম আপন কর্ম্মদোষে।
তোমারে লইয়াছিলাম গো রাণী মনের সন্তোষে॥

---

[১] কাত্যানির=কাত্যান অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টিসহ ঝড়, পূর্ব্ববঙ্গে এই কথা খুব প্রচলিত আছে। কাত্যানির কলাগাছ অর্থ অত্যধিক ঝড়বৃষ্টি হইলে যেমন কলাগাছ পড়িয়া যায়।

(হায় রাণী) বনেত আছিলাম রাণী বনের ফল খাইয়া।
দুঃখ নাইসে ছিল মনে তোমারে লইয়া॥
সাত রাজার ধন মাণিক আমার কোন্ জনে হরিল।
নয়ানের মণি আমার কে কাড়িয়া নিল॥
এতদিনে বুঝিলাম বিধি বাদী হইল।
এতদিনে বুঝিলাম রাজ্যসুখ গেল॥
পাতার বিছানা ঘর পইরা আছে খালি।
বাড়াভাতে দারুণ বিধি দিলা মোরে ছালি॥
পাতার কুটীরে আমার কোন্ প্রয়োজন।
জলেত ঝাপাইয়া আমি ত্যজিবাম জীবন॥
যাহার সুখের লাগ্যা কাটতাম বনে কাট।
যে জনা আছিল আমার সুখের রাজ্যপাট॥
আর না থাকিব আমি এই গয়িন বনে।
বিদায় দেও কাঠুরিয়া যাইব অন্য স্থানে॥"

এই কথা শুনিয়া বনে উঠে কান্দনের রোল।
কাঠুরিয়া যত কাইন্দা হইল উতরোল॥
মন্তনা করিল তারা রাত্রি পোষাইলে।
নানান দেশে যাইব তারা কন্যার তল্লাসে॥
তবেত পাগল রাজা পরবোধ না মানে।
পাত্তার কুটীর জ্বালাইল বেড়ার আগুনে॥
রজনী পোষাইল যুদি কেউ না দেখে তারে।
হায় হায় পাগেলা রাজা গেল বা কোথাকারে॥ (১—৪৬)

(৬)

কথার ভাবে—

আর এক রাজার দেশ আর এক মুল্লুক।
আসমান জমীন টলমল।
চান্দা সুরুজ ঝলমল॥

ভাণ্ডারে ধন আটে না।
রাজার গৌরব ভাঙ্গে না॥
হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া।
হাজার দুয়ারে কটুয়াল[১] খাড়া॥
আবের ঘর আবের ছানি।
এই পুরে থাকুইন রাজা আর রাণী॥
সাত মহলা পুরী।
ভাত কাপড়ে দুঃখ নাই।
ধাই দাসীর সীমা নাই॥
রাজার এক কন্যা সাত পুত্র আঁধাইর ঘরের বাতি।
হাসিতে রতন ঝলে কান্দিতে মাণিক জ্বলে॥
এইমন সুন্দর কন্যা তিরভুবনে নাই।
মাথার কেশ ভূমিত পড়ে
সাজন পাড়ন তেল সিন্দূরে॥

আবিয়াত[২] কন্যা।
কত আইয়ে কত যায়।
রাজা না পছন্দ তায়॥
কত রাজপুত্র ফিরিয়া ফিরিয়া যায়।
একদিন হইল কি?
রাজকন্যা রাজার মন্দিরে গেল।
শীতল ভিঙ্গার মন্দিরে ছিল॥

মায় কইল ঝি আমার শীতল ভিঙ্গার আনিয়া দেও। আমি পানি পিইব

ধাইরে না কইল।
দাসীরে না কইল॥

[১] কটুয়াল=কোটাল। [২] আবিয়াত=অবিবাহিত।

মায়ের কথা মাইন্যা কন্যা মন্দিরে সামাইল [১]।
রাজার অঘুর নিঘুর [২] ঘুম।
আচম্বিতে চাহিয়া দেখে রাণী।
শীতল ভিঙ্গারে পিয়ে পানি॥
রাজা চিন্‌তে পারল্ না।
কাল কেশে বদন ঢাকা।
মেঘের মুখ ঢাকা মাথা॥
রাজা পৈরাস [৩] করল॥
আৎকা দেখে রাজকন্যা বাহির হৈয়া যায়।

এত নয় রাণী, কি সব্বনাশ কারে পৈরাস কর্‌লাম। আসমান ফাট্যা চৌচির। কোথায় লুকাই, কোথায় যাই, লাজে কাটে মাথা।

অত বড় কন্যা ঘরে।
বিয়া না দিলাম তারে॥
রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ করিল।
সকালে উঠিয়া দেখবাম যারে।
কন্যা বিলাইবাম তারে॥
এতেক কথা কেউ জানে না।
সক্কাল বেলা বাগে ফুল ফুটে।
আসমানেতে সর্য্যু উঠে।

হেন কালে হইলা বা কি। নয়া মালী কোন্ দেশে বাড়ী কোন্ বা দেশে ঘর। কেউ চেনে না তারে। রাজার বির্দ্ধ মালীর হইয়া কাম করে। কাঞ্চন পুরুষ, অঙ্গে নাই তার কোন দোষ। কেউ কয় মালী, কেউ কয় রাজকুমার। কেউ কয় দেববংশী। রাজার চোখে নাই ঘুম। পরভাতে উঠিয়া দেখে মালীর মুখ।

---

১ সামাইল=প্রবেশ করিল। ২ অঘুর নিঘুর=গভীর।
৩ পৈরাস=পরিহাস।

রাজার দুই চোখ বইয়া পড়ে দরিয়ার পানি।
এত বাছ্যা নিছ্যা কন্যা হইল মালীর ঘরণী॥

যা থাকে কুলে যা থাকে কপালে। কন্যা দিবাম এরে। বিধাতা লিখ্যাছে দুঃখ কে খণ্ডাবে। রাজার কন্যা পবন কুমারীর সঙ্গে মালীর হইল বিয়া।

রাজ্যের লোক করে হায় হায়।
এমন দুঃখের রজনী পোষায়॥
তারা কত খাইত কত পিন্ত [১]।
কত আমোদ উল্লাস করত॥

না বাজিল ঢোল, না বাজিল ডাগ্‌রা, রাজ্যে না জ্বালিল বাতি।
অভাগ্যা মালী হইল রাজ কন্যার পতি॥

রাজা হুকুম দিল। মালীর বাড়ীতে এক ভাঙ্গা ঘরে রাজকন্যা আছে থাকে খায়। নিদ্রা যায় খেংরা চাটিতে শুইয়া। রাজকন্যার মনে কোন দুঃখ নাই সতী পতি লইয়া পরম সুখে আছে। রাজা হুকুম দিল, বার ভাণ্ডারের ধান চাউল গোলা ভইরা দেও। আমার কন্যা যেন দুঃখ না করে। আমার বড় সোহাগের ধন।

মাথায় থুইলে উকুনে খায়।
মাটিতে রাখলে পিঁপড়ায় খায়॥ (১—৫৩)

কত যত্নে তারে পালন করছি। রাজার কান্দনে পাথর গলে। রাণীর কান্দনে দরিয়া ভাসে। এইমতে দিন যায়।

[১] পিন্ত = পরিত

(৭)

গানে—

"কোন্ সে নিঠুর বিধি আনিল নগরে।
চান্দের সমান রাজার কন্যা, দুঃখ দিলাম তোরে।
ওরে চান্দের সমান রাজার ছাওয়াল দুঃখ দিলাম তোরে॥
রাজ সোহাগে তুল্ল যারে লালিয়া পালিয়া।
তার কপালে ছিল হায়রে ঘিন্ন মালীর সাথে বিয়া॥
যে অঙ্গে ফুলের ঘাও বজ্জর সমান বাজে।
সেইত সোণার অঙ্গ লুটায় মাটির শেযে॥
কন্যালো তোর বাপের সোণার পুরী খাট পালং থুইয়া।
কন্যা খাট পালং থুইয়া।
খেংড়া চাটির বিছানা মাটিতে সাতিয়া॥

হায় হায় দুঃখ কহিব কাহারে।
এমুন দুঃখের কপাল বিধি দিল তোরে॥
তোমার বাপের বাড়ী কন্যা ঝিলমিল মশারি।
ননীর দেহাতে তোমার মশার কামুড়ি॥
অঙ্গে নাই হারামণি দুঃখে যায় দিন।
উপাসে কাপাসে মুখ হইয়াছে মলিন॥"

* * * *

"শুন শুন ওহে পতি দুঃখ নাইসে কর।
বিধাতা দিয়াছে দুঃখ সুখ ভোঞ্জন[১] কর॥
আমার লাগিয়া পতি নাই সে কর দুঃখ।
তুমি যার আছ পতি তার সব সুখ॥

---

[১] ভোঞ্জন=ভোগ।

দুই হস্ত তোমার পতি আমার গলার সাতনালা[১]।
তোমার সোহাগের ডাক আমার কন্নদোলা[২]॥
তোমার পায়ের ধূলা অঙ্গ আভরণ।
তুমি আমার হিরা মণি তুমি সে কাঞ্চন॥
নয়নের জলেরে পতি তোমার পা ধুয়াই।
সেই পা মুছাইয়া কেশে বড় তিপ্তি পাই॥
সেইত না ধুয়ার পানি কেশে সাঁচি তেল।
মা বাপের পুরীর সুখ বড় হইতেই গেল॥
তোমার চরণ পতি আমার উত্তম বিছান।
ধরম করম তুমি জাত্তি কুল যে মান॥"

এহি মত করিয়া সতী কন্যা পতিরে বুঝায়।
বার ভাণ্ডারের ধন কাঙ্গালে বিলায়॥
রাজ্যের যতেক কাঙ্গালিয়া না যায় রাজার বাড়ী।
ভিক্ষা লইতে আস্তে তারা মালী রাজার বাড়ী॥ (১—৩৪)

(৮)

কথার ভাবে—

রাজার সাত পুত্র রিশাইয়া[৩] সার। কি ? আমার বাপের মালী। সে হইল 'মালী রাজা'। তার বাড়ীত যত কাঙ্গাল গরীবের থানা। তার জয় জয়কার। বুড়া বাপ না থাকলে কোট্টালে কাটত মাথা। শুন শুন ভাণ্ডারী মালীরে কাণাকড়ি দিও না।

---

১ সাতনালা=সাতলহরী, সাতনরী হার। ২ কন্নদোলা=কর্ণের দুল
৩ রিশাইয়া=ঈর্ষ্যায় জলিয়া।

ভাণ্ডারে কপাটে তিন তালা।
দেখবাম কেমনে বাঁচে শালা ॥
আমার ঘোড়া আমার হাতী।
আমার ভাণ্ডারের ধন লইয়া করে চিকনাতি [১] ॥

সাত রাজপুত্রের হুকুমে দুয়ারে তালা পড়্ল।

রাজ্যের দুঃখী কাঙাল সব ভিখ পায়।
কাণাকড়ির হুকুম নাই কেবল রাজা মালীর দায় ॥
মায়ে শুন্ল কি ?
বড় দুঃখে পইড়াছে দরদের ঝি ॥

তখন দাসীরে কইল। "ধাই দাসী বলি তরারে। ক্ষুদকণা যা থাকে দেও আমা ঝিএরে।" পুকাইয়া [২] শুকাইয়া তারা দেয় ক্ষুদকণা। এক কাণা ভরে পেটের আর এক থাকে উন্না। রাজকন্যার দুঃখ নাই। মুখে তার হাসি।

সুখেরে বিদায় করিয়া দুঃখ কর্ছে সাথী। কাঙ্গাল গরীব যারা তারা অত জানে না। পিত্যহের মত তারা মালীরাজার দুয়ারে খাড়া।

গানে-

তখনও ত সতী কন্যা কোন্ কাম করে।
অঙ্গের যত গয়নাগাটি বিলায় সবাকারে ॥
কাণের না কণ্ণদোলা গলার না হার।
একে একে দিল কন্যা ভিক্ষুক বিদায় ॥

হেন কালেতে দেখে দৈবের লিখনি।
ভিক্ষা লইতে আইল এক ভিক্ষাশূর বামুন

---

[১] চিকনাতি=বড়মানুষী। [২] পুকাইয়া=পোকা বাছিয়া।

অন্ধসন্ধ্যা বামুন বুড়া লড়িত ভর করি।
ডাকিতে লাগিল মাও ভিক্ষা দেও মোরে॥
কিবা ভিক্ষা দিব কন্যা ভাবে মনে মন।
ফুরাইয়া হইয়াছে খালি বার ভাণ্ডারের ধন॥
ক্ষুদকণা নাই সে দেখ সকল বিলানিতে গেছে।
অঙ্গের বসন মাত্র বাকী তার আছে॥
আধেক কাটিয়া দিব ভাবে মনে মন।
এন কালে ডাক দিয়া কহিছে বাম্মন॥

"রাজলক্ষ্মী মাও মোর শুন দিয়া মন।
বারবচ্ছর করলাম আমি কত না ভরমন॥
কত রাজার মুল্লুক চাইয়া মাগো কত দেশে যাই।
আমার মনের ভিক্ষা কোথাও না পাই॥
কেউ দেয় ধন রত্ন কেউ দেয় কড়ি।
কেউ বা খেদায় দূরে গাল মন্দ পাড়ি॥
অন্ধের যতেক দুঃখ না যায় কহন।
নগর ভরমনা করি ভিক্ষার কারণ॥"

কন্যা বলে "বামুন ঠাকুর কিবা ভিক্ষা চাও।
আগে ত আসন কর ধইয়া তুমি পাও॥"
বরম্মন বলে "মাও ইতে কার্য্য নাই।
ভিক্ষা পাইলে আমি দেশে চল্যা যাই॥
ভিক্ষা লইতে গেছলাম আমি ঐনা রাজার বাড়ী।
দেখাইয়া দিল তারা মালী রাজার বাড়ী॥
রাজার বাড়ীতে আমার ভিক্ষা না মিলিল।
তোমার না বাড়ী খানি তারা সুধাইয়া দিল॥"

কন্যা কহে "কিবা ভিক্ষা কহতো বামন।"
ভিক্ষাশূর কহে "মোরে দেহ ত নয়ন"॥

এত আচানকা কথা কন্যার ভয় হইল মনে।
এ ভিক্ষা কেমুনে দিব ভাবে মনে মনে ॥
আজি হতে বিধি বুঝি এ সুখেও বৈরী।
কোন দেবতা আইল বুঝি ছলিতে এ পুরী ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কয় বরাম্মনে।
"দয়া করিয়া বইস ঠাকুর এইত আসনে ॥
পতি মোর নাই ঘরে আসুক এখন।
যে ভিক্ষা চাইবা তুমি পাইবা তখন ॥"
ভিক্ষুক ফিরিয়া গেলে ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
উপায় ভাবিয়া কন্যা না পাইল তবে ॥

হেন কালে মালী রাজা ঝাড়ু কাঁধে লইয়া।
আপন পুরীতে দেখ দাখীল অইল আসিয়া ॥
কন্যা কহে "শুন গো পতি বিপদ্ হইল ভারী।
আচানকা ভিক্ষাশূর আইল তোমার বাড়ী ॥
কড়িতঙ্কা নাহি চায় কিম্বা অন্য ধন।
ভিক্ষাশূর দান চায় অন্ধের নয়ন ॥
কোন্ দেবতা পুণ ছলিতে আইল।
এত সুখের দিন বুঝি ঘনাইয়া আসিল ॥" (১—৫৮)

(৯)

শুনিয়া এতেক কথা চিন্তিত হইল মালী রাজা
ভাবে মনে মন।
উপায় চিন্তন করি কোন্ দেবতা আইল পুরী
নিচ্চয় বা দেবের ছলন ॥
এতেক ভাবিয়া মনে মালী গেল তার স্থানে
জিজ্ঞাস করে কথা।

বিন্ধ বরাম্মন কয় "শুন শুন মহাশয়
শুন্যাছি তুমি না দাতা।
বড় দুঃখ পাইয়া আমি আইলাম তোমার নাম শুনি
শুন শুন আমার দুঃখের কথা॥
বারবচ্ছর বার না দিন গত হইয়া যায়।
অন্ধের রজনী তেও ত না পোহায়॥
বড় দুঃখ পাইয়া আমি আইলাম তোমার ঠাঁই।
তোমার কিরপায় যদি চক্ষুদান পাই॥"

এই কথা শুনিয়া মালী চিন্তিত হইল।
তিনবার কামপুরুষ স্মরণ করিল॥
মালী রাজা কয় "শুন কহি যে তোমারে।
মানুষে নয়ন প্রাণী নাই সে দিতে পারে॥
যদ্যপি পাইবা ঠাকুর দেবের থাকে দয়া।"
কাটারি লইয়া চক্ষু উপারি তুলিল।
ভিক্ষাশূর বাম্মনের হাতে তুল্যা দিল॥
ভিক্ষা পাইয়া ভিক্ষাশূর হইল বিদায়।
বড় দুঃখে রাজকন্যা করে হায় হায়॥

(হায় ভালা) শীতল ভিঙ্গারের জলে রক্তধারা মুছে।
এত্ত দুঃখু অভাগীর কপালেতে আছে॥
মালী রাজা কয় "কন্যা হাসি মুখে রও।
করম পুরুষ দিলাইন দুঃখ হাসিমুখে সও॥
দান কইরা যেবা পাইলা অন্তরেতে সুখ।
তার দান বিফলা হইল বিধাতা বিমুখ॥"

কন্যা কহে "পতি তোমার ঠাকুর নিদারুণা।
এত দুঃখ দিল তুমি ভজিছ আপনা॥"

মালী রাজা কয় "কন্যা না কর কান্দন।
সুখ যদি চাও কর দুঃখেরে ভজন॥
ফলের উপুর টুঙ্গা খোসা যেমুন ভারী।
সুখের ঘরে সামাইতে দারুণ দুঃখ সে পহরী॥
সুখ যদি পাইতে চাও দুঃখ আপন কর।
ভজনার[১] পন্থে চল তবে পাইবা বর॥"

পতির বদলে কন্যা কোন্ কাম করে।
নিতি নিতি ঝাড়ু দেয় রাজার আন্দরে॥
সাত ভাইয়ের সাত বউ এরে দেখ্যা হাসে।
বার দুঃখ পাইলা কন্যা বার ত না মাসে॥
এক দুঃখ পাইল কন্যা হিয়ায় বিন্ধে ছেল।
পাইরণের কাপড় নাই শিরে নাই সে তেল॥
এক হাতে তুল্যা কন্যা লইছে হাছুনি।
আর হাতে মুছে কন্যা দুই নয়ানের পানি॥

ধাই দিল ক্ষুদ কণা আইঞ্চল বাইন্ধা লয়।
এরে খাইয়া অতি দুঃখে দিন গত হয়॥
সাত ভাইয়ের বধূর ডরে খায় না কয় কথা।
অন্তরে রহিল দারুণ ছক্তি[২] ছেলের ব্যথা॥
হায় গো আদুরের ঝি ছিরা[৩] টামনি[৪] গায়।
এরে দেখ্যা পাগল রাণী করে হায় হায়॥
ভাণ্ডারেতে আছে ধন সাত ভাইয়ের ডরে।
কাণা কড়ি ধন মায় না দেয় ঝিয়ারে॥

---

[১] ভজনার=সাধনের।
[২] ছক্তি=শক্তি।
[৩] ছিরা=ছেঁড়া।
[৪] টামনি=কাঁথা

মায়ের কান্দনে দেখ বিরখের পাতা ঝরে।
মায় সে জানে ঝিএর বেদন আর কে জানতে পারে॥

কথার ভাবে—

এই মত তারা আছে থাকে খায়। নিত্য নিত্য রোজ রাজ-কন্যা ঝাড়ু দিত যায়। রম রমা, যম যমা[1] পুরী। কুকুর বিলাইও সুখে আছে। সুখ নাই কেবল অভাগী রাজার মাইয়ার। একদিন হইল কি। রাজবাড়ী শীকারের বাদ্য বাজ্যা উঠ্‌ল। ঢোল ডগরা কড়া নকাড়া। হৈ হৈ রৈ রৈ। "কন্যা, একি শব্দ। কিসের বাজনা।" "আমার সাতভাই শীকারে যায়। শীকারের বাদ্য বাজে।" অন্ধরাজা ভাবে মনে মনে। অনেকদিন না যাইলাম শীকারে। "কন্যা, আমি শীকারে যাইব। তুমি তোমার বাপের কাছে যাও। একটা ধুন[2] আর একটা শব্দবাদী[3] বাণ লইয়া আস।"

গানে—

কন্যা কহে "শুন পতি আমার মাথা খাও।
বাঘ ভালুক বনে শীকারে না যাও॥
একে অন্ধ বনের পথ তা হইতে দুর্গম।
বনপন্থে গেলে হবে অতি দুর্ঘটন॥
তুমি ছাড়া পতি ওগো আমার কেহ নাই।
বিধির বিপাকে ত্যজিল বাপ ভাই॥
সুতের সেওলা যেমন সুতে করে ভর।
তোমারে হারাই পাছে তেই সে মোর ডর॥
সুখ ছাড়িয়া করবাম গো পতি দুঃখের ভরসা।
সে দুঃখ ছাড়িয়া গেলে কেবল নিরাশা॥

---

[1] রম রমা, যম যমা=ঐশ্বর্য্য ও লোকপূর্ণ। [2] ধুন=ধনু

না ভাঙ্গিলে শূন্য ভাণ্ড শতগুণ ভালা।
তোমারে ছাড়িয়া ঘরে না রইব একেলা॥
আমারে এড়িয়া যদি নিঠুর হইয়া যাও।
লোহার কাটারি ঘরে গলে দিয়া যাও॥"

এইমত রাজকন্যা কান্দিতে লাগিল।
বুঝাইয়া অন্ধ মালী কহিতে লাগিল॥
"হরিণের মাংস্ব কন্যা অনেকদিন না খাই।
হরিণ শীকারে যাব মানা কর নাই॥"
কন্যা বুলে "শুন পতি শুন দিয়া মন।
সাতভাই মারিয়া যত আনিব হরিণ॥
মাগিয়া চাহিয়া মাংস আনিয়া দিবাম তোমারে।
তবুত পরাণ পতি না যাও বনান্তরে॥"
বুঝাইলে পরবোধ নাহি মানে অন্ধ রায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা বাপের আগে যায়॥

"শুন শুন বাপ আগো কহি যে তোমারে।
অন্ধ না জামাই তোমার যাইব শীকারে॥
অন্ধ জামাই তোমার কইয়া দিল মোরে।
শব্দবাদী বাণ আর ধনু দেও তাহারে॥"

কন্যারে দেখিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
এত সোহাগের ঝি গো এতো দুঃখ ছিল॥

রাজা দিলাইন শব্দভেদী ধনু আর ছিলা।
এরে লইয়া অন্ধ রাজা পন্থ বাহিরিলা॥
আগে আগে চলে বাগু মহা রোল করি।
বাগু শুন্যা চলে রাজা জঙ্গলার মাঝে॥
হাতড়াইয়া বিতড়াইয়া রাজা ক্ষণে উঠে পড়ে।
কতদিনে দাখিল হইল ঘুজ্যবনের মাঝে॥ (১—৯০)

(১০)

কথায়—

সাত দিন সাত রাত বন ঢুইরা[১] সাত রাজপুত হায়রান। না মিলে বাঘ না মিলে হরিণ। একটা পঙ্খ পাখালীও না। কি সর্ব্বনাশ। লোকজন কোন মুখে দেশে ফিরব।

এদিকে হইল কি। অন্ধ রাজা বনের মধ্যে ঘুইরা বেড়াইতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর গেল। চক্ষে দেখে না হরিণ যায় কি বাঘ যায়। শব্দ টব্দ নাই। বাণ এড়ে বাণ ছাড়ে। শূন্য এড়িয়া বাণ পড়ে। বাণের মুখে ক্ষুরের ধার। গাছে কাটে পাথ্থর কাটে। বাঘ ভালুক পলাইয়া যায়। রাজা শব্দভেদী বাণ ছাড়ে না। আৎকা আচম্বিতে রাজার পায়ে কি ঠেক্‌ল। মানুষ না জন্তু জানোয়ার। অমনি রাজা চউখ খুল্যা গেল। রাজা চাইয়া দেখলো। এযে তার পরাণের পরাণ সুল্যা রাণী। সোয়ামীর পা লাগ্যা রাণীর কুরকুষ্ট দূর হইয়া গেল। যেমুন আগুনের ফুলুঙ্গির মত গায়ের রঙ। সেইমত কাঞ্চা সোণা জ্বলত লাগল। বার বচ্ছর পরে দেখা।

গানে—

তবে রাণী সুলা দেখ কি কাম করিল।
ধরিয়া পতির গলা কান্দিতে লাগিল॥
বার বচ্ছরের দুঃখ পাশুরিতে নারে।
একে একে কাঁদিয়া কয় পতির গোচরে॥
কেমন করিয়া দুজ্জন সাধু ডিঙ্গায় তুলিল।
কেমন দেখিয়া তারে বনে ফালাইল॥

এতেক শুনিয়া রাজা আচানক হইল।
মনে ভাবে করম পুরুষ সদয় হইল॥

---

১ ঢুইরা=ভ্রমণ করিয়া, ঢুরি, হিন্দী শব্দ।

"শুন শুন সুলারাণী না কান্দিহ আর।
তোমারে পাইলাম যুদি রাজ্যে নাই সে কাজ॥
বনেতে থাকিব মোরা বনের ফল খাইয়া।
কোন জনে পায় নিধি এমুন হারাইয়া॥
কোথায় জানি কাঠুরি মা বাপ কেমুন জানি আছে।
একবার যাইতে মনে তাহাদের কাছে॥
দুইজনে দেখা হইল সুখের সীমা নাই।
দুর্দ্দিন খণ্ডিতে আর বেশী বাকী নাই॥" (১—১৮)

(১১)

কথায়—

এদিকে সাত ভাই রাজার সাতপুত্র হয় রাগ। শীকার বিফল হইল। সাত ভাইর বদন কালি। কি লইয়া যাইব দেশে। চলতে চলতে দেখে কি এক দারাক বিরক্ষ। তার মুলে পাতাল ছুইছে। ডাল পাতায় আসমান ছুইছে।

তার নীচে বইয়া এক দেব আর দেবী। তাদের হমকে [১] সাতটা হরিণ। সাত ভাই জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে? তখন রাজা কয়। তোমরা চিন্তা না [২]। ভালা কইরা দেখ। তখন তারা দেখল যে সেই অন্ধ মালী। আচানক ব্যাপার। অন্ধ সোণার মানুষ হইল কিরূপে। চক্ষুদান পাইল কোথায়! বনের দেবতা বুঝি দয়া করলো। সাত পাঁচ ভাব্যা চিন্ত্যা সাত ভাই কয়। আমরাত একটা হরিণও পাইলাম না। তুমি সাত পাঁচটা হরিণ পাইলা কোথায়, তখন সাত ভাই কি করিল।

গানে—

তখন সাত ভাইর কুবুদ্ধি হইল করিল চিন্তন।
শুধা হাতে গিরে ফিরি বল কিসের কারণ॥

[১] হমকে=সম্মুখে। [২] চিন্তা না=চিন্‌তে পারছ না?

দুরন্ত দুষ্মনে লইব শেষে রাজ্য সে কাড়িয়া।
হরিণা ছিনাইয়া লইব এহার মারিয়া ॥
এতেক করিয়া যুক্তি কোন্ কাম করে।
সাত ভাইয়ে সাত বাণ ধনুকেতে ঝুরে ॥

বারবন্ত তিলক রায় কোন্ কাম করিল।
সাত গোটা বাণ দিয়া ধনুক কাটিল ॥
ছিলাতে বান্ধিয়া হাত কহিল তখন।
পরাণে রাখিলাম সবে ভগ্নীর কারণ ॥
হাতের না ছিরি আঙ্গুট আগুনে পুড়িয়া।
সাত ভাইয়ের কপালেতে দিল সে দাগিয়া ॥

এই শাস্তি দিয়া রায় কোন্ কাম করে।
সাত ভাইয়ের হস্তের বন্ধন মোচন কইরা দিল
রাজা কয় দেশে যাও হরিণ লইয়া।
কষ্ট কেন পাও তোমরা বনেতে থাকিয়া ॥
এই ছিরি আঙ্গুট দিও রাজকন্যার কাছে।
রাজকন্যার নি ভালা আমায় মনে আছে ॥
একদিন পরিচয় কন্যা কথা জানিতে চাহিল।
পরিচয় কন্যা আমি তখন না বলিল ॥
এইত না ছিরি আঙ্গুট দিব আমার পরিচয়।
দেশে ফিরিয়া যাও তোমরা না করিও ভয় ॥

সাত ভাই অপমানে অঙ্গ জার জার।
দেশেতে ফিরিয়া কিছু না বলিল আর ॥

হাতের না ছিরি আঙ্গুট বনের কাছে দিল।
কান্দিয়া বনের কাছে কহিতে লাগিল ॥
"শুন শুন বইন ওগো কহি যে তোমারে।
এই ছিরি আঙ্গুট অন্ধ দিল যে তোমারে ॥

তাহারে খাইয়াছে বইন গো জঙ্গলার বাঘে।
কপালের দুঃখ তোমার খণ্ডাইব কে ?
বাপত দুষ্মন হইয়া ঘটাইল দায়।
এত এত রাজার পুত্র বিমুখ হইয়া যায়॥
এমুনি শীতল দেখ চান্দের না ধারা।
শেষ কালে খাইল তারে দুরন্ত বাদুরা॥
এমুন সোণার পউদ মধুতে ভরিয়া।
তাহার ভাণ্ডাইয়া খাইল দারুণ গোবরিয়া॥
মরবার কালে অন্ধ মালী কইয়া গেল তোরে।
পরিচয় কথা নাকি জিজ্ঞাসিলা তারে॥
হস্তের না ছিরি অঙ্গুট দিব পরিচয়।
সেইত অঙ্গুইট হাতে তুল্যা লয়॥"

কান্দন কাটি নাই কন্যার মুখে নাই সে রাও।
ছুটিবার কালে যেমুন কাল বৈশাখের বাও॥
"শুন শুন ছিরি অঙ্গুট কহি যে তোমারে।
মিথ্যা কি কহিয়া ভাই ভাড়াইল মোরে॥
কহ কহ ছিরি অঙ্গুট সত্য পরিচয়।
বনের মধ্যে কি হইল সকল পরিচয়॥"
তবেত ছিরি অঙ্গুইট সকল কহিল।
একে একে সকল কথা পরিচয় দিল॥

কোন্ বা দেশের রাজা ছিল কোন্ বা দেশের রাণী।
একে একে বলে কন্যায় সকল সত্যবাণী॥
তবেত রাজার কন্যা পবনকুমারী।
পবনের গতি গেল রাজার রাজ্য ছাড়ি॥
কত দেশ কত নদী পার যে হইল।
কত খনে কত দুঃখু পরাণে পাইল॥ (১—৫৪)

(১২)

সেই দেশে আছিল রাজার ধোপা একজন।
তাহার আশ্রিত হইয়া রহিল পবন॥
ধোপানীরে কয় কন্যা ওগো ধর্ম্মের মাও।
ধুয়া কাপড় লইয়া তুমি রাণীর কাছে যাও॥
রাণীর কাপড় যত কন্যা যতনে ধুইল।
রোইদেতে শুকাইয়া কন্যা ভাজ যে করিল॥
ভাজেত রাখিল কন্যা ছিরি অঙ্গুট খানি।
কাপড় লইয়া তবে চলিল ধোপানী॥

সুলারাণী কহে ধোপানী কহত উত্তর।
এমন করিয়া কে ধুইল আজকের কাপড়॥
ভাজ খুলিয়া রাণী আঙ্গুট পাইল।
সেইত না আঙ্গুইট তবে রাজারে দেখাইল॥
রাজা কয় সুলারাণী শুন মোর কথা।
এই ছিরি অঙ্গুইট ভালা তুমি পাইলা কোথা॥
রাণী কয় ধোপানী যে কাপড় আনিল।
ভাজেতে পাইলাম আঙ্গুইট কোন্ জনে বা দিল॥

দাসী পাঠাইয়া রাজা ধোপানীরে ডাক্যা আনে।
ভয়ে কাঁপে ধোপানী কহিছে রাজার আগে॥
এক কন্যা ঘরে মোর লক্ষ্মী সরস্বতী।
নাহি জানি পরিচয় কোথায় বসতি॥
মাও ত বলিয়া কন্যা আমারে সুধায়।
শীতল কথায় অঙ্গ জুড়াইয়া যায়॥

তবেত তিলক রায় কোন্ কাম করে।
দোলা পাঠাইল রাজা কন্যা আনিবারে॥

অন্দরে সামাইল কন্যা দোলাতে চড়িয়া।
সুলার সমান রূপ দেখে নাগরিয়া॥
খবর পাইয়া রাজা দৌড়িয়া আসিল।
পতির পদে পড়িয়া কন্যা মূর্চ্ছিত হইল॥
তবে রাজা সুলারে কহিল পরিচয়।
তোমা হইতে দুঃখ সুলা এই কন্যা পায়॥

এই কথা শুনিয়া সুলা দিল আলিঙ্গন।
বইনে বইনে হইল তারা সয়ালী[১] মিলন॥
সোণার না হার ছড়ায় মাণিক্য বসাইল।
দুই চান্দে রাজপুরী উজ্জ্বলা হইল॥

শুনিয়া পবনের বাপ কোন্ কাম করে।
অর্দ্ধেক রাজত্বি দিল রাজা বসন্তেরে॥
এইখানে পালা মোর করিলাম ইতি।
নিজগুণে ক্ষেমা মোরে কর সভাপতি॥ (১-৩৮)

[১] সয়ালী = সখী।

মলুয়ার বারমাসী

মলয়ার বারমাসী

(১)

আদিতে বন্দনা করলাম প্রভু সত্যনারায়ণ।
এক বৃক্ষ এক ফল ছিষ্টির [১] পত্তন ॥
সত্যনারায়ণ প্রভো অগতির গতি।
তাহার চরণে করি শতেক পন্নতি ॥
বরমা [২] বিষ্ণু বন্দি গাইলাম লক্ষ্মী সরস্বতী।
কৈলাশ পর্ব্বত বন্দি গাই হর আর পার্ব্বতী ॥
স্বর্গেতি বন্দিয়া গাইলাম দেবী সুরধনী।
মর্ত্ত্যেত বন্দিয়া গাই আমি পতিত পাবনী ॥
শিবের জটায় ছিল যাহার বসতি।
ভগীরথে আনল গঙ্গা অনেক করিয়া স্তুতি ॥
চাইর কোনা পৃথিমী বন্দুম আগুন আর পানি।
ত্রেত্রিশ কোটী দেবেরে বন্দি জানি বা না জানি ॥
আর বন্দি পার বন্দি বন্দি তরুলতা।
জন্মদাতা বন্দি গাইলাম মাও আর পিতা ॥
মায়ের দুটি তন [৩] বন্দুম অক্ষয় ভাণ্ডার।
শত জন্মম গেলে মানুষ শোধিতে নারে ধার ॥
চন্দ্র বন্দুম সূর্য্য বন্দুম তারা দুটি ভাই।
গ্রহ তারা বন্দি গাই লেখা জোখা নাই ॥
বারে বারে বন্দি গাই ওস্তাদের চরণ।
মিন্নতি করিয়া বন্দি সভার চরণ ॥

[১] ছিষ্টি=সৃষ্টি [২] বরমা=ব্রহ্মা। [৩] তন=স্তন।

কিবা গাই কিনা গাই আমি অন্ধমতি।
নিজগুণে ক্ষমা কর মোরে সভাপতি॥
আর বার বন্দি নাই সভার চরণ।
আমার সভাতে আইস সত্যনারায়ণ॥
আইস মাগো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর।
তুমি হইলা তাল যন্ত্র আমি মাত্র ভর॥
ছারি না ছারম মাগো না যাও অন্যথা।
বেইরা [১] রাখব যোগল [২] চরণ ছাইরা যাইবা কোথা॥
এই বেলা বন্দনা থইয়া আসল গাওয়া গাই।
আমারে করিও কৃপা যত মমিন ভাই॥
সভা কইরা বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
তোমার জনাবে আমি অধমের ছেলাম॥ (১—৩২)

* * * *

(২)

ধন বিত্তে সদাগর গো ও ভালা নবরঙ্গ পুরে।
তাহার খেতিমা [৩] কথা জানাই সভার আগে॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে বাঁধা রাখে সদাগর।
জলের উপুরে যেমন ভাসিছে নওগর॥
ধনদৌলত আছে কত লেখাজোখা নাই।
গজমতি লক্ষী ঘরে দুঃখু কিছু নাই॥
এক কন্যা আছে সাধুর লক্ষীর সমান।
বাপ মায়ে রাখ্যাছে তার মলয়া সে নাম॥
চন্দ্রের সমান কন্যা দেখিতে সুন্দর।
আইন্ধার করিয়া আলো রূপের পশর॥

---

[১] বেইরা=বেড়িয়া। [২] যোগল=যুগল। [৩] খেতিমা=খ্যাতি।

নবম বছর কন্যা কুলের পরদীম।
ইহারে দেখিয়া সাধু গণে বিয়ার দিন॥
সিন্দূর বরণা ঠোঁট দেখিতে সুন্দর।
সদাগর ভাবিয়া মরে কোথায় যুগ্য বর॥
শিরেত চাচর কেশ মেঘের সমান।
কোথা সে রাজার বেটা কারে দিব দান॥
মুখখানি দেখি কন্যার যেন চন্দ্রকলা।
কার গলে দিব কন্যা আপন বিয়ার মালা॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু কোন্ কাম করে।
বাণিজ্য করিতে যায় বৈদেশ নগরে॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইল তৈল সিন্দুরে।
মাঝি মাল্লা লইয়া সাধু যায়ত সফরে॥
চৌদ্দ খানি নয়া পাল মাস্তুলে তুলিল।
বৈদেশ নগর পানে পক্ষী উড়া দিল॥
সামন্ত নগর বামে নয়া রাজার দেশ।
সেই দেশে করয়ে সাধু পাত্রের উরদেশ [১]॥

উত্তর ময়ালে দেখে ভানু রাজার দেশ।
তথায় না মিলে সাধু করিল উরদেশ॥
দক্ষিণ ময়ালে দেশে ক্ষীর নদী সাগর।
তথায় বসতি করে সাধু দণ্ডধর॥
সে দেশের সাধুপুত্র দেখিতে কেমন।
দেখিয়া না হইল সাধুর মনের মিলন॥
পূর্ব্ব পশ্চিম সাধু ঘুরিয়া দেখিল।
কন্যার যোগ্য বর তবু খুঁজিয়া না পাইল॥

---

১ উরদেশ = উদ্দেশ।

তবে সাধু নিতিমাধব চিন্তিত হইল।
পশ্চিম ময়াল ছাড়ি ডিঙ্গা ফিরাইল ॥
আরবার পূর্ব্ব দেশে করিল গমন।
ছয় বচ্ছর গোয়াইল সাধু কন্যার কারণ ॥ (১—৩৮)

(৩)

সাধুর সফর কথা এইখানে থুইয়া।
দেশেতে ঘটিল কিবা শুন মন দিয়া ॥
হারমাদ ডাকাইত এক নবরঙ্গপুরে।
ডাকাইতি করিয়া বেটা খাইত নগরে ॥
ধর্ম্মের নহিক ভয় যারে তারে মারে।
নরহত্যা বরমহত্যা সদাকাল করে ॥
একদিন রাইতের নিশা হার্‌য়া[১] কোন্ কাম করিল।
লইয়া চল্লিশা সাইথ পুরিখান বেড়িল ॥
ভাণ্ডারের যত ধন লইল কাড়িয়া।
হীরামণ মাণিক্য যত লইল বাছিয়া ॥
বাণিজ্য করিয়া সাধু পৃথিবী নগরে।
যত যত ধন পায় সাধু আনে নিজ ঘরে ॥
সেই সব ধনের কথা লেখা জুখা নাই।
পরেত করিল কিবা শুন যত ভাই ॥

অন্দর কোটাতে দেখে হার্‌য়া একটি মাণিক।
অন্ধকারে বাতি যেমুন জ্বলে ঝিকিমিক্ ॥
পালঙ্কে শুইয়া কন্যা লক্ষ্মীর সমান।
রূপের তুলনা নাই জগতে বাখান ॥

---

[১] হার্‌য়া=ডাকাতের নাম। হারমাদ-জাতীয় বলিয়াও "হারা" নামে উক্ত হইতে পারে।

এরে দেখ্যা পাগল হার্যা কোন্ কাম করিল।
ঘুমন্ত কন্যারে তবে বুকে তুল্যা লইল॥
মায়ের কান্দনে কন্যা চক্ষু মেল্যা চায়।
মায়ের বুকের ধন চুরে[১] লইয়া যায়॥ (১—২২)

(৪)

পাইলা[২] বনের মাঝেরে দারাক সারি সারি।
সেই বনে বসতি করে হার্যা নাইক ঘর বাড়ী॥
কুটিয়া বানাইয়া হার্যা মাটির না তলে।
সেইখানে আছে হার্যা লইয়া দল বলে॥
সাধুর যতেক ধন কুটিতে লুকাইল।
নও না বছরের কন্যা তথায় রাখিল॥
এক বচ্ছর দুই বচ্ছর তিন বচ্ছর যায়।
মাও বাপের কথা হার্যা কন্যারে ভুলায়॥
কান্দন কাটি করে কন্যা তাহারে লইয়া।
মায়েরে দেখিব বলি ফাটে তার হিয়া॥
যে দেশের যত দ্রব্য দেখ চুরি কইরা পায়।
ভাল ভাল বনের ফল কন্যারে বিলায়॥
পালকিয়া[৩] পালায় যেমুন পিঞ্জরের পাখী।
কন্যারে পালনা করে সেই মত দেখি॥
পুত নাই সে কন্যা নাই সে হার্যার বুকে হইল দয়া।
পরের ধন লইল হার্যা বুকেত তুলিয়া॥
কত কত বচ্ছর যাইল এমনি করিয়া।
তারপর হইল কিবা শুন মন দিয়া॥ (১—১৮)

---

১ চুরে=চোরে। ২ পাইলা বন=বনের নাম।
৩ পালকিয়া=পালক।

(৫)

থল কুলের ভুমা রাজা ক্ষেমতা অপার।
হাত্তী ঘোড়া লোকজন আছে বহুতার॥
ছিপাই [১] লস্কর যত লেখা যোখা নাই।
ধন দৌলত রাজার গুণ্যা না বাড়াই [২]॥
মস্তের না বালু যত আসমানের তারা।
সেই মতন রাজার ধন গুণ্যা না পাই সারা॥
থল বসন্ত নামে ছিল রাজার কুঙার [৩]।
দেখিতে সুন্দর রূপ কার্ত্তিক কুমার॥
যেই দেখে সেহি জনে রূপেরে বাখানে।
রাজপুত্রের রূপ দেখ চন্দ্রকলা জিনে॥
প্রথম যৌবন পুত্র যে পুরী উজ্জ্বলা।
রাজা শিখায়েছে তারে নানা শাস্ত্রকলা॥

এক দিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
শিকারে যাইবা কুমার কর্যাছে মনন॥
"শুন শুন পিতা ওগো কহি যে তোমারে।
শিকারে যাইব আমি পাইলা বনের মাঝে॥"
শুনিয়া বনের কথা রাজার লাগে চমৎকার।
বাঘ ভালুক যত আছে লেখা নাই সে তার॥
রাজপরী দলে দলে ভ্রময়ে তথায়।
সেই বনে যাইতে পুত্রে মানা করে মায়॥

তবেত রাজার পুত্র মানা না শুনিল।
লোকলস্কর লইয়া কুমার শিকারে মেলা দিল [৪]॥

---

[১] ছিপাই=সিপাহি। [২] গুণ্যা না বাড়াই=গুণিয়া 'বাড়' (শেষ) করিতে পারা যায় না। [৩] কুঙার=কুমার। [৪] মেলা দিল=যাত্রা করিল।

মঞ্চের না ধূলা কুড়া [১] আসমানেতে উড়ে।
পাইলা বন বেইড়া লইল রাজার লস্করে ॥ (১—২৪)

*   *   *   *

(৬)

একদিন হইল কিবা শুন দিয়া মন।
ডাকাতি বাহারে গেল হার্য্যার লোকজন ॥
শূন্য কুটি পাইয়া না কন্যা কোন্ কাম করিল।
আলোক ডেঙ্গাইয়া [২] কন্যা বনে বাহিরিল ॥
চারি দিকে দেখে কন্যা দাড়াক সারি সারি।
প্রথম যৌবন কন্যা চলে একেশ্বরী ॥
চাইর দিকে দেখে কন্যা পশুপক্ষী চরে।
চাইর দিকে ফুটে ফুল দেখে সুবিস্তরে ॥
ময়ূর ময়ূরী কত উইরা বৈসে ডালে।
বনের পন্থ পাইয়া কন্যা আস্তে মস্তে চলে ॥ (১—১০)

*   *   *   *

(৭)

"কে তুমি সুন্দর কন্যা বনে একেশ্বরী।
মনুষ্য নহত কন্যা কিবা রাজপরী ॥
কেবা তোমার মাতা পিতা কেবা তোমার ভাই।
পরিচয় কথা কহ কন্যা শ্রবণ জুড়াই ॥
নয়ন জুড়াই কন্যা তোমার রূপ দেখি।
কোথান হইতে আইলে তুমি কার পিঞ্জরার পাখী ॥

---

[১] কুড়া = কুটা। [২] ডেঙ্গাইয়া = ডিঙ্গাইয়া, লঙ্ঘন করিয়া।

কার বুক খালি সে করিয়া বনেতে বেড়াও।
পরিচয় কথা কন্যা আমারে জানাও ॥"

"বাপ মোর সদাগর নবরঙ্গপুরে।
নিত্যি মাধব নাম জানাই তোমারে ॥
মাও মোর কাঞ্চনমালা আর কেহ নাই।
মায়ের কোলেতে কুমার সুখে নিদ্রা যাই ॥
দুরন্ত দুস্মন হার‍্যা কোন্ কাম করিল।
মায়ের বুক কর‍্যা খালি আমারে লইল ॥
মায়ের আঁখির জল হইল বুঝি সার।
সেই হইতে আছি গো কুমার বনের মাঝার ॥
বনের ফল খাই কুমার ভূয়েত শয়ন।
অঝুরে মায়ের লাগ্যা ঝরে দুই নয়ন ॥
ছয় বচ্ছর গত হইল মানুষ নাইসে দেখি।
আজি মাত্র দেখিলাম বনের পশুপাখী ॥
শুন শুন রাজার কুমার কহি যে তোমারে।
শীঘ্র কইরা যাহ কুমার ফির‍্যা আপন ঘরে ॥
দুরন্ত দুস্মন হার‍্যা যদি লাগল[১] পায়।
আমার মায়ের মতন কাইন্দা মরব মায় ॥
দয়ামায়া নাই হার‍্যার নিদয়া পাষাণ।
লাগল পাইলে তোমার বধিব পরাণ ॥"

থলবসন্ত কুমার কহে "কন্যা মন করলো দড়।
বহির বনেতে আমার আছয়ে লস্কর ॥
হের দেখ ঘোড়া গোটা পবন সমান।
তরয়ালে কাটিয়া লইব হার‍্যার পরাণ ॥

---

১ লাগল = নাগাল।

শুন শুন সুন্দর কন্যা আমার কথা ধর।
আমার না সঙ্গে তুমি চল নিজ ঘর ॥
মাও বাপ কাইন্দা কন্যা লো তোর অন্ধ করছে আঁখি।
এমন সুন্দর রূপ কভু না চখে দেখি ॥
ছয় বচ্ছর গেছে লো কন্যা তারা আছে বা না আছে।
নবরঙ্গপুরের কথা আমার জানা আছে ॥
পরিচয় কথা কন্যা কহি যে তোমারে।
থলভূমের ভূমা রাজা আমি পুত্র তার ॥
বনেত আইলাম কন্যা করিতে শিকার।
শিকার না পাই কন্যা ঘুরিয়া বিস্তর।
বিধি মিলাইল নিধি বনের ভিতর ॥
চল চল সুন্দর কন্যা আপন দেশে চল।
জুড়িয়া রহলো কন্যা আপন মায়ের কোল ॥
তোরে থইয়া কেমনে যাইব আমার রাজ্যদেশ।
ঝাড়িয়া বান্ধলো কন্যা আপন মাথার কেশ ॥" (১—৪৬)

(৮)

রাজার পুত্র পাগল হইল রাজা ভাবিয়া না পায়।
সাধুরে ডাকিয়া রাজা বৃত্তান্ত জানায় ॥
তবে সাধু কহে রাজা আমার কথা ধর।
এহি কন্যা না করিব তোমার পুত্রের ঘর ॥
বয়সে বয়সী কন্যা মন গেছে তার।
থলভূমের রাজপুত বসন্ত কুমার ॥
তবেত শুনিয়া রাজা গোস্বায়[১] জ্বলিল।
কোটালে ডাকিয়া রাজা সাধুরে বান্ধিল ॥ (১—৮)

---

১ গোস্বা=ক্রোধ।

(৯)

* * * *

রাত্রি নিশাকালে কন্যা কোন্ কাম করে ।
পতিরে বাঁচাইয়া সতী কন্যা গেল সুয়ামীর ঘরে ॥
রাজ্যেত বাজিল ডঙ্কা আনন্দ অপার ।
বাজিল বিয়ার বাদ্যি জয়ত জোকার ॥
তবেত ভূমানা রাজা কোন্ কাম করিল ।
যত যত রাজগণে নিমন্ত্রণ দিল ॥
আইরা রাজা পাইরা রাজা রাজা ধনেশ্বর ।
থলকুলে আই—তারা পাইয়া নিমন্তন ॥
পূর্ব্ব হইতে আইল রাজা নামে লম্বোদর ।
দক্ষিণ দেশের রায় রাজা গদাধর ॥
পশ্চিম হইতে আইল মস্ত অধিকারী ।
যার ধন রক্ষা করে কুবের ভাণ্ডারী ॥
উত্তর হইতে আইল রাজা চন্দ্রকেতু নাম ।
পৃথিবী জুড়িয়া যার ধনের বাখান ॥
মধ্যম ময়াল হইতে আইল রাজা মল্লশাট ।
হীরা মাণিক্য দিয়া যে বাইন্ধাছে ঘাট ॥

কত কত রাজা আইল লেখাজোখা নাই ।
গোপনেতে আইল রাজা দুষ্মন বলাই ॥
নবরঙ্গপুর হইতে বলাই আসিয়া ।
যুক্তি করে বলাই রাজা রাজা সবে লইয়া ॥
কোথাকার হইতে আইল রাজা কেবা মাতাপিতা ।
ভাল করিয়া নাইসে জানি সেই কন্যার কথা ॥
বনেত করিয়াছে বসতি কন্যা দশ না বচ্ছর ।
যৌবনের কালে কন্যা রইল একেশ্বর ॥
পরীক্ষা দেহুক কন্যা এহি সভা স্থানে ।

কিবান পরীক্ষা কথা করহ বিচার।
রাজাগণ মিল্যা যুক্তি করে আরবার ॥
গোপনে বলাই রাজা সকলে বুঝায়।
আমার যুকতি বাক্য শুন যত রায় ॥
বাণিজ্যের ধন ভইরা ডিঙ্গা লইয়া যাও।
সমুদ্র সাওরে নিয়া তাহারে ভাসাও ॥
দাড়ী নাইসে মাঝি নাইসে ডিঙ্গা ফিইরা আইসে ফেরে।
তবে জানি সতী কন্যা তুল্যা লহ ঘরে ॥

গলুইয়ে লাখের বাত্তি [১] দেওত জ্বালায়া।
উজলা বাওয়ারে [২] বাত্তি যায়ত নিভিয়া ॥
তবে জান এহি কন্যা অসতী সমান।
বিচার করিয়া তার কাট নাক কাণ ॥
রাজঘোড়া ছাইরা দেন বনের মাঝারে।
বিনিত সুওয়ারে [৩] ঘোড়া ফিরিব নগরে ॥
সেই ঘোড়া আইসে যদি নগরে ফিরিয়া।
সোহাগে কন্যারে লহ ঘরেতে তুলিয়া ॥
বনেতে হারাই পন্থ ঘোড়া নাইসে ফিরে।
রাক্ষুসী জানিয়া কন্যা পাঠাও বনবাসে ॥

গুড়িকাডা [৪] চাম্পা বিরক্ষে যদি ধরে ফুল।
তবে জান এহি কন্যা সীতা সমতুল ॥
অজরা চাম্পা না গাছে পুষ্প নাহি ধরে।
তিল দণ্ড এহি কন্যা না রাখিহ ঘরে ॥
খাঁচায় না পোষাপাখী উড়াও বাহিরে।
উড়িয়া আসুক পাখী আপন পিঞ্জরে ॥

---

১ লাখের বাত্তি=বহুসংখ্যক বাতি। ২ বাওয়ারে=বাতাসে।
৩ বিনিত সুওয়ারে=বিনা সওয়ারে। ৪ গুড়িকাডা=যাহার গোড়া কাটা গিয়াছে।

তবে জানি সতী কন্যা ঘরে তুল্যা লইও।
যোড়ের মন্দির মাইঝে যতনে রাখিও ॥
যদি দেখ পোষা না পঙ্খী ফিইরা নাই আসে।
রজনী না পোহাইতে দিব বনবাসে ॥

ঘরের কপিলা গাই দুগ্ধ যদি শোষে।
এক দণ্ড এহি কন্যায় না রাখিও বাসে ॥
যতেক পরীক্ষার কথা রাজা সে জানিল।
বাণিজ্য ভরিয়া ডিঙ্গা সায়রে ভাসাইল ॥
পরীক্ষার কাল দেখ উতুরিয়া যায়।
ঘাটে নাইসে ফিরে ডিঙ্গা কি হইল হায় ॥
রাজ-ঘোড়া গেল বনে আর না ফিরিল।
বিষতীর খাইয়া ঘোড়া জীবন ত্যেজিল ॥
গুড়িকাটা বিরেকে[১] কবে ধরে চাম্পাফুল।
গোপনে বলাই রাজা বুঝাইয়াছে ভুল ॥
পোষানিয়া টিয়াপাখী উড়িয়া পলায়।
চিন্তিত হইয়া রাজা করে হায় হায় ॥
কপিলার নালে দেখে রক্তধারা বয়।
এরে দেখ্যা হইল রাণীর পরাণ সংশয় ॥

নিবিয়া লাখের দীপ হইল অন্ধকার।
এই কন্যা ঘরে দেখ রাখা নাই সে যায় ॥
পৃথিমীর রাজাগণ একমত হইল।
অভাগী মলয়া কন্যা বনে পাঠাইল ॥
দুঃখের কপাল কন্যা কত দুঃখ পায়।
দেশেতে পৌছিল খবর কাইন্দা মরে মায় ॥ (১—৬২)

---

১ বিরেকে = বৃক্ষে।

বারমাসী

(১০)

কান্দে মলয়া কন্যা চক্ষে বহে ধারা।
কোথায় রইলা পরাণ পতি দেওত মোরে দেখা॥
যত যত রাজগণ দুস্মন হইল।
কলঙ্কী বলিয়া মোরে বনে পাঠাইল॥

আইল আইল ফাগুন মাসরে গাছে নানা ফুল।
গন্ধতৈল দিয়া নারী বান্ধে মাথার চুল॥
নবীন যৈবন ভারে হাল্যা পড়ে গাও।
শরীল দহিয়া বয় পবনের বাও॥
গাছে গাছে সোণার কোইল রঙ্গে হুলা গায়[১]।
খঞ্জনা নাচিয়া পড়ে খঞ্জনীর গায়॥
কুক্ষণে দুস্মন হার‍্যা মায়েরে ভাণ্ডাইয়া।
কুক্ষণে বনের মাঝে আনিল হরিয়া॥
কুক্ষণে ছাড়িলাম বাস আমি অভাগিনী॥

*   *   *   *

কোথার তনে আইলা পুরুষ সোণার বরণ।
বনের অতিথে দিলাম জীবন যৌবন॥
স্বপনের দেখা যেমুন স্বপনে মিলায়।
বন বাহুরিয়া[২] ঘোড়া শুন্যেতে মিলায়॥
দুই আঁখি বুজিয়া রইলাম কুমারে ধরিয়া।
কোন্ রাজার পুরে আইলাম অদিষ্টিরে লইয়া॥

---

[১] হুলা গায়=কলরব করে। [২] বন বাহুরিয়া=বন ঘুরিয়া।

আইল আইল চৈত্রি মাসরে বসন্ত দারুণ।
যৌবনের বনে মোর লাগিল আগুন॥
পুষ্প যেমুন পাগল হইয়া সম্ভাষে ভ্রমরে।
যাচিয়া দিলাম মধু ভিন্ন দেশী কুমারে॥
সোণার পুরী পাইলাম শ্বশুরা শাশুরী।
কামটুঙ্গী ঘরে শুইয়া নিদ্রা হইল ভারী॥
মলয়ের হাওয়া বয় কোকিলা করে গান।
বন্ধুর মুখেতে তুল্যা দেই চুয়া পান॥
গাথিয়া ফুলের মালা বন্ধুরে পরাই।
পুষ্পের শীতলা শেযে শুইয়া নিদ্রা যাই॥
আচমকা স্বপন যেন সকলি ভুলায়।
স্বপনের দেখা যেমুন স্বপনে মিলায়॥
বেলাত হইল ভারি নিদ নাহি টুটে।
এক তুই তিন করি চৈত্র মাস কাটে॥

আইল বৈশাখ মাসের গ্রীষ্ম নিরদয়।
আগুন মাখিয়া অঙ্গে ভানুর উদয়॥
বন্ধু কয় কামটুঙ্গি ছাড়লো সুন্দরী।
চলিতে চলেনা পদ যৌবন হইল ভারী॥
আস্তে বেস্তে চলিলাম জলটুঙ্গি ঘরে।
বিছান শীতলপাটি পালঙ্ক উপরে॥
শীতল চন্দন বন্ধু মাখে সর্ব্ব গায়।
বন্ধুর উরেতে শুইয়া সুখে দিন যায়॥
এই দিন স্বপ্নের মত স্বপনে মিলাইল।
এক তুই তিন করি বৈশাখ কাটিল॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেত দেখ তুঃখের বিবারণ।
পৃথিমীর রাজগণে পাঠায় নিমন্ত্রণ॥

সুখের স্বপন মোর এখনে কাটিল।
দারুণ পরীক্ষা কাল সুমুখে আসিল ॥
প্রাণপতি বন্দি মোর হইল বৈদেশে।
তরাসে কাঁপিল পরাণ জানিয়া হুতাশে ॥

ধরিয়া অতিথের বেশ বন্ধুরে বাঁচাই।
যত কষ্ট দিল মোরে দুষ্মন বলাই ॥
বাহুরিয়া ডিঙ্গা দেখ ঘরে নাই সে ফিরে।
রাজঘোড়া মইল বনে খাইয়া বিষতীরে ॥
বনবাসে আইলাম বন্ধুরে ছাড়িয়া।
দৈচ্ছতে [1] কান্দিল পরাণ বিভুইয়ে [2] পড়িয়া ॥

কোথায় রৈলা পরাণ পতি কারে কহি কথা।
বারমাসী কাহিনী মোর শুন তরুলতা ॥
বনের ময়ূরী আর ডালের পঙ্খিনী।
তোমরা বইসা শুন মোর দুক্কের কাহিনী ॥
অচিনা বনের রাজ্য কোন্ দিকে যাই।
কলঙ্কী কন্যারে রাখে এমুন সুহৃদ্ নাই ॥
মাও বাপ এমুন কালে রইল জানি কোথা।
দুঃখের লাগিয়া কন্যায় সৃজিল বিধাতা ॥
গলায় তুলিয়া দিব ঘাসুনার [3] ফাঁস।
কঙ্ক কয় না ছাড় কন্যা আপন পরাণ আশ ॥
বাঁচিয়া থাকিলে হবু বন্ধুর দরশন।
সুমুখে আষাঢ় মাস থির কর মন ॥

[1] দৈচ্ছতে=দুঃখে। [2] বিভুইয়ে=বিদেশে।
[3] ঘাসুনার=একরূপ লতার।

আইল আষাঢ় মাস ঘন ডাকে দেওয়া।
পাটুনী পাটিয়া ধরে নয়াগাঙ্গে খেয়া॥
নদীতে যৌবন ভারি কূল ভাঙ্গি চলে।
যতেক সাধুর ডিঙ্গা উড়াইল পাল॥
পূবেত গর্জ্জিয়া দেয়া পচ্ছিমে মিলায়।
বিরক্ষ তলে থাক্যা কন্যা রজনী গুয়ায়[১]॥

কান্দে মলয়া নারী চক্ষে বহে পানি।
বনে বনে কাইন্দা কন্যা ফিরে উন্মাদিনী॥
বিরক্ষ ডালে বসিয়ারে ময়ুরা পেখম ধরে।
তা দেখ্যা পড়য়ে মনে কন্যার জলটুঙ্গি ঘরে॥
শয্যায় শীতল পাটী গায়েত চন্দন।
একে সঙ্গে আর পড়ে বন্ধুর বাহুর বন্ধন॥
আউলা কেশ ঝাড়িয়া বান্ধে কন্যা পূর্ব্ব কথা স্মরি[২]।
আমার না সোণাবন্ধু কে করিল চুরি॥
শুন বিরক্ষ কহিরে কথা দুঃখু বিবারণ।
তোমার তলায় যেন আমার মরণ॥
মরিলে অভাগী কন্যা যদি দেখা পাও।
আমার দুক্ষের কথা বন্ধুরে জানাও॥
কঙ্ক কহে নাহি সে ছাড় কন্যা জীবনের আশ।
সুমুখে আসিল তোমার ওইনা শাওন মাস॥

আইল আইল শাওন মাসের ঘন বরিষণ।
দেওয়ার গর্জ্জন শুন্যা কাঁপে নারীর মন॥
উলকিয়া ফিনকি ঠাডা[৩] আসমান ভাইঙ্গা পড়ে।
চমকাইয়া বেসুরা নারী আপন স্বামী ধরে॥

---

১ গুয়ায়=কাটায়। ২ স্মরি=স্মরিয়া

৩ ঠাডা=বজ্র।

গলায় সাফলার মালা আর শীতল পাটি।
ভালত বিছায়া শয্যা করি পরিপাটি॥
বিভোলা বন্ধেরে লইয়া ঘুমে অচেতন।
এইকালে মলয়ার দুঃখ বিবারণ॥
ভাঙ্গিয়া গাছের ডাল ধরিয়াছে শিরে।
দুরন্ত বাদলা বর্ষ্যা [১] অঙ্গ বাইয়া ঝরে॥
ভিজা চুল ভিজা বস্ত্র মাটিত শয়ান।
এত দুঃখেতেও কেন না বাইরায়রে পরাণ॥
কঙ্ক কহে কন্যালো না ছাড় তার আশ।
স্বমুখেতে ভাদ্রমাস চান্নির [২] পরকাশ॥

আইল আইল ভাদ্রমাস রাত্রিখানা ছোট।
অভাগী মলয়া কন্যার নিদ নাই সে মোট॥
ভাদ্রের নিরল [৩] চান্নি নদী নালা ভাসে।
বাণিজ্য করিয়া সাধু ফিরে আপন দেশে॥
কেমুন জানি আছে বাপ কেমুন জানি মাও।
অঙ্গ শীতলিয়া বায়রে নদীর শীতল বাও॥
সেই বাওয়ে জ্বলে অঙ্গ দহেত পরাণী।
কি জন্য রাখ্যাছি পরাণ কিছু ত না জানি॥

আশ্বিনে শুকাইয়া দরিয়া মন্দ পড়ব পানি।
ডুবিয়া মরিতে কন্যা ছুটে পাগলিনী॥
কঙ্ক কহে ওলো কন্যা নিজেরে বাঁচাও।
বাঁচিলে অবশ্যি দেখা পাবে বাপ মাও॥

আইল আশ্বিন মাস দুর্গাপূজা দেশে।
ভাগ্যবানে পুজে দুগ্‌গা অশেষে বিশেষে॥

---

১ বর্ষ্যা = বর্ষা।
২ চান্নির = চন্দ্রের।
৩ নিরল = নির্ম্মল।

বাপের বাড়ী দুগ্গাপূজা কিছু মনে পড়ে।
শৈশবের যত সুখ গেল কোন্ ফেরে॥
যত সুখ ছিল ভালে তত দুঃখ আইল।
সোণার না রাজ্যপাট কাড়ি খেদাইল॥
রাজার ছাওয়াল মোর হইল সোয়ামী।
বনেতে কান্দিয়া আজি পোহাই রজনী॥
বিষ গাছ বিষ ফল কন্যা বনেতে বিছরায়[১]।
এমুন দুঃখের পরাণ রাখা হইল দায়॥
কঙ্ক কয় কন্যা তুমি না হও উতালা।
দুঃখেরে করিয়া লহ আপন গলার মালা॥
সুখ পাইতে চাও কর দুঃখের ভজনা।

*　　*　　*　　*

আইল কার্ত্তিক মাসরে আসমান উজল।
নিয়ারে[২] জ্বলিয়া মরে জলের কমল॥
সোণার কমল বনরে হইল উজার।
আমার সুখের আশা হইল ছারখার॥
নদীতে ডুবিয়া মরি নদীত শুকায়।
বিষফল খাইতে গেলে পরাণ না যায়॥
বস্ত্র হইল জীর্ন শীর্ন কেশ হইল ঝারা।
গাছের না পাতা হইল কন্যার অঙ্গ জোরা॥
দুই নয়ানে বহে ধারা কন্যা কান্দিয়া পোহায়।
ছোট বেলা ছোট দিন কার্ত্তিক মাস যায়॥

আইল আগুন মাস জ্বলিল আগুনি।
শিশিরে দহিল অঙ্গ কাতর হইল প্রাণী॥
শুন শুন তরুলতা আমার দুঃখের কথা।
দুঃখের লাগিয়া মোরে সৃজিল বিধাতা॥

১ বিছরায়=সন্ধান করে।　　২ নিয়ারে=নীহারে

ঘর নাই দুয়ার নাই সে বিরক তলায় বাস।
এই মতে কাইন্দা কন্যার যায় দশ মাস॥

সুমুখে দারুণ শীত অঙ্গে বাস নাই।
দারুণা শীতের কাল কিমতে কাটাই॥
দুঃখিনী দুঃখের কপাল কাইন্দা কঙ্কে কয়।
সাওরে বিছায়া শেয কন্যা নিয়ারে কি ভয়[১]॥

এই পথে চললো কন্যা পাবে বন্ধুর দেখা।
সুমুখেতে পৌষা আন্ধি অন্ধকারে ঢাকা॥
পুষমাসেতে কন্যা কান্দিয়া আকুল।
চাকুলীর[২] আঁশ কন্যা রুক্ষু মাথার চুল॥
দুই নয়ানে ধারা বহে কন্যা কান্দে বনে বনে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল কাঠুরীর থানে॥
মাঘ মাসেতে কন্যার দুঃখ হইল ভারী।
বন ছাইরা নগরেতে চলিল কাঠুরী।
উদাস বনেতে কন্যা থাকে একেশ্বরী॥
দারুণ মাঘের শীতে অঙ্গে পড়ে ঢাকা।
এনকালে হার‍্যার সঙ্গে আরবার দেখা॥ (১—১৫৮)

(১১)

* * * *

যত যত রাজগণ সভা কইরা বসে।
হার‍্যারে বান্ধিয়া কুমার আনে নাগপাশে॥

* * * *

[১] সমুদ্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়াছ, শিশিরে ভয় কেন? [২] চাকুলীর = পাটের (?)।

বন বিচরিতে কুমার ঘোড়ায় চড়িল।
যতেক লস্কর তার সঙ্গেত চলিল ॥
কোথায় রইল লোক লস্কর শুন্যে ঘোড়া ছুটে।
আর বার যায় ঘোড়া গইন বনের মাঝে ॥ (১—৬)

(অসমাপ্ত)

জীবানন্দ

জীরালনী

(১)

কুশাই নদীর উত্তরি ময়াল ভাইরে নয়া গঞ্জের হাট।
ভাইরে নয়া গঞ্জের হাট।
গঞ্জের রাজা চক্রধর, গুণ কহি তার ঠাট [১] ॥
বড়ই ক্ষেমতা রাজার চৌঘুরি বিস্তর।
কুশাই নদীর পাড় জুড়িয়া তান নয়া নয়া ঘর ॥
আরে ঘর পারে ঘর দখিনা দুয়ারি।
স্বপনের কথারে যেমুন মধুমল্লার পুরী [২] ॥
বায়ান্ন দুয়ারী ঘর আবে ঝিলিমিলি।
সদরে কাছারে করেন রাজা ঠাকুরালী ॥
পুব পাহাড়ের শালধা কাঠে বড়া বড়া ঠুনি
ও ভাই বড়া বড়া ঠুনি।
রাজ্যের যত মাছুয়ারাঙ্গা মারিয়া দিছে ছানি ॥
দূরন বাক্যা নজর করলে বাইরা মালুম হয়।
মেঘের উপরে যেমুন রামধনুর উদয় ॥
হাতী ঘোড়া আছে রাজার দাওদা সুবিস্তার।
একদিন গেলাইন রাজা হরিণা শীকারে ॥ (১—১৬)

১ গুণ কহি তার ঠাট=তাঁহার গুণ ও ঠাটের (ক্ষমতা-প্রতিপত্তির) কথা কহিতেছি।

২ মধুমল্লার পুরী=মধুমালা প্রাচীন প্রবাদের পরী। এই পরীর উল্লেখ চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডে আছে।

(২)

বেবান জঙ্গলারে ভাই কূল নাই নাইসে কিনারা।
লোক লস্করে থইয়া না রাজা ছুডাইলাইন ঘোড়া॥
অতিশ বেগানন ঘোড়ার গায়ে আইল ঘাম॥
ঘোড়ার পিঠে থাইক্যে রাজা মালুম কইরা চায়।
সোণার বন্ন হরিণ গোটা[১] সামনে দেখা যায়॥
(হায়) দেখে রাজা চলে হরিণ ভালা সোণা দিয়া জোড়া।
শিঙ্গার হইয়াছে বহুত দুই কর্ম্ম খাড়া॥

এরে দেখে রাজা তবে ঘোড়া ছুটাইল।
ছুটিতে ছুটিতে ঘোড়া জঙ্গলে পড়িল॥
জঙ্গল ছাড়িয়া ঘোড়া ময়দানে চল্যা যায়।
সোণার বন্ন হরিণ দেখ আগু আগু যায়॥
রাজার লস্কর দেখ চাইর দিক্ বেড়িল।
বেড়িয়া না চাইর দিক্ হরিণ ধরিল॥
কেউ বলে মার মার কেউ বলে নাই।
ইহারে লইয়া চল রাজ্যপুরে যাই॥

তবে রাজা চক্রধর ভালা কোন্ কাম করে।
সোণার না হরিণ লইয়া গেল নিজপুরে॥ (১—১৭)

(৩)

শুন শুন পরাণ কন্যা কহিযে তোমারে।
হরিণ আন্যাছি এক তোমার লাগিয়া॥
সোণার বরণ হরিণরে রূপার বরণ আঁখি।
লালবরণ রক্তশিঙ্গা কখনও না দেখি॥

---

[১] গোটা=একটি;

ডুরি লাগাইয়া হরিণ বান্ধিয়া রাখিল।
কতদিনে হরিণ তবে কন্যার পোষনিয়া হইল ॥
খাওয়ায় নাওয়ায় কন্যা মনের মতন।
বনের হরিণে কন্যা করয়ে যতন ॥

একদিন হইল কিবা শুন দিয়া মন।
হরিণে করয়ে ছিনান কন্যা করিয়া যতন ॥
শিঙ্গের মাঝেরে কন্যা নিউলিয়া [১] চায়।
সোণার কবচ বান্ধা তাহে দেখতে পায় ॥
আচানক দেইখ্যা কন্যা কোন্ কাম করে।
কবচ খুলিয়া কন্যা লইল আপন হাতে ॥
হাতেত লইয়া কবচ কন্যা যখন চাইল।
সোণার বন্ন হরিণ দেখ কুমার হইল ॥
সুন্দর কুমার হায় পথম যৌবন।
এমুন সুন্দর রূপ না দেখি কখন ॥
চান্দ যেমুন নামিয়েছে আসমান ছাড়িয়া।
মোহিত হইল কন্যা কুমারে দেখিয়া ॥

কুমার কয় কন্যালো তুমি কি কাম করিলা।
শীঘ্র কইরা শিরের কবচ শিরেতে বান্ধহ।
লোকজনে দেখলে কন্যা হইবে বিপদ্ ॥
আচমকা রাজকন্যা কোন্ কাম করিল।
কুমারের কেশমধ্যে কবচ বান্ধিল ॥
যেই সে হরিণ ছিল সেইমত হইল।
ভাগ্যগুণে রাজার ঝি লো কেহ না দেখিল ॥ (১—২১)

---

[১] নিউলিয়া = নিরীক্ষণ করিয়া।

(৪)

পরথম যৌবন লো কন্যা পরথম বয়সে।
মেঘমতী নাম কন্যা চন্দ্র যেমুন হাসে॥
কি কব কন্যার রূপ কইতে না জোয়ায়।
যেই জন দেখে কন্যা করে হায় হায়॥
মেঘমতী নাম কন্যা মেঘের বরণ চুল।
মুখখানি দেখি কন্যার চন্দ্র সমতুল॥
সেজুতিয়া [১] তারা যেমুন জ্বলে দুই আঁখি।
রাঙ্গা রাঙ্গা দুই ঠোঁট সিন্দুরেতে মাখি॥
হাসিলে কৌতুকে কন্যা পুরী সে উজলা।
গলায় শোভিছে কন্যার হীরা ফুলের মালা॥
পিন্ধনে পইরাছে কন্যা অগ্নি পাটের শাড়ী।
মাথার কেশ বাইন্ধাছে কন্যা নিয়া মুক্তাদড়ি।
নিছ্যা মুছ্যা লয় মায় চন্দ্রমুখ খানি।
আদর কর্য্যা ডাকত মায় কন্যা জীরালনী॥
সেইত দুঃখিনী মাও গেছে বনবাসে।
এই দুঃখ পায় কন্যা পরথম বয়সে॥
সে সব বহুত কথা এই খানে রহিল।
রাত্রিকালে দেখ কন্যা কোন্ কাম করিল॥

জোড় মন্দির ঘর কন্যা একেলা শুইয়া।
সোণার পালঙ্কে রাখে হরিণ বান্ধিয়া॥
এক পর রাত্রি গেল কন্যার হায় যে হুতাশে।
দুই পর রাত্রিকালে কন্যা পালঙ্কেতে বইসে॥
তিন পর রাত্রিকালে কন্যা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
শিঙ্গা হইতে লইল কন্যা কবচ খুলিয়া॥

---

১ সেজুতিয়া=সন্ধ্যার।

চান্দ সমান রাজার পুত্র সামনেতে খাড়া।
ঘুমায় রাজ্য না বাসী না জানে সে তারা ॥

কোথায় আইলাম সুন্দর কন্যালো কিবান দেশের নাম।
দুঃখের না হাতে কন্যা করিলে আছান [১] ॥
কিবা তোমার বাপ মাও কি নাম তোমার।
পরিচয় কথা কন্যা কহ একবার ॥
কন্যা কহে শুন শুন কুমার সুন্দর।
গঞ্জের হাটে বসে রাজা নাম চক্রধর ॥
তার কন্যা আমি রে কুমার নাম মেঘমতী।
সোহাগে রাখিল মোরে নাম জীরালনী ॥
কোথায় তোমার বাড়ীরে ঘর কেবা বাপমাও।
সুন্দর কুমার মোরে জানাইয়া যাও ॥

এই কথা শুনিয়া কুমার কান্দিতে লাগিল।
পালঙ্কে বসিয়া কুমার কহিতে লাগিল ॥
দণ্ডপুরে বাস করি রাজা দণ্ডপতি।
তাঁর পুত্র হই আমি শুন মেঘমতি ॥
বিমাতা কুচক্রী হইয়া পাঠায় বনবাসে।
রাজারে কইরাছে রাণী আপনার বশে ॥
বহুরা বেইমান বুড়ী মায়ের চাইয়া।
সতাইরে বনের ওষুধ দিল সে আনিয়া ॥
অত নাই সে জানিলো কন্যা তত নাই সে জানি।
সতাই দেখিত মোরে তার পরাণ মণি ॥
একদিনের কথা কন্যা এই মনে হয়।
বিভুলা নিদ্রায় দেহা হইলা অবশ ॥

---

১ আছান=সান্ত্বনা।

পরেত হইলা কিবা কিছুই না জানি।
বনেত পরবেশ করি হইয়া বনের প্রাণী॥

বাঘ ভালুকের হাতে কন্যা কখন পরাণ যায়।
শিকারী জনের হাতে কন্যা কে রাখে আমায়॥
বার বছর যায় কন্যা কান্দিয়া কান্দিয়া।
এই খানে আনিল কন্যা তোমার বাপেত বান্ধিয়া॥
এই কথা শুনিয়া কন্যার আঁখ্‌খি জারে জার।
কন্যা কহে দুঃখের কথা শুনহে আমার॥
কঠিন নিঠুর বাপ পাষাণ হইল।
আমার মায়েরে দেখ বনবাসে না দিল॥
আমার সতাইর দেখ মুখে মধুর হাসি।
কুচক্র করিয়া মায় করলো বনবাসী॥

আমার দুঃখিনী মাও কই সে জানি আছে।
রাজ্যসুখ ছাইড়া বনে যাইতাম তার কাছে॥
আর এক কথা শুন দুঃখের বিবারণ।
বিমাতার পুত্র ভাই আছে একজন॥
দুরন্ত দুলাই ভাই মোরে করব বিয়া।
মনে মনে এই কথা রাখিছে ভাড়াইয়া॥
বিষ খাইতাম নহেরে গলে দিতাম দড়ি।
সাথী সঙ্গ পাইলে যাইতাম বাপের রাজ্য ছাড়ি॥

ডুকরিয়া কান্দে কন্যা জোড় মন্দির ঘরে।
কুমার কহে শুন শুন কন্যা কহি যে তোমারে॥
এক সুতে বাইন্ধাছে বিধি তোমারে আমারে।
যত দুক্ষ পাইয়াছি দেখ মা বাপের হাতে॥
সে সব দুক্ষের কথা কইতে না ফুরায়।
তোমারে ছাড়িয়া যাইতে আমার মন নাই সে চায়

হরিণ হইয়া থাকি কন্যা তোমার মন্দিরে ।
পরথম যৌবন কন্যা বিয়া কর মোরে ॥
দেখিয়া তোমার রূপ মজিয়াছে আঁখি ।
এমুন সুন্দর রূপ কভু নাই সে দেখি ॥
সুযোগ পাইলে কন্যালো যাইব পলাইয়া ।
এইখানে করি বাস তোমারে লইয়া ॥
তোমার মায়েরে কন্যা খুঁজিয়া লইব ।
তারপর নিজ রাজ্য উদ্ধার করিব ॥
তোমারে করিব লো কন্যা রাজপাটরাণী ।
তোমারে করিব কন্যা আমার মাথার মণি ॥

ভুলিল রাজার কন্যা পরথম যৌবন ।
কুমারের হাতে কন্যা সপে দেহ মন ॥
এই মত আছে কন্যা আপন বাপের ঘরে ।
রাজ্যবাসী লোক যত এতেক না জানে ॥ (১—৮৮)

(৫)

খাওয়ায় ধুয়ায় কন্যা পালয় হরিণ ।
ভিতরে গুমুর [১] কথা কেহর না জানা ॥
দিনেত হরিণ সেই রাত্তি সে কুমার ।
এই মতে যায় দিন সুখে দুই জনার ।
একদিন ভোলা কন্যা কোন্ কাম করিল ।
সোণার কবচ দেখ খুলিয়া না লইল ॥
রাত্রি না দুপুর কালে পালঙ্কে শুইয়া ।
দুই জনে কহে কথা নিরলে থাকিয়া ॥

---

১ গুমুর=গোপন ।

নিতি নিতি কবচ কন্যা কেশে রাখে বান্ধিয়া।
আজিকার কবচ কন্যা ফালায় হারাইয়া॥
ঘুমতনে জাগিয়া কন্যা দেখে ভোর রাতি।
কন্যা কহে উঠ উঠ পরাণের পতি॥
উঠ উঠ পরাণ প্রভো চক্ষু মেলি চাও।
গাছেতে কোকিলা ডাকে রজনী পোহায়॥
জাগিল সুন্দর কুমার প্রভাতের কালে।
কবচ ধরিতে কন্যা বান্ধা কেশ খুলে॥
সারা কেশ বিলি বিলি কবচ নাইসে পায়।
মাথায় হাত দিয়া কন্যা করে হায় হায়॥
কি হইব উপায় কন্যা কি হইব হায়।
কোন দৈব বাদী হইল কি করি উপায়॥

বিমাতা রাক্ষসী কিবান জানিতে পারিল।
গোপন করিয়া কবচ চুরি করিয়া নিল॥
খাটেত পড়িল কিবা নিশিরাত্র দায়।
উলটি পালটি কন্যা কবচ বিচরায়॥
কুমার কহে কন্যা হিতে বিপরীত।
বিপদ্ বাড়িল কন্যা বুঝহ নিশ্চিত॥
তোমার কলঙ্ক কন্যা আমি যাব শূলে।
আজি দিবা কন্যা তুমি রাখ মোরে ছলে॥
দাসীগণে ডাক কন্যা ঘুমে অচেতন।
খোলহ মন্দির দুয়ার তুরন্ত গমন॥
শিথান বালিশে কন্যা বিছান ঢাকিয়া।
এহি মতে কুমার তবে রাখে লুকাইয়া॥

কন্যা কহে ধাইলো মোর গায়ে আইল জ্বর।
ছিনানের কার্য্য নাই তোমরা যাও নিজ ঘর॥

না করিব ছান লো ধাই, না খাইব অন্ন।
দারুণ জ্বরেতে মোর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন॥
চক্ষু দুটি হইল মোর রক্তের আকার।
মাথার বিষে মরি লো ধাই দেখি অন্ধকার॥
চল্যা গেল ধাই সব কন্যা রইলো পড়িয়া।
এই মতে গেল দিন শয্যা সামালিয়া॥

*   *   *   *

রজনী দুপর কালে কন্যা ধীরে কথা কয়।
এই ভাবে থাকা কন্যা পরাণ সংশয়॥
বিদায় দেহ চন্দ্রমুখী কন্যালো বিদায় কর মোরে।
পরাণে বাঁচিলে দেখবা তোমার দুয়ারে॥
বনে বনে তল্লাস না করি দেখমু তোমার মায়।
প্রাণ থাকিলে হইব দেখা কহি যে তোমায়॥
বিদায় লইয়া রাজার পুত্র পন্থে মেলা দিল [১]।
কন্যার চক্ষের পানি পালঙ্গ ভাসিল॥
কান্দে মেঘমতী কন্যা ভূমে লুটাইয়া।
ভিনদেশী নাগর সনে হইল গোপন বিয়া॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কথা খণ্ডন না যায়।
দিবসে দেখিয়া স্বপন যেন হায়॥ (১—৫২)

(৬)

হেথায় রাজার পুত্র নাগর দুলাই।
রাত্র দিবা ভাবে কন্যা অন্য চিন্তা নাই॥
আহা কন্যা জীরালনী কেমনে পাইব।
জীরা বিনা পরাণ মোর কেমুনে রাখিব॥

---

[১] মেলা দিল=যাত্রা করিল।

রাজ্য বেরথা ধন বেরথা মনের মানুষ না পাই।
কি করিব মাও বাপ অন্য নাই সে চাই॥
যত যত রাজকন্যা বাপে সম্বন্ধে সে আনি।
নাগর ডুলাই কহে বিয়া না করিবাম আমি॥
হায় বিধাতা দুষ্মন হইয়া হইল প্রতিবাদী।
জীরালনী কন্যা বুইন না হইত যদি॥
আমার পরাণ জীরা নয়নের কাজলী।
হেন জীরায় ভইন করিয়া ভাগ্য দিল গালি॥

ভাব্যা চিন্ত্যা রাজপুত্র কোন্ কাম সে করে।
বাগান রচিল এক গড়ের ভিতরে॥
ভালা করিয়া পরিপাটী লাগাইল চারা।
চাইর দিকে দিয়া খুটি জীগায় দিল বেড়া॥
মাঝে মাঝে লাগাইল নানা জাতি ফুল।
ফুটিল সোণার চাম্পা গন্ধেতে আকুল॥
মালতী মল্লিকা কত লেখাজোখা নাই।
টগর যুথী লাগাইল নাগর ডুলাই॥
সূর্য্যমুখী ফুল ফুটে সূর্য্যমুখ চাইয়া।
ফুল ফুটে স্থলপদ্ম রাঙ্গা জবা ধিয়া॥
হীরা জীরা ফুটে ফুল নইক্ষত্র আকৃতি।
সপ্পফনা ফুল ফুটে সপ্পের আকৃতি॥
ধনুকা কাটালী চাম্পা, চাঁপা নানা জাতি।
এমতে ফুটয়ে ফুল নাহি দিবা রাতি॥

ফুলের বাহার দেখ্যা কন্যা জিরালনী।
ধায়ের কাছে কয় কন্যা না দেখি না শুনি॥
শুনলো নাগরী ধাই কহি যে তোমারে।
রাজার পুত্র করে বাগান দেখছনি তাহারে॥

ধাই কহে শুন কন্যা আশ্চর্য্য ঘটন।
এমুন ফুলের রাজ্য না দেখি কখন ॥
এক ডালে লক্ষ চাম্পা রইয়াছে ফুটিয়া।
আসমানের তারা যেমুন রাখ্যাছে বান্ধিয়া ॥
বসন্ত রাখ্যাছে বান্ধিয়া কুমার বাগানে।
চল কন্যা যাইবানি বাগান দরিশনে ॥
ভাইয়ের লাগাইল বাগান ভইনে নাইসে দেখে।
একবার সার্থক জন্ম নিজ নয়নে দেখে ॥

সুবুদ্ধি রাজার মাইয়ার কুবুদ্ধি যে হইল।
আস্তে ব্যস্তে ধাইয়ের সঙ্গে পন্থে মেলা দিল ॥
দুপুরিয়া দিনের বেলা কেউ নাই যে কোথা।
জিরালনী ধাইয়ের সঙ্গে উপনীত তথা ॥
দেখিয়া বাগান কন্যা নয়ান জুরায়।
সার্থক করিয়া ভাই যে বাগিচা বানায় ॥
কত ফুল চিনি বা কতক নাহি চিনি।
একে একে দেখে ফুল কন্যা জিরালনী ॥
বসন্ত হাওয়ায় কন্যার দীর্ঘ কেশ উড়ে।
একে একে যায় কন্যা সকল খান ঘুরে ॥
দুপুর হইল গত হাল্যা পড়ে রবি।
ছানের বেলা যায় কন্যা চল শীঘ্র করি ॥
চমকিয়া কন্যা তবে কোন্ কাম করিল।
ধাইয়ের সঙ্গতি কন্যা মন্দিরে সামাইল ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা কে খণ্ডাইতে পারে।
এক গাছি কেশ ছিঁইড়া রইল পুষ্প ডালে ॥ (১—৫২)

(৭)

কাম কর মালী আরে আমার বাগানে।
এক কথা মালী আরে সুধাই তোমারে ॥

বাগানের পথে দেখি পায়ের দাগ পড়ে।
কোন্ জনে আইল মোর পুষ্প লইবারে ॥
সর্ব্ব ফুল দেখে দুলাই নেহালি নেহালি।
কেহ নাই সে ছুইয়াছে তার কুসুমের কলি ॥

মালী কহে ধর্ম্মরাজ যেখানে যা ছিল।
নড়চর কারো কিছু কভু না হইল ॥
কেবা আইল কেবা গেল কিছু নাইসে দেখি।
বাগানের পুষ্পলতা আছে তার সাক্ষী ॥
বনেত কুকিলা ডাকে ঘন ঘন বায়।
দেখয়ে কুমার এক কেশ উড়ি যায় ॥
থাপা দিয়া ধরে কুমার মুইঠে লইল কেশ।
জোড়মন্দির ঘরে গিয়া করিল পরবেশ ॥

দুর্জ্জন রাজার বেটা ফন্দি করে ভারি।
সোণার কবাটে দিল রূপার খিল ভরি ॥
ধাই দাসী ডাকে কুমার ছানের বেলা যায়।
খিদায় কাতর পরাণী ডাকছে রাণী মায় ॥
কবাট না ঘুচায় সে কুমার নাহি করে রাও।
শুনিয়া দৌড়িয়া আইল পাগলিনী মাও ॥
মায় ডাকে ঘন ঘন কুমার উঠরে সকালে।
খিদা লইয়া মায়ের পুত্র থাকবে কত কালে ॥
তবে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসয় পুতে।
উঠ পুত্র কিবান হইল কহ মোর থানে ॥

আস্তে ব্যস্তে কবাট খুলিয়া বাহির হইল।
মায়ের মন্দিরে গিয়া মাওকে দেখাইল ॥
আজুকা বাগানে মাগো গেলা ভরমিতে।
আচানক চিজ এক দেখি আচম্বিতে ॥

আমার হুকুম না লইয়া কে গেল বাগানে।
তাহার মাথার কেশ দেখ বিগুমানে॥
মানুষ হইব কিবা হইব দানা পরী।
এমন দীঘল কেশ কভু নাইসে দেখি॥
এই কেশ যার মাগো তারে করবাম বিয়া।
তা নইলে ত্যজিব পরাণ গলে কাতি দিয়া॥
না ছুইব অন্ন মাগো না পিইব পানি।
জোড়মন্দির ঘরে মাগো ত্যজিম পরাণী॥ (১—৩৫)

(৮)

কান্দিয়া আকুলা রাণী রাজারে জানায়।
শুন্যা রাজা চন্দ্রধর করে হায় হায়॥
এমন যাহার কেশ কোথা পাইব তারে।
পাইয়া দুর্ল্ভ পুত্র হারালাম তারে॥
এমন সুন্দর কন্যা পাইব কোথাকারে।
রাণী কহে এই কন্যা আছে তব ঘরে॥

শুনিয়া হইল রাজা অতি চমৎকার।
চিন্তায় হইল মরা ভাবে আর বার॥
না দেখি না শুনি কভু অঘটন হেনে।
ভাই হইয়া বহিন বিয়া করিবে কেমনে॥
পাত্রমিত্র লইয়া রাজা যুক্তি যে করিল।
রাজ্যের পণ্ডিতগণ সব একত্রে করিল॥

তবেত পণ্ডিতগণ গণে যুকতি বাতলায়।
শুন রাজা এক কথা কহি যে তোমায়॥
পূর্ব্বে রাজা বীরসিংহ-ছত্র দেশপতি।
ভাই হইয়া ভগ্নী বিয়া করিল এমতি॥

তাঙ্গুয়ায় রাজপুত্র মাণিক্য সে রায়।
মামাতু ভগ্নীরে বিয়া করিল সে দায়॥
আর যত হইল বিস্তার কথন।
এ বিয়ার দোষ নাই কহে গুরুজন॥
তুমি যদি অনুমতি দেহ রাজ্যপতি।
শাস্ত্র বলে দোষ নাই না হইব অগতি॥

এত শুন্যা রাজা তবে আনন্দিত মন।
বিয়ার লগ্ন দেখে রাজা বিচারিয়া ক্ষণ
শুন শুন মাও জীরা কহে পাটরাণী।
তোমার রূপের কথা জগতে বাখানি॥
গুরুজনের কথা মাগো না কর হেলন।
সুখেতে বঞ্চহ ঘরে না ভাইব দুষ্মন [১]॥
তোমারে করিব মাগো রাজপাটেশ্বরী।
এত বলি কান্দে রাণী জীরার হাত ধরি॥
জীরা কহে শুন মাগো আমার এক কথা।
রাখিব বাপের কথা না হবে অন্যথা॥
বিয়ার উদেযাগ কর রঙ্গ-পরিহাসে।
এতেক বলিয়া তবে জীরালনী হাসে॥ (১—৩৪)

(৯)

দুই নয়ান ঝরে জলে রাণী নাইসে দেখে।
আপন মন্দিরে রাণী গেল নিজ সুখে॥
হেনকালে কন্যা জীরা কোন্ কাম করিল।
ছানের অছিলায় কন্যা গাঙ্গের ঘাটে গেল॥
আষাঢ়িয়া পাগল নদী ঢেউয়ে কূলে পানি।
পাগল হইয়া কন্যা ধাইল একাকিনী॥

---

[১] না ভাইব দুষ্মন = আমাদিগকে শত্রু বলিয়া ভাবিও না।

সোণার বাটায় গাইন্ঠ খিলা যতনে বান্ধিয়া।
ধাই দাসী চলে সঙ্গে উলাস করিয়া ॥
কেউ লইল গামছা আর কেউবা পাটের শাড়ী।
কেউ লইল গন্ধ তেল কেউ বা সন্নের ঝারি ॥

আস্তে ব্যস্তে চলে তারা দড়বড়ি পথ।
ততক্ষণে গেল জীরা নয়া গাঙ্গের ঘাট ॥
মনের বাহার পানসী বৈঠা পবন কাটে।
সেই নাও পাইয়া কন্যা পারা দিল ঘাটে ॥
ভাসিল মনের [১] নাও জলের উপরে।
আউলা দীঘল কেশ ডেউয়ে নাইসে ধরে ॥
আছাড় খাইয়া পানি নাও ভাসাইল।
উতালা তুরুঙ্গ [২] ঢেউ পাগল হইল ॥
সন্নের পরতিমা খানি ঢেউয়ে ভাইস্যা যায়।
এরে দেখ্যা ধাই দাসী করে হায় হায় ॥
ধাই দাসী ডাক্যা কয় কন্যা পাড়েত উত্তর।
কি দিব উত্তর মায়ে যদি না যাও ঘর ॥
মাঝ নদীতে থাক্যা কন্যা ডেউয়ে মারে বাড়ি।
জলের উপরে কন্যা ভাসে একেশ্বরী ॥

শুন শুন ধাই দাসী তোমরা যাও ঘরে।
বাপের আগে জানাও খবর মায়ের গোচরে ॥
ভাইয়ের আগে জানাও খবর আর না কিছু চাই।
জলেতে ডুবিয়া মরি অন্য উপায় নাই।
সংসারে নাই মোর বাপ মাও ভাই ॥

---

১ মনের=মনপবন নামক কাঠের। ২ তুরঙ্গ=তরঙ্গ।

অঘুর[১] জলে ঘর বান্ধিম সংসারে কি আশা।
কারে বা দিবাম আমার কপাল সর্ব্বনাশা॥
মায়ে করিলা বনবাসী ঝিরে দিলা জলে।
সুখে থাকুক সতীনা মা তোমরা সকলে॥
আজ হইতে পায়ের কাঁটা দূরত হইল।
সতীনের বংশ শেষ জঞ্জাল ঘুচিল॥

শুন শুন ধাই দাসী জানাই তোমরারে।
এক কথা কইও আমার বাপের গোচরে॥
আমার অভাগী মাও যদি ফিরে ঘরে।
আমার মরণ কথা না জানাইও তারে॥
আর কথা শুন ধাই জানাই তোমরারে।
সাজনের যতেক দর্ব্ব জোড়মন্দির ঘরে॥
সেই সব তোমরা যতনে লইও।
অভাগী জীরার কথা মনেতে রাখিও॥
কন্যার সমান কইরা পালিলা আমারে।
মায়ের মতন ধাই জানতাম তোমরারে॥
ঢেউয়েতে ভাসিছে কন্যার লম্বা মাথার চুল।
পাড়ে থাক্যা ধাই দাসী কান্দিয়া আকুল॥ (১—৪৭)

(১০)

* * * *

থালের মধ্যে বাড়া ভাত ভিঙ্গারে রইছে পানি।
ভোজন লাগিয়া আইস মাও জীরালনী॥

* * * *

---

১ অঘুর=ঘোরতর; এখানে "অ" অক্ষরের অর্থ বিপরীত। লৌকিক ভাষায় এইরূপ বিপরীত অর্থ মাঝে মাঝে দেখা যায় যথা—"তোমার চেষ্টা অবৃথা যাইবে না" এখানে অবৃথা অর্থ বৃথা।

"মাও হইয়া শাশুড়ী হইলা কোন বা লাজে নিতে আইলা
মনের নাও পবনের বৈঠা ডুবরে ডুব।"
"থালে ভাত ভিঙ্গারে পানি
আইস আইস কন্যা জীরালনী।"
"বাপ হইয়া শ্বশুর হইলা
কোন বা লাজে নিতে আইলা গো।
ওরে মনের নাও।
পবনের বৈঠা বাইয়া পাতালপুরে যাও॥

কোন্ জনে দেখাইমু মুখ, মুখে মাখলাম কালী
ওরে পবনের নাও।
অভাগী জীরারে লইয়া পাতালপুরে যাও॥
যুদি আসে অভাগী মাও কইও তারি কাছে।
তোমার না জীরালনী পাতালপুরে আছে॥"
"থালে ভাত ভিঙ্গারে পানি আমার মাথা খাও।
শুন ভইন জীরালনী মোরে না ভাড়াও॥"
"ভাই হইয়া স্বয়ামী হইলা।
কোন্ বা লাজে নিতে রে আইলা রে॥
ওরে মনের নাও।
এই মুখ দেখিবার আগে পাতালপুরে যাও॥
পবনে বৈঠা কন্যা ফালাইল দূরে।
ঝলকে উঠিয়া পানি মনের নাও বুরে[১]॥
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাইঙ্গা পড়ে নদী যে পাগেলা।
ডুবিল সুন্দর কন্যা সোণার পুতুলা॥
মাও গেল বনবাসে কন্যা ডুবে জলে।
গাঙ্গের ঘাটে নাইসে লোক আপ যারে বলে॥ (১—২৬)

---

১ বুরে=ডুবিয়া যায়।

(১১)

চক্রধর রাজার কথা এইখানে থুইয়া।
কি হইল রাজার না মাইয়ার শুন মন দিয়া॥
ভাটি-বাঁকেরে আরে ভাটি-বাঁকে।
হায় ভাটি-বাঁকে বইসে ভালা জাল্যা আর জাল্যানি।
ঝিনাইর মুক্তা লইয়া তারা করে বেচাকিনি॥
জাল বাও জালিয়া ভাইরে শুন বিবারণ।
সদাগর-পুত্র আইল মুক্তার কারণ॥
ভাইট্টাল বাঁকে চাঁদ ডিঙ্গা উজান বাঁকে ঘর।
কোন্ দিকে তোমার বাড়ি কহত উত্তর॥
নদীর না উজান বাঁকে বসতি আমার।
উঁচা উঁচা কলাগাছ কহি চিহ্ন তার॥
এই কথা শুনিয়া লোক সাধুরে কহিল।
শুনিয়া সাধুর পুত্র ত্বরিতি আইল॥
সেরেতে মাপিয়া মুক্তা লইল ভারিয়া।
হেনকালে দেখে সাধু নজর করিয়া॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘর খানি পাতালতার ছানি।
তার মধ্যে বসত করে জাল্যা আর জাল্যানী॥

সাধু বলে জাল্যা তোমার সংসারে কে আছে।
পুত্র কন্যা থাকে যদি আন মোর কাছে॥
কিছু কিছু মেওয়া আমি দেহি ত তাদেরে।
জাল্যা কহে পুত্র বিধি না দিল আমারে॥
সাধু কহে পত্যয় না করি তোমার কথা।
ভাঙ্গা ঘরে চান্দের আলো দিয়াছে বিধাতা॥
তবেত জাল্যানী কাইন্দা কহিতে লাগিল।
নিশি রাইতে জালে বন্দী যে ধন পাইল॥

রাজার কুমারী কিবা দেবের দুলালী।
জীরা জীরা বল্যা ডাকে ঘন ঘন বুলি ॥
এক কন্যা দিলা বিধি মোরে আচম্বিতে।
এক খানি তেনা নাইগো গায়ে তুল্যা দিতে ॥
দিনমানে মুইটা [১] ভাত খাইতে নাই সে পাই।
রাজার দুলালী লইয়া বড় দুঃখ পাই ॥
কি কব মায়ের রূপ দেবের দুর্লভ।
এক মুখে কত কইবাম রূপের গৌরব ॥
কড়ার তৈল ঘরে নাই মোর কেশেতে মাখিব।
এক খানি গয়না নাই অঙ্গে জুড়িয়া দিব।
আন্তকা (?) দৈব্যতি (?) নাইরে মুখে তুইল্যা দিব ॥
বড় দুঃখে ঘরে আছে আমার গুণের ঝি।
মুখে নাই রাও চাও আর কব কি ॥
তাহার গুণের কথা কইতে নাইসে পারি।
উপাসে ঝুরিয়া মরে তবু মুখে হাসি ॥
গির কার্য্য করে কন্যা আমরা থাকি জালে।
রান্ধিয়া ক্ষুদের অন্ন রাখে সর্ব্বকালে ॥
শীতের বাতাসে কন্যা অঙ্গে ছেঁড়া বাস।
তবু না মৈলান কন্যার মুখে মিষ্ট হাস ॥
বার্য্যাতে পাতার ঘর উছিলাতে [২] ভাসে।
চিত্তি সুখে থাকে কন্যা দুঃখে নাইসে বাসে ॥
মশার কামড়ে তার সর্ব্ব অঙ্গে চাকা।
দায় হইল হেন কন্যা ভাঙ্গা ঘরে রাখা ॥
ভাগ্যগুণে ভাগ্যা লক্ষ্মী ঘরেতে আইল।
দুঃখিনী জানিয়া মায় স্মরণ করিল ॥

---

[১] মুইটা = মুষ্টি। 	[২] উছিলা = বন্যা

এতেক বলিয়া কান্দে জাল্যা আর জাল্যানী।
দুই নয়ানে ভাসিয়া পড়ে উছিলার পানি॥
সাধু পুত্র কয় জাল্যা না কান্দিও আর।
কন্যা দিয়া ধন লও মনে যা তোমার॥

এই কথা শুনিয়া জাল্যানী জুড়িলা ক্রন্দনে।
লক্ষীরে ছাড়িয়া ঘরে থাকিব কেমনে॥
অপুত্রার পুত্র মাও মোর নির্ধনিয়ার ধন।
ভাঙ্গা ঘরে চান্দের আলো শুন মহাজন॥
এ ধন ছাড়িয়া মোরা ধন নাইসে চাই।
জুড়িয়া বেড়িয়া থাকুক করুন গোঁসাই॥
আর যত যত দুঃখ কপালেতে আছে।
সকল পাইয়া যেন মোর এই ধন বাঁচে॥
জাল বাহিয়া আইয়া যখন মাও সে বইল্যা ডাকি।
বেগার মেন্নতের * কথা ভুলি চান্দ মুখ দেখি॥
সাঞ্ঝ্যা কালে বাতি দিতে কেউ নাই মোর ঘরে।
রান্ধিয়া ক্ষুদের অন্ন কেবান দিব পাতে।
মাছের ঝাপানি মোর কেবা দিব মাথে॥
আর ধনে কার্য্য নাই মোর এই ধন চাই।
জুড়িয়া বেড়িয়া থাউক করুন গোঁসাই॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনের লোভ তাহারে পাশুরী।
জালিয়া তুলিয়া হাতে লইল জালের দড়ী॥

জাল্যানী কয় শুন শুন ধার্ম্মিক সুজন।
বিধাতা দিয়াছে দুঃখ ছাড়াইব কেমুন॥
দুঃখের সহিত দিছে এহি মোর সুখ।
ঘুম তনে উঠিয়া দেখি আমার মায়ের মুখ॥

---

* বেগার মেন্নত = লাভশূন্য খাটুনি

এই সুখ ধনে বেচি দুঃখ হবে সারা [১]।
খসিবে হাতের শঙ্খ পতি যাবে মারা ॥
মুক্তা লইয়া ঘরে যাহ সাধু মহাজন।
কন্যারে বদলি দিয়া না লইব ধন ॥

* * * *

মায়ের গলা ধইরা জীরা কান্দিতে লাগিল।
শুন গো জাল্যানী মাও আমার যে কথা ॥
বড় দুঃখে আছ তোমরা গো খাইতে নাই সে পাও।
রাত্র দিবা জাল বাইয়া মিছা দুঃখ পাও ॥
আমারে বিকাইয়া লহ এক ডিঙ্গা ধন।
দারিদ্র্য ঘুচিবে মাও থাকিবা সুখেতে।
জীবন ভরিয়া দুঃখ ভুঞ্জিবা কি মতে ॥

জাল্যানী কাইন্দা কহে মাও ফাঁকি দিতে চাও।
বেরথায় ধনের লোভে মোদেরে ভাঁড়াও ॥

জীরা (সাধুর প্রতি)

শুন শুন সাধুর পুত্র কহি যে তোমারে।
ডিঙ্গা ধন দিয়া তুমি কিন্যা লও মোরে ॥
আমার না বাপ মাও বড় দুঃখ পায়।
উপাসে কাবাসে, মায়ের দুঃখে দিন যায় ॥
ভাঙ্গা ঘর বাইন্ধা দিবা উলুছনে ছানি।
পুব পাহাড়ের শালঠা কাঠে দিয়া তার ঠুনি [২] ॥

---

১ এই সুখ···সারা=ধনের লোভে এই সুখ বিক্রয় করিয়া দুঃখে সারা হইবে।

২ পুব···ঠুনি=পূর্ব্বদিকের পাহাড় হইতে শাল্টি (শাল) কাঠ আনাইয়া তাহা দিয়া থাম (ঠুনি) তৈরী করিয়া দিবে।

ঘর ভরিয়া দেহ নানা ধন দিয়া।
তবে ত আমারে তুমি যাইবা লইয়া॥

কিন্তু এক কথা মোর শুন মহাজন।
কন্যা কহে সাধু তুমি ধার্ম্মিক সুজন॥
পরপুরুষ তুমি আমি যুব্বামতী।
কেমনে রহিবাম কাছে হইয়া যৈবতী॥
অবিচার নাই সে কর ধর্ম্মের দোহাই।
একেলা বঞ্চিব ঘরে দুসর না চাই॥
পাতের অন্ন না খাইব পিরথক শয়নে।
থাকিব তোমার ঘরে এহিত [১] বসনে॥
তৈল না মাখিব কেশে না করিব ছান।
মাটিতে শুইব আমার আইঞ্চল বিছান॥
খাইব ক্ষুদের অন্ন আলবনী [২] হইয়া।
আমার অমতে মোরে না করিবা বিয়া॥
একত পরতিজ্ঞা মোর শুন মহাজন।
পরতিজ্ঞা পূরণ হইলে বিয়ার কথন॥ (১—১১০)

* * * *

(১২)

কন্যা লইয়া যায় সাধু তের নদী বাইয়া।
জাল্যা আর জাল্যানী কান্দে জোড়মন্দিরে রইয়া॥
আবের ছানী জোড় না মন্দির হইল অন্ধকার।
মাথা থাপাইয়া কান্দে করে হাহাকার॥

---

১ এহিত=এই যে কাপড় পরিয়াই আছি তাহা পরিয়াই থাকিব।
২ আলবনী=লবণ-শূন্য।

হেথায় হইল কিবা শুন দিয়া মন।
ছয় মাসে গেল সাধু আপন ভবন॥
রতন মন্দিরে কন্যায় যতনে রাখিল।
যেমতি কহিল কন্যা সেমতি রহিল॥

এক দিন কহে কথা সাধুর নন্দন।
কহ কহ কন্যা শুনি পূর্ব্ব বিবারণ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কন্যা সকলি কহিল।
সোণার হরিণ কথা গোপন রাখিল॥
কন্যা কহে শুন শুন সাধুর নন্দন।
মাও মোর কোন বনে করে বিচরণ॥
খবইরা পাঠাইয়া তুমি এহি খবর লও।
আর এক কথা মোর শুন মহাজন।
সংসার ভরমিয়া দেখি আশ্চর্য্য ঘটন॥
একদিন ধাই মোরে গল্পে শুনাইল।
এক দেশের রাজপুত্র হরিণ হইল॥
বিমাতা কুচক্রী হইয়া শিরে বাইন্ধে টুকি।
মানুষ হরিণা ছিল জঙ্গলাতে থাকি॥
কোন্ দেশের রাজা দেখ শীকারেতে গেল।
সেইত সোণার হরিণ বান্ধিয়া রাখিল॥
ধরিয়া বান্ধিয়া রাখে বন্দি শালা ঘরে।
এই মত থাকে হরিণ কিছু দিন পরে॥
কি মতে মানুষ হইল কিছুই না জানি।
সত্যমিথ্যা কথা তুমি জানহ আপনি॥
এই দুই সমাচার মোরে আজ্ঞা দাও।
পশ্চাৎ বিয়ার কথা শুন মহাশয়॥
আর কথা শুন সাধু কহি যে তোমারে।
একেলা না রইব আমি তোমার না ঘরে॥

সঙ্গে ত করিয়া মোরে লইবা মহামতি।
তোমার চরণে আমার এতেক মিন্নতি ॥

তবেত সাধুর পুত্র কোন্ কাম করে।
চৌদ্দখান ডিঙ্গা সাধু সাজায় সত্বরে ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গার মাস্তুল খাড়া উড়াইল পাল।
বাইছা গণে[১] ডাক্যা কয় সাধু করহ সামাল ॥
বেবান[২] সায়রে ডিঙ্গা যখনে পড়িল।
পূবের নাবায়[৩] মেঘা গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
বাইছা গণে কহে সাধু না কর গমন।
আজিকার আসমানে দেখি কুলক্ষণ ॥ (১—৩৪)

(১৩)

সুবুদ্ধি সাধুর পুত্র কুবুদ্ধি হইল।
ডিঙ্গা বাইতে মাঝি মাল্লায় হুকুম করিল ॥
সাজ্যা আইল বার দেওয়া[৪] ঘন ঘন ডাকে।
বান পাথালে পড়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা পাকে ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে ডিঙ্গা বেসামাল হইল।
পর্ব্বত পরমান ঢেউ গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
ঝিনাই[৫] হেন ভাসে ডিঙ্গা করে টলমল।
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা করে উভে হইল তল ॥

---

১ বাইছা গণে=নৌকাবাহকগণকে, মাঝিদিগকে।

২ বেবান=দুর্লঙ্ঘ্য। ৩ পূবের নাবায়=পূব আকাশের নিম্নভাগে।

৪ বার দেওয়া=নানা পুস্তকে নানারূপ মেঘের কথা আছে, পুষ্কর, আবর্ত্ত, সম্বর প্রভৃতি মেঘের নাম সংস্কৃতে পাওয়া যায়। এখানে যে বার মেঘের উল্লেখ আছে, তাহারা কি কি ?

৫ ঝিনাই=ঝিনুক।

ভাসিল সাধুর পুত্র ঢেউয়ের উপরে।
আরবার রাজার কন্যা ভাসিল সাওরে ॥
কপালের তুঃখ দেখ না যায় খণ্ডন।
পরেত হইল কিবা শুন সভাজন ॥ (১—১২)

(অসমাপ্ত)

পরীবানুর হাঁহলা

পরীবানুর হাঁহলা

(১)

ধুয়া—সাইগরে ডুপালি[১] পরীরে
হায়! হায়! তুখ্‌খে মরি রে।

কি ভাবে গাহিব ওই তুখ্‌খের বিবরণ।
যে হালে হইল সেই পরীর মরণ॥
কেমনে তুখ্‌খের কথা বয়ান করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

ভোজের বাজি তুনিয়া যে কেবল বেড়া জাল।
কাড়াকাড়ি[২] মারামারি আর যত জঞ্জাল॥
মিছা রাজ্য মিছা ধন মিছা টাকা কড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

বার বাঙ্গলার[৩] বাদ্‌সা সুজা রাজ্যর ওর নাই।
বাপর দিন্থা[৪] তক্তর লাগি করিল লড়াই॥
মার পেডর[৫] ভাই যে হৈল কাল পরাণ বৈরীরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

১ ডুপালি=ডুবাইলি। ২ কাড়াকাড়ি=কাটাকাটি।

৩ বার বাঙ্গলা=পূর্ব্ববঙ্গদেশ বারটি সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই "বার বাঙ্গলা" কথাটিতে একটা চিরাগত সংস্কারের আভাস আছে। "বার ভূঞা" কথাটাও একই অর্থবাচক। অনেকে ভ্রমবশতঃ এই বার ভূঞাকে কোন বিশেষ শতাব্দীর বারটি জমিদার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

৪ বাপর দিন্থা=পৈতৃক, পিতার দেওয়া। ৫ পেডর=পেটের।

ভাইয়ে চাইলো ভাইয়ের লোউ [১] মিছা রাজ্যর লাগি।
গরীব গুইন্যা বেশী ভাল্যা যারা খায় মাগি [২] ॥
কিসের রাজ্য কিসের ধন কিসের টাকা কড়িরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

লড়াইতে হটিয়া সুজা হইল পেরেসানি।
পরিবার লইয়া সঙ্গে করিলা মেলানি ॥
ধন দৌলত কিছু কিছু নিলা সঙ্গে করিরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

সুজা বাদসার আওরাত পরীবানু নাম।
চাডিগাঁতে আসি তারা বদরের [৩] মোকাম ॥
বহুত খরাত দিলা সোণা ভরী ভরী রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

পাইক পহল [৪] ভালা থাকে গাছৎ [৫] বাসা বাঁধি।
বাদসার পোলা দেশে দেশে ঘুরে কাঁদি কাঁদি ॥
সুগ [৬] নাই কন কাইত [৭] পদে পদে অরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—(১—৩০)

---

১ লোউ=রক্ত।

২ গরীব......মাগি=যাহারা ভিক্ষা করিয়া (মাগিয়া) খায়, সেই সকল গরীব-দিগকেও ইহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল বলিয়া গণ্য করি।

৩ বদর=পীর বদর। চট্টগ্রাম সহরে পীর বদরের সমাধি আছে।

৪ পাইক পহল=পক্ষী ইত্যাদি।

৫ গাছৎ=গাছে।

৬ সুগ=সুখ।

৭ কন কাইত=কোন দিকে।

(২)

নসীবের লেখা কভু না যায় খণ্ডন।
চাড়িগাঁ ছাড়িতে বাদসা করিল মনন॥
দহিন মিক্যা [১] আইল তারা হাতীর উয়র [২] চড়িরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

মধ্যে বইস্তে সুজা বাদসা বামে পরীজান।
জেনে [৩] বইস্যে দোন কইন্যা পুন্নমাসীর চান॥
ধীরে ধীরে যায় তারা মুড়ায় পন্থ ধরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

মুড়ায় পন্থ ধরি তারা দহিন মিক্যা যায়।
পিন্ পিন্ পিন্ সাড়ী পরীর বয়ারে [৪] উড়ায়॥
চুনকি বাদলা কত পড়ে ঝরি ঝরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

পরীর হাতৎ লাল বাখরি [৫] মাঝে মাঝে লেখা।
ঝুম্‌কামালা কানৎ [৬] পরীর চান বোলাকটা [৭] বেঁকা॥
পাড়াল্যা মা ভৈনে আসি চাইলো নয়ন ভরি রে [৮]।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

১ দহিন মিক্যা=দক্ষিণ দিকে। মিক্যা=মুখী।
২ উয়র=উপরে।
৩ জেনে=দক্ষিণ দিকে।
৪ বয়ারে=বাতাসে।
৫ বাখরি=এক প্রকার অলঙ্কার।
৬ ঝুম্‌কামালা কানৎ=কর্ণে ঝুম্‌কার মালা।
৭ চান বোলাক=চন্দ্রের মত বেসর (?)
৮ পাড়াল্যা……ভরি রে=পাড়ার মা-বহিনেরা আসিয়া চক্ষু ভরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল।

হাতীর উয়র হাওদা যে সোণাতে তৈয়ার।
পরীর ছুরত চোগে ধাঁধা লাগাই যার॥
কোন হুরিপরী [১] এই পন্থে গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

কোন্ দিগদি কণ্ডে [২] যাইব নাইরে ঠিকানা।
কেহ দিল পন্থ দেখাই কেহ করে মানা॥
ধীরে ধীরে যায় তারা মুড়ায় পন্থ ধরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

কেহ বলে আমার বাড়ীৎ আইস পরীজান।
তুলসীমালার [৩] ভাত দিয়ম ছালৈন [৪] নানান॥
সাঁচি বরর পান আর দিয়ম বাট্টা ভরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

কেহ বলে দহিন মিক্যা না যাইও আর।
চালার [৫] মুয়ৎ [৬] চাইন্স বাইঘ্যা [৭] লেজরি ঘুরার॥
সেই পন্থে গেলে বাইঘ্যা খাইব ধরি ধরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

বড় বড় দইরন্যা [৮] পাইবা গেলে তার পর।
ডাঙ্গর [৯] ডাঙ্গর আছে কুম্ভীর হাঙ্গর॥
কনে [১০] দিব তোমরারে দইরন্যা পার করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

১ হুরিপরী = হুরি, অপ্সরা।
২ কোন্ দিগদি কণ্ডে = কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ খানে।
৩ তুলসীমালা = এক রকমের সুগন্ধ সরু চাল।
৪ ছালৈন = ব্যঞ্জন।
৫ চালা = গিরিবর্ত্ম।
৬ মুয়ৎ = মুখে।
৭ বাইঘ্যা = বাঘ।
৮ দইরন্যা = দরিয়া।
৯ ডাঙ্গর = বড়।
১০ কনে = কে।

পেরাবন [১] আছে সেথায় নানান সাপর বাসা।
একবার ডংশিলে আর প্রাণের নাই আশা॥
ফায়দা [২] কি পাইবা তোমরা হুদাহুদি [৩] মরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

ন যাইও ন যাইও পরী রোসাঙ্গ্যার [৪] দেশে।
ধন দৌলত হারাইবা জান দিবা শেষে॥
সে মিক্যা [৫] না যাইও পরী মুড়ার পন্থ ধরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

ন যাইও ন যাইও পরী মুরঙ্গ্যার [৬] ঠাঁই।
মাইন্‌সর গোস্ত খায় তারা হিঁজাই [৭] হিঁজাই॥
এক পাও যাইতে আর আমি মানা করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

পছিম মিক্যা ন যাইও সাইগরের পারে।
আমার কথা মনৎ রাইখ্যো কহি বারে বারে॥
হার্ম্মাদ্দারা লৈয়া যাইব গলাৎ বাঁধি দড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে— (১—৫২)

(৩)

ন শুনিল কথা বাদসা ন মানিল মানা।
নাহি চিনে পন্থ তারা বেগর ঠিকানা॥
ধীরে ধীরে যারগই [৮] তবু হাতীর উপর চড়িরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

১ পেরাবন=সমুদ্রের তীরবর্ত্তী জল-জঙ্গলময় স্থান।
২ ফায়দা=উপকার।
৩ হুদাহুদি=শুধু শুধু।
৪ রোসাঙ্গ্যা=আরাকানবাসী। আরাকানদের আর এক নাম রোসাঙ্গ।
৫ মিক্যা=দিকে।
৬ মুরঙ্গ্যা=অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি
৭ হিঁজাই=সিদ্ধ করিয়া।
৮ যারগই=যাইতেছে।

তের দিন তের রাইত ভরমণা করিয়া।
ছাম্নে পাইল সুজা বাদসা বেমান [১] দরিয়া॥
কুলেতে পড়িয়া ঢেউ করে গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

আকাশ পাতাল বাদসা ভাবে বারে বার।
এমন দরিয়া আমায় কে করিবে পার॥
সঙ্কটে পড়িলাম এখন উপায় কি করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

এইরূপে তিন দিন গুজারিয়া [২] যায়।
চারিদিনে রোসাঙ্গ্যা এক আসিল তথায়॥
বাদসার আবস্থা সেই জাইন্‌ল ভালা করি রে
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

এর সঙ্গে বাদসাজাদা কি কাম করিল।
রোসাং সহরে আসি দাখিল হইল॥
সংবাদ পাইয়া রাজা কহে তড়াতড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

বার বাঙ্গলার বাদসা সুজা আইলো আমার ঠাঁই।
তান সঙ্গে হইব এখন বিষম লড়াই॥
চটু করি সাজি লও রোসাং নগরী রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

পরেতে জানিলা রাজা সুজা বাদসার হাল।
দেশ ছাড়ি রাজ্য ছাড়ি পন্থের কাঙ্গাল॥
নছিবের দোষে তান ভাই হৈয়ে বৈরী রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

[১] বেমান = সুবিশাল, সীমাহীন। [২] গুজারিয়া = কাটিয়া

রাজার সঙ্গেতে তান দুস্তি [১] হৈল শেষে।
ঘর বাড়ী ছাড়ি সুজা রৈল রোসাং দেশে॥
তারপরে কি হইল কেম্নে বয়ান করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—(১—৩২)

(৪)

দুনিয়াতে জাইন্য ভাইরে লালছে [২] পড়িয়া।
মানুষে মানুষর বুকে বিঁধে ছুরি দিয়া॥
দুদিন্যা [৩] দুনিয়া খোদা দিয়ে দুখ্যে ভরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

একদিন পরীবানু দোমাহালার ঘরে।
খসমের কাছে বসি রং তামাসা করে॥
শত দুখ্খ বাদসা তখন গেলা যে পাসরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

রোসঙ্গ্যার রাজা তখন সেই পন্থ দিয়া।
হাবা [৪] খাইত যাইত আছিল হাতীতে চড়িয়া॥
আতাইক্যা [৫] দেখিল এই অপরূপ সোন্দরীরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

সোন্দরী পরীর তখন দোলে নাগর [৬] নথ।
মন মন্নুরা [৭] দিল উড়া দেখিয়া ছুরত॥
হাতীর উপরে রাজা যায় গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

১ দুস্তি=বন্ধুত্ব। ২ লালছে=লালসায়। ৩ দুদিন্যা=দুই দিনের।
৪ হাবা=হাওয়া। ৫ আতাইক্যা=অকস্মাৎ। ৬ নাগর=নাকের।
৭ মন মন্নুরা=মন, চিত্ত; হৃদয় অর্থে "মন মন্নুরায়" অনেক প্রাচীন পুঁথিতে ব্যবহৃত দেখা যায়।

ভোগালুয়ে [১] ভাত চায় তিয়াসীয়ে [২] পানি।
পানিরে পাইলে নন্দী [৩] বুকে লয় টানি॥
আসকে ভাবে যে কেম্নে বাঞ্ছা পূর্ণ করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

আসকের মন জাইন্য বারিষার ঢল [৪]।
পরীর লাগিয়া রাজা হইল পাকল [৫]॥
নছিবের দোষে সুজার দোস্ত হইল অরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—(১—২৪)

(৫)

আদিগুড়ি [৬] কথা সুজা যখনে শুনিল।
কাঁদিয়া পরীর কাছে কহিতে লাগিল॥
দোন চোখে পানি তান পড়ে ঝরি ঝরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

দেশ নাই রাজ্য নাই না আছিল দুখ।
ভরা রাইখ্য তুমি আমার এই যে খাইল্যা [৭] বুক॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি কেম্নে পরাণ ধরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

সুজার কাঁদনে পরীর বুগ ফাডি যায়।
দুখ্খের উপরে দুখ্খ দিল যে আল্লায়॥
রোসাঙ্গ্যার রাজা হইল কাল পরাণর বৈরী রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

[১] ভোগালুয়ে = ক্ষুধার্ত্ত। [২] তিয়াসীয়ে = তৃষ্ণার্ত্ত।
[৩] নন্দী = নদী। [৪] বারিষার ঢল = বর্ষার প্লাবন।
[৫] পাকল = পাগল। [৬] আদিগুড়ি = গোড়াকার।
[৭] খাইল্যা = খালি।

কাঁদিয়া কাটিয়া পরে মন করি থির।
পোঁহাইত্যা [১] রাতুয়া তারা হইল বাহির ॥
পিছে ফিরি নাহি চায় চলে তড়াতড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

সাইগরের পারে আইলো বাদসা পরীজান।
দোন [২] কন্যার লাগি তারার ঝরিল নয়ান ॥
দুনিয়ার দুখ্‌খ আর ন সৈল [৩] শরীরে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

মাছ ধরে রোসাঙ্গ্যা ভাই ছোড একখান নাও।
বাদসা বলে তোমার নুকা মোরে আজি দাও ॥
সঙ্গে লইয়া যাইয়ম [৪] আমি তোমার এই তরী রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

রোসাঙ্গ্যার হাতে পরী দিল সোণার হার।
সুজা বাদসা মাঝি হৈয়া সে নৌকা বাহার [৫] ॥
পরথম জোয়ারের পানি আইয়ের [৬] হু হু করি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

বেমান দরিয়ার মাঝে নয়া এক মাঝি।
আওরতে [৭] লইয়া সঙ্গে পাড়ি দিয়ে আজি ॥
ঢেউএ যেন ডাকে তানে গুজরি গুজরি [৮] রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

---

১ পোঁহাইত্যা=শেষ রাত্রিতে। ২ দোন=দুই। ৩ সৈল=সহিল। ৪ যাইয়ম=যাইব। ৫ বাহার=বাহে, বাহিতে লাগিল। ৬ আইয়ের=আসে। ৭ আওরতে=স্ত্রীকে। ৮ গুজরি, গুজরি=গর্জ্জন করিতে করিতে। এই শব্দ 'হাতী খেদার' গানে এবং অন্যত্র অনেক বার পাওয়া গিয়াছে।

বাদসার মুখের পানে পরী রইলো চাহি।
মাঝ দরিয়ায় চলে সুজা নৌকা বাহি বাহি॥
হাত নাহি চলে অঙ্গ কাঁপে থরথরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

পোহাইয়া গেল রাইত হইল বেয়ান[১]।
কণ্ডে যারগই[২] নয়া মাঝি নাইরে গেয়ান[৩]॥
পরাণ উড়িছে তান শিহরি শিহরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

মনে মনে পড়ি লৈল ফজরের[৪] নমাজ।
বাদসা বলে শুন পরী শেষ দেখা আজ॥
ঢেউএর বাড়ি খাই লৈল গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

আছমানে উডিল সুরুজ—বরণ তার লাল।
পরীর মুখ চাহি সুজা দিল এক ফাল[৫]॥
ওরে দেখা নাইসে গেল আর সেই ছোট তরী রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—

ডুপিল ডুপিল নুকা—সুজা পরীজান।
দরিয়ার মাঝে হায় দিল রে পরাণ॥
মরণেও রৈল তারা বুক জড়াজড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—
হায় হায় দুখ্‌খে মরি রে। (১— ৬)

---

[১] বেয়ান=সকাল। [২] কণ্ডে যারগই=কোথায় যাইতেছে।
[৩] গেয়ান=জ্ঞান। [৪] ফজরের=সকালের। [৫] ফাল=লম্ফ।

সোনারায়ের জন্ম

সোণারায়ের জন্ম

(১)

এক্কলে সাফল্লি আন ফকিরার মন্তর। (?)
চান রাওয়ের ছাল্ল্যা অইল বচ্ছর অন্তর ॥
সোণারায় নাম থুইল মায় সোণার মতন।
হাসিতে মাণিক্য পরে কাঁদিলে ঝরে রতন ॥
জোড় মাণিকে গড়ছে তার দুই নয়নের তারা।
রাম ধনুকে গড়ছে ভাই তার দুই ভুরা[1] রে ॥
এই না সোণারায়কে কে করিবেক হেলা।
গলায় গবপুল নামব, চক্ষে নামব ঢেলা[2] ॥
ঢেলা নয় কেবলত গায় আয়ব জ্বর।
এই জ্বরে কাপুনি মায়ের দহিব অন্তর ॥ (১—১০)

* * * * .

(২)

গোয়াল গোয়াল গোয়াল মাসী দধি দেও মোরে।
গোষ্ঠের গাভী বাথান গেছে দুগ্ধ নাই মোর ঘরে ॥
গোয়াল গোয়াল মাসী দুগ্ধ দাও আমারে।
চান রায়ের হুকুম হইছে পুকুর ভরিবারে ॥

---

১ ভুরা=ভ্রূ।

২ গলায়……ঢেলা=তাহার গলায় গলগণ্ড হইবে এবং চক্ষের তারা বাহির হইয়া পড়িবে। এইরূপ কথা গ্রাম্য ছড়ায় আরও পাওয়া যায়—যথা, "আমার ঠাকুর তিন্নাথেরে যে করিবে হেলা। হাত পা কইতরের নলা, চোখ দিয়া বেরুবে ঢেলা ॥"

এক পুকুর ভরিয়া দিছি দধি দুগ্ধ দিয়া।
সোমবার রাত্তির শেষে তান জন্মিছে এক ছাওলিয়া
আজ যাইও কাল সে যাইও দেইখ্যা আইও তারে।
বিস্তরে পাইবা ক্ষীর সোণারায়ের পুরে॥

কি কহিলি গোয়াল মাসী কি কহিলা মোরে।
তোর ঘরের কবলী গাই বাথানে যেন মরে॥
ছিক্কার উপর দধি লইয়া পীরকে ভাড়াও।
ঘরে মরব পোষা বলদ বাথানে মরব গাই॥
আগে যদি জান্তাম রে এমন তেমন পীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা বাটি ভরা ক্ষীর॥

শুন শুন চান রায় কহি যে তোমারে।
দাউন ভরা গরু বাছুর তোমার দোষে মরে॥
তোমায় দিয়া দধি দুগ্ধ পীরে করলাম খেলা।
হেই ত দোষে ত মোরে পীর গোস্বা হইলা॥
পীরের মানত করে রাজা পুত্র পাইব কোলে।
দশ মাস দশ দিন উৎপন্নি যে হইল।
দাই মা দাই মা বল্যা ডাকিতে লাগিল॥

পীরের বরে জন্ম লৈল পুন্নমাসীর চান।
বাপে মায় রাখল তার সোণারায় নাম॥
সোণারায় নাম রাখল সোণার বরণ।
জোড়া মাণিক্য দিয়া গড়িয়াছে নয়ন॥
ব্যাড়ার বান কাট্যা দাই ঘরেত পশিল [১]।
হেন কালে সোণারায় ভুমস্তে পড়িল॥

---

১ ব্যাড়ার······পশিল=বেড়ার বাঁধ কাটিয়া দাই গৃহে প্রবেশ করিল।

ছাওয়াল তুলিয়া দাই কোলে তুল্যা নিল।
নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তারে আসুত [১] করিল ॥
সোণার চিচ্‌রা [২] দিয়া নাড়ী ছেদ করিল।
তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা আমারে কিবা দিবা।
গুণ্যা বাছ্যা [৩] পাঁচ টঙ্কা দাইয়ের হাতে দিলা ॥

তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা আমায় দিবা কি ?
অন্ন খাওয়ার সুবর্ণ থালা তোমায় দিয়াছি।
তোমার ছাওয়াল তুমি নিলা আমায় দিলা কি ?
পান খাওয়ার সোণার বাটা তোমায় দিয়াছি।
রাজার ঘরত ছাওয়াল হ'ল তুমি রাজার ঝি ॥
নেহাতি গরীবি আমায় দিবা কি ?
বাউন্ন আড়া জমি পাবা বসত করবার লাগি।
খুসি হইয়া দাই ছাওয়াল কোলে দিল।
সোণারায় জন্ম দেখ আদি শেষ হইল ॥ (১—৪১)

(৩)

সোণারায়ের শিকার-যাত্রা

একা বাঘের বেকা ঘাড় বাঙ্ক লোয়াপুরী।
ঘোড়ামুখা নলডুঙ্গা লাম্বা লাম্বা ডুরি ॥
আর বাঘ পার বাঘ বাঘ উদয় তারা।
চার কানি জুড়িয়া পড়ে বড়ু বাঘের পারা ॥
জঙ্গলেতে আছে বাঘা বনের ঠাকুর।
মানুষ খাইয়া গরু খাইয়া হেক্কুর কেক্কুর ॥

---

১ আসুত (আশ্বস্ত) = সুস্থ। ২ চিচ্‌রা = ধারালো কাটি।
৩ গুণ্যা বাছ্যা = গুণিয়া ও বাজাইয়া।

তবে ত সোণারায় কোন্ কাম করে।
তীর ধনু লইয়া চলে বাঘা শীকারে ॥
বাঘ মাইল বাঘুনি মাইল আর বা মাইল কত।
মহিষা গণ্ডার মাইল শত শত ॥
বন কাট্যা সোণারায় নগর বসাল।
সোণাপুরী নাম তার রাইখল ॥
সোণাপুরীর বিবারণ শোন মন দিয়া।
বড়া বড়া ঘর বান্ধে সোণার থাম্বা দিয়া ॥
চালেত সোণার পাতে দিয়া থুইছে ছানি।
চার দিকে কাট্যা দিছে গড়খাই পুষ্করিণী ॥
গড়খাই পুষ্কুনিরে ভাই গয়িন কত খানি।
কোন তাতে দধি দুগ্ধ কোন তাতে পানি ॥ (১—১৮)

(৪)

বাজর বাজর

সোণা রূপায় পুরীখানি ঘন গাঠে রুয়া।
বিশকরমে বানাইয়া পুরি পাইল পান গুয়া ॥
ঘন গাটের রুয়ারে ভাই বাটাবাটা পান।
পুরী বানাইয়া পান করম ঠাকুরে খান ॥
দুই পীর শুশুত করে হ্যারা নিশি যায়।
বাঘ ভাল্লুক হাতী ঘোড়া দেখ্যা সে পলায় ॥
না পলায়ো বাঘার ভালুক না পলায়ো তোরা।
নিশানা গড়িয়া দেরে দরমা ঘেলি মোরা ॥

এক বাঘের ঠেংটু আর বাঘের কাঁদে।
সোণারায়ের বিয়ার কথা নানাবিধ ছান্দে ॥
নিশান খেলিতে পীরের মন হইল টিয়া।
তোমরা কে দেখিবা আইস সকাল সোণারায়ের বিয়া ॥

আসমানেতে ছিল ফুল রে পড়িল ঝরিয়া।
সেও ফুলে হলো নারে সোণারায়ের বিয়া॥
আরবার যায় মালি ফুলের লাগিয়া।
আনয়ে বাগের ফুল মাল্‌তি ভরিয়া॥
এত ফুলে না হইল রে সোণারায়ের বিয়া।
আনল পদ্মর ফুল পদরী ভরিয়া॥
সেও ফুলে হইল না রে সোণারায়ের বিয়া।
আর বার যাও মালি ফুলের লাগিয়া॥
লালসেহয়া মাথে পাটের পরন সাথে।
ওগো বেগম সাহেব কি কর বসিয়া।
তোমার বেটীর দামান্দ [১] আইল দোলায় সাজিয়া॥
মালি ভাই চাম্পা ফুল দিল সে আনিয়া।
এও ফুলে হ'ল নারে সোণারায়ের বিয়া॥
মালি ভাই চাম্পা ফুল দিল রে আনিয়া।
এও ফুলে হ'ল নারে সোণারায়ের বিয়া॥
দুই ডালা ভরি ফুল আনিল সোণার।
আন্‌ল সোণার ফুল তরালে কাটিয়া।
এই ফুলে হইব সোণারায়ের বিয়া॥

নীল ঘোড়া বান্ধরে দামান্দ চাম্পা ফুলের ডালে।
লাল ঘোড়া বান্ধরে দামান্দ কেয়া ফুলের পাড়ে॥
সেই ফুল ঝরিয়া পড়িল সোণারায়ের মাথে।
ফুলের সাজি কাঁখে যেমন ফিরে গলি গলি।
তোমার ফুলের দাম বেগম কত টাকা॥
আমার ফুলের দাম সে সোণারায় জানে।
জাত্তি দিয়া বিয়া আমি করিব কেমনে॥
কাজে কাজে হইল নারে সোণারায় বিয়া।

---

[১] দামন্দ=জামাই।

চাঁদ রায় চাঁদ রায় কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র সোণারায় রইল বন্দী হইয়া ॥
পাড়াপর্শী ডাক্যা কয় ওলো পাড়ার ঝি।
সোণারায় বিয়া করে ব্যাপার পা'লা কি ॥
এক পাইছি গাই বাচ্ছুরী আর পাবাম কি।
সোণারায় বিয়া করে ব্যাভার পাইলা কি ॥
লোটা ভরা দই চিনি খাইয়াছি।
সোণারায় বিয়া করে ব্যাভার পাইলা কি ॥
যণ্ড দিলা হাতি ঘোড়া আর পাইব কি।
পরীর মত এক কন্যা দানে পাইয়াছে ॥ (১—৪৮)

(৫)

বিয়া কইর‍্যা সোণারায় বাড়ীতে চল্যা যায়।
মাঝি মাল্লা গুণ ধরিয়া সোণার ডিঙ্গা বায় ॥
সোণার ডিঙ্গার পালরে ভাই রূপার মাস্তুল।
সেই ডিঙ্গা বাইয়া গেল ভাই ব্রহ্মপুত্রের কূল ॥
গুণ টান গুণের ভাইরে তালে রাইখ্‌খ পা।
এইখানে থাকিয়া তোমরা কূলে ভিড়াইও না ॥
কর্ত্তুলার মজীদে আমি পীরের ছিন্নি দিব।
কিসের দিব পীরের ছিন্নি উজান বাহ নাও।
সোণাপুরে যাইব শীঘ্রি মোরে না ভাড়াও ॥
সুবুদ্ধি সোণারায়ের কুবুদ্ধি হইল।
পীরকে ভাড়াইয়া দেখ গমনা করিল ॥
যাহ যাহ সোণারায় ডিঙ্গা ভাটাইয়া।
এমন শাস্তি দিবাম তোমায় নমাজ করিয়া ॥
ডাক দিয়া কয় পীর মেঘা বার জন।
তোমরা কর সক্কাল রণের সাজন ॥

বার মেঘা সাজ্যা আইল রণের সাজন করি।
তার সনে সাজা আইল রণের যত পরী ॥
কি কাজে ডাক্যাছ পীর সেই কাজ করিব।
শুন শুন বার মেঘা আমার বাক্য লও।
সোণারায়ের জাঁক বহুতা তারে বিনাশ দেও ॥
কেউ না করে ঝড় অন্ধকার কেউ না করে ভার।
দইরা[1] হইল টলমল ভাঙ্গিল কাড়ার ॥
দাড়্যা কান্দে দাড় ধরিয়া গল্যা কান্দে ছাঁদে।
মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়ে লোক লস্করা কাঁধে ॥
পাল ছিড়িয়া গেল ঝঞ্চার বাতাসে।
এরে দেখ্যা মজিদ ঘরে পেগাম্বর হাসে ॥
আগা ডুবিল পাছা না ডুবিল ডুবিল নায়ের গুড়া।
একে একে ডুব্যা গেল মাস্তুলের চূড়া ॥
অগাধ জলে পইড়া সোণারায় ভাসে।
পীর কহে এই দুঃখ নয়রে আরো দুঃখ আছে ॥
পাছে লাগিল পীর সোণারায় ভাসে।
ভাস্যা ভাস্যা লাগল গিয়া বেগম সাবের ঘাটে ॥
পরাণে না মইর রে পরাণে মইর।
আমার কথা স্মরণ কইর ॥ (১—৩৫)

(৬)

সুবে খানি ঘর রে হিচল পিচল।
তারা উপরে ছয় জোড়া পিত্তল ॥

---

[1] দইরা=দরিয়া, নদী।

ছয় জোড়া পিত্তলে গড়লাম নাও।
সেই নায়ে চড়িয়া কান্দে সোণারায়ের মাও ॥
কই যাও সোণারায়ের মা দরিয়া বেতামা।
আমার পুত্র দইরায় ডুবছে দেখছে কোন্ জনা ॥
ষোল দাড় বাইয়া যায় সোণারায় আনিতে।

* * * *

মজিত ঘরে বইস্থা পীর ভাবে মন।
ডাক দিয়া আনে সাকরেদ পাঁচজন ॥
শুন শুন সাকরীদগণ কহি যে তোমরারে।
জলদি চলিয়া যাও ঘোড়াঘাট গরে ॥
ঘোড়াঘাট সহরখানা হিরণ পিরণ।
সোণার ঘাটে নাইতে যায় ফুল বেগম ॥
এক লক্ষ আছেরে হাওয়ারি নাওয়ারি।
বার বাড়ী আছেরে সোবন কাছারি ॥
সুবণ কাছারা আছে জলটুঙ্গি ঘর।
তার উপরি আছে অষ্ট অলঙ্কার ॥
তার মধ্যে বিরাজ করে ফুল বেগম।
ফুল বেগম:নারে কোন বা বাগের ফুল।
পায়ের পাতা ছুঁইয়া রইছে মাথার না চুল ॥
দুই নয়ানে দুই মণি যেন কালা তারা।
ফুলের উপর মধু খায়া ঘুমায় ভোমরা ॥
চিক্কণ কাকালি তার রায়ে ভাইঙ্গা পড়ে।
রূপার রোশনাই তার জ্বলন্তি নগরে ॥ (১—২৪)

(৭)

ডিঙ্গা ডুবু ডিঙ্গা ডুবু ভাসে সোণারায়।
হাজার দিন ভাস্থা গেল সোণা ঘাটের সয় ॥

পীর কহে সাকরেদগণ না ভাবিহ ধন্দ।
বন্দিশালা ঘরে গিয়া সোণারায়ে বান্ধ ॥
হাতেতে লোহার ছিক্কল, কোমরে বাঁধল দড়ি।
বাইশমণি পাথর দিল বুকের উপর তুলি ॥
বাপ না দেখে মাও না দেখে পরাণ বুঝি যায়।
বার দইরা ঘুইরা কান্দে সোণারায়ের মায় ॥

* * * *

সোণারায়ের টোপর মাথেরে ফুল বেগম সাজেরে
হারে বান্ধে বাজুবন্ধ তার।
সোণার মুটুক মাথে ফুল বেগম সাজে রে
গলায় পরে হীরামণ হার ॥
সোণার টোপর মাথারে ফুল বেগম সাজেরে
বাছ্যা পিন্ধে আসমান তারা শাড়ী।
সোণার মুটুক মাথে ফুল বেগম সাজেরে
সাজ্যা গুজ্যা চলে সুন্দর নারী ॥

চান্দের কোলে শালম গাছটি বায় হাল হাল করে।
সেই না গাছের তলায় বসি বুড়ী সুতা কাটে।
ওলো বুড়ী তোর সুতার কিবা কাপড় বুনে।
আমার সুতা উড়িয়া পড়িব জমিনে ॥
চান্দের চারদিকে ফুটল সোণার ফুল।
নিশি রাইতে ফুল বেগম ঝাইড়্যা বান্ধে চুল ॥
চুল বান্ধিয়া নারী কোন্ কাম করিল।
বন্দীশালা ঘরে গিয়া দাখিলা হইল ॥

আইন্ধার আইন্ধার জলক্কার আসমান ভরা ভরা।
সেই আসমানে ফুইট্যা রইছে মাণিক্য হীরা ॥

হীরা নয়রে জীরা নয়রে লক্ষ টাকার মুল।
বন্দীশালা ঘরে গিয়া খসায় মাথার চুল॥
শুন শুন বন্দীয়ান কহি যে তোমারে।
সোণার টোপর সোণার মুটুক দিয়া যাই তোমারে॥
আস্তে ব্যস্তে খোলে কন্যা গায়ের অলঙ্কার।
একে একে খোলে কন্যা সর্ব্ব অলঙ্কার॥
মঞ্চের যতেক ফুল সোণার বাইন্ধা দিব।
ওরে বইন্দাল ওরে বইন্দাল আমার কথা রাখ॥ (১—৩৪)

(৮)

সোণারায়ের মাওরে সে বড় চতুর।
চালেতে শুকায়ে রাখে চাম্পার ফুল॥
পীরের ছিন্নি মানত কইরা পুত্র পাইল কোলে।
চৌদ্দখান ডিঙ্গা আইস্যা লাগল নদীর ঘাটে॥
জয় ডঙ্কা বাজেরে
হাজার লস্কর সাজেরে
আর্ঘ্যা পুছ্যা তুলে দিঙ্গা ধন।
পরথমে উঠিল ডিঙ্গা আল্লার করমান।
সেই ডিঙ্গায় উঠিল কিতাব আর কোরান॥
তার পরে উঠিল ডিঙ্গা গোলুই চলুই।
চৌদ্দ রাজার দেশ থাক্যা দেখা যায় গোলুই॥
তারপরে উঠিল ডিঙ্গা সোবন মাস্তুল।
নব রঙ্গের পাল খানি মাঝে হীরা ফুল॥
তারপরে উঠিল ডিঙ্গা নামে ত কুশিয়া।
এক এক করি চৌদ্দ নাও উঠিল ভাসিয়া॥
বাজর বাজর টিয়া।
পীরের কেরামত বুঝবুন্ধা সিন্নি মানত দিয়া॥

অপুত্রার পুত্র হয়রে নির্ধনিয়ার ধন ।
অন্ধ ফিরিয়া পায় দুনয়ন ॥
আমার এই গাভান পীর যে করিব হেলা ।
তুই চক্ষির মণি দিয়া বাড়ব তার ঢেলা ॥
ঘরে মরব হালের বলদ বাথানে মরব গাই ।
গাভার পীরের লাগ্যা আমরা ছিন্নি কিছু খাই ॥
নয়া ধানের নয়া চাল দুগ্ধ দুটি দিবা ।
ক্ষিরসা লইতে তোমরা পীরের ঘাটে যাবা ॥
পীরের ঘাটে গেলে পর চরণ দর্শন পাবা ।
পীরের ক্ষিরসা খাইয়ারে চল আপন দেশ ।
সোণারায়ের কথা খানা এই খানে শেষ ॥ (১—২৮)

উত্তর থাকি আল এক বামন পণ্ডিত ।
বামনের নাম তলাপাত্র বামনীর নামটি খাজা ॥
সেই না ঘরে জন্মাইল সোণারায় নামে রাজা ।

* * * *

(৯)

বাসুদেবে ডাক দিয়া কয় ভগমানের ঝি ।
খেতের বাইগন যে ফুরাইল খাজানার উপায় কি ?
ঝারে আছে বরাক বাঁশ গুড়ি খানা দড় ।
এক টক্কার বাঁশ বেচিয়া খাজনার জোগাড় কর ॥
দারুণ বৈশাখের ঝড়ে ঝাড় পইরাছে মারা ।
আইল ময়না ফকির গলায় বানল ডুরা ॥
গলায় বান্ধিয়া ডুর টাঙ্গায় গাছের ডালে ।
মচ্চির না ধুয়া দিয়া সামাল সামাল বলে ॥

বাসুদেব কয় ওগো ভগবানের ঝি।
খাজানা দেবার উপায় নাই ভাব বস্যা কি ?
এদেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই।
জিক্কাইর মারিয়া[১] ওই কইকরার লস্কর আসে।
ত্বরা কইরা সামালরে ভাই ঘরের যুব্বা নারী।
বেটা পুত্র কোলের ছাওয়াল সামাল সকাল করি॥
ঘরে দিব বেড়া আগুন কে নিবাইতে পারে।
হাত পা বান্ধিয়া ফেলায় সিঙ্গের পাগারে॥
মুণ্ডু কাটিয়া ভাসায় সাগরে।
মায়ত ছাওয়াল লইয়া জঙ্গলায় পালায়।
খাজানার কড়ি নাই কি হবে উপায়॥
লাঙ্গলে বেচে গরু বেচে কি হবে উপায়।
কোলের ছাওয়াল বিক্রী করব কেউ না কিনত চায়।
সোণা শস্যি আগুন দিয়া ময়নার লস্করে।
সকল পোড়াইয়া শেষে ভাসাইল সাগরে॥
তলুই পাত্যা শুকায় ধান ভগমানের মা।
ডাক দিয়া কয় বাসুদেব চিন্তা কইর না॥
খৈয়া ধান সরু শস্যি মাঠে গেল মারা।
এইবার থাগ্নি সোণারা' এইদেশের রাজা॥
আলিবুর্দ্দি দিল জান বাঁচল দেশের প্রজা।
বাসুদেবে ডাক্যা কয় ভগবানের মা।
এইবার হইল দেশের রাজা নাম সোণারা॥
সোণারা'র নাম লইয়া গির কর্ম্ম কর।
মঙ্গলচণ্ডী মায়ের কাছে মাগ তিন বর॥
এক বরে পতি পুত্র রাখুন বাঁচায়া।
আর বরে সরু শস্য দোনা পরমান।

---

১ জিক্কাইর মারিয়া = চীৎকার করিয়া।

বাঁচ্যা থাক সোণারা' হইয়া ভাগ্যবান্ ॥
ওরে ওরে কামার ভাই আমি কইয়া যাই।
একখানা ধারের কাঁচি গড়ায়া দিও চাই।
সোণারা'র নাম লইয়া পাকনা মাঠে যাই ॥
পাকনা মাঠেরে ভাই পাকনা পাকনা ধান।
বাঁচ্যা থাক সোণারা' বড় ভাগ্যবান্[১] ॥ (১—৪০)

(অসমাপ্ত)

---

১ এই পালাটি আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ভূমিকা

নসর মালুম

নসর মালুমের পালাটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় প্রধানতঃ কাঁঠালভাঙ্গার নূরহোসেন ভাহৈয়ার নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। এই নূরহোসেন ও তাহার জ্ঞাতিরা বংশানুক্রমে পালাগান গাহিয়া আসিতেছে। নূরহোসেনের পিতার নাম কোর্ব্বান আলী। ইনিও নসর মালুমের পালা গাহিতেন। কোর্ব্বান আলীর পিতা হায়দর আলীই এই পালা-গায়কদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখনও এই অঞ্চলে পরিণত বয়স্ক অল্পসংখ্যক শ্রোতারা আছেন যাঁহারা হায়দরের করুণরস-উদ্দীপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই পালা-গানের সময়ে হায়দর সমুদ্রে বাণিজ্য-দস্যুদের আক্রমণ এবং নায়কনায়িকার প্রেমের যেন জীবন্ত ছবি আঁকিয়া যাইত। চাটগাঁয়ের লোকেরা এখনও তাহার গানের কথা ভুলিতে পারে নাই। ইহাদের কৌলিক উপাধি ভাহৈয়া।' এই শব্দটা ভাবুক শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ভাবুক শব্দের লৌকিক অর্থ চিন্তাশীল নয়, যাহারা ভাব (feeling) উদ্রেক করিতে পারে তাহাদেরই লৌকিক কথায় ভাবুক বলে; কিন্তু ভাহৈয়া শব্দ ভ্রাতৃ শব্দেরও অপভ্রংশ হইতে পারে। যে নূরহোসেন গায়েনের নিকট হইতে আশুবাবু পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন সে এই গান গাহিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করে বটে, কিন্তু সমস্ত পালাটি তাহার মুখস্থ নাই। এখন পালা-গানের দিকে লোকের সেরূপ উৎসাহ নাই এবং পালা-গায়কেরাও আর তাদৃশ মনোযোগের সহিত গানগুলি শেখে না। নূরহোসেন ভাহৈয়া যে সকল অংশ ভুলিয়া গিয়াছে তাহা সে নিজে গদ্যভাষায় জোড়াতালি দিয়া বর্ণনা করে। সুতরাং ইহার প্রদত্ত সংগ্রহের উপর আশুবাবু ততটা নির্ভর করিতে পারেন নাই। কাঁঠালভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী মহিষমারা গ্রামে গুরুমিঞা নামক জনৈক "হারিগায়েন"এর (সারিগান-গায়ক) নিকট হইতে আশুবাবু আরও

কয়েকটি পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তখনও পালাটি পূর্ণতা লাভ করে নাই। চট্টগ্রামের সমুদ্রকূলে মাতৃভাষার এই অক্লান্ত সেবক ও পালাগানভক্ত যুবক বহু পর্য্যটন করিয়া কর্ণফুলির মোহানার নিকট রহমন নামক সাম্পানের একজন মাঝির নিকট সম্পূর্ণ পালাটি প্রাপ্ত হন।

পালা-গানটি নানাদিক্ দিয়াই কৌতুকাবহ এবং চিত্তগ্রাহী। ইহার নায়িকা আমিনা খাতুন পাতিব্রত্যে সীতা-সাবিত্রীর পাশে দাঁড়াইতে পারেন; সীতা অশোক বনে রাবণ কর্ত্তৃক যে ভাবে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, আমিনা খাতুন এসাকের হস্তে তাহা হইতে কম লাঞ্ছিত হন নাই। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার বৈরী হইয়াছিলেন। স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সীতা জানিতেন, রাম তাঁহাকে ভিন্ন কাহাকেও জানেন না, সুতরাং তাঁহার নির্ভর এবং একনিষ্ঠ প্রেম গৌরবান্বিত। কিন্তু বিনা দোষে স্বামি-পরিত্যক্তা আমিনা যে ভাবে একনিষ্ঠ প্রেমের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক সাশ্রুনেত্রে পড়িবেন। এই নিষ্ঠা, এই চরিত্রগৌরব—এই একব্রত সঙ্কল্প বাঙ্গালী রমণীর। তিনি মুসলমানই হউন, কি হিন্দুই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইঁহারা সকলেই বঙ্গজননীর স্তন্যপালিতা। নসর মালুম বহুগুণশালী হইয়াও ঈদৃশ রমণী-রত্ন লাভের প্রকৃত যোগ্য নহেন। পালা-গানের অধিকাংশ নায়কের মতই এই নায়কটিও মেরুদণ্ডহীন। কিন্তু একদিকে কতকটা ছায়া ঘনীভূত না করিলে নায়িকার চরিত্র হয়ত তাদৃশ গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। আমিনা খাতুন রৌদ্র ও ছায়ার অন্তরালে বিচিত্র চালচিত্রের মধ্যে যেন ভগবতী-প্রতিমার ন্যায় ঝলমল করিতেছেন।

কিন্তু নায়কনায়িকার কথাতো আমরা অনেক পালাগানেই পাইতেছি। আমিনা খাতুন উৎকৃষ্ট আট দশটি নায়িকার মধ্যে না হয় আর একটি হইলেন। এই পালা-গানটির বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় বাঙ্গালার প্রাচীন ঐতিহাসিক কথা। ঘন উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের রূপ কবি যেন চক্ষের সম্মুখে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। বাণিজ্য-যাত্রীর নানা বিপদের কথা ইনি বিচিত্র রং ফলাইয়া চিত্রকরের তুলিতে আঁকিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ দস্যু হার্ম্মাদের

অবিকল প্রতিমূর্ত্তি আমরা এই পালাটিতে পাইতেছি। ইহারা কালো পাগড়ী ও রাঙ্গা কোর্ত্তাপরা দুর্ব্বিনহস্তে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বাণিজ্য-যাত্রীদের উপর আসিয়া পড়িত। তাহাদের হস্তে বন্দুক ও কোমরে শাণিত ছোরা। যেরূপ নির্দ্দয় ভাবে ইহারা বন্দীদিগের প্রতি ব্যবহার করিত তাহা রোমাঞ্চকর। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নূরজাহানের নিকট আত্মীয় সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। আরাকানের অধিপতি পর্ত্তুগীজদের সহযোগে সায়েস্তা খাঁর গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। আরাকানাধীপের দুই শত বড় ডিঙা এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র নৌকা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক ট্যাভার্নিয়ার এই ডিঙাগুলির একটি কৌতুকাবহ বর্ণনা দিয়াছেন। "এই ডিঙাগুলি যেরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্রে চলিয়া যায় তাহা অসামান্য। কোন কোন ডিঙা এত দীর্ঘ যে তাহাতে এক এক দিকে পঞ্চাশটি করিয়া দাঁড় থাকে, প্রত্যেকটি দাঁড় দুইটি করিয়া মাঝি টানে। এই ডিঙাগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং জহরেতে মণ্ডিত। ইহাদের সুদর্শন নীল ও পীত বর্ণের আকৃতি সমুদ্রের তরঙ্গকে ঝলসিত করিয়া চলিয়া যায়।" সায়েস্তা খাঁ একজন পাকা রাজনৈতিক ওস্তাদ ছিলেন। তিনি কলে-কৌশলে অনেক পর্ত্তুগীজকে হস্তগত করেন এবং মগদিগকে এরূপ সাঙ্ঘাতিক ভাবে পরাস্ত করেন যে তাহারা তীরবেগে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া যাইয়া প্রাণরক্ষা করে। তাহারা যে ভাবে ছুটিয়া পলাইয়াছিল তাহা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসে তাহা Xerxesএর Retreat of the Ten Thousandএর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই পলায়ন-বৃত্তান্তটিকে চট্টগ্রামবাসীরা 'মগ-ধাওনি' নামে অভিহিত করিয়াছে। মগেরা পলাইয়া যাইবার সময়ে তাহাদের ধনরত্ন এবং তদপেক্ষা মূল্যবান্ বুদ্ধ-বিগ্রহগুলি দেয়াঙ্গের পাহাড়ের নীচে পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল, তখন ইহারা দলে দলে আসিয়া সেই সব মূর্ত্তি ও ধনরত্ন উত্তোলন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যখন তাহারা পলাইয়া ব্রহ্মদেশে যায় তখন তাহারা ওইসব গচ্ছিত সামগ্রীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মানচিত্র অঙ্কনপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এখন এই ঘটনার পরে প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে। শুনিতে পাই

এখনও মাঝে মাঝে মগ পুরোহিতেরা সেই চার্ট (মানচিত্র) সঙ্গে করিয়া লুকাইত ধনরত্ন খুঁজিতে আসে। অন্ততঃ সেগুলি যে তাহারা এখনও নিঃশেষ করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ এই যে দেয়াঙ্গের পাহাড়ের নিম্নে মাঝে মাঝে দেব-বিগ্রহ ও অর্থাদি এখনও পাওয়া যায়। এই সকল বিগ্রহের নাক-কাণ ভাঙ্গা নয়। তাহারা সম্পূর্ণ অক্ষত এবং এক স্থানে অনেকগুলি জড়ীভূত। সুতরাং ইহারা যে সে "মগ-ধাওনি"র নিদর্শন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। বিগ্রহ-গুলির মধ্যে অনেকগুলি নবম এবং দশম শতাব্দীর। এই পুস্তকে আমরা "মগ-ধাওনি"র নিদর্শন কতকগুলি বিগ্রহের ছবি দিলাম। বলা বাহুল্য এই পালাগানটিতে 'মগ-ধাওনি'র উল্লেখ আছে এবং মগেরা শেষ কালে কি ভাবে ধনরত্ন উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইত তাহার বর্ণনা আছে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ছিলেন। এই সময়ের কিছু পরে এই পালা-গানটি বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সম্ভবতঃ ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা।

আরাকানের রাজারা পর্ত্তুগীজদের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া ভূমি দান করিতেন। চাটগাঁয়ের সেণ্ট সিলাষ্টিকার কনভেণ্ট স্কুল এই প্রকার ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তৎসম্বন্ধে কনভেণ্টের "প্রভিন্সিয়াল" মাদার অ্যাম্ব্রোজ ১৯২৯ সালের ১৬ই আগষ্ট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি আমরা পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় দিয়াছি। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার অধীন মুকুট রায় নামক জনৈক ক্ষুদ্র মগ-রাজা পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে একত্র হইয়া জলদস্যুদের প্রভাব বিস্তার করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই পালা-গানটিতে 'দিয়াঙ্গের 'পাড়ি' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। উহা আধুনিক সময়ের দেয়াঙ্গের বন্দর। পর্ত্তুগীজেরা এই বন্দরটিকে ডায়াঙ্গ বলিত। পালা-গানটির উল্লিখিত "গোবধ্যার চর" নামক স্থান কর্ণফুলির মোহানার নিকট। ইহা বর্ষাকালে সমুদ্রগর্ভস্থ হয় এবং তারপর জাগিয়া উঠে। এজন্য ইহা বাসযোগ্য নহে। তবে এই চর বহুদিন পর্য্যন্ত

পর্ত্তুগীজ এবং মগ জলদস্যুদের আড্ডাস্বরূপ ছিল। 'পরীদিয়া' অথবা 'সাহ পরীদিয়া' চট্টগ্রামের দক্ষিণে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে সমুদ্রের একটি দ্বীপ। ইহা পূর্ব্বে মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পালা-বর্ণিত 'অঙ্গী' নগর ব্রহ্মদেশের কোন নগর বলিয়া মনে হয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শীলাদেবী

১৯২৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহের আদমগুজি নিবাসী কালু সেখ এবং কদমশ্রী গ্রামের নন্দলাল দাস নামক এক মাঝির নিকট হইতে এই পালাটি সংগ্রহ করেন।

পালাটির ঘটনা সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক। মৈমনসিংহের বহুস্থানে শীলাদেবী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত জেলায় নববৃন্দাবনের আরণ্য প্রদেশে শীলাদেবী-সংশ্লিষ্ট অনেক কাহিনী এখনও শোনা যায়।

এই পালাটির আর একটি সংস্করণ সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি। মৈমনসিংহের গোপাল আশ্রম নিবাসী গোপালচন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি বহুপূর্ব্বে স্থানীয় 'আরতি' নামক পত্রিকায় শীলাদেবী সম্বন্ধে একটি পালার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। গোপালবাবু এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার বয়স ৭৪।৭৫ বৎসর হইবে। বর্ত্তমান পালার সঙ্গে আরতি পত্রিকায় প্রকাশিত পালাটির তুলনা করিলে দেখা যাইবে উভয় পালাই অনেকটা একরূপ হইলেও তাহাদের মধ্যে কিছু গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। মুণ্ডাদস্যুর ব্রাহ্মণ-রাজগৃহে চাকরি গ্রহণ হইতে তাহার রাজকুমারীর পাণি-প্রার্থনা এবং অবশেষে বন্দীশালা হইতে পলায়ন ও কয়েক বৎসর পরে বন্য মুণ্ডার দল সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ-রাজার প্রাসাদ লুণ্ঠন—এই কাহিনী উভয় পালাতেই একরূপ। ব্রাহ্মণ-রাজা তাঁহার কন্যা-সহ পলাইয়া আর একটি হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন—এই পালায় আমরা ইহাই পাইতেছি। কিন্তু আরতির সারাংশতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ-রাজা পলাইয়া গাজীদের শরণাপন্ন হন। বঙ্গের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে গাজীদের অতুল প্রতাপ হইয়াছিল; তাহারা ভাওয়াল ও ধামরাই, সাভার এবং মৈমনসিংহের অনেক স্থানের হিন্দুগৌরব নষ্ট করিয়াছিল। যে গাজীর নিকট ব্রাহ্মণ-রাজা শীলাদেবীকে

লইয়া উপস্থিত হন, তিনি যথেষ্ট আতিথ্য দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু গাজীর এক তরুণবয়স্ক পুত্র শীলাদেবীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টিত হন। ব্রাহ্মণ-রাজা পলাইয়া নিজেকে মুসলমানের আত্মীয়তা হইতে রক্ষা করেন। ত্রিপুরার রাজা ব্রাহ্মণ-রাজাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইয়া নিজ প্রাসাদের এক অংশে স্থান প্রদান করেন। এখানেও ত্রিপুরার যুবরাজ শীলাদেবীর অনুরাগী হইয়া পাণিপ্রার্থী হন। ব্রাহ্মণ-রাজা নানারূপ বিপদের অভিঘাতে বিচলিত হইয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, এবং শীলাদেবীও ত্রিপুরার রাজকুমারের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার যুবরাজ অসংখ্য সৈন্য লইয়া মুণ্ডা-দলনের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ-রাজার প্রদেশে অগ্রসর হন। মুণ্ডারা এবার প্রমাদ গণিল, কিন্তু সাহস হারাইল না। তাহারা রাজকুমারের অগ্রগামী সৈন্যের পথের নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। বর্ষাকালের উন্মত্ত বন্যা নদীবক্ষ স্ফীত করিয়া একটা বৃহৎ ভূভাগ ভাসাইয়া ফেলিল। শীলাদেবী ত্রিপুরার রাজকুমারের পার্শ্বে পুরুষ যোদ্ধার বেশে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই আকস্মিক বন্যার প্রকোপে রাজকুমারের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং শীলাদেবী ও যুবরাজ অতলজলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পরে অশিক্ষিত ও বর্ব্বর মুণ্ডার দলকে দমন করিতে ত্রিপুরা-রাজের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি সমস্ত মুণ্ডার দল জালের দড়ি দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে বন্দী করেন এবং তোপের মুখে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেন। যে স্থানে মুণ্ডারা এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার নাম 'কাঁকড়ার চর'। এখনও সেই স্থানটিতে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গল্পগুজব প্রচলিত আছে।

মূল ঘটনা ঐতিহাসিক। যে সময়ে কোন স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার অব্যবহিত পরেই তথাকার সাধারণ লোকেরা তৎসম্বন্ধে পালা প্রস্তুত করে। এই হিসাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে মূল পালাটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল, কারণ ঐ সময়েই গাজীরা অতি পরাক্রান্ত ছিল।

'আরতি'তে যে পালাটির সারাংশ সঙ্কলিত হয় সে পালাটি হারাইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহা পাইবার উপায় নাই। কিন্তু উহার সারাংশ দ্বারা

আমরা যতটা বুঝিতে পারি তাহাতে অনুমিত হয় যে সেই পালাটিই খাঁটি ছিল এবং বর্ত্তমান পালাটিতে রচয়িতা ইচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। শীলাদেবীর পিতা পলাইয়া যে রাজার নিকট গিয়াছিলেন, এই পালাটিতে তাহার নাম বা কোন পরিচয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মণ-রাজা গাজীদের নিকটই সাহায্য প্রার্থনার জন্য প্রথম গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের আতিশয্যে দ্বিতীয় পালা-লেখক মুসলমান-সংশ্লিষ্ট ঘটনাটা গোপন করিয়াছেন এবং তৎস্থলে একটি অজ্ঞাতকুলশীল অনামা হিন্দুরাজাকে আনিয়া সে স্থান পূরণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন স্বেচ্ছাকৃত। পূর্ব্বকালে ত্রিপুরার রাজারা গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদানের জন্য লালায়িত ছিলেন, ইহা অনেকেই জানেন। সুতরাং ত্রিপুরার যুবরাজের ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিপ্রার্থী হওয়া বিচিত্র নয়।

যদিও বর্ত্তমান পালাটি সম্ভবতঃ এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি মূল পালার সহিত ইহার ভাব ও ভাষাগত যে খুব বেশী পার্থক্য আছে ইহা আমার মনে হয় না। যে আকারে এই পালাটি পাইতেছি, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বিরচিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের ধারণা।

মুণ্ডার চরিত্রটি যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অল্প কথায় একটা লৌহবক্ষ বৃষস্কন্ধ মহাতেজস্বী অসভ্য বীরের আকৃতিটি আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহার স্পর্দ্ধা, তেজ এবং চক্রান্ত করার শক্তি একটা ভীষণ বন্য শার্দ্দূলেরই অনুরূপ। শীলাদেবী এবং যুবরাজের প্রেম-কাহিনী একটি দুর্ঘটনাময় আঁধার রাজ্যের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায়। মামুলী বারমাসীটি আছে এবং স্থানে স্থানে গ্রাম্য পাণ্ডিত্যের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় যে পালার লেখক নব ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের হাত একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। বারমাসী এবং প্রেমকাহিনী একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘ হইয়াছে; তথাপি তন্মধ্যে যথেষ্ট পল্লী-সৌন্দর্য্যের প্রভা বাড়িয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে পালাটি প্রাচীন ভাল পালাগুলির সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান লইবার দাবী করিতে পারে এবং ভাষাও অনেকটা প্রাচীন আদর্শেরই অনুরূপ। প্রাচীন পল্লীগুলির তৎসাময়িক যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার

একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অসভ্য এবং বন্য জাতিরা সহসা যূথবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত পাহাড় হইতে কিভাবে নিম্ন সমতল ভূমির উপরে আসিয়া পড়িত এবং নিরীহ ব্যক্তিদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিত, তাহা এই পালাটিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাঁওতাল, গারো এবং কুকীদের আক্রমণ সম্বন্ধে বহু পালাগান আমরা পাইয়াছি। তৎসঙ্গে এই পালাতে মুণ্ডারা আসিয়া জুটিয়াছে। যখন হিন্দু রাজত্ব নষ্ট হইয়া যায়, এবং মুসলমানেরা নিজেদের শাসন তখনও ততদূর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই সেই সময় মৎস্যন্যায়ের যুগ। পাল-রাজাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে একবার সেইরূপ একটা যুগ আসিয়াছিল। এই বর্ব্বর যুগের অত্যাচার এবং স্পর্দ্ধা এক সময়ে এত বেশী হইয়াছিল যে রাজা-রাজড়াও ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পালাটিতে ৫২০ ছত্র আছে এবং আমি ইহা ১৪ অধ্যায়ে ভাগ করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রাজা রঘুর পালা

এই পালা-গানটি মৈমনসিংহের আইথর গ্রামনিবাসী আমাদের অন্যতম পালা-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা রাণী কমলার গানটি প্রকাশিত করিয়াছি। এই পালাটিও সেই গানেরই শেষাংশ। প্রথমটিতে রাণী কমলার স্বামিকুলের ইষ্টার্থ প্রাণ-বিসর্জ্জন এবং রাজা জানকীনাথের শোকোন্মত্ততা বর্ণিত আছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ আমি রাণী কমলার ভূমিকায় দিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। যে দীঘিতে কমলা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার একাংশ এখন সোমেশ্বর নদের গর্ভস্থ। এই দীঘির নাম 'কমলা সায়র'। রাণী কমলার পালাটিতে ঐতিহাসিক ঘটনা কবি-কল্পনায় জড়িত হইয়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অধরচন্দ্র নামক জনৈক কবি ঐ গানটি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ঊষার বর্ণনার সারল্য আমাদিগকে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজার মৃত্যু-কথা টেনিসনের Mort d' Arthurএর মত আমাদিগকে এক লোকাতীত অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া যায়। বস্তুতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে ঐতিহাসিক কাহিনীকে কিরূপ আশ্চর্য্য কবিত্বের আবরণ দিয়া সাজাইতে পারে, সেই পালাটি তাহার নিদর্শন। রাণী কমলার গাম্ভীর্য্য, অটুট সঙ্কল্প এবং বাৎসল্য অতি অপূর্ব্ব। যদিও তিনি একটি প্রাচীন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণদান করিয়াছিলেন, তথাপি কবি তাঁহার যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন তাহা সম্রাজ্ঞীরই মত; তন্মধ্যে হীনতার দৈন্য কিংবা অজ্ঞতার লেশ নাই। পাঠকের মনে রাণী কমলার মূর্ত্তি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। বিদেহী রাজ্ঞী শিশু রঘুনাথকে স্তন্য দান করিয়া স্বর্গপথে যাইতেছিলেন, তখন শোকোন্মত্ত রাজা জানকীনাথ সজোরে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। স্বর্ণবিন্দুযুক্ত চেলাঞ্চলের অংশ তাঁহার মুষ্টিতে রহিয়া

গেল। রাজা উন্মত্তের ন্যায় সেই অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন হাতে লইয়া স্বর্গগামিনীর পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই চিত্রের উপরে কবি পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের মনে জানকীনাথের যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন তাহা কখনই মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান পালাটি সেই পালারই উপসংহার এ কথা আমরা বলিয়াছি। ইহা অধরচন্দ্রের লেখা নহে। অজ্ঞাতনামা কবি এই পালাটিতেও তাঁহার বিলক্ষণ শক্তির প্রমাণ দিয়াছেন। চিরশত্রু জানকীনাথের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভুঁইয়াদের নায়ক জঙ্গলবাড়ীর ইশা খাঁ তখনই দুর্গাপুর অধিকার করিতে সসৈন্যে রওনা হইলেন। তখন রঘুনাথ পঞ্চ বৎসর বয়স্ক মাত্র। তাঁহার পিতার চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রীরা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইশা খাঁর সৈন্যেরা ঐ সময়ে পুরী অবরোধ করিল। বহুদিনের চেষ্টায় ছলে বলে শত্রুরা পুরীতে ঢুকিয়া শিশু-রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

এই সংবাদ প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্র হওয়ায় পরে যে শোকোন্মত্ততা দেখা দিল, তাহা করুণ রসের বন্যা; বিশেষতঃ যখন সহস্র সহস্র গারোসৈন্য ভীষণ জলপ্রপাতের ন্যায় পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাদের শিশু রাজার জন্য উন্মত্তভাবে শোকপ্রকাশ করিয়া প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প জানাইল তখনকার সে দৃশ্য উত্তেজনাপূর্ণ। হিন্দুরাজ্যে প্রজারা যে কিরূপ রাজভক্ত ছিল, এই পালা-গানটি প'ড়লে তাহা বুঝা যায়। গারোরা দোর্দণ্ড প্রতাপে বর্শা ও খড়গ লইয়া জঙ্গলবাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহারা হয় শিশু-রাজাকে উদ্ধার করিয়া আনিবে, নয় প্রাণ দিবে—এই তাহাদের সঙ্কল্প।

তখন দুর্গাপুরে রাজকুমারকে বন্দী করার আনন্দে ইশা খাঁর প্রজামণ্ডলী নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত। জঙ্গলবাড়ীর নিকটে এক দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল। ত্রিশ হাজার গারো তথায় জড় হইয়া একটা খাল কাটিয়া ফেলিল। এই খাল দ্বারা তাহারা রাতারাতি ধনেখালি নদীর সহিত জঙ্গল-বাড়ীর পরিখার সংযোগ সাধন করিল। ইশা খাঁর নিযুক্ত রক্ষীদের অজ্ঞাতসারে তাহারা শিশু-রঘুনাথকে উদ্ধার করিয়া ইশা খাঁরই বড় পিনিসে বহু লোকে দাঁড় টানিয়া তাঁহাকে দুর্গাপুরে লইয়া আসিল। বহুহস্ত-

চালিত পিনিস নৌকা তীরবৎ বেগে যখন দুর্গাপুর পৌঁছিল, তখন তথাকার প্রজারা যেরূপ আনন্দে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিল তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি।

পালাটি ক্ষুদ্র হইলেও কবি যুদ্ধকাহিনীর দ্রুত ছন্দে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একখানি ছবির ন্যায়। এই পালা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র হইলেও মূল্যবান্। বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন প্রত্যেক রাজা সম্বন্ধেই যে এইরূপ পালা-গান প্রচলিত ছিল তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। তাহার অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে এখনও কতক কতক উদ্ধার করা যাইতে পারে। কালে হয়ত কোন ঐতিহাসিক এই মুষ্টি মুষ্টি রত্নকণা সংগ্রহ করিয়া আমাদের ইতিহাস-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দিবেন, আমরা তাঁহারই প্রতীক্ষায় আছি।

এই পালা-গানটিতে দুই একটা অসঙ্গতি আছি। সেগুলি প্রাচীন সংস্কারগত। গেঁয়ো কবিরা যদি শিক্ষার ত্রুটির জন্য তদ্রূপ দু'একটা ভুল করেন তবে তাহা মার্জ্জনীয় শিশু-রঘুনাথকে বন্দী অবস্থায় বাইশ মণ পাথর চাপা দিয়া রাখা হইয়াছিল। বাইশ মণ পাথরের চাপ দেওয়াটা পল্লী-গাথার একটা চিরাগত রীতি। ইশা খাঁ দিল্লীর সম্রাট্‌কে কীটের তুল্যও গণ্য করিতেন না প্রভৃতি কথাও পাড়াগাঁয়ের। এত বড় শক্তিশালী কবিও এই সকল পল্লী-সংস্কারের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

রাজা রঘুনাথ জাহাঙ্গীরের সমকালবর্ত্তী এবং পালা-গানটিও সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে কিংবা অব্যবহিত পরে বিরচিত হইয়া থাকিবে। তবে যে সব কাহিনী গানের আকারে দেশে দেশে প্রচারিত হয় তাহার ভাষা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হওয়া অপরিহার্য্য। সুতরাং ঠিক যে আকারে প্রথম ইহা রচিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে যে আমরা ইহা পাই নাই,—একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

নূরন্নেহা ও কবরের কথা

নূরন্নেহা ও কবরের কথা পালাটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী ১৯২৮ সনে সংগ্রহ করেন। গানটি ৬৩২ পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ। আশুবাবু সের আলি খাঁ নামক বড় উঠান গ্রামের জমিদারের নিকট প্রথম পালা গানটির সংবাদ পান। 'বড় উঠান' গ্রামটি দেওয়াং পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সের আলি খাঁ হয়বৎ আলি নামক এক গায়কের কথা আশুবাবুকে বলেন। হয়বৎ আলির ডাক নাম 'কাদিরের বাপ' কিন্তু ইহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? এই গায়ক একটি আশ্চর্য্য লোক। নদী এবং সমুদ্রই তাহার বাড়ী। সে প্রায়ই চালা ঘরে থাকে না—জলেই আহার, জলেই শয়ন। বহু কষ্টে পেস্কারের হাট নামক গ্রামে আশুবাবু ইহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। হয়বৎ আলির একখানি সাম্পান আছে। সে এখন বৃদ্ধ। আশুবাবু তাহার সাম্পান ভাড়া করেন। একটি ক্ষুদ্র নদীর পথে আট ঘণ্টা কাল হয়বৎ আলি এই পালা গানটি গাহিয়া গিয়াছিল। তাহার মাথায় একটা বেতের টুপি এবং সে দাঁড়ের দ্বারা তরঙ্গ অভিঘাত করিয়া গাহিবার সময় তাল ঠুকিতেছিল। বৃদ্ধ হইলেও তাহার কণ্ঠ কোকিলের ন্যায় মিষ্ট। নদীর দুই দিক্ হইতে কৃষকেরা সেই গান শুনিতে নৌকার কাছে আসিয়া জড় হইয়াছিল। হয়বৎ বলিয়াছে, "বাবু, এই নদী আমার বড় প্রিয়। ইহাই আমার এই গানের প্রধান রঙ্গশালা। এই গান গাহিয়া এই নদীর উপরে আমি যে কত কাঁদিয়াছি ও লোককে কাঁদাইয়াছি তাহার অবধি নাই। নূরন্নেহা একটি পরীর ন্যায় আমার মন আকর্ষণ করে। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যেন এই গান করিতে করিতে আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি।"

সেই দেশের লোকেরা বলিয়াছে, "হয়বতের সুরলহরীর সহিত তাহারা আশৈশব পরিচিত। হয়বতের গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান আনন্দোৎসব।"

শুধু হয়বৎ আলি নহে, আশুবাবু আরও কয়েকজন গায়কের নিকট হইতে এই গানটি শুনিয়া পালাটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সেই সব গায়কের নাম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১। কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চর-চাকতাই গ্রাম নিবাসী হাকীম খাঁ।

২। বোয়ালখালী থানার অধীন পুবদিয়া গ্রাম নিবাসী গুণা মিঞা।

৩। রাউজান থানার অধীন লোয়াপাড়া গ্রামের পৈথান চন্দ্র দে নামক এক কৃষক।

এই পালা গানটিতে নিম্নলিখিত স্থানগুলির উল্লেখ আছে ঃ—

১। রঙ্গদিয়ার চর।—এই গ্রামটি দেওয়াং পাহাড়ের নীচে সুপ্রসিদ্ধ আনোয়ার গ্রামের নিকটবর্ত্তী। সম্ভবতঃ যখন গানটি বিরচিত হইয়াছিল, তখন রঙদিয়া সমুদ্রের একটা চর ছিল, এখন উহা নিকটবর্ত্তী উপকূলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

২। দেওগাঁও।—দেওয়াং পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। ১৭৬৪ সালে যখন চট্টগ্রামের জরীপ হয় তখন দেওগাঁও নয়টি প্রধান চাকলার মধ্যে অন্যতম ছিল। ইহা পুর্ব্বকালে একটি অতি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। এখনও এটি একটি বড় গ্রাম।

৩। পাঁচ গৈরা (পাঁচটি ঢেউ)—চট্টগ্রাম কক্সবাজারের উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে একটি স্থান আছে, সেখানে একটি একটি করিয়া পাঁচটি প্রবল তরঙ্গ তটভূমিকে অভিঘাত করে। এই সফেন তরঙ্গগুলি পাঁচ সংখ্যায় উপনীত হওয়ার পরে একটা বিরাম হয়। কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় একটি একটি করিয়া পাঁচটি ঢেউ পুর্ব্ববৎ সমুদ্র-উপকূলে পৌঁছায়। এইরূপ স্বাভাবিক ঘটনার কারণ কেহ খুঁজিয়া পান নাই।

৪। কালাপানি—চট্টগ্রামের দক্ষিণে অনেকটা পর্য্যটন করিলে সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থান পরিদৃষ্ট হয় তাহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বস্তুতঃ নীলসমুদ্রের জল হঠাৎ কালীর বর্ণ ধারণ করিয়া সেই স্থানটিকে অতি ভীষণ করিয়া রাখিয়াছে। বহু জাহাজ ও নৌকা এই কালাপানির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার সংবাদ আমরা জানি।

৫। উজানটেক—চট্টগ্রাম কক্সবাজারের নিকট উজানটেক নামক একটি রেলষ্টেশন এখনও আছে। পূর্ব্বকালে পর্ত্তুগীজ ও ব্রহ্মদেশীয় জলদস্যুদের ইহা একটি প্রধান আড্ডা ছিল।

৬। লালদিয়া এবং সোণাদিয়া—এখনও এই দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মৎস্যব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি এই দুইটি দ্বীপকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত করা হইয়াছে।

৭। ধান-চিবান্যা ও আণ্ডার চর—এই দুইটি স্থান এখন পর্য্যন্ত মৎস্যব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহারা এখন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত।

এই পালাগানটিতে হার্ম্মাদদের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরে এবং তাহার উপকূলে বহু পর্ত্তুগীজ দস্যু ছিল তাহাদের সঙ্গে দেশীয় স্ত্রীলোকদের পরিণয়াদিও হইত। অনেক সময়েই ঐ দস্যুর দল বলপুর্ব্বক সুন্দরী দেশীয় রমণীদিগকে গ্রহণ করিত। ফলে তথায় একটি মিশ্র জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারাই ফিরিঙ্গী। চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী, ব্যাণ্ডেল, জামাল খাঁ, দেওয়াং, সাহামীরপুর, অলকারণ, গোমদণ্ডী, [illegible]রা, বচিলিয়া, চাঙ্গাও প্রভৃতি স্থানে এখনও বহু ফিরিঙ্গী বাস করিয়া থাকে। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই সম্ভবতঃ আমরা হার্ম্মাদদিগের প্রথম উল্লেখ পাই। ইহাদের উৎপাতের কথা মুকুন্দরাম এই দুই ছত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"ফিরিঙ্গির দেশখান বাহি কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বাহি যায় হার্ম্মাদের ডরে॥"

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে লিখিত আলোয়ালকৃত 'পদ্মাবৎ' কাব্যে এই হার্ম্মাদদের উৎপাতের অনেক কথা আছে। আলোয়ালের পিতা সমুদ্রের জলপথে হার্ম্মাদগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। চট্টগ্রামের বহু প্রবাদে এমন কি বংশাবলীতেও এই জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা পাওয়া যায়। আশুবাবু প্রাচীন এক বংশলতিকা হইতে এই দুইটি ছত্র প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ডাকু হার্ম্মাদের ডরে হেনকালে দেশে।
গোলাম, ধোপা, নাই বসাইল আশে পাশে॥"

ইহার অর্থ, ভদ্র লোকেরা জলদস্যু হার্ম্মাদগণের ভয়ে বাড়ীর আশে পাশে গোলাম, ধোপা, এবং নাপিত (নাই) দের বসাইয়া ছিলেন। শেষোক্ত বলশালী লোকেরা পল্লীর রক্ষক স্বরূপ উপনিবিষ্ট হইয়া ছিল।

সুজাবিলাপ পালাতেও আমরা এই হার্ম্মাদদের উল্লেখ পাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় এই পালাগানটিতেই হার্ম্মাদদের সম্বন্ধে কিছু বেশী বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে। হার্ম্মাদদের ভয় এত বেশী হইয়াছিল যে বাণিজ্য-নৌকাগুলি অনেক সময়ে সমুদ্রপথে একা যাইতে সাহসী হইত না। বহু ডিঙ্গা একত্র হইয়া সমুদ্রে রওনা হইত। এই ডিঙ্গাগুলির মিছিল 'বহর' নামে পরিচিত। ডিঙ্গাস্বামীদের সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির উপাধি ছিল 'বহরদার'। তাহারই নির্দ্দেশমতে সকলে পরিচালিত হইত।

এই নূরন্নেহা এবং কবরের কথা পল্লীসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইহাতে একনিষ্ঠ প্রেমের যে নিদর্শন আছে তাহার তুলনা নাই। নূরন্নেহাকে আমরা মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নায়িকাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান নাও দিতে পারি। যেহেতু সেই সকল চরিত্রে প্রেমের সঙ্গে উদ্ভাবনীশক্তি এবং নানা বুদ্ধির চাতুর্য্যের মিশ্রণ আছে। উক্ত চরিত্রগুলি কতকটা জটিল এবং খরপ্রতিভাশালী। কিন্তু নূরন্নেহা স্বভাবের শিশু। প্রেমই তাহার জীবন এবং তাহার বাঁচিবার উপাদান ও অবলম্বন। শেষকালে কবর হইতে যখন অশরীরী দেহে সে জানাইল যে প্রকৃত প্রেমের ধ্বংস নাই, বিদেহ হইলেও প্রেম যায় না, তখন সেই সুরের অপার্থিব রেশ আমাদের কানে চিরদিনের জন্য লাগিয়া রহিল। শেষ অধ্যায়ে যেন স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর মিলন হইল। একদিকে আজীবন নিষ্ঠার জীবন্ত মূর্ত্তি নূরন্নেহা, আর এক দিকে শোকোন্মত্ত মালেক। ইহাকে দেখি, কি উহাকে দেখি তাহা ঠিক করা যায় না, উভয়েই এরূপ অতুল সুন্দর। এই পালাগানটিতে নানা প্রকার অমার্জ্জিত প্রাকৃত কথার বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও আমরা বঙ্গদেশের যে পল্লীচিত্রটি পাইতেছি তাহা বাঙ্গলা মাটির খাটি জিনিষ। এখন আমাদের সাহিত্যে যে কৃত্রিমতা আসিয়া ঢুকিয়াছে, তাহার পার্শ্বে এই অকৃত্রিম চিত্রগুলি রাখিলে

ইহাদের দর বোঝা যাইবে। মাঝিরা দাঁড় বাহিতে বাহিতে যে আকুল আবেগে সারি গান গাহিয়া যাইতেছে, তাহার প্রত্যেকটি পঙ্ক্তিতে উত্তেজনা বহিয়া আনে, এবং সমুদ্রগামী ডিঙ্গার চিত্র চোখের সামনে উপস্থিত করে।

মুসলমান-বিরচিত হইলেও পালাটি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রিয়। কবি বন্দনার সময়ে যে উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা খুব বড় দার্শনিকের মত। তাঁহার এই উক্তিটি স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য ঃ—

"হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি।
কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি॥
বিশমল্লা আর শ্রীবিষ্ণু একই গেয়ান।
দোফাঁক করি দিয়ে প্রভু রাম রহিমান॥"

কবি একদিকে পীর পয়গম্বরদিগের স্তুতি করিয়াছেন, অপরদিকে হিন্দুর দেবতা, বুড়া শ্রীমাই এবং ইছামতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেও বন্দনা করিয়াছেন। এখনকার এই বিষপুর্ণ বিদ্বেষের হাওয়ার মধ্যে এই কথাগুলি অমৃতের প্রলেপের ন্যায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মুকুটরায়

মুকুটরায়ের পালাটিও মৈমনসিং হইতে সংগৃহীত। ইহাকে ঠিক পালাগান বলা যায় না। ইহা গীতি কথার লক্ষণাক্রান্ত। গীতিকথা ও পালাগানে কতকটা গুরুতর পার্থক্য আছে। গীতিকথার অনেক অংশ গদ্যে রচিত এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কথকেরা পয়ার গাহিয়া যায়। সুতরাং গীতিকথার অর্দ্ধেক গদ্য এবং অর্দ্ধেক পদ্য। সময়ে সময়ে পদ্যের ভাগ বেশী থাকে। কিন্তু পালাগানের অনেকগুলিই সমস্তই পদ্যে লেখা। দ্বিতীয়তঃ গীতিকথায় অনেক আজগুবি বিষয়ের অবতারণা আছে। বিশেষতঃ তান্ত্রিকদিগের মন্ত্রতন্ত্রের অসাধারণ গুণে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার সংঘটন গীতিকথার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাঁহারা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর ঠাকুর দাদার ঝুলির মালঞ্চ মালা ও কাঞ্চন মালা এই দুইটি গীতিকথা পড়িয়াছেন তাঁহারা এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমাদের সংগৃহীত এই পালাগানগুলির মধ্যেও কতকগুলি গীতিকথা আছে। যথা 'কাজল রেখা', 'কাঞ্চন মালা', 'ভারৈ রাজা', প্রভৃতি। এই মুকুটরায়ের পালায় তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবে অসাধ্য সাধনের অনেক কথা আছে। যে আকারে মুকুট-রায়ের পালাটি প্রথম বিরচিত হইয়াছিল সে আকারটি পাইবার উপায় নাই। ইহার প্রথমভাগ ঠিক রাখিয়া মুসলমান লেখক একটা হিন্দুকাহিনীকে শেষভাগে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করার চেষ্টা আছে। সম্ভবতঃ এই গীতিকথাটির দ্বিতীয় লেখক এইরূপ আরো তিন চারটি গীতিকথা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকটিতে একটি হিন্দুকাহিনীর অবতারণা হইয়া শেষে তাহাতে ইসলামের জয় প্রচারিত হইয়াছিল। এই গীতি-কথাটির শেষের ছত্রটি হইতে আমরা এই অনুমান করিয়াছি।

প্রথমতঃ রাজকুমার যখন নির্জ্জন গভীর অরণ্য-প্রদেশে তাঁহার প্রেমিকাকে দেখিতে পান সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা একাকা মিরাণ্ডাকে সামুদ্রিক

দ্বীপে দর্শন করিয়া যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলাম, এই কুমারীর সন্দর্শনেও আমাদের তদ্রূপই বিস্ময় হইয়াছিল। নির্জ্জনে ঋষির আশ্রমে শকুন্তলা, সমুদ্রের উপকূলে কপালকুণ্ডলা এবং এই গভীর অরণ্যে পার্ব্বত্য কুমারী যেন এক হাতের আঁকা ছবি। কুমারী বিন্দুমাত্র পারিবারিক জীবনে অভ্যস্তা ছিল না। বন্য হরিণীর ন্যায় সে অরণ্যে ছুটিয়া বেড়াইত, ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সে পুরুষবেশে শিকার করিত এবং তাহার স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য আরণ্য সরলতার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে এক বনদেবতার মত সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা একটি রাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর পরিণয়ের কাহিনী নয়। এখানে রাজকুমারী সম্পূর্ণ অসংস্কৃত, সামাজিকতার অতীত এক অপূর্ব্ব ললনা। কানন-কুসুমকে রাজকুমার রাজবাটীকার উদ্যানে লইয়া আনিয়াছিলেন। সে বেশভূষা জানিত না, কাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় তাহা জানিত না। অতি তেজস্বিনী হইয়াও সে একটি ননীর পুতুলের ন্যায় কোমলপ্রাণ। যেমনি তাহার অবয়বে তেমনি তাহার কথাবার্ত্তায় নিত্যনিত্য রাজকুমার নব সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব্বত্ব আবিষ্কার করিতেন। এ যেন পৃথিবী এবং স্বর্গের মিলন। কিন্তু এই পর্ব্বতীয়—নিতান্ত বন্য রমণীর হৃদয়ে যে প্রেম ছিল, তাহা অতীব একনিষ্ঠ; তাহাতে পাতিব্রত্যের ও শাস্ত্রীয় সংস্কারের কোন চিহ্ন নাই; কিন্তু তথাপি তাহা এত ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ, যে সেই প্রেম সর্ব্বশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। গীতিকথাটি সমাপ্ত করিয়া আমাদের মনে সেই নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধ ও সরল ধনুর্দ্ধারিণীর চিত্রটি মনে থাকিবে। সে রাজকুমারকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিল এবং সেই আনন্দের কথা যেরূপ আবেগে প্রকাশ করিয়াছিল বোধহয় পৃথিবীর কোন নায়িকা তাহা করে নাই। অসভ্য দুর্বৃত্তদিগের হাত হইতে কুমারকে সে কিভাবে রক্ষা করিবে এই ছিল তাহার প্রধান ভাবনা। একদিন গাছের উপর পত্রান্তরালে, অন্যদিন বৃক্ষের কোটরে, অন্যদিন তাহার কুটিরের পার্শ্বে সে কুমারকে লুকাইয়া রাখিল—যেন সে হারানো মাণিক—কত দুর্লভ ধন। গীতিরচয়িতা বলিতেছেন সে ত শাস্ত্রও পড়ে নাই, সামাজিকতাও জানিত না, কেহ গল্প করিয়াও তাহাকে প্রেমের কাহিনী শোনায় নাই। তবে সে

এতটা প্রেম শিখিল কোথায়? "কেমনে পিরীতের জ্বালা বুঝিল বনেলা?" এই বন্য রমণী এত প্রেম কি করিয়া শিখিল?

এই গীতিকথাটিতে রাজাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা এবং তাঁহাদের পার্শ্বচরদের রাজার অভিপ্রায়-অনুসারে সম্মতিসূচক ঘাড়নাড়া প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া মনে হয় যে দেশে পুর্ণ মাত্রায় অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক দেশেরই সন্নিকটে বন্য বর্ব্বর জাতিরা ঘুরিত এবং উৎপাত করিত। আমাদের 'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমি তখনও খুব নিরাপদ্ ছিল এমন বোধ হয় না।

আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গদেশে ছবি আঁকার প্রথা এত বেশী প্রচলিত ছিল যে ঘটকেরা সর্ব্বদাই নানা দেশের রাজকুমার ও রাজকুমারীদের ছবি লইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিত, এবং অনেক সময় সেই ছবি দেখিয়াই উভয় পক্ষ বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিত। শুধু এই গীতিকথায় নয়, অনেক প্রাচীন পালাগানে ও বাঙ্গালা পুস্তকে ইহার ইঙ্গিত আছে। হরিবংশ পুরাণে দৃষ্ট হয় যে বাণের কন্যা উষা যখন অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখেন—অথচ এই তরুণ যুবক কে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ না হইয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন উষার সখী চিত্রলেখা ভারতবর্ষের যাবতীয় তরুণ রাজকুমারের ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে দেখান। এই ছবিগুলির মধ্যে উষা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট কুমার অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল উপাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায় চিত্রবিদ্যা এদেশে কতটা ব্যাপকতা ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই এই চিত্র ও অপরাপর কোমল শিল্পের চর্চ্চা করিতেন। এই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতী।

৭০

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ভারাইয়া রাজার কাহিনী

এই গানটিতে ভারাইয়া রাজার সঙ্গে ক্ষত্রিয় বীরসিংহ রাজার যুদ্ধের বিবরণ আছে। বীরসিংহের রাজ্যের প্রান্তে একটা নিবিড় জঙ্গলিয়া দেশ ছিল; ভারাইয়া রাজা সেই বন কাটাইয়া অনেক চাষা নিযুক্ত করিয়া উহা আবাদ করিয়া ফেলিলেন; বড় বড় তাল, তমাল, শাল ও দারাক বৃক্ষ কর্ত্তিত হইল এবং সেই আরণ্য প্রদেশ সুশোভন সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া কৃষকের লাঙ্গলের অনুগত হইল। এই সংবাদ যখন ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহ শুনিলেন, তখন তিনি রণডঙ্কা বাজাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক প্রকার অপরিচিত অস্ত্র ও অজ্ঞাতনামা রণবাদ্যের নাম পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ যুদ্ধ মূলতঃ শেল, শূল, মুদ্গর বা আগ্নেয়াস্ত্রের যুদ্ধ নহে :—মন্ত্র-তন্ত্র ও যাদুবিদ্যাই হইল এ যুদ্ধের সর্ব্ব প্রধান অস্ত্র-শস্ত্র। ক্ষত্রিয় রাজা ও তাঁহার পুত্রের অসামান্য বীরত্ব পাহাড়িয়া রাজার মন্ত্রপূত ধূলিমুষ্টির নিকট হা'র মানিল। পিতাপুত্র বন্দী হইলেন। অবশেষে কুমারের সহিত ভারাইয়া রাজার রূপসী কন্যার বিবাহে স্বীকৃত হইয়া বীরসিংহ মুক্তি লাভ করিলেন। অসংখ্য মূল্যবান্ উপঢৌকন পাইয়া বন্দী রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ভারাইয়া রাজার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা হইবে; একথা যতবার তাঁহার মনে হইল, ততবার তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজেকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার অতি পবিত্র প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহার পুত্রকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। কুমারের বলবীর্য্যের অভাব ছিল না,—তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্য শীঘ্রই পাহাড়িয়া সৈন্যদিগকে বিপর্য্যস্ত করিল; কিন্তু আবার সেই ধূলিমুষ্টি, সেই যাদুবিদ্যার অমোঘ শক্তিতে আকাশবাতাস অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল। কুমার পুনর্ব্বার বন্দী হইলেন এবং তাঁহার মৃত্যুদণ্ড আসন্ন হইল।

এই সময়ে ভারাইয়া রাজার কন্যা কুমারকে চাক্ষুষ না দেখিলেও পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। "স্বামী" এই কথাটির মাধুরীতে

তাঁহার হৃদয় জ্যোৎস্নাময় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারের বিপদের কথা শুনিয়া কুমারী অস্থির হইয়া উঠিলেন; তিনি স্বীয় অঙ্গ হইতে হীরকের বলয় ও মণিময় কঙ্কণ প্রভৃতি যাবতীয় অলঙ্কার উৎকোচ দিয়া কারারক্ষকের নিকট কারাগারে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।

এই পালাগানটির চিত্রে নানাপ্রকার বিভীষিকাপূর্ণ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ইহার ভীষণতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্ধকার রাতে একবারটি যদি বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া জগতের প্রসন্ন রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায়, তবে তাহা যেরূপ স্মরণীয় হইয়া থাকে—এই বিপদ্‌সঙ্কুল জটিল অবস্থাচক্রে বিঘূর্ণিত প্রণয়-কাহিনীতে কুমার ও রাজকন্যার মিলনের দৃশ্যটা তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মনোহর। রাজকুমারী শৃঙ্খলিত রাজকুমারের শৃঙ্খল মোচন করিয়া যেরূপ স্নেহমধুর করুণ রসের উৎস-স্বরূপ অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, রাজকুমারও সাগ্রহে সেইরূপ আন্তরিকতার সহিত সেই প্রণয়ের প্রতিদান দিয়াছিলেন। কুমার রাজকন্যাকে একটিবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, এই ভাবে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে কুমারীর কোন্ ভাবী বিপদ্ প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা? কুমারী কারাতোরণ খুলিয়া দিলেন, যুবরাজ কৃতজ্ঞচিত্তে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং চন্দ্রসূর্য্যকে শুনাইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন যে কুমারীই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, জীবন-মরণে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী থাকিবেন।

ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ভারাইয়া রাজার অবস্থা প্রতিকূল হইল। বীরসিংহ কামাখ্যায় যাইয়া মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়া আসিলেন এবং বন্য রাজাকে এবার আবদ্ধ করিয়া বন্য পশুর ন্যায় বন্দী করিলেন। তারপর তিনি মন্ত্রপূত ধূলিমুষ্টি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'তুমি চিরকাল পাষাণ হইয়া থাক।' সেই অমোঘ সন্ধানে রাজার রক্তমাংসের শরীর প্রস্তরে পরিণত হইল।

ভারাইয়া রাজার ঐশ্বর্য্য ও রাজতক্ত সমস্তই বীরসিংহের করতলগত হইল। এই সময়ে ঐশ্বর্য্যচ্যুতা ভারাইয়া রাজপত্নী কাঙ্গালিনীর মত যাইয়া বীরসিংহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই দীনহীন বেশ

ও শোচনীয় অবস্থা দর্শনে প্রজামণ্ডলীর নয়নে অশ্রুর বাণ ছুটিল। কিন্তু বীরসিংহ অতি কঠোর ভাবে তাঁহার সমস্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজমহিষী নিজের জন্য কোন প্রার্থনাই করেন নাই। তিনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া রাজাকে তাঁহার কন্যার সহিত কুমারের বিবাহের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন; এই কাতর নিবেদন উচ্চারণ করিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর কতবার গদ্‌গদ হইয়াছিল,—তাঁহার ভাষা কতবার কাঁপিয়া গিয়াছিল এবং তিনি কত না মর্ম্মন্তুদ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন! কিন্তু ক্ষত্রিয়পুঙ্গব বীরসিংহ সেই রাণীকে যে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহাতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর লোকের উপর কিরূপ বিদ্বিষ্ট ও ঘৃণার ভাব পোষণ করেন, তাহা জাজ্বল্যমান। রাণী বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকন্যাও উদ্দেশে স্বামীর পদে শত শত মিনতি জানাইয়া ও ভালবাসার কতকগুলি চূড়ান্ত কথা বলিয়া মাতার অনুগামিনী হইলেন। পালা রচয়িতা লিখিয়াছেন কুমারীর এই অবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রস্তরীভূত পিতার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়াছিল; পাষাণ যে দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল, রক্তমাংসের শরীরে তাহার কোন প্রভাব দেখা গেল না।

ভারাইয়া-রাজকন্যা অপরাপর পালাগানগুলির প্রথিতকীর্ত্তি মহীয়সী মহিলা চরিত্র-সমূহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যা, তিনি সর্ব্ববিধ গুণমণ্ডিতা। কিন্তু নায়কের চরিত্র অতি হীন। ধোপার পাটের কাঞ্চনমালার প্রণয়ী রাজপুত্রের মতই তাহার চরিত্র।

এই গানটিতে নানা তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব দেখিয়া মনে হয় ইহা দশম-একাদশ শতাব্দীর প্রভাবান্বিত, কিন্তু গানটি ঠিক কবে রচিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার বিজয়নারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে চন্দ্রকুমার দে এই পালাটি সংগ্রহ করেন। নাজির নামক এক ফকির এই গানের প্রথমাংশ আবৃত্তি করিয়াছিল, পরে ঐ জেলার ফুলপুর নামক গ্রামনিবাসী আর একজন ফকির বাকী অংশের অনেকটা দিয়াছিল। শিমূলকান্দা-নিবাসী ঈশান নামক একব্যক্তির সাহায্য লইয়া চন্দ্রকুমারবাবু

পালাটি সম্পূর্ণ করেন। একটা বন্য রাজার সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজার বিবাহের প্রস্তাবটাও বোধ হয় শেষকালে হিন্দু সমাজে খুব সঙ্গত ব্যাপার বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই, বিশেষ বিবাহের পূর্ব্বে এতটা প্রেমের বাড়াবাড়ি ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিরোধী হইয়াছিল; সুতরাং পালাটি হিন্দুদের সম্বন্ধে হইলেও মুসলমান গায়কদের কৃপায় ইহা বহুকালযাবৎ রক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল।

আমরা বহু রূপকথায় কামাখ্যাকে সর্ব্বপ্রকার তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রভূমি-স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাই। একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তন্ত্রমন্ত্র ও সিদ্ধাদের অলৌকিক শক্তি-সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে আমার Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। গ্যালিক কাহিনীগুলিতে ড্রুইড পুরোহিতগণের অলৌকিক শক্তিমত্তা-সম্বন্ধে যে সকল বর্ণিত আছে, তাহা ভারতীয় সিদ্ধাদের বৃত্তান্তের অনুরূপ;—গ্যালিক প্রবাদ ও গল্পে এই ভাবের বহু কথা প্রচলিত আছে—হেস্‌পারিডেসের রাজকুমারীদের টুইরেনের তিন রাজপুত্রের অনুসরণ-কাহিনী অনেকটা আমাদের ময়নামতীর গল্পে গোদা যম ও রাণীর লড়াইএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই তান্ত্রিক প্রভাব দশম-একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের গল্পগুলি তান্ত্রিক সিদ্ধির আদিম প্রভাব সূচনা করিতেছে। ভারাইয়া রাজার কাহিনী এই প্রভাবের নিদর্শন, কিন্তু সম্ভবতঃ পালাটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আদিভাগে রচিত হইয়া থাকিবে। ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আঁধাবন্ধু

১৯৩০ সালের ২০শে মার্চ্চ চন্দ্রকুমার দে বুদ্ধু নামক হাজাং শ্রেণীর এক ব্যক্তি ও মঙ্গলনাথ নামক খালিয়াজুড়ির এক ভিক্ষাজীবীর নিকট হইতে এই পালা সংগ্রহ করেন। এই গানের ঠিক অনুরূপ একটি গান পার্ব্বত্য হাজাংদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেই গানটি হয় ত মূল গান; নিম্ন সমতল ভূমির হাজাং ও বাঙ্গালীরা উক্ত গানটি কতকটা নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া ইহাকে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে। এই গানে চণ্ডীদাসের ও রামীর প্রেম-সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে—চণ্ডীদাসের গানের ভাষা ও আঁধাবন্ধুর ভাষা প্রায় একরূপ,—ভাবেও অনেকটা ঐক্য আছে। সেই বাঁশের বাঁশীর মোহিনী শক্তি যাহাতে অচল জড় জগৎ সচল হয়, যাহা স্বর্গ ও পৃথিবীকে এক স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়া ফেলে এবং চন্দ্রোদয়ে বারিধিবক্ষের মত যাহার সুরলহরী রমণীহৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া তাহার ললাটে কলঙ্কের টীকা দিয়া তাহাকে কুলত্যাগিনী করায়—সেই বাঁশের বাঁশীর অলৌকিক আকর্ষণের কথা এই পালাটির ছত্রে ছত্রে আছে। ভালবাসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই কবির উদ্দেশ্য এবং এই বিষয়েও চণ্ডীদাসের সঙ্গে কবির মিল দেখা যায়। আমার মনে হয় যদিও পালাটি চণ্ডীদাসের পরে লিখিত, তথাপি তাঁহার বহু পরের নহে; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এই পালাটি বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এই গানটিকে গীতি-কবিতার একটি মধুচক্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা রসের মুক্ত পরিবেশন। ভালবাসার অমৃতনিষেকে একটা কলঙ্কের ব্যাপার নিষ্কলঙ্ক,—একটা নীতি-বিগর্হিত জিনিষ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। বিবাহিতা রমণী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া কহিয়া পরানুগামিনী হইতেছেন, এরূপ দুর্নীতি কাব্য-সাহিত্যে আর কোথায় আছে? হিন্দু সমাজে

সতীত্বের ডঙ্কা এরূপ জোরে বাজিয়া উঠিয়াছে যে এরূপ একটা প্রেম-কাহিনীর অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারিত যদি না ইহা আমরা চাক্ষুষ দেখিতাম। এই কুল-কলঙ্কিনী লোকলোচনে অতীব বিসদৃশ,—ইহার প্রতি কাহার সহানুভূতি থাকিতে পারে। কিন্তু হিন্দু সমাজের বৃদ্ধ অভিভাবকগণ নীতির তুলাদণ্ড ধরিয়া একদিকে সূক্ষ্ম বিচার করিতেছেন, অপর দিকে সেই রসস্বরূপ আনন্দময়ের প্রেমের সঙ্গীত অবলীলাক্রমে নীতিশাস্ত্রটাকে উলট পালট করিয়া দিতেছে এবং ঠিক একটা খেলনার মত তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া আবদার করিতেছে। শিশু যদি একটা মহামূল্য জিনিষ ভাঙ্গে তবে মাতা কি করেন ? দুই মিনিট পরে তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করেন। এই কবি সেইরূপ আবদারে। তাঁহার অকাণ্ডটাতেও আমরা অপূর্ব্বত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহার উচ্চমূল্য দিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকুমারী কুল ছাড়িলেন কি স্বামী ছাড়িলেন, ঐশ্বর্য্য ছাড়িলেন কি কাঙ্গালিনী হইলেন, এ সকল কথা আমরা ভুলিয়া যাই; আমরা তাঁহার একখানি মাত্র চিত্র দেখি, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অমৃতময় ও লোকাতীত—এই প্রেম স্বর্গের, ইহা পৃথিবীর নীতির মানদণ্ডে তুলিত হইবার নয়। স্বামি-কলঙ্কিনীর এই ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে অনাবিল। কবি এত বড়, যে প্রচলিত লৌকিক নৈতিক আদর্শ তিনি অনায়াসে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছেন—তিনি যে রাজ্য হইতে তাহার সুর শুনাইতেছেন, মর্ত্ত্যের মানুষ সেই রাজ্যের বিচারক নহে। তাঁহার গান শুনিবার যোগ্য ক্ষ্যাপা ভোলা,—সম্পূর্ণরূপে তন্ময় অপার্থিব ব্যক্তি। তাঁহার গানের বোদ্ধা সেই ব্যক্তি যিনি কাঞ্চন ও কাচকে তুল্য মনে করেন, যিনি পথের ধূলি কুড়াইয়া মাথায় রাখেন ও মণিমাণিক্য তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেন। যেমন রাজকুমারী তেমনি তাঁহার আন্ধাবন্ধু—দুইই দেহের প্রতি উদাসীন, দুইই দেহাতীত কিছু পাইয়াছে—ও তাহাই জগৎকে দিতেছে,—যাহা পাইয়া রমণী সতীত্বকুম্ভ জলে ভাসাইয়া দিয়া কুলত্যাগিনী হইতেছে, তাহার অসমসাহসিক গতির দ্রুত ছন্দের পশ্চাতে সংসারের শত শত কর্ত্তব্যের বাঁধ মাকড়শার জালের মত ছিন্নভিন্ন হইয়া অসার হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালী চাষা প্রেমের যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিল, জগতে তাহা অতুলনীয়। গুটিকয়েক পত্রে কবি যে অমর লিপি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা জগতের সুসমাচার—সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের উপরকার কথা—উহা অপূর্ব্ব, অতুল্য ; উহা আনন্দের ভাণ্ডার এবং ত্যাগের মহিমায় চিরোজ্জ্বল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বগুলার বারমাসী

এই পালাটিও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দের সংগৃহীত। ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে এই পালাটি ময়মনসিংহ জেলার খালিয়াজুরি পরগণার মধ্যবাটী নামক গ্রামনিবাসী নকুল বৈরাগী ও কৃষ্ণরাম মাল নামক দুই ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। পালাটি ৪২৭ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। সুতরাং আকারে ছোট।

বগুলার বারমাসীতে সামাজিক যে সকল চিত্র দেওয়া আছে, তাহা চণ্ডীদাসের যুগের; স্ত্রীলোকের এতটা স্বাধীনতা পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য যুগের রুচিসঙ্গত ছিল না; কবি তাঁহার রচনা ফেনাইয়া দীর্ঘ করেন নাই, বরং তাঁহার লেখা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে সংক্ষিপ্ত। অনেক ঘটনা কবি ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন, গল্প-ভাগের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু রাখিয়া তিনি অপরাংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন—চণ্ডীদাসের যুগে কাব্যের এইরূপ ইঙ্গিত অনেক সময় দেওয়া হইত। তাঁহার "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে" ছত্রের পরেই "আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে দেখে যে পরাণ ফাটে," প্রথম পংক্তি নায়ককে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তি সখীদের সম্বোধনে উক্ত;—কবি একই গানে এইরূপ দুই তিন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়াছেন—অথচ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, শুধু কথার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন মাত্র। হয়ত তাঁহার গান অভিনীত হইত, গান করিবার সময় রাধা একবার কৃষ্ণকে ও একবার সখীকে এবং আরবার হয়ত জনান্তিকে কথা বলিয়াছেন; অভিনয়-কালে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিত, এখন কবিতা পড়িবার সময় সেই ইঙ্গিতের সাহায্যে একটু একটু করিয়া অবস্থাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। শ্যামরায়, মহিষাল বন্ধু, ধোপার পাট—প্রভৃতি পালাগুলিতেও এই ভাবের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়—সকল কথা কবি খুলিয়া লেখেন নাই—অনেক ঘটনা ও অবস্থা পাঠককে বুদ্ধি-বলে আবিষ্কার করিয়া—সমস্ত পালাটির অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। বগুলার বারমাসীতে বণিক্-কন্যার

সঙ্গে তাহার তরুণ বন্ধুর কথাবার্ত্তার পরে অনেক ঘটনা কবি বাদ দিয়া গিয়াছেন। কুমারী বলিতেছেন, রাজপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিতে জেদ করিতেছেন,—তাঁহার পিতা কন্যাকে রাজমহিষী করিরার প্রলোভনে লুব্ধ হইয়াছেন—কিন্তু তিনি কখনই রাজকুমারকে বিবাহ করিবেন না, ইহা তাহার পণ। তিনি রাজপুত্রকে ঘৃণা করেন, এ কথা তাঁহার পিতাকে তিনি খুলিয়া বলিবেন। তাহার পরের অধ্যায় পড়িলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে রাজপুত্রের বিবাহের প্রস্তাবটি কন্যার একান্ত অনিচ্ছার দরুন বণিক্ ভাঙ্গিয়া দিলেন, তাঁহার তরুণ বন্ধুর সঙ্গে কুমারীর বিবাহ হইল;—দাম্পত্যের প্রথম অধ্যায়ে মিলন-মধুর কত দিনরাত্র চলিয়া গেল—এ সমস্ত কথাই কবি বাদ দিয়া গিয়াছেন। বণিক্-কুমারীর সঙ্গে বণিক্-কুমারের প্রথম দিনকার কথা-বার্ত্তার পর কবি পটক্ষেপ করিয়া যখন যবনিকা পুনরায় উত্তোলন করিলেন—তখন একটা বিদায়দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল। তরুণবণিক্ সমুদ্রপথে যাত্রা করিতেছেন, সাশ্রুনেত্রে বণিক্-কন্যা—মেঘ উঠিলে ডিঙ্গা তীরে লাগাইতে, ঝড়ের সময় সাবধান হইতে এবং আরো কত কি পরামর্শ দিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাগুলির ইঙ্গিত আছে কিন্তু বিবৃতি নাই, পাঠক কল্পনার দ্বারা তাহা পূরণ করিবেন।

এই গানটিতে যে ভাষা পাওয়া যায় তাহাও আমাদের চণ্ডীদাসের যুগই স্মরণ করাইয়া দেয়। সুকোমল মনোভাব, স্নিগ্ধ ও করুণ রসে সিক্ত হইয়া বাঙ্গালার প্রণয়ী-প্রণয়িনীর শত শত আবদার ও আদরের মধুবর্ষী কথার সৃষ্টি করিয়াছিল। জয়দেবের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালীর কবিতার এই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি দেবভাষার অনুস্বার-বিসর্গের বাহুল্যে ওই সকল ভাব সংস্কৃতে ততটা কোমল হইতে পারে নাই—যতটা বাঙ্গালায় হইয়াছে। এই পেলব ভাষার পরিণতি বৈষ্ণব গীতিকায়—কিন্তু কতকগুলি পালাগানের ভিতরেও ভাষার এই কোমলতার এবং সূক্ষ্ম মনোভাব-বিশ্লেষণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই সকল কারণে বগুলার বারমাসীটি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি।

বারমাসীটি একটু মামুলি রকমের, কিন্তু উহা যেরূপই হোক, বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই বারমাসীর আদর কখনই ফুরাইবে না; কারণ

ষড়্-ঋতুভেদে বঙ্গমাতার রূপ ও বেশপরিবর্ত্তন আমাদের চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল বারমাসীর প্রত্যেকটিতেই আমাদের চক্ষে যে পল্লীচিত্র প্রকাশিত হয় তাহা চিরপুরাতন হইয়াও নিত্যনূতন।

আমরা আন্ধাবন্ধু-পালায় স্ত্রীলোকের যে অসম সাহসের পরিচয় পাইয়াছি, অন্য এক ভাবে বগুলার পালায়ও স্ত্রী-স্বাধীনতার মৃদুতর একটা নিদর্শন দেখিতে পাই। স্বামী প্রবাসী, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী অপর এক প্রণয়ীর সহিত চিঠিপত্রে ভালবাসা জ্ঞাপন করিতেছেন। অবশ্য বণিক্-কুমারী বগুলা একান্ত শুদ্ধ-চরিত্রা এবং যাহার সহিত তাঁহার পত্রব্যবহার চলিতেছে তাহাকে তিনি জানিয়া শুনিয়া প্রতারণা করিতেছেন। এমন কি যখন রাজপুত্র তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার স্বামী নৌকাডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন, তখন বগুলা নিঃসঙ্কোচে লিখিলেন—"আমার স্বামী যদি মরিয়া গিয়া থাকেন তাহাতে আমার লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, কারণ তোমার মত রাজকুমারকে আমি স্বামি-স্বরূপ পাইব।" বগুলা জানিতেন যে এইরূপ প্রতারণা করিয়া রাজপুত্রকে নিবৃত্ত না করিলে দুষ্টপ্রকৃতি, ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত যুবক তাঁহার স্বামীর প্রাণ হরণ করিবে। স্বামীকে নিরাপদ্ রাখিবার জন্যই বগুলা এই সকল ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? একটি কুলবধূর পক্ষে ক্রমাগত—কখনো দাসীর হাতে কখনো বা কপোতের মুখে এইরূপ প্রতারণামূলক পত্রব্যবহার আধুনিক সমাজ-নিয়মের একান্ত বিরোধী। প্রাচীন-পালা-গায়কগণ আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টিবলে কেবলই নরনারীর হৃদয়ের সাধুত্বের সন্ধান করিতেন এবং তাহারই ছবি আঁকিয়া যাইতেন। সমাজের যে একটা প্রকাণ্ড লৌহযন্ত্র মানবচিত্তকে নিষ্পেষণ করিবার জন্য অগ্নিচক্ষে স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিত, সে দিকে পালা-রচক একবারও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই বীর্য্য এবং তেজ অনন্যসাধারণ। তবে এমনও হইতে পারে যে বাঙ্গালার প্রান্তসীমায় তখনও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের এত কড়াকড়ি অনুশাসন হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার লিখিয়াছি পূর্ব্ব-মৈমনসিং প্রভৃতি অঞ্চলে বহুকাল পর্য্যন্ত কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের প্রভাব ঢুকিতে পারে নাই। এই সকল স্ত্রী-স্বাধীনতার চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে উত্তরে গারো পাহাড় ও পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এই দুই

সীমান্তের স্ত্রীলোকদের অবাধ গতিবিধি এবং স্বাধীনতা নিকটবর্ত্তী বঙ্গের সমতল ভূমির উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

যদিও পালাগানটিতে নানারূপ কষ্টের ও দুঃখের চিত্র অবতারিত হইয়াছে, তথাপি ইহার পরিণাম শুভ। পল্লীকবিরা সংস্কৃত কাব্যের নিয়মগুলি একেবারেই আমলে আনিতেন না। এইজন্য প্রাচীন পালা-গানের অনেকগুলি বিয়োগান্ত। এই গানটি পল্লীনিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

লেখনী ভূপাতিত করিয়া কোন তরুণ বন্ধুকে তাহা তুলিয়া দিবার অনুরোধ এবং সেই উপলক্ষে বিবাহ-প্রস্তাবের অবতারণা শুধু এই পালাটিতে নহে আরও কতকগুলি পালাতে আমরা পাইয়াছি। সম্প্রতি পুরন্দরের পালা নামক যে গানটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহারও পূর্ব্বভাগে এইরূপ এক দৃশ্য অবতারিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ কবি ফকিররাম কবিভূষণ বর্দ্ধমান জেলার একটা প্রাচীন পল্লীগাথা ভাঙ্গিয়া যে সুন্দর কাব্য রচনা করেন তাহাতেও এই লেখনী লইয়া প্রেমের কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ আছে। ফকিররামের সেই কাব্যটির নাম 'সখী সোণা'। আমাদের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' নামক সংগ্রহ-পুস্তকে সখী সোণার অনেক অংশ সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

বিখ্যাত মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণ মৈমনসিং অঞ্চলে বহু স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্থ। বিবাহ-বাসরে এবং অপরাপর মহিলা-সম্মেলন-উপলক্ষে এই রামায়ণ সর্ব্বদা গীত হইয়া থাকে। মেয়েরাই ইহার গায়ক, ইহার কবি স্ত্রীলোক, ইহার শ্রোতা ও গায়কেরাও অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোক। পাঠক এই রামায়ণটিকে কাব্য বলিয়া ভুল করিবেন না। ইহা প্রত্যেক বিষয়ে পালাগানগুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার দাবী রাখে। প্রত্যেক ছত্রের পরে 'গো' শব্দটি পালাগানের সুরটি মনে জাগাইয়া দেয়। যদিও কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তিনি পালাগানেরই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; সংস্কৃত সন্ধি ও সমাসপ্রকরণ বাঙ্গালার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন নাই। উপমাগুলিও তিনি বঙ্গপল্লীর নৈসর্গিক চিত্রগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন—সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে ধার করিতে যান নাই। আমরা এখন একরূপ নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত মলুয়া পালাটিও চন্দ্রাবতীর রচনা। সেই পালায় একটি বন্দনা পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে কবি নিজের ভনিতা দিয়াছেন এবং মৈমনসিংএর লোকের চিরাগত বিশ্বাস মলুয়া পালাটি চন্দ্রাবতীরই রচনা। পালা কবিতার মধ্যে মলুয়া মধ্যমণিস্বরূপ। বিবাহিতা স্ত্রীর অপূর্ব্ব দাম্পত্য প্রেমই মলুয়ার মূল বিষয়। এই পালাটির আর এক নাম কাজীর বিচার। আমরা সেই নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া নায়িকার নামেই উহাকে পরিচিত করিয়াছি। কবি নয়ানচাঁদ প্রণীত চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে যে পালা গানটি আছে তাহাও অতি অপূর্ব্ব। সেই পালাটিও মৈমনসিং গীতিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর পিতা সুপ্রসিদ্ধ মনসা-দেবীর ভাসান-গায়ক কবি বংশীদাস ভট্টাচার্য্য বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি তাঁহার দুলালী কন্যা চন্দ্রাবতীকে সংস্কৃত

ব্যাকরণ, সাহিত্য ও পুরাণাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'কেনারামের' পালায় আমরা বংশীদাসের যে উজ্জ্বল ছবিটি পাইয়াছি—নয়ানচাঁদ কবির হস্তে তাহা আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বংশীদাস অতি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন পরম ভক্ত ও একনিষ্ঠ সাধক। তিনি ব্রাহ্মণ্যগৌরবের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। চন্দ্রাবতী তাঁহার যে চরিত্র দিয়াছেন তাহা জীবন্ত। নামাবলী, উত্তরীয়, আবক্ষোলম্বিত রুদ্রাক্ষমালা, সুদীর্ঘ গৌর বপু, এই ছিল তাঁহার সরঞ্জাম। তিনি যখন তন্ময় হইয়া গান করিতেন তখন আরণ্য প্রদেশে পক্ষীদের কাকলী থামিয়া যাইত ও তাহারা উড়িয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে ডালের উপর বসিয়া মুগ্ধভাবে চুপ করিয়া থাকিত। এ দিকে গৃহে অন্ন নাই, গান গাহিয়া কিছু তণ্ডুল ও কড়ি তিনি সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু নিত্যকার প্রয়োজনীয় যেটুকু, তাহার বেশী অর্থ লইতে স্বীকৃত হইতেন না। যখন কেনারাম দস্যু বহু কলসী স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়া বলিল, অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত আর আপনাদের অর্থাভাব হইবে না, তখন সগর্ব্বে বংশীদাস বলিলেন, "এই নররক্তরঞ্জিত অর্থ আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে লইয়া যাও, উহা গ্রহণ করা দূরে থাক, দর্শন করাও আমার পাপ।" সেই দিন কেনারাম দস্যু প্রথমে হতবুদ্ধি হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল সংসারে অর্থ হইতেও মুল্যবান্ জিনিষ আছে। ক্ষিপ্রহস্তে উন্মত্তের ন্যায় কলসী কলসী স্বর্ণমুদ্রা সে ফুলেশ্বরী নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া রিক্তহস্ত হইল, এবং কাঁদিয়া বংশীদাসের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রার্থনা করিল। যে খড়্গ লইয়া সে বংশীদাসকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল, বহুকাল সঞ্চিত সেই বিপুল অর্থের সঙ্গে সে খড়্গখানিও চিরতরে ফুলেশ্বরীর জলে বিসর্জ্জন দিল। জীবনে সে আর লৌহাস্ত্র ধারণ করে নাই।

মলুয়া ও কেনারামের পালায় চন্দ্রাবতী যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এই রামায়ণের পালায়ও সেই প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইহা যেমনি সরল, তেমনি করুণ। শ্রেষ্ঠ পালাগায়কদের যে অতি সংক্ষেপে মনোভাব প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব দেখা যায় এই রামায়ণের পালায়ও সেই কৃতিত্বের পরিচয় আছে। এত ক্ষুদ্র আকারে এরূপ সরলভাবে রামায়ণের গল্প সম্ভবতঃ আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। মলুয়া, কেনারাম

এবং রামায়ণ এই তিনটি মাত্র কাব্য তাঁহার রচনা নহে, তিনি তাঁহার পিতাকে পদ্মাপুরাণ লিখিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বংশীদাস-কৃত পদ্মাপুরাণে চন্দ্রাবতীর লেখা অনেকাংশ দৃষ্ট হয়। প্রেমভঙ্গে ব্যথিত চিত্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই রামায়ণ রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পিতার আদেশেই তিনি এই ভার গ্রহণ করেন। এ সমস্ত কথাই নয়ানচাঁদ কবি বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। কেনারামের পালায় চন্দ্রাবতী স্বয়ং তাঁহার পিতা ও স্বীয় গৃহ-সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে নয়ানচাঁদের বর্ণনার বিশেষ ঐক্য আছে। কেবল তাঁহার প্রণয়-কাহিনীটি তিনি সঙ্কোচের সহিত বাদ দিয়া গিয়াছেন এবং সেই কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনাও আমাদিগকে নয়ানচাঁদ দিয়াছেন। চন্দ্রাবতী আজন্মকুমারীই রহিয়া গিয়াছিলেন। শৈশব-সঙ্গীর প্রতারণার পরে তিনি সাংসারিক সুখের আর কোন আশাই রাখেন নাই এবং এই রামায়ণ লিখিতে লিখিতেই অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে তাঁহার দুঃখান্ত জীবনের উপর পটক্ষেপ হইয়াছিল। এই রামায়ণের ইংরাজী ভূমিকায় আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিয়াছি।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কবিত্বই ইহার প্রধান গুণ নহে। এই রামায়ণে আমরা এমন অনেক জিনিষ পাইতেছি যাহাতে রামায়ণ-সাহিত্যের কতকগুলি আঁধার দিক্ আলোকিত হইয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ জাতকের সঙ্গে রামায়ণের এতটা অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে একথা আমাদের স্পষ্টই ধারণা হইয়াছে—উভয়েই হয়ত কোন অজ্ঞাত মূল হইতে গৃহীত হইয়াছে নতুবা ইহারা পরস্পরের নিকট ঋণী। দশরথ-জাতককে আমরা বাল্মীকির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিয়াছি; তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য "The Bengali Ramayanas" নামক পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দশরথ-জাতক ছাড়া সাম জাতকে অন্ধমুনির কাহিনীটি ঠিক বাল্মীকির অনুরূপ ভাবেই লিখিত হইয়াছে। সম্বুলা জাতকের রাক্ষস নায়িকাকে যে সব ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে অশোকবনে সীতার প্রতি রাবণের উক্তি ঠিক তদনুরূপ। বসন্তরা জাতকে বসন্তরার উক্তি এবং প্রত্যুক্তি বনবাসের

প্রাক্কালে রামসীতার কথাবার্ত্তার অনুরূপ। এই জাতকগুলি এবং রামায়ণ তুলনা করিয়া পড়িলে স্পষ্টই ধারণা হইবে যে তাহাদের ঐক্য আকস্মিক নহে। সত্যই কবিরা পরস্পরের নিকটে ঋণী। আমরা এই প্রসঙ্গ অন্যত্র সবিস্তারে লিখিয়াছি সুতরাং এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দশরথ-জাতকে লিখিত আছে যে রাম সীতার সহোদর ছিলেন। এই কথা লইয়া অর্দ্ধশিক্ষিত পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে খুব হাস্য-পরিহাস হইয়া থাকে। পুরাকালে ব্যাবিলন, ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে, বিশেষ জাভা দ্বীপে সহোদর-সহোদরার পরিণয় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বৌদ্ধ জাতকে লিখিত আছে, যে শাক্যবংশ শাক্যমুনি সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই বংশেই রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই শাক্যদের মধ্যে ভাই-ভগিনীর পরিণয় সর্ব্বদা ঘটিত। কুণাল জাতকে লিখিত আছে যে শাক্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে শাক্যদিগের নিন্দাবাদ করিয়া বলিয়াছিল "তোমরা তোমাদের ভগিনীদের বিবাহ করিয়া থাক! তোমরা পশু!" উত্তরে শাক্যেরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল—"আমরা সিংহ, আমরা তোমাদের মত শৃগালের নিকট কন্যা বিবাহ দিতে কখনই সম্মত হইতে পারি না।" (কুণাল জাতক, ৫৩৫ সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠা—এচ. পি. ফ্রান্সিস-এর অনুবাদ।)

কিন্তু হিন্দুরা যখন রামকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন, তখন সীতাকে লইয়া মহা গোলযোগে পড়িয়া যান। বিশেষজ্ঞেরা জ্ঞাত আছেন, রামায়ণের আদিকাণ্ড এবং উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নহে। অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্তই বাল্মীকির রচনা। পরবর্ত্তী লেখকেরা সীতার জন্মকথা লইয়া নানারূপ আজগুবি গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সহোদরার সহিত বিবাহ অসম্ভব অথচ সেই সময়ে ভারতবর্ষের রাজাদিগের বংশাবলী এত সুপরিচিত ছিল যে তন্মধ্যে সীতাকে হঠাৎ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব হইল না। Pargiter সাহেব ভারতীয় প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশাবলী সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে সেই সব সর্ব্বজনবিদিত বংশে কোন নূতন রাজপুত্র বা রাজকন্যার প্রবেশ উদ্ভাবন করিলে তাহা কেহই গ্রহণ করিত না।

যখন জাল ইতিহাস সৃষ্টি করার চেষ্টা অসাধ্য হইল, তখন নানা প্রকার অলৌকিক কিংবদন্তী দ্বারা রামায়ণের এই ঘটনাটিকে পূরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। সীতার উদ্ভব সম্বন্ধে কত কথাই যে কত পুরাণে রহিয়াছে, তাহার অবধি নাই।

জাভা দেশের রামায়ণে লিখিত আছে যে সীতা রাবণ এবং মন্দোদরীর কন্যা। গণকেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিল, সীতা অতি দুর্ভাগিণী হইবেন। সুতরাং রাবণ জন্মমাত্র একটি কৌটায় শিশুটিকে আবদ্ধ করিয়া তাহা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। জনক ঐ কৌটাটি উদ্ধার করেন। মালয় দেশের রাময়াণে আছে সীতা মন্দোদরীর কন্যা এবং তিব্বতী রামায়ণে সীতাকে রাবণের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাশ্মীরী রামায়ণেও সীতাকে রাবণের কন্যা বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে (দিবাকর প্রকাশ-প্রণীত কাশ্মীরী রামায়ণ—গ্রীয়ারসনের অনুবাদ)। শ্রীযুত ডব্লিউ স্টটার হ্যাম, (হল্যান্দ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সম্পাদক) এই প্রসঙ্গ লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে রামায়ণ সম্বন্ধে নানা দেশে প্রচলিত নানা উপাখ্যান ও গুজবের একটা তালিকা দিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণেও সীতার জন্ম সম্বন্ধে নানারূপ আজগুবি গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সীতা পৃথিবীর কন্যা, একটা ডিম্বরূপে জনকের হলাগ্র-ভাগে তিনি উত্থিত হন, ইত্যাদি কথা এদেশে সর্ব্বজনবিদিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় চন্দ্রাবতীর রামায়ণে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের বৃত্তান্তের অনুরূপ কাহিনী আমরা পাই না। তির্ব্বত, মালয়, কাশ্মীর, জাভা প্রভৃতি স্থানে সীতার জন্ম সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ প্রচলিত আছে, চন্দ্রাবতী সেই সকল কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। আমরা যখন প্রথম চন্দ্রাবতীর রামায়ণ পাঠ করি তখন তদ্‌বর্ণিত কুকুয়ার চিত্রটি তাঁহারই মৌলিক কল্পনা বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি এই কুকুয়া চন্দ্রাবতীর সৃষ্টি নহে। এই চরিত্রটি কাশ্মীরী, মালয়, জাভা, কম্বোজ এবং তিব্বতী রামায়ণেও পরিদৃষ্ট হয়। মোট কথা চন্দ্রাবতী মূল রামায়ণ পাঠ করিলেও তাঁহার জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রামসীতা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেই অধিকতর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনেকেই জানেন জৈনদিগের রচিত কতকগুলি রামায়ণ আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "পউম চরিয়ম" (পদ্ম চরিত) নামক গ্রন্থই প্রসিদ্ধ। একাদশ শতাব্দীতে জৈন কবি হেমচন্দ্র আর একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেন। বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে এই সকল রামায়ণের অনেক স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সকলেই জানেন বৌদ্ধ এবং জৈনেরা রাবণের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাযান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, রাবণ বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। লঙ্কাবতার-সূত্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধের সঙ্গে রাবণের অনেক তর্ক-বিতর্ক বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কতকাংশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। জৈন কবি হেমচন্দ্র রাবণের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সিদ্ধপুরুষের। মৎকৃত Bengali Ramayanas গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। জৈন কবির গ্রন্থে রাবণের কথা লইয়াই রামায়ণের মুখবন্ধ করা হইয়াছে এবং সেই অধ্যায়ই অতিদীর্ঘ, রামের চিত্র পরবর্ত্তী এবং রাবণের ন্যায় উজ্জ্বল নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের চন্দ্রাবতীও রাবণের কথা লইয়াই তাঁহার রামায়ণের প্রারম্ভ করিয়াছেন এবং রাবণ সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহার মূল বাল্মীকি রামায়ণে নাই। উত্তরাকাণ্ডের সঙ্গে সেই সকল গল্পের কতক কতক ঐক্য আছে।

রাবণ যে অতি প্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। তিনি দাক্ষিণাত্যে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (বম্বে গেজেটিয়ার ১, ৭, ১৯০, ৪৫৪ নং, ১৭, ৭৬, ২৯০, ৩৪১ পৃঃ)। তিনি কেনারা প্রদেশে গোকর্ণ নামক স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত অঞ্চলে তাঁহার সম্বন্ধে বহু প্রবাদ আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তি হিন্দুরা রাবণের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

মৈমনসিংহের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব কতকটা আধুনিক। তৎপূর্ব্বে এই দেশে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ কাহিনী ও প্রবাদ দেশময় প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ এই সকল উপাখ্যান জানিত এবং চন্দ্রাবতী সংস্কৃত কাব্যের অনুরোধে জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

এই জন্যই তিনি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলির স্থান দিয়াছেন এবং এই জন্যই আর্য্য সমাজের বহির্ভূত প্রদেশসমূহে রামায়ণের যে বিচিত্র উপাখ্যানমালা প্রচলিত ছিল তাহাদের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবরণের এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে আমরা বাল্মীকিপূর্ব্ব যে সকল উপাখ্যান দেশময় প্রচলিত ছিল এবং যেগুলি হইতে নির্ব্বাচন করিয়া কতক গ্রহণ এবং কতক পরিহার করার রীতি অনুসারে বাল্মীকি তাঁহার অপূর্ব্ব মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই পুরাকালীন উপাখ্যান-সম্পদের কতক আভাস পাইতেছি। এই হিসাবে কবিত্বের কথা না তুলিলেও রামায়ণের এই গানের অন্যবিধ মূল্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ইংরাজী ভূমিকায় আমরা এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সংস্কৃতের প্রভাব যে একেবারে কিছু নাই তাহাও নয়। তিনি মাঝে মাঝে দু'এক পঙ্‌ক্তি সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—সূর্য্য হ'তে কাড়ি নিল সহস্র কিরণ। (ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, অষ্টম ছত্র) ছত্রটি অবিকল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর "সমস্তরোমকূপেষু স্বীয়রশ্মীন্ দিবাকরঃ" ছত্রের ঠিক অনুরূপ। স্থানে স্থানে বৈষ্ণব পদের অনুরূপ কবিতাও দৃষ্ট হয় যথা—"কৌশল্যা রাখিল নাম কাঙালের ধন"—ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায় ২৬ পৃঃ) ইহা কৃষ্ণের শতনামের একটি পরিচিত গাথা হইতে গৃহীত।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ভাষা যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। একটি নির্ম্মল জলপ্রবাহের মত সেই কবিত্ব অবাধ গতিতে ছুটিয়াছে। কোন স্থানে বহ্বাড়ম্বর কিংবা ভাষা-পল্লবের বাহুল্যে সেই গতির বিঘ্ন সাধিত হয় নাই। সর্ব্বত্র করুণ রসের একটি মধুর ঝঙ্কার আছে। সীতার কণ্ঠে সেই রস উথলিয়া উঠিয়াছে। নিজের জীবনে প্রণয়ভঙ্গজনিত দারুণ ব্যথায় সীতার দুঃখ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি এতটা দুঃখার্ত্ত হইয়াছেন। মাইকেলের লেখায় সরমার নিকট সীতা পঞ্চবটীর যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, অবিকল তদ্রূপ বর্ণনা সীতা অযোধ্যায় তাঁহার সখীদিগকে দিয়াছেন।

আমার বিশ্বাস মাইকেল মৈমনসিংহের কবির রামায়ণটি কোন স্থানে শুনিয়া মহিলা-কবির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর রচনায় মাইকেলী ভাষার শব্দচ্ছটা ও আড়ম্বর নাই, কিন্তু তাহা অধিকতর সরল, অধিকতর করুণ ও অধিকতর মধুর। তাহা চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় না কিন্তু প্রাণ গলাইয়া দেয়। মাইকেলের "ছিনু মোরা সুলোচনে! গোদাবরী-তীরে, কপোতকপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে বাঁধি নীড়, থাকে সুখে;" প্রভৃতি পদ পড়িয়া চন্দ্রাবতীর "গোদাবরী নদীকূলে গো পঞ্চবটী বন, ঘুরিতে ঘুরিতে গো আইলাম আমরা তিনজন। কি করিব রাজ্য সুখে গো রাজসিংহাসনে, শত রাজ্যপাট গো আমার প্রভুর চরণে॥" এই রচনাটি পড়িলে দেখিতে পাইবেন প্রথমটি ছবির ন্যায় চোখের সম্মুখে বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি বাঁশীর সুরের মত কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করে। সীতা তাঁহার সখীর নিকট তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে বনবাসের কিঞ্চিৎপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর পরপর যে বর্ণনাটি দিয়াছেন এক একটি সংক্ষিপ্ত পদে তাহা এক একটি সম্পূর্ণ ভাবের আলেখ্যস্বরূপ। Byronএর সুপ্রসিদ্ধ Dream নামক কবিতায় বর্ণিত ঘটনাগুলির ন্যায় সীতার পূর্ব্বজীবনের স্মৃতিসম্পৃক্ত এই বিবরণীটি করুণ-মধুর রসের উৎস।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সন্ন (স্বর্ণ) মালা

সন্নমালা পালাটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে দুই বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিং হইতে সংগ্রহ করেন। সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ২৭৮ পঙ্‌ক্তি আছে। এই পালাটির মধ্যে ছন্দের একটা বৈচিত্র্য আছে। স্থানে স্থানে পয়ার কিংবা ত্রিপদী এই দুই প্রচলিত ছন্দের কোনটিই অবলম্বিত হয় নাই। ঘটক-কারিকা, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতিতে যে স্বল্পাক্ষর ছন্দ দৃষ্ট হয় এই পালার মধ্যেও সেইরূপ ৭।৮।৯।১০ অক্ষরের ছত্র আছে। পালাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাতে চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু নায়িকার যে একনিষ্ঠ প্রেমের আভাস এই অসমাপ্ত কাব্যে পাওয়া যায়, তদ্দারা মনে হয় যে পালার শেষভাগে তিনি খুব গৌরবমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রাচীন পালা-সাহিত্য ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সর্পদষ্ট স্বামীর প্রাণলাভের জন্য সতী-পত্নীর প্রাণান্ত চেষ্টা শুধু বেহুলা চরিত্রেই বর্ণিত হয় নাই। পুর্ব্ব কালের বহু উপাখ্যানে নায়িকাদের এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ দেখা যাইত। বেহুলার উপাখ্যান একটি বিশেষ ধর্ম্মের অন্তবর্ত্তী হওয়াতে সাধারণ্যে তাহার প্রচার খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু দেশময় বেহুলা-জাতীয় স্ত্রী-চরিত্রের উদাহরণ ছিল। পরবর্ত্তী বেহুলা উপাখ্যানগুলি যে সেই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাগানে কোন ফুলটি ঝরিয়া পড়ে এবং কোনটি বা সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য-সম্পদে মণ্ডিত হইয়া শাখায় ফুটিয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বেহুলা বিলীন হইয়া গিয়াছেন। মনসাদেবীর বরে সাহ সদাগরের কন্যা অমরবর লাভ করিয়াছেন। সন্নমালা পালাটিতে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অনেক স্থলে খুব চিত্তহারী হইয়াছে। রাজকন্যা বনবাসিনী হইয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে গভীর জঙ্গলে বাস

করিয়াছিলেন তাহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কবি যথাযথভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উত্থানবাটিকায় সখীদ্বয়ের মিলনও বেশ কবিত্বপূর্ণ। পালাগানটিতে একটা গ্রাম্য সৌন্দর্য্যের হাওয়া বহিয়া গিয়াছে। সেইটুকুই ইহার বিশেষত্ব।

কুসংস্কারবশতঃ অপয়া শিশুকে বধ করা কিংবা বনবাস দেওয়া আমাদের দেশের একটা কাব্যকথা নহে। বঙ্গের শিশুদের অনেককে যেরূপ তাহাদের পিতামাতা নিজ হাতে তুলিয়া গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেইরূপই নির্ম্মমভাবে আবার অনেকগুলি শিশুকে তাঁহারা পথে ফেলিয়া দিয়াছেন, কিংবা বনে শুকাইয়া মরিবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাপালিকেরা কত শিশু চুরি করিয়া দেবতার পীঠস্থানে বলি দিয়াছে। শিশুদের পক্ষে এই কুসংস্কার মড়কের তুল্যই ভীষণ। আমরা কাজল-রেখা পালায় (প্রথম খণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা) এইরূপ কুসংস্কারের পরিচয় পাইয়াছি। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাণী কমলাও এইরূপ এক কুসংস্কারে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইতিহাসেও আমরা এইরূপ কুসংস্কারের কিছু কিছু পরিচয় পাইতেছি। বঙ্গ-গগনের জ্বলন্তসূর্য্য প্রতাপাদিত্যকেও নিতান্ত দুর্ভাগা শিশু মনে করিয়া তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে এই শিশুর দ্বারা রাজপরিবারের এবং দেশের গুরুতর অনিষ্ট হইবে। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের চেষ্টায় শিশু প্রতাপাদিত্যের প্রাণরক্ষা হয়।

আমাদের এই পালাগানগুলির ভিতরে সমাজ, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব ও কবিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাদিক্ দিয়াই অনেক মূল্যবান্ উপাদান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের ইতিহাস-লেখক নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এই উপকরণগুলি মূল্যবান্ মনে করিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বীরনারায়ণের পালা

বীরনারায়ণের পালাটি শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দে ১৯২৯ সনে সংগ্রহ করেন। মৈমনসিংহের অন্তবর্ত্তী মুক্তাগাছার নিকট সলিদা গ্রামবাসী কালাচাঁদ মাল ইহার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নগেন্দ্রবাবুকে শোনায়। কিন্তু উক্ত মাল আর একটি লোকের নাম করে এবং বলে যে সেই ব্যক্তি পালাটি সমস্তই জানে। এই ব্যক্তির নাম সেখ পানাউল্লা এবং ইহার বাড়ী মৈমনসিংহ জেলার সকুরিয়া গ্রামে। নগেন্দ্রবাবু পানাউল্লার নিকট এই পালার অনেকটা অংশ সংগ্রহ করেন। এবং অবশিষ্ট অংশ মৈমনসিংহ জেওলিয়া গ্রামের আর একটি লোকের নিকট প্রাপ্ত হন। ইহার নাম অপরিজ্ঞাত কিন্তু ইহাকে লোকে 'কালার বাপ' বলিয়া ডাকে। দুঃখের বিষয় যদিও বহু পরিশ্রম করিয়া নগেন্দ্রবাবু পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি ইহা সম্পূর্ণভাবে পান নাই। এই অসমাপ্ত অবস্থাতেই ইহা এখানে প্রকাশিত হইল।

পালাগানগুলির সাধারণতঃ একটা লক্ষণ এই যে, উহাদের শেষ দিকে করুণ রস খুব জমাট বাঁধে এবং নায়ক-নায়িকার, বিশেষ নায়িকার শেষটা খুব গৌরবমণ্ডিত হয়। কিন্তু পরিসমাপ্তির দিক্‌টা না পাওয়াতে আমরা হয়ত সেই রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

লেখা দেখিয়া মনে হয় পালাগানটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা, কিন্তু এ বিষয়ে কোন অকাট্য প্রমাণ আমরা পাই নাই। আমরা পুনঃ পুনঃ ঐ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে স্ত্রীলোকের উপর কঠোর সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা পাইতেছি। এই নিষ্ঠুর সামাজিক বিধান অযোধ্যার মহারাজ্ঞীর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ফুলটি মাটিতে পড়িলে যেরূপ আর পূজায় লাগে না, মেয়েদের শরীরে সেইরূপ বাহিরের কোনরূপ হাওয়া লাগিলে তাঁহারা আর অন্তঃপুরবাসিনী হইবার যোগ্যা হ'ন না। একান্ত নিরপরাধী

অত্যাচারিতা সোণা নাম্নী নায়িকার সামাজিক ব্যবস্থার যে দুর্গতির দৃষ্টান্ত পাইতেছি তাহার নিদর্শন মলুয়া, কাজলরেখা প্রভৃতি অনেক নায়িকারই জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পালাটির বৈশিষ্ট্য—নায়ক বীরনারায়ণের তেজঃপূর্ণ চরিত্র ও একনিষ্ঠ প্রেম। সমস্ত বিপদ্ ও দুঃখকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া বীরনারায়ণ তাঁহার প্রেমের পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়াছিলেন। পালাগানগুলিতে উৎকৃষ্ট নায়িকার অভাব নাই, কিন্তু নায়িকার উপযুক্ত নায়কের সংখ্যা তদনুপাতে অল্প। এই অল্পসংখ্যক নায়কের মধ্যে বীরনারায়ণ একজন। পালাটি খণ্ডিত হওয়াতে বীরনারায়ণের চরিত্রের শেষের দিক্‌টা সম্বন্ধে আমরা অপরিজ্ঞাত আছি কিন্তু যাহারা নগেন্দ্রবাবুকে পালাটি এই খণ্ডিত অবস্থায় দিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল যে শেষের দিকে বীরনারায়ণ বীরত্ব সহকারে পিতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সোণাকে পাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল।

এই পালাটিতে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ বিষয়ে কতকগুলি কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। রাজার দুঃশাসন প্রজারা নীরবে মানিয়া লইত না। তাহাদের মনে বিদ্রোহের ভাব অবিচারের ফলে জাগিয়া উঠিত। ক্রুদ্ধ নাগরিকগণ রাজাকে সন্দেহ করিয়া মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রজারা নিঃসহায়ভাবে রাজার অত্যাচার সহ্য করিত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তথাপি আমরা কয়েকটি পালাগানে প্রজাদের কতকটা তেজ ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি। এই পালাটিতে প্রজাদের ছবি কতকটা স্বতন্ত্র রকমের।

বীরনারায়ণের সঙ্গে সোণার বনবাস স্বর্গের সুষমা দেখাইতেছে। নানাবিধ বিপদ্ ও দুর্ঘটনার মধ্যে এই সুখের আভাসটুকু বিদ্যুতের মতই চমকপ্রদ এবং সুন্দর।

খণ্ডিত অবস্থায় আমরা পালাটির ৫৫৭ ছত্র পাইতেছি। আমরা উহাকে দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মহীপাল

কিছুদিন পূর্ব্বে মনস্থুরউদ্দীন নামে আমার এক ছাত্র বাঙ্গালার এম. এ.র ফিফ্‌থ ইয়ার ক্লাসে পড়িবার সময় আমায় জানান যে তিনি মহীপাল সম্বন্ধে একটি ছোট পালা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংবাদে আমি খুব উৎসাহ বোধ করিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়িতেছে সে ১৯২৮ সনের কথা।

পালাটি হাতে পাইয়া কিন্তু আমার উৎসাহ কতকটা শিথিল হইল। পালাটি মাত্র ২৬ ছত্রের। বহুদিন ধরিয়া মহীপালের পালাটি আমি সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলাম। তেওতা রাজপরিবারের ৺প্রাণশঙ্কর রায়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে রঙ্গপুরস্থ তাঁহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারীর কোথাও কোথাও গায়কেরা সম্পূর্ণ মহীপালের গানটি গাহিতে পারে এবং তিনি নিজেই এ গান শুনিয়াছেন। পালাটি নাকি এত দীর্ঘ যে আগাগোড়া শেষ করিতে গায়কদের তিন রাত্রি লাগে। প্রাণশঙ্করবাবু আমাকে অবিলম্বে সমস্ত পালাটি সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি মারা যান।

ইহার পর আমি আমার আত্মীয় অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রিয়রঞ্জন সেনের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি তখন রঙ্গপুরের কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি কিছুদিন ইহা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া আমায় জানান যে কোন কোন গায়ক এখনও এ পালা গাহিয়া থাকে এ খবর পাইলেও তিনি তাহাদের সঠিক সন্ধান পান নাই। সেখানকার একটি বারবনিতার সমস্ত গানটি নাকি কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তাহার পর ১৯২১ সালে আমার বন্ধু মিঃ ডোনাল্ড ফ্রেজার রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। আমি তাঁহার কাছেও এই পালা-সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখি। তাঁহারও যে এই পালা-উদ্ধারের আন্তরিক চেষ্টা ছিল নিম্নলিখিত (অনূদিত) পত্রাংশ হইতেই

তাহা বোঝা যাইবে। ৩০শে অক্টোবর ১৯২১, সালের একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—"মহীপালের গান সম্বন্ধে আমি একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে এ গান শুনিয়াছে বটে কিন্তু নিজে গানটি সে জানে না বলে। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার একজন বৃদ্ধ পুরোহিতকেও আমি এ পালা সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে তাঁহার দেশে অনেক পুরাতন পালাগান তিনি শুনিয়া থাকেন কিন্তু তিনি এখানকার গ্রাম্য ভাষা ভাল বুঝিতে পারেন না। তাঁহার বিশ্বাস মহীপালের গান ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলেও সম্ভবতঃ এখনও গীত হইয়া থাকে। যাহা হউক এ পালার আমি যথাসাধ্য সন্ধান করিব এবং সন্ধান পাইলে কাহাকেও দিয়া তাহা লিখাইবার ব্যবস্থা করিব। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এই সকল প্রাচীন গানের উপর নিজেরা রং ফলাইতে গিয়া ইহাদের মৌলিকত্ব যে নষ্ট করেন সে সম্বন্ধে আপনার সহিত আমি একমত।"

এই সময়ে রঙ্গপুরে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয় এবং মিঃ ফ্রেজার সম্পূর্ণভাবে সেই ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এ গোলযোগ শান্ত হইলে কতকটা অবসর পাইবার পূর্ব্বেই মিঃ ফ্রেজার অন্যত্র বদলী হন। ১৯২৮ সালে আমি আমাদের পালা-সংগ্রাহক মৌলভি জসীমুদ্দিনকে রঙ্গপুরে এ পালাগানটি বিশেষ করিয়া সন্ধান করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তিনিও শেষ পর্য্যন্ত শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পালাটি যে এখনও আছে এ খবর অনেক লোকের নিকট পাইলেও আসল পালা-গায়কের দেখা তিনি পান নাই। ইহার পর আমি আমার বন্ধু রঙ্গপুরের এক জমিদারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেনের শরণ লই। তিনি ময়নামতীর গানের কিয়দংশ পাঠাইয়া পরে মহীপালের পালা পাঠাইবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু সে আশ্বাস তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

বারবার এই পালা সংগ্রহে ব্যর্থ হইবার পর মনসুরউদ্দীন যখন আমাকে জানান যে পালবংশের দশম শতাব্দীর সুবিখ্যাত মহীপাল সম্বন্ধে তিনি একটি পালা পাইয়াছেন তখন আমার পক্ষে উৎসাহিত হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশের এক জাতীয় উৎকৃষ্ট চাউল এখনও

'মহীপাল' নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার আদেশে খাত রঙ্গপুরের বিশাল মহীপাল-দীঘিকা এখনও বর্ত্তমান। এতবড় দীঘি সমস্ত বাঙ্গালা দেশে আর একটি আছে কিনা সন্দেহ। দীঘির চারিপাড় পদব্রজে প্রদক্ষিণ করিতেই এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে।

মহীপালের গানগুলি রচিত হইবার বহু শতাব্দী পরেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বৃন্দাবন দাস ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত চৈতন্য-ভাগবতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 'ধান ভাঙ্গতে মহীপালের গীত' এই প্রবাদটির ভিতরও এই গানটির প্রতি সাধারণের অনুরাগের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

মহীপাল নামে পালবংশে আরও একজন রাজা ১০৭০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তিনি দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁহার অত্যাচার-অনাচারেই পালবংশের পতন হয় এবং ভীম নামে একজন কৈবর্ত্ত কিছু দিনের জন্য পাল-রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বেসর্ব্বা হ'ন। পালরাজাদেরই কয়েকটি তাম্রশাসনে এই দ্বিতীয় মহীপালের উৎপীড়ন-কাহিনী ক্ষোদিত আছে। আমাদের ছোট পালাটির গায়ক কি এই দ্বিতীয় মহীপাল ? কিন্তু এই পালাতে মহীপাল দীঘিটি যাঁহার দ্বারা খাত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত তিনি প্রথম মহীপাল (১০২৬ খৃষ্টাব্দ)।

বড়লোকদের জীবনেও কখন কখন নৈতিক দৌর্ব্বল্য ও অন্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস সাধারণতঃ সেগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিগুলিকেই বড় করিয়া দেখে। শুধু দেশের কিংবদন্তী ও পালাগানগুলিতেই সেগুলি কখনও একটু অতিরঞ্জিতভাবে, কখনও বা যথাযথ-ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই পালাটির বর্ণনা একেবারে অবিশ্বাস না করিলে বলিতে হইবে প্রথম মহীপালের জীবনের ইতিহাস-পরিত্যক্ত কোন অংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

মহীপাল নামের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি পালা আমরা পাইয়াছি। কিন্তু সে পালার বিষয় তাঁহার পুত্রের প্রেমকাহিনী। তাঁহার পুত্রের নাম পর্য্যন্ত তাহাতে দেওয়া নাই। মহীপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে মাত্র। মৌলভী জসীমুদ্দিন কর্ত্তৃক সংগৃহীত এ পালাটির কাব্য-হিসাবে কোন মূল্য নাই।

মহীপালের পালাটি যে এখনও লুপ্ত হয় নাই, তাহার বিশ্বাসজনক প্রমাণের কথা আগেই কিছু বলিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার এবং সংস্কৃত বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম. এ. আমায় বলেন যে ছেলেবেলা তাঁহাদের রঙ্গপুরস্থ কাকিনা গ্রামে একজন বৃদ্ধ গায়কের নিকট এই পালাটি তিনি অনেকবার শুনিয়াছেন, যে হেতু তাঁহার পিতৃদেব মহীপালের গানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং প্রায়ই নিজ বাড়ীতে উহা গাওয়াইতেন। দুঃখের বিষয় সে পালাগায়কের এখন মৃত্যু হইয়াছে এবং শাস্ত্রী মহাশয় দেশ ছাড়িয়া দূরে বাস করার দরুন এইটুকু সংবাদ দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন সাহায্য করিতে পারেন নাই।

ভারতের একজন সুবিখ্যাত রাজা সম্বন্ধে এই পালাটি লোকমুখে কিংবদন্তীর সহিত জড়াইয়া যে আকারই ধারণ করুক না কেন, ইতিহাসের চর্চ্চা যাঁহারা করেন তাঁহাদের কাছে তাহার মূল্য অনেক। সাধারণ লোকেরও এ পালা সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু পালাটির এই সামান্য কয়টি লাইন পাইয়া অবশ্য সে বিপুল কৌতূহল তৃপ্ত হইবার নহে। বহু তাম্রশাসনে কীর্ত্তিত রাজা মহীপালের জীবনের বিশেষ কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই। তাঁহার জীবনের যে ঘটনার উল্লেখ ইহাতে আছে, সত্য হইলে তাহা তাঁহার কলঙ্ক বলিয়াই গণ্য হইবে। বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীতে যে পালার কথা বলিয়াছিলেন সে পালা ইহা নহে। সে পালার সামান্য একটু অংশ হইতে পারে। পালাটি একটি বড় ঐতিহাসিক যুগের আভাস দিতেছে, এজন্য ২৬ পঙ্‌ক্তির ক্ষুদ্র একটি পালা সম্বন্ধে এতগুলি কথা লিখিলাম। আমার বিশ্বাস পালাটি এখনও উত্তরবঙ্গে আছে। আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা খারাপ না হইলে আমি নিজে গিয়া পালাটি উদ্ধার করিয়া আনিতেও পারিতাম। কিন্তু সে উপায় যখন নাই তখন আমায় অপরের ভরসাতেই ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। দুঃখের কথা এই যে পালাগানগুলি অতি দ্রুতভাবে এদেশ হইতে লোপ পাইতেছে। এখনও যদি লুপ্ত না হইয়া থাকে, আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত মহীপালের গানটি লুপ্ত হইতে পারে।

এই ২৬ লাইনের পালাটিতে মহীপালের চরিত্রের যে দিক্‌টি উদ্ঘাটিত হইয়াছে, পালাগানের স্বাভাবিক অত্যুক্তির কথা স্মরণ করিয়াও বোধ হয় সে দিক্‌টির কথা একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। বড়লোকের জীবনে এমন ছোটখাট দুর্ব্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নহে। সাধারণ লোকে সুবিধা পাইলে এই দুর্ব্বলতাগুলিকে আলোকে আনিয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসে।

এই ক্ষুদ্র পালাটির ছন্দে পয়ারেরই এক ভাঙ্গা বিকৃত রূপ দেখা যাইতেছে। ইহার অনেক জায়গায় মিল নাই। পালাটির কয়েকটি অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দ দেখিয়া বোঝা যায় পালাটি বহুদিনের, তবে মুসলমানী আমলে ইহা যে কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে 'বাপজান' 'গোলাম' 'নফর' 'বাঁদী' প্রভৃতি শব্দ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ছোট হইলেও পালাটির ভিতর লৌকিক কাহিনী ও পালাগানের অকৃত্রিম সুরটি বর্ত্তমান। যে ধূয়ার দ্বারা গ্রাম্য গানগুলি এমন করুণ ও মধুর হইয়া উঠে এই ২৬ লাইনের ভিতর আট বার সেইরূপ ধূয়া পাওয়া যায়।

প্রথম ছত্রের 'বাসর' কথাটি এবং পিতামাতার আদেশের বিরুদ্ধে নায়িকার স্বেচ্ছাচারিতার বিবরণ হইতে বোঝা যায় রাজার ফাঁদে ইচ্ছা করিয়া ধরা পড়িবার গোপন-বাসনা নায়িকার মনে মনে ছিল। দূতের কথা হইতেও রাজা যে এই মেয়েটির জন্য অনেক দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। রাজা ও নীলার নামে গোড়া হইতে একটা অপবাদ ছিল; ইহাও নীলার মাতাপিতার বারবার দীঘিতে যাইতে নিষেধ করা হইতে বোঝা যায়। এই অবস্থায় যে পাখী নিজে হইতে ফাঁদে ধরা পড়িতে উৎসুক, তাহাকে বন্দী করায় রাজার বোধ হয় বিশেষ কোন দোষ স্বীকার করা যায় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রতন ঠাকুর

রতন ঠাকুরের পালাটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে মৈমনসিংহ জেলার কাঠঘর নিবাসী গাছিম সেখ ও অপর এক গ্রামের রামচরণ বৈরাগী নামক দুই ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করেন।

এই পালাটির মাঝে মাঝে গদ্য রচনা; কিন্তু তাহা খুব বেশী নয়। পালাটি ২৬২ ছত্রে সম্পূর্ণ।

পালাটিতে গীতিরসের প্রাচুর্য্য আছে। কাহিনীটি বেশ স্পষ্ট এবং ঘটনাগুলি সুকৌশলে গ্রথিত। কিন্তু নাট্যরস হইতে গীতিরসই ইহাতে সমধিক।

আমরা অনেকগুলি পালায় (বিশেষতঃ যেগুলি চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত) সহজিয়া-ভাবের প্রেম বিশেষভাবে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান পালাটি কতকটা পূর্ব্ব-প্রকাশিত "ধোপার পাটে"র (দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় ভাগ) অনুরূপ। সেখানে এক রাজকুমার এক রজক-কন্যার প্রেমে পড়িয়া শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এই পালাটিতেও রাজকুমার এক মালাকর-দুহিতার প্রেমে পড়েন এবং শেষে রাজপুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় মেয়েটির মৃত্যু হয়। ধোপার পাটের নায়ক রাজপুত্র অতি নির্ম্মম ও কৃতঘ্ন কিন্তু বর্ত্তমান পালাটিতে নায়ক কিছুদিনের জন্য এক পতিতা নারীর মোহে আত্মবিস্মৃত হইলেও শেষে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া জীবনের সমস্ত সুখ-সম্ভোগ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্রের নষ্ট মহিমার কতকটা পুনরুদ্ধার হইয়াছিল।

নায়িকার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। ইনি প্রেমে আত্মবিস্মৃত, একান্ত নির্ভরশীল ও অনন্যমনা—যেমন বহু পালাগানে পাইয়াছি, ইনিও সেই সকল রূপগুণের মাধুরী দিয়া আমাদের মনোহরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের কোমলতা ও তেজস্বিতা উভয়ই অপূর্ব্ব। যিনি 'ফুলসম সুকুমারী'ও

লতিকার ন্যায় পরমুখাপেক্ষী—প্রয়োজন হইলে তিনি বর্ম্মাবৃত-দেহ, কঠোর বীরপুরুষের মত প্রতিকূলতার অগ্নিবাণ উপেক্ষা করিয়া তাহা তাঁহার কোমল হৃদয়ের অশেষ সহিষ্ণুতা দিয়া সংবরণ করিয়া লইতে পারেন। চণ্ডীদাসের কথায় ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—"এতেক সহিল অবলা ব'লে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পীর বাতাসী

পীর বাতাসী পালাটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দের সংগ্রহ। তিনি লিখিয়াছেন, দুই বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এই পালাটি সংগৃহীত হইয়াছে। এই পালাটির অধিকাংশ আজমীরিবাজার নিবাসী বৃন্দাবন বৈরাগীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্টাংশ লক্ষ্মীগঞ্জ নিবাসী শ্রীদাম পাটুনী ও জগবন্ধু গায়েনের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গায়ক এই পালাটির সঙ্গে যে বন্দনা জুড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে কিছু পূর্ব্বে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশেষরূপ প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল। মুসলমান গায়ক মক্কা-মদিনার সঙ্গে কাশী ও গয়াকেও প্রণাম করিয়া গীতি সুরু করিয়া দিয়াছেন। আমরা পালাগানে বারংবার এই সদ্ভাবের পরিচয় পাইতেছি; ইহা প্রকৃতই প্রতিবেশিজনোচিত সৌহার্দ্দ্যের নিদর্শন এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় এক সময়ে ধর্ম্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও যে কিরূপ আত্মীয়তার ভাবে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

এই জল-জঙ্গলপূর্ণ বাঙ্গালার মাটিতে বিশেষতঃ বৃহৎ নদ-নদী-সঙ্কুল পূর্ব্ববঙ্গে সর্পভীতি খুবই স্বাভাবিক। বহু পালাগানের উপাখ্যান-ভাগে আমরা সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের বিবরণ পাইতেছি এবং বারংবারই বেহুলার ন্যায় সতীদিগের স্বামীর জন্য আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখিতেছি।

পালার নায়িকা দুইটি—সুজন্তী ও বাতাসী। উভয়েই ভ্রষ্টা, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহী; অথচ কবি ইহাদের এই গুরুতর সামাজিক অপরাধের উপর এরূপ অবহেলার সহিত চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন যে আমাদের মনে হয় এই সকল গান ঠিক হিন্দু সমাজের জিনিষ নয়। কিছুদুর উত্তর-পূর্ব্বে গাড়ো পাহাড়ের চাকমা জাতির মধ্যে কিংবা ব্রহ্মদেশে ও আরাকানে

বৌদ্ধ সমাজে নারীদিগের অনেকটা স্বাধীনতা দৃষ্ট হয়। এই স্বাধীনতার প্রভাব প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ এইজন্য এই গানগুলিতে সামাজিক নীতির কতকটা শিথিলতা দৃষ্ট হয়। হিন্দুদের চক্ষেই ইহা বেশী বাজে। কারণ এখানে সতীত্বের কড়াকড়ি বেশী। কিন্তু ইহা সত্বেও বলিতে হইবে যে এই গানগুলি অতি সহজে এবং নৈসর্গিক ভাবের প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। রচকেরা সমাজের কোন ধারই ধারেন নাই। এই বন-জঙ্গলের অধিবাসীরা যেন বন-জঙ্গলের পাখীর মতই স্বাধীনভাবে স্বীয় কাকলীর দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও হিন্দু আদর্শের কোন ধারই ধারেন নাই, অথচ অন্ততঃ বাতাসীর চরিত্র আমাদের নিকট বড়ই করুণাত্মক এবং একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। কবি তাহার বিবাহের ইঙ্গিত মাত্র আভাস দিয়া সে প্রসঙ্গ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন, যেন বিষয়টা তাহার জীবনের একেবারেই গুরুতর ঘটনা নহে। এখানে কবি প্রেমকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। বিবাহ, সতীত্ব-ধর্ম্ম, সামাজিক নিন্দা-প্রশংসা এসকল যেন অতি তুচ্ছ বিষয়। প্রাসঙ্গিক ভাবেও এ সম্বন্ধে কবি কিছু বলেন নাই। বাতাসীর অনুরাগ একনিষ্ঠ। সে যখন নদীর তীরে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার নায়ককে বিদায় দিতেছে, আমাদের সেই চিত্রই মনে পড়ে। যেখানে বাতাসী জলে নিমজ্জিত মুমূর্ষু নায়কের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রেমের প্রথম সুরের মোহিনী মুগ্ধ হইয়া তাহার সেবা করিতেছে, আমাদের সেই চিত্রই মনে পড়ে। অবশেষে যেখানে সে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বিনাথের মৃত্যুতে একেবারে সমস্ত সংযম হারাইয়া আত্মহত্যা করিতেছে, সেই পদ্মার স্রোতের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় প্রেমের তরঙ্গই আসিয়া তখন আমাদের হৃদয়ে অভিঘাত করে। সেই শেষ চিত্রের করুণরস উপলব্ধি করিতে করিতে যখন আমরা পালাটি সাঙ্গ করি তখন সমস্ত দৃশ্য, সমস্ত ঘটনা, সুমাই ওঝার অসাধারণ মন্ত্রশক্তি এবং ভীষণ ষড়যন্ত্র—এ সমস্ত ছাপাইয়া এই পতিদ্রোহী সমাজনিন্দিতা বাতাসীর ছবিটিই আমাদের মানসচক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সকল পালাগানে সমাজের, ধর্ম্মের,

লৌকিক সংস্কারের জয় বর্ণিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই প্রেমের জয়। এই প্রেম ইন্দ্রিয় লালসার সামগ্রী নহে। ইহা তপস্বীর তপস্যা ও সাধকের সাধনা। বেহুলা যে হিসাবে সতী, সে হিসাবে হয়ত বাতাসী অসতী, কিন্তু তথাপি ইহাদের উভয়ই এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শারীরিক মিলনটার উপরও কবিরা কোনই জোর দেন নাই। "আঁধাবন্ধু"র পালায়ও আমরা তাহাই দেখি। এই সকল প্রেম-কাহিনীতে আত্মার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য দৃষ্ট হয়। একনিষ্ঠ প্রেম শরীর—নিরপেক্ষ, এই সাহসিক বর্ণনা এ ভাবে পৃথিবীর আর কোন কবি দিয়াছেন কি না জানি না। সদ্যোবিকশিত পদ্ম যেরূপ বৃন্তে ভর করিয়া পঙ্ক ও সলিল উভয় হইতেই অনেক ঊর্দ্ধে উঠে—এই একনিষ্ঠ প্রেম সেইরূপ জাগতিক অপরাপর সমস্ত কথার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। অথচ পল্লীকবি একেবারেই প্রচারকের আসন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভাবগুলি স্বতঃ উচ্ছ্বসিত।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রাজা তিলকবসন্ত

এই পালাটি চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের সংগ্রহ। ইহা তিনি সমাজঝি-করলো অঞ্চলে রামচরণ বৈরাগী ও কতকাংশ লোচনদাসের নিকট পাইয়াছেন।

যদিও আমরা এই গানটি পালাগানের ধরনে পাইতেছি, তথাপি ইহাতে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব যে পড়িয়াছে তাহা সহজেই দেখা যায়। বাঙ্গালা মহাভারতে শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানটি কোন সংস্কৃত পুরাণ হইতে গৃহীত কি না ইহা ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বিশেষ করিয়া খুঁজিয়াছিলেন কিন্তু এগুলি বাঙ্গালাদেশেরই কথা, পল্লীগীতিকা। ইহার সন্ধান সংস্কৃত সাহিত্যে কখনই মিলিবে না। বিদেশী বণিক্ কর্ত্তৃক সতীসাধ্বী মহিলারা এই ভাবে বাঙ্গালা-প্রচলিত রূপকথাগুলিতে যে কতবার লাঞ্ছিত হইয়াছেন তাহার অবধি নাই। বিপদে পড়িয়া সেই মহিলা সূর্য্য কিংবা অপর কোন দেবতার নিকট প্রার্থনা-পূর্ব্বক দেহশ্রী নষ্ট করিবার জন্য কুষ্ঠব্যাধি বরণ করিয়া লইয়াছেন। রাজা কাঠুরিয়া সাজিয়াছেন এবং বাছিয়া বাছিয়া চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের শৈশবে দিদিমা যে সুবৃহৎ স্বপ্নরাজ্য প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে এইরূপ কাঠুরিয়া রাজা ও সাধ্বী মহিলার কথা আমরা বহুবার শুনিয়াছি। মহাভারতোক্ত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানের সঙ্গে এই তিলকবসন্তের গল্পের কতকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। নল শনির অভিসন্ধিতে সর্ব্বস্ব হারাইলেন, তিলক-বসন্ত 'করম পুরুষে'র অভিশাপে তদ্রূপ বিপন্ন হইয়াছেন। নলের শরীর বিবর্ণ হইল, এদিকে রাণীও কুষ্ঠগ্রস্ত হইলেন কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনীটি এই ধরনের গল্পের আদর্শ। রাণীকে জাহাজে ধরিয়া লইয়া যাওয়া, রাজার কাঠুরিয়া সাজা—এ সমস্তই শ্রীবৎস-চিন্তার গল্পে যেরূপ পাইয়াছি, তিলকবসন্তেও তাহাই। এজন্যই এ কথা বলা যায় যে

গল্পটি বাঙ্গালা পল্লীর নিজস্ব, অথচ ইহা কর্ম্মপুরুষের আবির্ভাব দ্বারা কতকটা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত হইয়াছে। খাস দেশী গল্পে যদি-বা কোন অলৌকিক কিছু থাকে তাহা কোন সিদ্ধ পুরুষের কাণ্ড। কিন্তু এই কর্ম্মপুরুষটি হিন্দুর দেবতার মত। ইঁহার কৃপায় ফকির রাজা হইতেছেন এবং ভ্রূকুটিতে রাজা পুনরায় ফকিরের ঝুলি গ্রহণ করিতেছেন। ইনি ভক্তের নিকট অসম্ভব ও উৎকট রকমের দান চাহিয়া তাহার ভক্তির পরীক্ষা করিতেছেন। রাজা তিলকবসন্ত নিজের দুইটি চক্ষু কাটারি দিয়া কাটিয়া কর্ম্মপুরুষকে উপহার দেওয়ার পর তবে রাজা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখসম্পদ্—তাহা ব্রাহ্মণের বরে লাভ হয় এবং যত কিছু দুঃখ, বিপদ্-গ্লানি—তাহা ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফল; সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত বাঙ্গালী কবিরা এই শিক্ষাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারা শিখাইয়াছিলেন, চন্দ্রের কলঙ্ক, সমুদ্রের জলের লবণত্ব, বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাতের চিহ্ন, কৌরব ও যদুবংশ-ধ্বংস এ সমস্তই ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফল। কর্ম্মপুরুষের প্রভাব ইঁহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। ব্রাহ্মণ আসিলে তাঁহাকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া পূজা করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যের এই চিরন্তন রীতি আমরা এই পালাটিতেও দেখিতেছি। পল্লীগানে সচরাচর এই ভাবের ব্রাহ্মণ্য-ভক্তি বড় দেখা যায় না, যদিও বাঙ্গালী গৃহস্থমাত্রই এই ভাবের সঙ্গে এখন সম্পূর্ণ পরিচিত।

যদিও ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের চিহ্ন এই পালাতে অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, তথাপি পল্লীর সরলতা ও সৌন্দর্য্য ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। তিলকবসন্তের রাণী ঠিক পল্লী-নায়িকা নহেন। তিনি বিবাহিতা পত্নী। তাঁহার এবং তাঁহার সপত্নীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ অসামান্য। ইহা সত্ত্বেও আমাদের বলা উচিত যে এই দুইটি মহিলা হিন্দুরই সতীর আদর্শ ইঁহাদের স্বামিভক্তি এবং পাতিব্রত্য সীতা, সাবিত্রীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পল্লী-নায়িকাদের স্বভাব-সুলভ লীলামাধুরী অপেক্ষা স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাই কবির বেশী লক্ষ্য ছিল। আমরা এই দুই রাজ্ঞীর আদর্শ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত স্বীকার করিয়াও এ কথা কখনই বলিব না যে চরিত্রের মাহাত্ম্য হিসাবে কবি তাঁহার কাব্যনায়িকা-

দিগকে কোন অংশে খাটো করিয়াছেন। ইহাতে সতীত্বের ব্যাখ্যা, স্বামিভক্তির উপদেশ এ সকলের কোন বালাই নাই। আছে শুধু সেই আদর্শটি, যাহা হিন্দু মহিলারা এখনও পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া গৌরব বোধ করেন। সুতরাং যদিও খাস পল্লী-সাহিত্যের নায়িকার মত এই দুই মহিলা শুধু প্রেমের অনুপ্রাণনায় সমাজকে তুচ্ছ করিয়া ভিন্ন আদর্শের মহিমা প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি অপরাপর পালার উৎকৃষ্ট নায়িকাদের পঙ্‌ক্তিতে আমরা ইঁহাদিগের আসন নির্দ্দেশ করিতে পারি।

রাজার বনবাসের চিত্র বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। কাঠুরিয়াদিগের সরল ব্যবহার, ঐকান্তিক যত্ন এবং স্বাভাবিক শীলতা এত সুন্দর হইয়াছে যে আমাদের মনে হয় সেই তরুলতার দেশের তরুলতার মতই ইহারা নৈসর্গিক শোভা প্রদর্শন করিতেছে। মানুষ বিপদে পড়িলে কতটা সহিষ্ণু হইতে পারে, পবনকুমারী তাহা দেখাইয়াছেন। পালাগানে সচরাচর আমরা নায়কদিগকে কতকটা হীনভাবাপন্ন দেখিতে পাই। নায়িকারাই অধিকাংশ স্থলে চরিত্র-গৌরবে আমাদিগকে মুগ্ধ করেন। কিন্তু নায়কগণের মধ্যে অনেকেই বিপদ্ বা প্রলোভনে পড়িলে তাঁহাদের আদর্শচ্যুত হইয়া আমাদের অবজ্ঞাভাজন হন। কিন্তু এই পালাটিতে যেমন তিলকবসন্ত, তেমনি তাঁহার দুই রাজ্ঞী। এই তিনটি চরিত্রই অতি মহৎ। অবশ্য তিলকবসন্ত দুইটি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য আদর্শে তিনি হয়ত-বা এজন্য একটু গৌরবহীন হইয়া থাকিবেন, কিন্তু পালাটি পড়িলে এই দুইবার দার-পরিগ্রহের জন্য কোন স্থানে আমাদের বেদনা বোধ বা দাগ থাকে না। তিলকবসন্ত সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল, সহিষ্ণু, প্রেমিক, একনিষ্ঠ এবং বীর। তাঁহার দানের অবধি নাই, ধৈর্য্যের সীমা নাই, আনন্দের ত্রুটি নাই। যখন তিনি চক্ষু দুইটি উপ্‌ড়াইয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন, তখন রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মুছাইতে গিয়া সত্যই বলিয়াছিলেন—"তোমার মত লোক জগতে জন্মে নাই, তুমি নির্ব্বিকার-ভাবে এখনও ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া আছ।" পালার শেষে যখন দুইটি সপত্নী জানু পাতিয়া বসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া নূতন গৃহস্থালীর পত্তন করিলেন, তখন কবি সত্যই বলিয়াছেন—এ যেন সোণার হারে

মাণিক বসান হইল।—"দুই চান্দে রাজপুরী উজ্জ্বলা হইল।" এই সপত্নীর সহযোগ এখানকার রুচিতে যদি গ্লানিকর মনে হয়, তবে সেই সুরুচিবিশিষ্ট পাঠকেরা আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। প্রাচীন রুচিবাদী দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় অপর দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"এক স্ত্রীকে ভালবাসিলে যে অন্য কাহাকেও ভালবাসা যায় না ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বিলাতী মত মাত্র।" (বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১২২ পৃষ্ঠা।) আমাদের দুটি হাতে কোন্ দিকে তালি দিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পালাগানের ভাব ও ভাষা দেখিয়া মনে হয় ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা, যেহেতু ষোড়শ শতাব্দীতে কাশীদাস, শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রাচীন উপাখ্যানটি স্বীয় মহাভারতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অবশ্য এই ভাবের রূপকথা সে সময়েরও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মলয়ার বারমাসী

মৈমনসিংহ নেত্রকোনায় কেন্দুয়া থানার অধীন আওয়াজিয়া গ্রামে রঘুসুত নামক পাটুনিজাতীয় এক গায়েন বাস করিতেন। এখন তাঁহার বংশ-তালিকা দৃষ্টে পুরুষ গণনা করিয়া রঘুসুতের সময় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। এই রঘুসুত দামোদর, নয়নচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেণিয়া নামক তিনজন কবির সাহায্যে 'কঙ্ক ও লীলা' নামক পালাগানটি রচনা করেন। রঘুসুতের লেখাই এই পালাতে বেশী।

এই পালাগানের মধ্যে যে সব কথা আছে তাহা মুলতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। ইহার বর্ণনানুসারে বিপ্রপুর গ্রামে গুণরাজ নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম বসুমতী। ইঁহাদেরই পুত্র আমাদের প্রসিদ্ধ কবিকঙ্ক। যখন শিশুর বয়স ছয়মাস মাত্র, তখন বসুমতীর মৃত্যু হয় এবং সেই শোকে তাঁহার পিতা গুণরাজও পাগল হইয়া যান এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। পিতামাতাকে বধ করিয়াছে সুতরাং শিশু অপয়া, এই সংস্কারবশতঃ সেই অনাথ বালকের প্রতি কাহারও অনুকম্পা হইল না। নিরাশ্রয় শিশু একা এক ঘরে শুইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসংস্কারের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই চীৎকার কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। কিন্তু আভিজাত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের অভিমানে অন্ত্যজ শ্রেণীরা তাহাদের হৃদয় হারাইয়া ফেলে নাই। মুরারি নামক এক চণ্ডাল শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাহার পত্নী কৌশল্যা অতি যত্নের সহিত শিশুটিকে লালন-পালন করিতে লাগিল। এইখানে আমরা রঘুসুত কবির দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ব্রাহ্মণ কুমার হল চণ্ডালের পুত।
কর্ম্মফল কে খণ্ডায় কহে রঘুসুত ॥"

কিন্তু পাঁচবৎসর না যাইতেই ত্রিদোষযুক্ত জ্বরে আক্রান্ত হইয়া চণ্ডাল মুরারি প্রাণত্যাগ করিল। দিনরাত্র কৌশল্যা স্বামীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্বর্গবাসিনী হইল। সেই শ্মশানের ভস্মের উপর পড়িয়া পঞ্চবৎসর বয়স্ক কঙ্ক কাঁদিতে লাগিল। এবার সে যে অপয়া তাহার একেবারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কেহ আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না।

"কেহ নাহি হাত ধরে নেয় ফিরে ঘরে।
ভাত পানি দিয়া কেহ জিজ্ঞাসা না করে॥"

কিন্তু তখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমাজে ছিলেন, যাঁহাদের জ্ঞান সমুদ্রের মতই গভীর এবং হৃদয় আকাশের মতই উদার। বিপ্রগ্রামবাসী গর্গ ছিলেন সেইরূপ একজন সর্ব্বজনপূজ্য ব্রাহ্মণ। তিনি রাজরাজেশ্বরী নদীতে স্নান করিয়া শ্মশানের পথ দিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এই সময়ে সেই শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পবিত্র নামাবলী দিয়া সেই 'চণ্ডাল-শিশু'র মুখ মুছাইয়া তিনি অতি যত্নে তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার পত্নী গায়ত্রী দেবীর উপর সেই শিশুর ভার অর্পণ করিলেন। গায়ত্রী দেবীর পুত্র ছিল না এবং কঙ্কও মাতৃহীন। কবি লিখিয়াছেন:— "পুত্রহীনা পুত্র পাইলো—মাতা মাতৃহীনা।" চণ্ডালী কৌশল্যা সেই শিশুর নাম রাখিয়াছিল কঙ্ক, কিন্তু গায়ত্রী আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—"গোপাল।" গায়ত্রী দেবীর পরম স্নেহে কঙ্ক লালিত-পালিত হইলেন। এদিকে গর্গ দেখিলেন, ছেলেটি অসাধারণ মনস্বী সুতরাং তাহার দশবৎসর বয়সে তাহাকে হাতে খড়ি দিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং মুখে মুখে নানা শ্লোক শিখাইয়া ফেলিলেন। গর্গের একটি সুরভি নাম্নী গাভী ছিল। দিনের বেলায় কঙ্ক সেই গাভী চরাইত ও বাঁশী বাজাইত, কিন্তু রাত্রিকালে সে অতি মনোযোগের সহিত গর্গের নিকট সর্ব্বশাস্ত্রের পাঠ লইত। কিন্তু কঙ্কের দুঃখের এইখানেই শেষ হয় নাই। বসন্ত রোগে গায়ত্রী প্রাণত্যাগ করিলেন,

তখন কঙ্কের বয়স দশ এবং গর্গকন্যা লীলার বয়স আট বৎসর। রঘুসুত লিখিয়াছেন :—

"অষ্ট না বছরের লীলা মায়ে হারাইয়া।
বুঝিল কঙ্কের দুঃখ নিজ দুঃখ দিয়া॥"

কারণ কঙ্ক এইবার লইয়া তিনবার মাতৃহারা হইয়াছে। এই সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের দরুন কঙ্ক ও লীলার মধ্যে যে প্রীতি হইয়াছিল তাহা "গঙ্গা-সম সুনির্ম্মল।" কিন্তু এই প্রীতি তাহাদের জীবনে কালস্বরূপ হইয়াছিল। শৈশব-অতীতে কঙ্ক তাহার অপূর্ব্ব বাঁশীর সুরে যেরূপ সকলের মনোহরণ করিত, তেমনি তাহার কবিত্ব-শক্তিও সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি 'মলয়ার বারমাসী' প্রণয়ন করেন। বিপ্রপুর গ্রামে এক মুসলমান ফকির আসিলেন, তাহার সঙ্গে পাঁচটি সাকরেদ্ বা শিষ্য। পীর সেইখানে একটি দরগা স্থাপন করিলেন। তদ্দেশবাসী লোকেরা পীরের নানারূপ হেকমতের পরিচয় পাইল। যে সকল রোগী তাঁহার কাছে আসিত, তিনি ধূলিপড়া দিয়া তাহাদিগকে নীরোগ করিতেন। মুখ না খুলিতেই আগন্তুকের মনের ভাব সমস্ত নিজে কহিয়া দিতেন। মাটি দিয়া মেওয়া প্রস্তুত করিয়া বালকগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন, তাহারা তাহাতে অমৃতের স্বাদ পাইত। তাঁহার কাছে যে যাহা মানত্ করিত তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিত। সুতরাং সেই দেশে পীরের নাম খুব জাহির হইয়া পড়িল। বহুদূর হইতে নানা লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত এবং তাঁহার দরগায় সিন্নিদান করিত। কিন্তু,

"সিন্নির কণিকা মাত্র পীর নাহি খায়।
গরীব দুখীরে সব ডাকিয়া বিলায়॥"

অদূরে কঙ্ক ধেনু চরাইতে চরাইতে যে বাঁশী বাজাইত, তাহা পীরের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিত এবং তিনি এই মনস্বী বালকের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য মনে মনে অভিলাষী হইলেন। সেই মনের আহ্বানে কঙ্কও সাড়া দিল। সে নিজে হইতে তথায় আসিয়া পীরের চরণে লুটাইয়া পড়িল। পীরের কাছে বসিয়া সে যখন তাহার রচিত 'মলয়ার বারমাসী' গান করিত, তখন পীরের চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। কালক্রমে কঙ্ক পীরের এতটা বশীভূত

হইল যে সে পীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। যে শিশু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চণ্ডালের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণ্য-তেজ ও মনস্বিতার অধিকারী হইয়াও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের বশীভূত হয় নাই। ধর্ম্মান্ধতা তাহার ছিল না। লোকে রটনা করিতে লাগিল যে কঙ্ক পীরের নিকট কালাম্ (মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্র) শিখিতেছে এবং মুসলমান পীরের প্রসাদ অমৃত-জ্ঞানে খাইতেছে। কিন্তু এসকল কথা গর্গ কিছুই জানিতেন না। এদিকে পীরের আদেশে কঙ্ক বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা সমেত একখানি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করিলেন। কিন্তু পীর এই ঘটনার পর সে দেশ হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ জানিল না। রঘুসুত লিখিয়াছেন :—

"গুরুর আদেশ মানি লিখিয়া পাঁচালীখানি
পাঠাইলা দেশ আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা ব্যক্ত হইল যথা তথা
দেশ পূর্ণ হইল তার যশে।
কঙ্ক আর রাখাল নহে 'কবি কঙ্ক' লোকে কহে
শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার।
হিন্দু আর মুসলমানে সত্যপীরে উভে মানে
পাঁচালির হইল সমাদর॥
যেই পূজে সত্যপীরে কঙ্কের পাঁচালী পড়ে
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।
বুঝি কঙ্কের দিন ফিরে রঘুসুত কহে ফেরে
দুঃখিতের দুঃখ নাহি যায়॥"

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর দেশময় প্রচারিত হইয়া গেল এবং কবি হিসাবে তিনি দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। গর্গ দেখিলেন,—কঙ্কের মত বিনীত, বিশ্বাসী, যশস্বী এবং সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ-বালক যে সমাজের বহির্ভূত হইয়া থাকিবেন, ইহা ভারী অন্যায়। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ-সমাজের এক সভা আহ্বান করিয়া কঙ্ককে জাতে তুলিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "কঙ্ক অতি শৈশবাবস্থায় চণ্ডালের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ইনি সদ্ব্রাহ্মণের

ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করেন নাই। সুতরাং ইঁহাকে সমাজ-বহির্ভূত রাখা উচিত নহে।" গোঁড়া দলের নেতা ছিলেন নন্দু, তিনি বলিলেন, "যে ফুল একবার মাটিতে পড়িয়াছে, তাহা আর দেব পূজায় লাগে না। অদৃষ্ট-অনুসারে মানুষ ধনবান্ হয়, দরিদ্র হয়। তাহার দোষ থাকুক বা না থাকুক সে কর্ম্মফল এড়াইতে পারে না। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সমাজ চণ্ডাল-গৃহে প্রতিপালিত বালককে কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না।" খুব জোরে তর্ক চলিল। গর্গের অসামান্য প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাবত্তা এবং সমাজের উপর প্রভাবের গুণে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। সভা-গৃহ তর্ক-কোলাহলে মুখরিত হইল। এদিকে যাহারা মুখে সায় দিয়াছিলেন, তাঁহারাও গোঁড়াদের দলে মিশিয়া ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কঙ্কের সর্ব্বনাশের জন্য তাঁহারা এবার এক ফন্দি আঁটিলেন। তাঁহারা প্রচার করিয়া দিলেন, কঙ্ক শুধু চণ্ডালের অন্ন খায় নাই, সে মুসলমানের প্রসাদ খাইয়া তাহার নিকট মুসলমানি ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছে। ইহা হইতেও গুরুতর দোষ আরোপ করা হইল; তাঁহারা প্রচার করিলেন, গর্গকন্যা লীলা কঙ্কের অনুরাগিনী হইয়া কলঙ্কিতা হইয়াছে। দেশে এই কথা প্রচার হওয়ার পরে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কঙ্ক প্রতিষ্ঠার শিখর-দেশে যতটা উঠিয়াছিলেন, তাঁহার অধঃপতনও ততটা সংঘটিত হইল। দেশের লোক ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহার সত্যপীরের পুঁথি তাঁহাদের বাড়ী হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কেহ কেহ তাহা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিল। মুসলমানের পুঁথি ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পড়িয়াছে, এবং ঘরে রাখিয়াছে, এই ভাবিয়া দেশময় লোক প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এদিকে গর্গ পীর সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, এবং লীলা সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা যে সমস্ত মিথ্যা প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিল তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, কারণ তিনি অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এবার সরলে গরল উঠিল। কঙ্কের চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন এবং কঙ্ককে বিনষ্ট করিয়া এবং তাহার পরে লীলার প্রাণনাশ করিয়া তিনি নিজে আত্মহত্যা করিবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন। কঙ্ক গরু রাখিতে মাঠে গিয়াছে, লীলা তাহার জন্য অন্ন-

ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এই সুযোগে গর্গ সেই অন্নে বিষ মিশাইয়া দিলেন। অপর গৃহ হইতে লীলা তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি এবং এই কুকার্য্য দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়াভিভূতা হইল। কঙ্ক গৃহে আসিলে পরে লীলা অশ্রুনেত্রে তাঁহাকে সকল কথা কহিল; কিন্তু কঙ্কের সংযম ও ধৈর্য্য কিছুতেই টলে নাই। সে লীলাকে বলিল, "গর্গ মহাপুরুষ, দেবতুল্য। ষড়যন্ত্রকারীদের অভিসন্ধিতে তাঁহার সরল প্রাণে ব্যথা লাগিয়া তিনি এই সকল কাজ করিয়াছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস তিনি অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, শীঘ্রই সত্য কথা বুঝিতে পারিবেন। তুমি তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইও না, কিন্তু আমি আর এখানে থাকিব না।" গভীর মনোবেদনায় কঙ্ক সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া শেষরাত্রিতে তন্দ্রার ঘোরে দেখিলেন যেন পিশাচেরা তাঁহাকে শ্মশানের আগুনে পোড়াইতেছে এবং এক গৌরকান্তি দিব্য মহাপুরুষ রক্তকমলহস্তে তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া তাঁহাকে সেই শ্মশানের পিশাচদের হস্ত হইতে মুক্তি দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। নিদ্রা-ভঙ্গে কঙ্ক বুঝিলেন, যিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি গৌরাঙ্গ। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি গৌরাঙ্গ-দর্শন-মানসে পশ্চিমদিকে রওনা হইলেন।

লীলা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত অন্ন খাইয়া সুরভি গাভীটি প্রাণত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণের বাড়ীর গাভী গৃহকর্ত্তার প্রদত্ত বিষে মরিল, এই ঘোর অনাচার এবং দুর্ঘটনা গর্গের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। পূজার ঘরে তিনি লীলার সংগৃহীত পুষ্পবিল্বপত্র ও জল কলঙ্কিত মনে করিয়া সেগুলি ফেলিয়া দিলেন, এবং মন্দিরের অর্গল বন্ধ করিয়া তিন দিন তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাসে কাটাইয়া ধন্না দিয়া রহিলেন। "আমার এই বিপদে কি কর্ত্তব্য ভগবান্ আমাকে কহিয়া দাও, তাহা না হইলে আমি এইখানেই প্রাণত্যাগ করিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উপবাস করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিনে তিনি যে স্বপ্নাদেশ পাইলেন তাহার মর্ম্ম এই,—"তুমি মহাপাপী, তোমার নির্দ্দোষ পুত্রকন্যাকে মারিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে এবং স্বগৃহ-পালিত গাভীকে হত্যা করিয়াছ। লীলার হস্তের যে ফুল ফেলিয়া দিয়াছ তাহা দিয়াই আমাকে পূজা কর।" এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গর্গ অনুতাপে পাগলের

মত হইলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিচিত্র-মাধব দুইজনকে দেশ-বিদেশে কঙ্কের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন ;—বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে অতি যত্নের সহিত পড়াইয়াছি। আমাকে এই দক্ষিণা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। কঙ্ককে না পাইলে আমি বাঁচিব না।' তাহারা দুইবার নানা দেশে ঘুরিয়া কঙ্কের সন্ধান পাইল না। শেষবার মাধব আসিয়া একটা জনরবের কথা বলিল। কঙ্ক চৈতন্যকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নবদ্বীপাভিমুখে রওনা হইয়াছিল, পথে ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। লীলা কঙ্কের শোকে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। এই আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মৃত্যু হইল এবং গর্গও বিপ্রগ্রামের গৃহ-পাট উঠাইয়া একান্ত অনুরক্ত কয়েকটি শিষ্যের সহিত পুরীর দিকে চলিয়া গেলেন।

রঘুসুত প্রভৃতি কবিরা লিখিয়াছেন যে যখন লীলার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইতেছিল তখন কঙ্ক সেই শ্মশানের নির্ব্বাণোন্মুখ স্ফুলিঙ্গ দেখিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই পালাগানের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাই ঐতিহাসিক। বিপ্রগ্রাম কেন্দুয়া পোষ্ট আফিসের অধীন। ইহার বর্ত্তমান নাম বিপ্রবর্গ। রাজেশ্বরী এখন শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার খাদের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। যেখানে পীর তাঁহার আস্তানা করিয়াছিলেন সে স্থান এখনও 'পীরের স্থান' নামে প্রসিদ্ধ। তথায় একটা পাথর আছে, উহাকে লোকে 'পীরের পাথর' বলে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই পাথরের উপর সিন্নি দিয়া থাকেন। কঙ্কের প্রণীত 'মলয়ার বারমাসী' অসম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই এইখানে প্রকাশিত হইল। বারমাসী বর্ণনায় কবির শক্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতা চণ্ডীদাসের একশতাব্দী কাল পরে লিখিত হইয়াছিল। ইহা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের একটি সম্পদ্। পীরের আদেশে কঙ্ক যে সত্যপীরের গান লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমরা পাইয়াছি। এই গান যখন লিখিত হয়, তখনও কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের কোন ষড়যন্ত্র হয় নাই। ইহাতে কঙ্ক সংক্ষেপে যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক দেখিবেন রঘুসুত প্রভৃতি কবিরা তৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন কবি স্বয়ং তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্ত্তী ঘটনার

উল্লেখ এই কাব্যে নাই, কারণ কাব্য তাহার পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা মনে করি পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের ন্যায় পরবর্ত্তী ঘটনাও সম্পূর্ণ ইতিহাসমূলক। লীলার প্রেম-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকটা কবি-কল্পনা অবশ্যই আছে, কিন্তু মূল ঘটনা বর্ণনাকালে কবিরা ইতিহাসের পথ সাবধানে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। কঙ্ক যে শ্মশান-ঘাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ কথাটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ 'কঙ্ক ও লীলা'র আরও কয়েকটি সংস্করণ আছে তাহাদের সঙ্গে এই পালার মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই—কেবল শেষভাগে কোন কোন কাব্যে কবিরা কঙ্কের সহিত লীলার যুগল-মিলন ঘটাইয়া কাব্যখানি "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করাইয়াছেন, কেহ-বা কঙ্কের সহিত লীলার স্বর্গের ওপারে মিলন ঘটাইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, যে জনরব রাষ্ট্র হইয়াছিল তাহাই সত্য। চৈতন্য-দর্শনকামী কঙ্ক ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া মারা গিয়াছিলেন। গর্গ শিষ্যদ্বয়কে কঙ্কের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন :—

"কিন্তু এক কথা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণভক্ত হয় সেই জন॥
যে দেশে বাজিছে গৌর-চরণ-নুপুর।
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর॥
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরিনামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল॥
সেই দেশে কঙ্কর করিও অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ-ভক্তের পাবে দরশন॥
যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম।
নাম সংকীর্ত্তনে নদী বহে যে উজান॥
শিষ্য-পদধূলি-মেঘে ছাইছে গগন।
সে দেশে অবশ্য কঙ্কের পাবে দরশন॥"

সত্যপীরের পুঁথিতে প্রদত্ত আত্ম-বিবরণ :—

"পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বসুমতী।
যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি ॥
শিশুকালে বাপ মইল মাও গেল ছাড়ি।
পালিল চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি ॥
জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে।
চণ্ডালিনী মাতা মোর পালিলা আদরে ॥
গঙ্গার সমান তার পবিত্র অন্তর।
সেও ত রাখিল মোর নাম কঙ্কধর ॥
জনম অবধি নাহি হেরি বাপ মায়।
শিশু থুইয়া মোরে তারা স্বর্গপুরী যায় ॥
মুরারি চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া।
পালিলা কৌশল্যা মাতা স্তনদুগ্ধ দিয়া ॥
মুরারি আমার পিতা ভক্তির ভাজন।
বার বার বন্দি গাই তাহার চরণ ॥
গর্গ পণ্ডিতে বন্দুম পরম গিয়ানী।
যাঁর আশ্রমে থাকিয়া ধেনু চরাইতাম আমি ॥
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি গর্গের চরণ।
যাঁর সম জ্ঞানী নাই এ তিন ভুবন ॥
বেদ-পুরাণ-সার কণ্ঠে তাঁর গাঁথা।
সাধনার ঘরে বাঁধা সরস্বতী মাতা ॥
বেদ বিধি শাস্ত্রে যাঁর ক্ষমতা অপার।
আর বার বন্দি গাই চরণ তাঁহার ॥
শ্মশানের বন্ধু মোর দুঃসময় পাইয়া।
জীবন করিলা দান পদে স্থান দিয়া ॥
দুই দিন নাহি খাই অন্ন আর পানি।
হাতে ধরি আশ্রমে লইলা মোরে মুনি ॥

ক্ষীর সর দিলা মোরে গায়ত্রী জননী।
মরিবার কালে মোর বাঁচাইলা প্রাণী ॥
কাঁদিয়া কহিছে কঙ্ক সভার চরণে।
শোধিতে মায়ের ঋণ না পারি জীবনে ॥
নদী মধ্যে বন্দি গাই রাজরাজেশ্বরী।
তিয়াস লাগিলে যাঁর পান করি বারি ॥
তাহার পারেতে বইসা সুন্দর গেরাম।
জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্রগ্রাম ॥
সভার চরণে বন্দি জুড়ি দুই পাণি।
কি বলিতে কি বলিব আমি অল্পজ্ঞানী ॥”

এই সত্যপীরের পাঁচালীতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর। ইহার পরে নিমৃতা গ্রামবাসী কৃষ্ণরাম, তৎপরে রামপ্রসাদ সেন এবং সর্ব্বশেষে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন। কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার লেশ নাই এবং ঘটনার কেন্দ্রস্থান বর্দ্ধমান নহে। এই পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

জিরালনী

জিরালনীর পালাটি অসম্পূর্ণ। এই গানটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় পীরসোহাগপুর গ্রামের রজনী কর্ম্মকার ও ভাদাই ফকির নামক বাউল-গায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পীরসোহাগপুর গ্রামটি মৈমনসিংহের অন্তর্গত।

এই গানটি কতকটা রূপকথার মত। আমরা শৈশবে রাজপুত্রদের মাথায় কবচ বান্ধিয়া তাহাদিগকে পশু করিয়া রাখিবার অনেক গল্প শুনিয়াছি। কামরূপের মেয়েরা নাকি এই সব যাদুকরী বিদ্যায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। এই পালাটিতে রাজপুত্রকে তাঁহার বিমাতা চুলের সঙ্গে ঔষধ বাঁধিয়া হরিণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দৈবাৎ ইনি রাজকুমারী জিরালনীর হাতে যাইয়া পড়েন এবং রাজকুমারীর যত্নে তিনি তাঁহার একান্ত বশীভূত হন। এই অবস্থায় একদা তাঁহার চুলের মধ্যে কবচ ধরা পড়ে। কবচ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার স্বীয় স্বাভাবিক অবয়ব প্রাপ্ত হন। জিরালনীর সঙ্গে তাঁহার গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া যায়। রাজপুত্র দিনে স্বর্ণবর্ণ হরিণ হইয়া বেড়াইতেন এবং রাত্রিতে মানুষ হইয়া রাজকুমারীর সঙ্গে প্রেমাভিনয় করিতেন। কিন্তু একদিন কবচটি হারাইয়া যাওয়াতে তাঁহার আর মৃগ হইবার উপায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সাশ্রুনেত্রে রাজকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ওদিকে জিরালনীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুলাই তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। বৈমাত্রেয় ভাইকে বিবাহ করা যায় কিনা রাজা তাঁহার সভাপণ্ডিতদের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। তাঁহারা তৈলবটের লোভে শিরঃ-সঞ্চালনপূর্ব্বক রাজার ইচ্ছার অনুকূল মত প্রদান করেন। ঘোর বিপদে পড়িয়া জিরালনী নদীগর্ভে নিপতিত হন এবং দৈবক্রমে এক জেলের

জালে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইতে উদ্ধার পান। ইহার পরে এক ধনবান্ সাধু জেলের নিকট হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। রাজকুমারীর ইচ্ছানুসারে কোন্ রাজপুত্র একদা হরিণ হইয়াছিলেন এই সংবাদ জানিবার জন্য সাধু চৌদ্দ ডিঙা সাজাইয়া দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিতে রওনা হন। অতল সমুদ্রে চৌদ্দ ডিঙা ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। পালা এইখানেই সাঙ্গ হইয়াছে। আমার মনে হয় পালাটি খুব দীর্ঘ ছিল। চন্দ্রকুমারবাবু ইহার অধিক আর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কতকটা রূপকথার মত হইলেও এই গানটি পল্লীরসমাধুর্য্যে ভরপূর। জলে ডুবিতে ডুবিতে রাজকন্যা তাঁহার পিতা-বিমাতার উদ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। রাজকুমার ডুলাই-নির্ম্মিত উদ্যান বাটিকায় যে সকল ফুলের বর্ণনা আছে তাহা আমাদের চোখে বাঙ্গালার পল্লীমহিমা উদঘাটিত করিয়া দেখায়। সর্ব্বত্রই একটা করুণরসের প্রবাহ পাওয়া যায় এবং এই খণ্ডিত গানের মাধুর্য্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। চৌদ্দ ডিঙা জলে ডুবিবার পর পাঠকের মনে কবি যে কৌতূহল জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু জিরালনীর চরিত্র যে আদ্যন্ত একনিষ্ঠ, প্রেমসঙ্কল্পিত, তাহা পালাটির যতটুকু পাইয়াছি তাহাতেই আমরা বুঝিয়াছি। কালে যদি কেহ এই পালাটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন তবে আমরা সুখী হইব। এই গানটির ভাষা ও পয়ার ছন্দের সুগঠিত অবয়ব দেখিয়া আমাদের মনে হয় ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও ইহাতে প্রাচীন যুগের সংস্কারের প্রভাব বহুল পরিমাণে আছে। যে আকারে আমরা ইহা পাইতেছি তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি। এই খণ্ডিত পালাটিতে ৫১০ ছত্র আছে। আমরা ইহা ১৩ অধ্যায়ে ভাগ করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পরীবানুর হাঁহলা

এই পরীবানুর পালা-সম্বন্ধে ইহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বিগত ২৪শে জুলাই চট্টগ্রাম হইতে আমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পরীবানুর পালাটি 'সুজাতনয়ার বিলাপেরই' অনুরূপ; কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি আপনাকে 'হাল্‌দা-ফাটা' নামক পল্লীগীতির কথা লিখিয়া আসিতেছি। এই পালাটিও সেই জাতীয় গান। সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানগুলিতেই 'হাল্‌দা-ফাটা' গানের প্রচলন দেখা যায়। এই পালাগায়ক সারেঙ্গ, তানপুরা, খঞ্জরি কি অন্য প্রকারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। প্রকৃতির সাধারণ সুর ও সমুদ্রের সোঁ সোঁ শব্দসংযোগে তাহারা যেন এই গানের তালমান রক্ষা করিয়া থাকে। গায়ক পদপূরণ করিবার সময় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক নিয়মে 'রে' শব্দটির দ্বারা সুর যোজনা করিয়া লয়। ইহার কৌশলও অভিনব এবং মৌলিক। বঙ্গদেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের যদি কোন মৌলিক গবেষণা হয়, তবে হাল্‌দা-ফাটা গান হইতে অনেক সুরের উপকরণ সংগৃহীত হইবে। গান করিবার সময় তাল যন্ত্র ছাড়া সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয় বলিয়া এই পালারচকেরা শব্দবিন্যাস ও ছন্দের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। অধিকাংশ হাল্‌দা-ফাটা গানে উপান্ত্য স্বরের মিল আছে।

এই পরীবানুর পালার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। সুজাতনয়ার বিলাপের ভূমিকাখানি ইহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া যায়। মোটের উপর এই পালাগানটিকে মোগল ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা বলা যাইতে পারে। চারিবৎসর পূর্ব্ব হইতে আমি আপনাকে এই পালার বিবরণ জানাইয়াছি। আপনিও অনেক জায়গায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 'ডবলমুরিং' থানার অন্তর্গত 'আনরাবাদ' গ্রামনিবাসী খলিলুর

রহমান নামক এক গায়ক এই পালাটির সামান্য কতকটুক তখন আবৃত্তি করিয়াছিল। মোটের উপর বলিতে কি এই পালা যে সংগৃহীত হইবে এমন ভরসা আমার ছিল না। গত কয়েক মাস এই পালাটি উদ্ধারের জন্য আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে মহিষখালী দ্বীপে শ্রীধনঞ্জয় বড়ুয়া নামে একজন জরীপের ডেপুটির সঙ্গে আমি এ পালার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে সাতকানিয়া থানার অন্তঃপাতী 'গোরস্থান' নামক গ্রামে যাইতে বলিয়াছিলেন, কেননা অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি জরীপের কাজে যাইয়া সেখানে এই পরীবানুর পালা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আমি গোরস্থানে অনেক খোঁজ করিয়াও সেই পালাগায়কের সন্ধান পাই নাই। আরাকানের অন্তর্গত মংডু সবডিভিশনের মৌলবী আবুল হালিম নামক একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি আমাকে এ পালার কিছু বিবরণ জানাইয়াছিলেন। আরাকানের সেই সুধর্ম্ম নরপতির যে রাজধানী ছিল তাহার বর্ত্তমান নাম মেয়ং (Myohong), সেখানে এখনও সুজার মসজীদ এবং সুজার দীঘি আছে। এই পালা সংগ্রহের ব্যপদেশে আমি ছোট-বড় অনেকের নিকট গমন করিয়াছি; কেহ হয়ত আমায় কিছু সাহায্য করিয়াছেন, আবার হয়ত কাহারও নিকট হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই হিন্দুবর্জ্জিত মুসলমান পল্লীগুলিতে কখনও ভাত জুটিয়াছে কখনো বা উপবাসী ফিরিয়া আসিয়াছি।

তাহার পর আমি অনেক সন্ধান করিয়া পেরুয়া দ্বীপে উপস্থিত হই। সিরাজ মিঞা সেইখানের জমিদার। তিনি বড়ই রসগ্রাহী এবং সৌখীন লোক। আমি তাঁহার নিকট যখন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ড হইতে কাফন চোরার পালাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম তখন তিনি আমাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। আমি পেরুয়া দ্বীপে সাত দিন তাঁহার বাড়ীতেই ছিলাম। তিনি ১৫।১৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও আমার নিকট গায়কদের উপস্থিত করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে উজান টেঁইয়া গ্রামনিবাসী মনসুর আলীর নিকট হইতে এই পালার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। সেই অঞ্চলে এই গানটি 'পরীবানুর হাঁহলা' নামে পরিচিত।"

আমরা এক বৎসর পূর্ব্বেই পরীবানুর একটা গান প্রকাশিত করিয়াছি; সেই গানের সঙ্গে এই পালাটি পাঠক মিলাইয়া পড়িবেন। এই গানে দৃষ্ট হয়, সুজা ও তাঁহার পত্নী আরাকান রাজ-কর্ত্তৃক সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। যখন সুজা বুঝিলেন, আরাকান-রাজ তাঁহার পত্নীকে ছলে-বলে লইয়া যাইবেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার বাধা দেওয়ার কোন সামর্থ্য নাই, তখন রাত্রিকালে কন্যা দুটিকে রাখিয়া রাজদম্পতী সমুদ্রের তীরাভিমুখে ছুটিলেন। সম্মুখে অকূল অতল জলরাশি, একখানি মাছের নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাজা তাঁহার প্রাণপ্রিয়া পত্নীর সঙ্গে সমুদ্র বাহিয়া চলিলেন। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ-মালা, সুজা বাদসা নিজে কাণ্ডারী,—কি ভয়ানক কষ্ট সহিয়া যে সুজা পত্নীসহ সারারাত্রি কাটাইলেন, তাহা অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। ক্রমে ক্রমে হস্ত শিথিল হইল, সমুদ্রপথ অনেকটা বাহিয়া আসিয়াছেন—আর তো শক্তি নাই। এদিকে কালাপানির ভীষণ আবর্ত্তে নৌকা চক্রাকারে ঘুরিয়া পাতালের দিকে চলিল। বাদসাহ ও বেগম দুইজনে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর আলয়ে চলিলেন, এক সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আরাকান-রাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই পালাগানটিতে অতি সংক্ষেপে করুণরসের ধারা অব্যাহত রাখিয়া সুজা বাদসাহের শেষ কয়েকটা দিনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কিনা বলা যায় না—কিন্তু পরীবানুর অনুপম সৌন্দর্য্যই যে সুজার জীবনের এই বিসদৃশ পরিণতি ঘটাইয়া ছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

এই গানটিতে "বারবাঙ্গালা" শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "বারবাঙ্গালা" এক প্রকার গৃহের নাম, বাঙ্গালা দেশেই এইরূপ গৃহের সর্ব্বপ্রথম পরিকল্পনা হইয়াছিল। ফার্গুসন সাহেব বলেন, দোচালা ঘরের মত ইহার ছাদ ছিল, এবং এইরূপ গৃহ বাঙ্গালা দেশের আদর্শে পৃথিবীর বহু স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন বাঙ্গালা দেশের রাজধানীর নাম পূর্ব্বকালে "বাঙ্গলা" ছিল—এই বাঙ্গলা নগরের নাম বিদেশী পর্য্যটকদের প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এখন ইহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ ঢাকা নগরই এই প্রাচীন রাজধানী; ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ

"বাঙ্গলাবাজার" এই নগরের পূর্ব্বতন নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও যে "বাঙ্গালো" বা "বাঙ্গলা" ঘর আমরা এদেশে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, তাহারও উৎপত্তি স্থান সেই প্রাচীন রাজধানীতে।

কিন্তু এখানে "বারবাঙ্গালা" ব'লিতে ঘর বোঝায় নাই। বাঙ্গালাদেশ দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং এক সময়ে এই "দ্বাদশ" স্থানের অধিপতি দ্বাদশটি ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, ইঁহাদের উপাধি ছিল "বারভূঞা"—এইরূপ দ্বাদশ ভাগে একটা প্রধান দেশকে বিভক্ত করার রীতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ-অধ্যুষিত বহু প্রদেশে প্রচলিত ছিল। গ্রীক্‌দিগের "ডডনপ্‌লাস" বার-ভূঞারই নামান্তর। রাজপুতনার কোন কোন স্থানে এখনও রাজার অধীনে দ্বাদশ মণ্ডল বা দ্বাদশ প্রধান নায়ক থাকার রীতি বিদ্যমান। ত্রিপুরার রাজা স্বীয় অভিষেকের সময় দ্বাদশটি সামন্ত রাজা নিযুক্ত করিতেন। এই রীতি আর্য্যগণশাসিত রাজ্যসমূহের একটি অতি পুরাতন প্রথা। 'বার-ভূঞা'র উল্লেখ আমরা ধর্ম্মমঙ্গল এবং বহুবিধ বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যে পাই। ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে যে কোন রাজচক্রবর্ত্তীর অভিষেকের সময় বারভূঞা বা বার জন "ভূঞা রাজা" তাঁহার মস্তকে অভিষেকের বারি বর্ষণ করিতেন। সুতরাং ইহা মনে করিতে হইবে না যে প্রতাপাদিত্য-ইশা খাঁ-প্রমুখ বারভূঞারাই মাত্র বাঙ্গালার 'বারভূঞা'-পদবাচ্য। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু "বারভূঞা" এ দেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। "ভূঞা" শব্দ ভৌমিক শব্দের অপভ্রংশ, সুতরাং ইহা খাঁটি হিন্দুরাজ্যের সময়কার নিদর্শন, মুসলমান-অধিকারে এই উপাধির সৃষ্টি হয় নাই।

এখানে "বারবাঙ্গালা" বলিতে দ্বাদশ ভৌমিক-শাসিত সমস্ত রাজ্যটি বুঝাইতেছে। কিন্তু এই পালাগানটিতে কথাটির কোন ঐতিহাসিক সার্থকতা নাই। সুজার সময় এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্যভাবে আর বাঙ্গালায় বিদ্যমান ছিল না। কথাটা বহু প্রাচীন সংস্কারাগত এবং এক সময়ে বঙ্গদেশে যে দ্বাদশ জন পরাক্রান্ত দেশনায়ক ছিলেন—তাহারই ক্ষীণ স্মৃতির পরিচায়ক।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

চাঁদরায়-সোণারায়

এই পালা-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে এই পালা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "চান্‌রায়ের পিতা কৃষ্ণ চৌধুরী নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর একজন প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব উপাধি তলাপাত্র ছিল। নবাব সরকারের অনেক দুরূহ কার্য্য অসামান্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়া কৃষ্ণ চৌধুরী এককালে কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ময়মনসিংহের তদানীন্তন কোনও ভূম্যধিকারী নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে কৃষ্ণ চৌধুরী বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হন এবং ছলেবলে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। এই সময়ে ময়মনসিংহের দত্ত ও নন্দীবংশীয়েরা জমিদারী শাসন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাদের সৌভাগ্যের দিন অন্তর্হিত হয়। নবাব লুটের কথা অবিশ্বাস করেন এবং কৃষ্ণ তলাপাত্রকে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করিয়া ময়মনসিংহের জমিদারী ফরমান প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঁদরায় আলিবর্দ্দি খাঁ নবাবের আমলে রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর কাজ করিতেন। প্রবাদ ঘোড়াঘাট চাক্‌লার কোনও দুর্দ্দান্ত মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইলে তাহাকে শাসন করার জন্য নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ চাঁদরায়কে তথায় প্রেরণ করেন। চাঁদরায় প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গোপনে বিনা রক্তপাতে যাহাতে কার্য্যসিদ্ধ হয় তাহারই উপায় চিন্তা করিতে থাকেন এবং কতকগুলি সুবৃহৎ সুদৃশ্য অশ্ব সঙ্গে করিয়া অশ্বব্যবসায়ী সদাগর সাজিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর ছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ছদ্মবেশী রাজপুত্র মনে করিতে লাগিল। ক্রমে জমিদার-পত্নী তাঁহার অপরূপ রূপের কথা শুনিয়া ও পরে দেখিয়া

মুগ্ধ হইলেন এবং তিনি ক্রমশঃ চাঁদরায়ের এমন বশীভূতা হইয়া পড়েন যে চাঁদরায় একমাত্র তাঁহারই সাহায্যে সেই জমিদারকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিয়া তদীয় ছিন্নমুণ্ড নবাব-সম্মুখে প্রেরণ করেন। তখন চাঁদ-রায়ের পুত্র সোণারায়ের জন্ম হয়। অনেককাল পর্য্যন্ত উক্ত বেগম চাঁদরায়ের তত্ত্বাবধানেই বাস করিতেছিলেন। ক্রমে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইলে চাঁদরায় তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এই বেগমের গর্ভজাতা এক কন্যা আবার সোণারায়ের রূপ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসে। সোণারায় অনেক সময়ে এই বেগমের কাছেই থাকিতেন। বেগম ক্রুদ্ধা হইয়া একদা সোণারায়কে বন্দী করেন এবং বন্দিশালায় তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া বুকে পাষাণ চাপাইয়া রাখেন। প্রবাদ আছে সোণারায় শেষে প্রহরীকে বহুমূল্য রত্নাঙ্গুরী উপহার দিয়া মুক্তিলাভ করেন। আবার লৌকিক প্রবাদের আর এক শাখা আরও করুণ। বেগম-দুহিতা মাতার এই ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বারবার মাতাকে বাঞ্ছিতের মুক্তিদান করিতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু বেগম তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তখন বেগম-দুহিতা একরূপ পাগলের মত হইয়া যান ও একদা গভীর নিশিথে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে শোভিতা হইয়া একাকিনী সেই বন্দিশালায় উপস্থিত হইয়া গায়ের গহনা এক এক করিয়া খুলিয়া দিয়া প্রহরীকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া বন্দিশালার অভ্যন্তরে উপস্থিত হন। অতঃপর এই প্রতিশ্রুতিতে সোণারায় মুক্তিলাভ করেন যে তিনি মুক্ত হইয়া বেগম-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিবেন। মুক্তি পাইয়া সোণারায় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করেন। বেগম-দুহিতার কোমল হৃদয় এই নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রবাদ আছে শেষে তিনি সেই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পাগল হইয়া যান। কোনো কোনো শাখায় বর্ণিত আছে তিনি আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ছড়াগুলিতে উল্লিখিত বৃত্তান্ত স্পষ্ট ধরা পড়ে নাই, মাঝে মাঝে সত্য ঘটনার ছায়া পড়িয়াছে মাত্র।

(১) মাসিক আরতি পত্রিকার পুরাতন এক সংখ্যা, (২) ময়মনসিংহের সৌরভ পত্রিকার জন্য প্রেরিত শ্রীযোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের একটি অপ্রকাশিত

প্রবন্ধ এবং (৩) দশকাহনিয়া, সেরপুর, সরিসাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থান নিবাসী ইনাতুল্লা ফকির, নিমাই মুদী, গোলাম হুসেন প্রভৃতি কতিপয় কৃষকের নিকট হইতে ছড়াগুলি ও প্রবাদ কথাটির অনেকাংশ সংগ্রহ করিয়াছি। রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী প্রণীত ময়মনসিংহের বারীন্দ্র জমিদার নামক গ্রন্থেও এই প্রবাদ-কথার কোনও কোনও অংশের উল্লেখ আছে। এই শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীই নাকি এই জমিদার বংশের আদিপুরুষ। ছড়াগুলির তেমন বিশেষত্ব নাই। প্রবাদ-ঘটনাটির ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে প্রবাদগুলি কদাচ উপেক্ষনীয় নহে। যাহা লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে তাহা আংশিক সত্য হইলেও ইতিহাসের উপেক্ষনীয় নহে। অনেক সময় প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া আমরা যাহা গ্রহণ করিয়া থাকি, দেখা যায়, তাহাও মূল-শূন্য প্রবাদের ভিত্তির উপর লিখিত। তাহা যদি সত্য হয় তবে বর্ত্তমানে সংগৃহীত এই প্রবাদ ও ছড়ার হয়ত-বা একটা কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতেও পারে। তবে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ও সোণারায় যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহা বলাই বাহুল্য।"

এই গানটিতে বাঙ্গালা প্রাচীন ছড়ার যে বৈশিষ্ট্য তাহা খুব বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন ছত্রের বারবার পুনরুক্তি—এইটাই আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছড়া-পাঁচালীর একটি চিরপরিচিত ধারা। ইহা চণ্ডীদাসের কবিতায়ও প্রচুর দেখা যায়, যথা :—

(১) কহিবে বঁধুরে সখি কহিবে বঁধুরে।
গমন বিরোধী হ'ল পাপ শশধরে॥

(২) একথা কহিবে সখি একথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥

(৩) কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥

(৪) তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই॥ ইত্যাদি।

ইহাকে ইংরাজীতে refrain কহে। এই ছড়াটিতে বহুস্থানে এইরূপ পুনরুক্তি আছে, যথা 'সোণারায় সোণারায় কি কর বসিয়া।' বলা বাহুল্য পাড়াগাঁয়ের এই সুরটি বাঙ্গালীর নিকট বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও মধুর। লৌকিক সংস্কারে ঐতিহাসিক ঘটনা যে কিরূপ চালডালমেশানো খিচুড়ীর মত একটা জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়, এই ছড়াটিতে তাহা প্রণিধান করিবার যোগ্য। এ কথা যদি সত্য হয় যে, কোন প্রতিহত-প্রেমিকার ষড়যন্ত্রে সোণারায় বন্দী হইয়াছিলেন, তবে অকস্মাৎ পীরের আবির্ভাব-জনিত নায়কের কারাবাসের কথা কিরূপে আসিল তাহা বোধগম্য নহে। ইতিহাসের উপকরণগুলি যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিয়া লৌকিক কল্পনা এই ছড়াটি প্রস্তুত করিয়াছিল। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গপল্লী-নায়কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ এইরূপ ছড়াগানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইটপাথর কুড়াইয়া যেরূপ মন্দির নির্ম্মিত হয়, এইরূপ উপাদান কুড়াইয়া আমাদিগকে সেইরূপ দেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। সুতরাং কিছুই উপেক্ষনীয় নহে।

এই ছড়াটির সম্বন্ধে চন্দ্রকুমারবাবু আরো যে দুএকটি কথা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভূমিকার উপসংহার করিতেছি।

"এগুলি অন্যান্য পালাগানের মত সুরে গান হয় না। যাহা শুনিলাম তাহা এক রকম সুর ধরিয়া আবৃত্তি করা মাত্র। সে রকম সুরকে গানের সুর বলা চলে না, ছড়ার আবৃত্তি মাত্র।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সোণাবিবির পালা

গত ১৯শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে আমাদের একটি পালা পাঠাইয়াছেন, তাহার নাম সোণাবিবির পালা। চন্দ্রকুমারবাবু এই পালাটি তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাদের দুইজন—রহমন সেখ ও যদুনাথ বাউল; ইহারা শ্রীহট্ট অঞ্চলের কাটিহালি গ্রামের অধিবাসী। তৃতীয় ব্যক্তি রজনী মাল নামক গায়ক আজমিরি বাজার অঞ্চলের একজন মাঝি।

পালাটি সম্পূর্ণভাবে এখনও চন্দ্রকুমারবাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আপাততঃ ইহার ৫৫০টি ছত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের গ্রন্থের ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসায় স্থানাভাবে এই ৫৫০ ছত্রও আমরা সমস্ত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পালাটির দুই জায়গা হইতে ৮২ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম মাত্র। নায়কের প্রেমের গভীরতা এই দুইটি স্থানে কবি অপরূপভাবে ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উদ্ধৃত নমুনা হইতেই কবির শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যতদূর পাওয়া গিয়াছে, পালাটির গল্পাংশ এইরূপ। পালার নায়ক মামুদের পিতার নাম চান্দ সদাগর। তাঁহার সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়াই পালা আরম্ভ করা হইয়াছে। পুত্রের জন্মের পর চান্দ সদাগর বাণিজ্যে গিয়া আঠার বৎসর কাল আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তখন মামুদ মাতার অনুমতি লইয়া বাণিজ্যে যাত্রা করে ও পথে সুন্দরী সোণাবিবিকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। তাহার পর বন্ধু মমিনের সাহায্যে মামুদ সোণাবিবিকে বিবাহ করে, কিন্তু বিবাহের পর পত্নীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া মামুদ বিষয়কর্ম্ম সমস্ত একেবারে অবহেলা করিতে আরম্ভ করে। ফলে তাহাদের অত্যন্ত দুরবস্থা হয়। অবশেষে বন্ধু মমিনের উপদেশে স্ত্রীর দুর্দ্দশা দূর করিতে মামুদ নৌকা লইয়া আবার বাণিজ্যে বাহির

হয় কিন্তু ভাগ্য এখনও তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়। ঝড়ে তাহার নৌকা ডুবিয়া যায় এবং কোন রকমে জল হইতে রক্ষা পাইলেও জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে মামুদ সর্পদষ্ট হয়। পালাটির এই পর্য্যন্তই পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সোণাবিবির পালা

*　　　*　　　*　　　*

দেখিয়া সোণার রূপ মামুদে সংশয়।
খালি ঘরে রাখলে সোণা কি জানি কি হয়॥
মাথায় রাখিলে সোণা উকুনেতে খায়।
কি জানি জমিনে থুইলে পিপড়ায় লইয়া যায়।
কি জানি জলেতে গেলে দেহাটি মিলায়॥

*　　　*　　　*　　　*

সকল ছাড়িয়া মামুদ গিরেতে বসিল।
সোণার লাগিয়া মামুদ পাগল হইল॥
বাপ আমলের খাট পালং সাজুয়া বিছানা।
শয়ন করে মামুদ সঙ্গে লইয়া সোণা॥
কি জানি সোণার যদি ঘুম নাহি আইসে।
আবের পাখা লইয়া মামুদ জুরায় বাতাসে॥
ঝিলমিল মশারি টাঙ্গা তবু মনে ভয়।
কি জানি মশার কামুড়ে কন্যার পরাণ সংশয়॥
পিপড়ার কামুড়ে কন্যার গায়ে লাগে চাকা।
আপন আইঞ্চল দিয়া মামুদ অঙ্গ দেয়রে ঢাকা॥
মধুর আলাপনে নিশি গত হইয়া যায়।
মামুদ ভাবে আইজের নিশি কেন বা পোহায়॥
না পোহাও না পোহাও রে নিশি একটুখানি থাক।
উজাগরে গেছে নিশি আমার কথা রাখ॥

* * * *

ডাক্যনারে সোণার কুইল বাচ্চায় দেওরে উম।
তোমার ডাকে ভাইঙ্গা যাইব (আমার) সোণার কাঁচা ঘুম॥
শোন শোন বনের দইয়াল না দিওরে শিষ।
কাঁচা ঘুমে জাগলে সোণার মাথায় হইব বিষ॥
বিয়ান বেলার ভোমরারে কইয়া বুঝাই তোরে।
ফুলের ঘুম না ভাঙ্গাও তুমি গুনুর গুনুর সুরে॥
ফুলের মধু খাইয়া না ভোমর অঙ্গ তোমার তাজা।
কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে নাইসে দিও দাগা॥

* * * *

বাড়ীর পাছে বাঁশের ঝাড়ে নাচিছে খঞ্জনা।
বিভোলে শয্যায় পইরা ঘুমায় প্রাণের সোণা॥
দুই আঁখি মুদিয়া কন্যা বিভোলে ঘুমায়।
দুই আঁখি মেলিয়া মামুদ আলসে তাকায়॥
বসনে না ঘিরে অঙ্গ মামুদ ভাবে মনে মনে।
কি জানি ছুঁইতে গেলে ভাঙ্গে কাঁচা ঘুম॥
মাথার কেশ আউলা ঝাউলা শয্যার তলে লুটে।
বিয়ানের বাতাসে কন্যার মধুনিদ্রা টুটে॥
বাহুটি শিথানে কন্যা শুইয়া নিদ্রা যায়।
ভাঙ্গাইতে না পারে মামুদ কি হইবে উপায়॥

* * * *

ধীরে ধীরে পুষ্পের কলি ফুট্যা যেমন উঠে।
দুই নয়ান জড়াইয়া ঘুম আস্তে ব্যস্তে টুটে॥
দুই বাহুর আলিঙ্গনে সোণা নয়ন মেল্যা চায়।
লাজে রাঙ্গা হইল কন্যা সিন্দুরের প্রায়॥

মুখে চুম্ব দিয়া মামুদ ঘরের বাহির হৈল ॥
দুয়ারেতে মাও জননী দেখ্যা লজ্জা পাইল।

*   *   *   *

নৌকাডুবির পরে

বেবানে পড়িয়া মামুদ কাতর হইল।
হেন কালে সোণার মুখ মনেতে পড়িল ॥
হায় হায় সোণার সঙ্গে আর কি হবে দেখা।
মানুষ করিয়া বিধি কেন না দিল পাখা ॥
পাখা যুদি থাকতরে বিধি যাইতাম উড়ি।
পরের ঘরে কেমন আছে আমার সোণা বিবি ॥
পরের ঘরের কালা মুখ কেমনে থাকে সইয়া।
ছয়মাস কেমুনে আছে আমারে ছাড়িয়া ॥
এক দণ্ড আমারে না দেখলে প্রাণে মরে।
আছে কি না আছে সোণা ছয়মাস পরে ॥
আমার সোণার মরজি মেজাজ পরে কি জোগায়।
কালামুখে কটু বাক্য তাহারে শোনায় ॥

খিদা লাগিলে সোণার মুখে নাইসে রা।
মুখ দেখ্যা কে বুঝিবে তাহার অন্তরা ॥
নিদ্রা যুদি পায়রে সোণার কে দেয় বিছানি।
তিরাস লাগিলে তার কেবা জুগায় পানি ॥
হায় নদীর পারে আইলে সোণা কলসী কাঁকে লইয়া।
শুধা কলসী রাখ্যা ভূঁয়ে থাকে পন্থ চাইয়া ॥
আজি যদি দেখতরে সোণা আমার ডিঙ্গার পাল।
বাতাসে সরিয়া যাইত অন্তরার জঞ্জাল ॥ [১]

---

১ বাতাসে.........জঞ্জাল—আজ যদি আমার নৌকার পাল সোণা দেখিতে পাইত, তবে সেই পালের স্পর্শ-মধুর হাওয়ায় তাহার অন্তরের দুঃখ দূর হইয়া যাইত।

সাঞ্জ্যা বেলা শূন্য কলসী কাঁকালে করিয়া।
বিরহে বিভোলা সোণা যায় কি চলিয়া॥
শুকনা মুখে পন্থ চাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়।
পরের ঘরেতে সোণা পরের গালি খায়॥
ভেল্[1] নিদ্রা ভাঙ্গি সোণা যখন নাকি চায়।
স্বপনের ধন তার স্বপনে মিলায়॥
সকালে উঠিতে সোণার পাও ভাইঙ্গা পড়ে।
কত যে গঞ্জনা সোণা পায় পরের ঘরে॥
নদীর পারে কেয়াফুল ফুলের সুবাসে।
অভাগিনী বিরহী নারীর নিদ কিসে আসে॥
আষাইরা দেওয়ায় ডাকে ঘন বয়রে ধারা।
কাঁপ্যা উঠে বিরহিণী নারীর অন্তরা॥
আপন বন্ধু কোলে নাইরে কে তারে সুমুজে।
পরের অন্তরার দুঃখ পরে কত বুঝে॥
দুরন্ত কার্ত্তিকের উষে ভিজ্যা যায়রে দিশ।
এই উষ লাগিয়া সোণার মাথায় দারুণ বিষ॥
এই বিষে বিষেরে সোণা আমার প্রাণে যাইব মারা।
আর না দেখবাম চান্দমুখ বুকে বিন্‌লো খাড়া॥[2]

---

[1] ভেল্=মিথ্যা নিদ্রার ভান করিয়া সোণা রাত্রি কাটাইয়া দেয়। সেই মিথ্যা নিদ্রা-ভঙ্গের পর।

[2] বিন্‌লো খাড়া=খাড়া বুকে বিদ্ধ হইল। বিন্‌লো=বিন্ধিল।

শব্দসূচী

অঙ্গী—১৬, ২৩, ৪০, ৪৭৭

অধরচন্দ্র—৪৯৪

অনিরুদ্ধ—৫০৫

অযোধ্যা—২৪৮, ২৫০, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮

অশোকবন—২৩৫, ২৪১, ৪৮৪

আজগর—১০২, ১০৩, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১২২, ১২৩, ১২৭

আণ্ডার চর—১২১

আদম গুজি—৪৮৯

আম গোসাইলা—১০৭

আমিনা খাতুন—৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৮৪

আরতি—৪৮৯, ৪৯০, ৫৫৯

আরাকান—৪৮৬

আশুতোষ চৌধুরী—৪৮৩, ৫৫৯

ইচা—৯৭

ইছামতী—৯৪

ইন্দ্র—২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০

ইন্দ্রজিত—২৬১

ইসা খাঁ—৮৪, ৮৫, ৮৮, ৪৯৪, ৪৯৫

ঈশান—৫০৯

উখিন—১৮, ২৩, ৪০

উচ্চৈঃশ্রবা—২৩৮

এছাক—৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩

ঐরাবত—২৩৮

কঙ্ক—৪১৯, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৫৫৩

কদমশ্রী—৪৮৯

কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ—৫১৭

কন্যা উষা—৫০৫

করণ খালি—১২১

করম পুরুষ—৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৮১, ৩৯

কর্ত্তুলার মসজীদ্—৪৭২

কর্ণফুলির মোহানা—৪৮৪

কমলারাণী—৭৩

কমলা সায়র—৭৬, ৭৯, ৮০, ৪৯৩

কংস নদী—৩৪৫

কাঞ্চনমালা—৪১২, ৫০৯

কামাখ্যা—৫০৮, ৫০৯

কামাখ্যা দেবী—১৬৩

কামিনী মুল্লুক—১৭৫

কালুসেখ—৪৮৯

কাশী—৩৪১

কাঁইচা—২৮, ৯৩, ১০০

কাঁঠালভাঙ্গা—৪৮৩

কুকি—৪৯২
কুকুয়া—২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯
কুদালধোয়া—৮৮
কুবের—২৪০
কুশাই—৩৫৩, ৪২৭
কৃষ্ণরাম মাল—৫১৫, ৫৫৬
কৃষ্ণ চৌধুরী - ৫৬৩, ৫৬৫
কেনারাম—৫২০
কৈকেয়ী—২৪৮, ২৫০, ২৬৭
কৈলাস—৪০৫
কোচ—১৫৮, ১৫৯
কোর্ব্বান আলী—৪৮৩
কোড়াল—৯৭
কৌশল্যা- ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২

খাজা—৪৭৭
খালিয়া জুড়ি—৫১১, ৫১৫
খৃষ্ট ধর্ম্ম—৪৮৬
খৈয়া গোক্ষুরা—২৮৮

গঙ্গাজল শাড়ী—২৪৬
গধু নৌকা—১২২
গফুর—২১, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪
গয়া—৩৪১
গর্গ—৫৫৪
গাজী ৪৯০
গারো—৮৬, ৮৭, ৮৮, ৪৯২, ৪৯৪
গিরিং—১০৭
গুরুমিঞা—৪৮৩
গোদাবরী—২৫৫
গোদা যম—৫১০
গোপালচন্দ্র বিশ্বাস—৪৮৯
গোবধ্যার চর—২৮, ৪৮৬
গ্যালিক কাহিনী—৫১০
ঘোড়াঘাট—৪৭৪

চক্রধর—৪২৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৯, ৪৪৪
চট্টগ্রাম—৯৩, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫
চণ্ডীদাস—১৯৬, ৫১১, ৫১৫, ৫১৬
চন্দ্রকুমার দে—৪৮৯, ৫০৯, ৫১১, ৫১৫, ৫৫৭, ৫৬৩, ৫৬৬
চন্দ্রকেতু—৪১৪
চন্দ্রাবতী—২৩৮, ২৪৫, ২৪৮, ২৫১, ২৫২ ২৬২, ২৬৪, ২৬৯, ৫১৯, ৫২০
চান্দ মোড়ল - ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫৩
চান্দ রায়—৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭২, ৫৬৩
চাম্পাবতী—১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৮, ১৮০, ১৮১
চাষখোলা—৯৪
চাঁদা—৯৭
চিত্রলেখা—৫০৫
চিন্নাল—১০৭
চিলাবাঁকা—২৮৮
চুনতি—৯৪
ছুরি—৯৭

জগন্নাথ—৩৬৪
জঙ্গলবাড়ী—৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৪৯৪
জয়দেব—৫১৬
জানকীনাথ—৪৯৩, ৪৯৪
জাহাঙ্গীর—৪৯৫
জীরালনী—৪৩০, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৪৭, ৫৫৭

জেরেক্সেস—৪৮৫

টেনিসন—৪৯৩
টেঁইয়া জাল—১২১
ট্যাভার্ণিয়ার—৪৮৫

ডরাই ডাকিনী—২৫১
ডলু—৯৪
ডাকিনী যোগিনী—১৭৬
ডায়াঙ্গ—৪৮৬
ড্রুইড—৫১০

তমসা—২৬৫
তলাপাত্র—৪৭৭
তাইল্যা—৯৭
তিলক বসন্ত—৩৬৭, ৩৯৮, ৪০০, ৪০১
ত্রিপুরা—৩২৩, ৩২৪
ত্রিপুরা রাজ—৪৯০, ৪৯১,

থল বসন্ত—৪১০, ৪১২, ৪১৩
থলভুম—৪১০, ৪১৩, ৪১৪

দণ্ডপতি—৪৩১
দণ্ডপুর—৪৩১
দশরথ—২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১
দারাক—১৪০, ১৪২, ৩৯৭, ৪০৯
দিগম্বর—১৬৪, ১৬৫, ১৬৬
দিয়াঙ্গার পাড়ি—২৮
দুধরাজ—১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৮, ১৭৯
দুর্গাপুর—৪৯৪
দুর্গাপূজা—২১৭
দুলাই—৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬
দেওগাঁ—১০০, ১০২, ১২৪
দেয়াঙের পাহাড়—৯৭, ৪৮৫
দেয়াঙ্গের বন্দর—৪৮৬
দ্বাদশ আদিত্য—২৪০

ধন্বন্তরী—৩৫১
ধনাইয়ের ঢালা—৮৮
ধানচিবজ্যা—১২১
ধামরাই—৪৮৯
ধোপার পাট—৫০৯, ৫১৫

নকুল বৈরাগী—৫১৫
নগেন্দ্রচন্দ্র দে—৪৯৩
নছর—৬, ৭, ১৫, ১৭, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮৪
নজু মিঞা—১৩, ১০০, ১০১, ১০২, ১২০
নন্দলাল দাস—৪৮৯
নবরঙ্গপুর—৪০৮, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪
নয়ন চাঁদ—৫১৯, ৫২০
নয়াগঞ্জের হাট—৪২৭
নসর মালুমের পালা—৪৮৩
নাছিরাবাদ—৯৩
নিতিমাধব—৪০৭, ৪১২
নিরাঞ্জন—১১৩
নুরন্নেহা—৯৮, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮
নুরজাহান—৪৮৫
নুর হোসেন ভাইয়্যা—৪৮৩
নেয়াজা—১৩৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩

নেজাম আউলিয়া—৯৩
পঞ্চনাগ—২২৬
পঞ্চবটী—২৫৫
পবনকুমারী—৩৮৬, ৩৯৮, ৪০১
পর্ত্তুগীজ—৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭
পরীদিয়া—২২, ২৩, ২৪, ৪৮৭
পরীবানু—৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৫৫৯
া- ৯৪
পার্ব্বতী—৪০৫
পারিজাত—২৩৮
পালরাজা—৪৯২
পাঁচগৈরা—১১৩
পুরন্দরের পালা—৫১৮
পূর্ব্ব-মৈমনসিং অঞ্চল—৫১৭
ফকির রাম—৫১৮
ফাইস্যা—৯৭
ফুলপুর—৫০৯
ফুলেশ্বরী—৫২০
ফেস্যা—১০৭
বগুলা—২২৮, ২২৯, ২৩০, ৫১৭
'বগুলার বারমাসী'—৫১৫
'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়'—৫১৮
বটতলী মৌজা—৯৩
'বত্রিশ সিংহাসন'—৫১০
বনদুর্গা—২৫১
বরুণ—২৪০
বলাই—৪১৪, ৪১৯
বশিষ্ঠ—২৪৮
বংশীদাস চক্রবর্ত্তী—৫১৯, ৫২০
বাইলা—৯৭
বাতাসী—৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৩
বার বাঙ্গলা—৫৬১
বারভূঞয়া—৪৫৫, ৫৬২
বালাম—১০৭
বাসুদেব—৪৭৭, ৪৭৮
বাসুকী—২৩৯
বিচিত্র মাধব—৫৫৩
বিক্রমাদিত্য—৫১০
বিজয়নারায়ণ আচার্য্য—৫০৯
বিনাথ—৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬২
বিনি—১০৭
বিরিঞ্চি—২৩৭, ২৩৮
বিশ্বামিত্র—২৫৪
বিশ্বকর্ম্মা—২৩৫, ২৩৭
বিস্‌মিল্লা—৯৪
বীজমালি—১০৭
বীর—১৬০, ১৬১
বীরনারায়ণ—২৯৩, ২৯৪, ২৯৮, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১০, ৩১৬
বীরসিংহ—১৫৯, ১৬১, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৬, ১৭৭, ৪৩৯, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯
বুদ্ধ—৫১১
বুধা—১১, ১৩
বেইন জাল—১২১
বেতি—১০৭, ১১১
বোয়াল—৯৭
ব্রহ্মদেশ—৪৮৫
ভগীরথ—৪০৫

ভরত—২৬৭
ভাওয়াল—৪৮৯
ভাঙ্গুরায়—৪৪০
ভাটি মুল্লুক—১৫৭
ভানুরাজা—৪০৭
ভারইরাজা—১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ৫০৭, ৫০৮, ৫১০
ভারতচন্দ্র—৫৫৬
ভূমা রাজা—৪১ ৪১৩

মক্কা—৩৪১
মগ—৪৮৫, ৪৮৬
মগধাওনি—৪৮৫, ৪৮৬
মঙ্গলচণ্ডী—২৫১
মঙ্গলনাথ—৫১১
মদিনা—৩৪১
মধুকুল্য—৩৬৪
মধুমল্লার পুরী—৪২৭
মধ্যবাটী—৫১৫
মনসা—২১৪, ২১৫, ২২৬
'মনসা দেবীর ভাসান'—৫১৯
মন্থরা—২৬৭
মন্দোদরী—২৩৯, ২৪১, ২৫১
মন্নিরাজ—২৮৮
ময়নামতী—৫১০
ময়মনসিং—৫০৯, ৫১৯
মলয়া—৪০৬, ৪১৬, ৪১৭, ৪২০, ৪২১
মলুয়া—৫১৯, ৫২০
মল্লশাট—৪১৪
মহিষমারা—৪৮৩
মহিষাল বন্ধু—৫১৫
মহীপাল—৩১৯, ৩২০
মহীপাল দীঘি—৩১৯
মৎস্যন্যায়—৪৯২
মাইয়ানা বুড়ি—১৭৫
মাছুয়া—২৮৮
মাঝির গাঁও—৬, ২৪, ৩৬
মাণিক্য—৪৪০
মাদার অ্যাম্ব্রোজ—৪৮৬
মাধব—২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮
মাফো—১৭, ১৮, ২৩, ৪০
মামুদ—৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১
মালেক—১০০, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০
মিথিলা—২৪৩, ২৫৩, ২৫৪
মুকুটরায়—১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৫২, ৪৮৬
মুণ্ডা—৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১
মুরঙ্গ্যা—৪৫৯
মেঘনাদবধ কাব্য—২৫৯
মেঘমতী—৪৩০, ৪৩১, ৪৩৫
মেমাজান—৯, ৪২
মেয়ং—৫৬০
মৈমনসিং—৪৮৯, ৪৯৩

যম—২৩৮

রঙ্গদিয়া—৯৭, ৯৮, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৬, ১২৭
রঙ্গিলা—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭

রঘুনাথ—৮৩, ৮৫, ৪৯৩, ৪৯৫
রঘুসুত—৫৫৩
রজনী গোপাল—১৫৯, ৩৬৪
রতন ঠাকুর—৩২৫, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭
রহমন—৪৮৪
রহিম—৯৪
রাগগুা—৯৪
রাণী কমলা—৪৯৩
রাধারমণ—৩০২, ৩০৩, ৩০৭
রাবণ—২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪২, ২৬১, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৮, ৪৮৪
রাম—৯৪, ২৪৮, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৬৯
রামপ্রসাদ সেন—৫৫৬
'রামলক্ষ্মণ' শাঁখা—২৪৬
রামায়ণ—৫১৯, ৫২০
রিশ্যা—৯৭
রোসঙ্গ্যা—৯৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৩
রোসাং—৪৬০, ৪৬১

লঙ্কা—২৩৫
লক্ষ্মণ—২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৫
লক্ষ্মী—২১৯
লখোদর—৪১৪
লীলা—৩১৯, ৩২০
লৈট্যা—৯৭

শঙ্খরাজ—২৮৮
শব্দভেদী বাণ-৩৯৫
শাহ্ মোহ্সেন আউলিয়া—৯৩
শিবধনু—২৫৪
শিমুল কান্দা—৫০৯
শিলক ঠাকুর—৯৪
শিলুই রাজা—১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৫০
শীতলাষষ্ঠী—২৫১
শীলাদেবী—৬০, ৬১, ৬২, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১
শ্যামরায়—৫১৫
শ্রীবিষ্ণু—৯৪
শ্রীমাই—৯৪

হনুমান্—২৬০
হর—৪০৫
হরিবংশ পুরাণ—৫০৫
হাইত্যার থমথমি—৯৪
হাজাঙ ১৭৯, ৫১১
হার্ম্মাদ—২৭, ২৮, ২৯, ৩৮, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ৪৫৯, ৪৮৪
হার্যা ডাকাত—৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪২৩
হায়দর—৬, ১০, ১১, ১৪, ২৫
হায়দর আলী—৪৮৩
হালদা ফাটা গান—৫৫৯
হেস্‌পারাইডাস—৫১০

'সখিসোণা'—৫১৮
সজিস্তা—৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭
সতা—২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮
সত্যনারায়ণ—৪০৫
সত্যপীর—৫৫৫
সপ্তমালা—২৭৩, ২৭৪
সরমা—২৬১
সাভার—৪৮৯
সায়েস্তা খাঁ—৪৮৫, ৪৮৬

সাহা সোলতান—৯৩
সাঁওতাল— ৪৯২
সীতা—২৪০, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ৪৮৪
সুগ্রীব—২৬০
সুজন্তী—৩৪৩, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৫৪
সুজা—৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৫৬১
সুধর্ম্মরাজা—৫৬০
সুন্দাসেতী—১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১
সুবচনী—২৫১
সুমাই ওঝা—৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬১, ৩৬২
সুমিত্রা—২৪৮, ২৫০
সুসুঙ্গ— ৮৫, ৮৬
সুলা—৩৮১, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১
সোণা—২৯৪, ২৯৫, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩১০, ৩১৪
সোণাদিয়া—১২২
সোণাপুর—৪৭২
সোণামণি—৩৬৪
সোণারায়—৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৯, ৫৬৫
সেকান্দার—১৫, ১৬
সেখ করিম—৯৩
সেতানলী—৯৪